বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

১৯৭১ সাল ছিল বাঙালির প্রথম জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে উত্তাল। সেই ঐতিহাসিক দিনগুলোর ঘটনাপঞ্জি দিয়েই এ বইয়ের শুরু। ১৯৭১ থেকে ২০১১—এই ৪০ বছরে আমাদের দেশ ও জাতিকে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, পরবর্তী সময়ের ওপর যার কমবেশি প্রভাব পড়েছে। আজ ও আগামী দিনের সময় ও সমাজ-সচেতন প্রতিটি নাগরিককেই সে ঘটনাগুলোর দিকে বারবার ফিরে তাকাতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার বলে বিবেচিত হবে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১'। সমাজ-রাজনীতিবিষয়ক গবেষকদের জন্যও এটি একটি অপরিহার্য সহায়ক পুস্তকের কাজ করবে। আমাদের জাতীয় জীবনের চার দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জির এই সংকলন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যবাহী এক প্রয়াস।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

জন্ম ৩ ডিসেম্বর ১৯২৮, ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের দয়ারামপুর গ্রামে। ইতিহাসে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর। আইন বিষয়ে স্নাতক। ১৯৫৮ সালে আধুনিক ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক সম্মান (অক্সফোর্ড) এবং ১৯৫৯ সালে ব্যারিস্টার হন। অধ্যাপনা করেছেন রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৪ সালে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হন। বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৬ সালে। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৮৫টির বেশি। উল্লেখযোগ্য বই : *ভাষার আপন পর; যথাশব্দ; কোরআনসূত্র; গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ; রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য; তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়ভার; টোয়েন্টি-ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি স্পিক্‌স ফর অল ল্যাঙ্গুয়েজেস* ইত্যাদি। পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

www.pathagar.com

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪২০, অক্টোবর ২০১৩
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Bangladesher Rajnoitik Ghatonapanji
by Muhammad Habibur Rahman
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 450 only

ISBN 978 984 90255 6 6

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ডা. সাঈদা খান

ও

আনোয়ার উল আলম

www.pathagar.com

ভূমিকা

গত দুই দশকে দেশের লালমাই অঞ্চলে যে উদ্ভিদ জীবাশ্মের হাতিয়ার পাওয়া গেছে তা থেকে বলা যায়, প্রায় ১০ লাখ বছর আগে আদি প্রাচীন প্রস্তরযুগে বাংলাদেশের উচ্চভূমিতে মানুষের পদধূলি পড়েছিল।

ভাষা বা জাতির সঙ্গে দেশ যোগ করে বহু দেশের নাম দেওয়া হয়েছে, আমরা 'বাংলা'র সঙ্গে 'দেশ' যোগ করেছি। সরকারি দলিলে এই নামকরণ হয়েছে ১৯৭১ সালে। বেসরকারিভাবে এই নামের চল আরও একটু পুরোনো।

তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর আগে যখন ঋক্‌বেদ রচিত হচ্ছিল, তখন প্রকৃতি, বিশেষ বৃক্ষ, প্রস্তরখণ্ড, ধ্বজা, পর্বত, স্থান, চন্দ্র, রাই, কালদর্শী বৃদ্ধ, মৃতদেহ ও মৃতের দেহাবশেষের প্রতি লোকের ছিল অগাধ সমীহা। সেদিনের সর্বপ্রাণবাদের কিছু কিছু রেশ রয়ে গেছে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের লোকাচারে এবং আদিবাসী ও উপজাতিদের নানা ক্রিয়াকর্মে।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে এ দেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কিছু যাতায়াত থাকলেও বৈদিক ধর্ম তেমন প্রসার লাভ করেনি। এ দেশে জৈন ধর্মের প্রসার ঘটে প্রথম, তারপর বৌদ্ধ ধর্ম এবং পরে গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুর্কিরা (মুসলমানের তৎকালীন প্রতিশব্দ) উচ্চকোটির মনে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। তুর্কিশক্তির সারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছে প্রায় দেড় শ বছর। এ দেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে তলোয়ারের তেমন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই।

যত দিন মুসলমান রাজত্ব ছিল, তত দিন শিরকবিরোধী কার্যক্রম তেমন দানা বাঁধেনি। ইংরেজ আসার পর রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে ও সুবিধাভোগে বঞ্চিত এবং খ্রিষ্টান অগ্রাভিযানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুসলমানরা সনাতন ধর্মে ফিরে যাওয়ার একটা বড় তাগিদ পেল।

দিল্লির ঐতিহাসিকেরা বলতেন, বাংলার আকাশে-বাতাসে-মাটিতে বিদ্রোহের

www.pathagar.com

বীজ ছড়িয়ে আছে। দিল্লি হনুজ্ দূরস্ত্। সেই সুযোগে লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তারা একের পর এক বিদ্রোহ করেন। দিল্লির চোখে লক্ষ্ণৌতি হলো 'বালগাকপুর', বিদ্রোহপুরী।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাবের ৫০ হাজার সৈন্য কোম্পানির তিন হাজার সৈন্যের কাছে হার মানল। সম্রাট শাহ আলমকে বাৎসরিক ২৬ লাখ টাকা রাজস্ব এবং নিজামত প্রশাসনের জন্য নবাবকে ৫৩ লাখ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্লাইভ ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট কোম্পানির জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ ছাড়া এমন কিছু অঘটন ঘটেনি, যার মোকাবিলা করতে ইংরেজদের তেমন বেগ পেতে হয়েছিল।

মুসলমানরা ১৯০৫ সালের বঙ্গ-বিভাগ চায়নি। ঢাকায় ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত এ দেশের মুসলমান সম্প্রদায় যে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল, তা তারা ভুলতে পারেনি। তাই ১৯৪৭ সালে যখন পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন পূর্ববঙ্গবাসী তাকে সানন্দে স্বাগত জানায়।

লাহোরে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ ভারতের উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবিতে মুসলিম লীগ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনের পর ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কনভেনশনে জিন্নাহর অনুপ্রেরণায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী এক অখণ্ড পাকিস্তানের প্রস্তাব করেন।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকায় জিন্নাহর কথা 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'-র বিরুদ্ধে 'না' উচ্চারিত হয়। সেই বছরেরই ৩১ ডিসেম্বর ড. শহীদুল্লাহ ঘোষণা করেন, 'আমরা বাঙালি'। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বার ও অহীউল্লাহ। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলীর মৃত্যু, ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নাজিমুদ্দিনকে অপসারণ করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে নিয়োগ, পূর্ব বাংলায় গভর্নর-শাসন, ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া, ১৯৫৬ সালে সংবিধান বাতিল ও ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান, ১৯৫৮-৬২ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ও আমলাদের নিয়োগ বা বদলি, ১৯৬২ সালে আইয়ুবের সংবিধান প্রবর্তন, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৯ সালে বাংলাভাষী স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক শাসন জারি ও ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দখল এবং অবশেষে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ—সব ঘটনা-অঘটন ঘটেছে অবাঙালি আমলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর

www.pathagar.com

পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ মদতে।

আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন ও ছয় দফার আন্দোলন নির্বাচনের ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ না করায় পাকিস্তান ভেঙে গিয়ে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

সাতই মার্চ শেখ মুজিবের 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণের পর বাংলার তরুণেরা যে স্লোগান দিয়েছিল—'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর/ বাংলাদেশ স্বাধীন কর'—সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হলো। প্রায় সারা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষ সেই সংগ্রামের সঙ্গে ঐকাত্ম্য অনুভব করেছিল।

১৯৭১ সালের ষোলোই ডিসেম্বর মিত্রশক্তির কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের পরপরই পাকিস্তানপন্থীরা দেশে ও বিদেশে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব করলেন এই শর্তে যে বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশ এই নিশ্চয়তা দান করবে যে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীকে যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার করা হবে না। ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হলো।

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান উপসংহারে বলেন, 'মানুষের অজেয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে জয় করিবার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করিবার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতে চাই। আমাদের মতো যেই সব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহাদের দৃঢ়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যের হাতে তিনি পরিবারের উপস্থিত সব সদস্যের সঙ্গে নিহত হন। এরপর দেশে প্রায় ২০টি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। দুটো অভ্যুত্থানের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-৮১) প্রথমে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা এবং পরে রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন। জিয়াউর রহমান জামায়াতে ইসলামীর গোলাম আযমকে (১৯২২) পাকিস্তান থেকে ফিরে আসতে দেন। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী দল বলে এক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কর্নেল আবু তাহেরকে এক সামরিক বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সম্প্রতি সেই বিচারকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট।

১৯৮১ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হলে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। ৪ ডিসেম্বর ১৯৯০ তিনি তৎকালীন বিরোধী দল ও জোটগুলোর প্রস্তাবিত 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' জন্য ঘোষিত 'রূপরেখা' গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংবিধানবহির্ভূত সব কর্মকাণ্ডকে একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া হয়।

১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে দেশে ১৬ বছর পর সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

২০০৭-৮ সালে প্রায় দুই বছর ধরে জরুরি অবস্থার মধ্যে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বারবার মন্তব্য করে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্বাচনী আইন সংস্কার ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের আগে কোনো নির্বাচন সম্ভব নয়। অবশেষে সংস্কারের ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্যের মধ্য দিয়ে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পাঁচ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ যেসব ভয়াবহ ঘটনা-দুর্ঘটনার শিকার হয়, তাতে অনেকের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে দেশটি টেকে কি না। সেই দেশ এখন উন্নয়নের একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। মানবকল্যাণের প্রতিটি সূচকে চার দশকে দেশটি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। প্রথম দুই দশকে প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২ শতাংশ। ১৯৯০ সালের পর তা ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, যে দারিদ্র্যসীমা ২০০০ সালে ছিল ৪৯ শতাংশ, তা এক দশকে ৩২ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রবৃদ্ধির তুলনায় এখানে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন যে শিক্ষাব্যবস্থার চালুর কথা সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সেদিকে সরকার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেনি। বিশ্বের কোনো দেশে প্রাথমিক স্তরে ১১ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই, যেমনটা রয়েছে বাংলাদেশে। আমাদের মধ্যে তিন ধরনের সমাজ গড়ে উঠছে—কিন্ডারগার্টেনের ইংরেজিপ্রেমিক সমাজ, মূলধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজ এবং মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিন্নমূল সমাজ।

বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী অঙ্গীকার ও ভিশন ২১ বাস্তবায়নে দেশের বিভিন্ন সমাবেশে প্রায় ১৮৫টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতির ৭০ ভাগ বাস্তবায়ন হয়নি।

আশা করা যায়, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। বর্তমান বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক অগ্রগতির তালিকায় বাংলাদেশ—চীন, ব্রাজিল, সিঙ্গাপুর ও তুরস্কের পরই—পঞ্চম স্থানে।

দেশে আজ নির্বাহী প্রধান এক নিরঙ্কুশ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। উপদেষ্টা ও প্রশাসক নিয়োগ করে এবং চুক্তিমাফিক আমলা নিয়োগের ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে নির্বাহী প্রধানকেন্দ্রিক প্রশাসন এ দেশে গড়ে উঠেছে, সেই প্রশাসনের নায়েব-গোমস্তাকে নবাবের মর্যাদা দেওয়া গেলেও তাঁদের জবাবদিহি জনগণের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। ব্রিটিশ আমলেও স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থা ছিল। সরকারি এই বিভাগটির সে আমলেও তৎপরতাগত যে সাফল্য ছিল, বর্তমানে তার কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

এই ঘটনাপঞ্জি সংবাদপত্রভিত্তিক। সংবাদপত্রের ভ্রম-বিভ্রান্তি এতে অনুপ্রবেশ করে থাকতে পারে। এসব তথ্য ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রমাণীকৃত হওয়ার অপেক্ষায়। কোনো তথ্যের যথার্থতা নিয়ে সহৃদয় পাঠকের প্রশ্ন থাকলে বা কোনো তথ্যের সংশোধন প্রয়োজন মনে করলে আমার ই-মেইল ঠিকানায় বা প্রকাশকের কাছে চিঠি লিখে জানালে আমি বাধিত হব।

বলা বাহুল্য, এই রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ইতিহাসের বিকল্প নয়, তবে আমার বিশ্বাস দেশের ইতিহাস ও রাজনীতি বোঝার জন্য এটা এমন এক সূত্র বা কাঠামো যা তাৎক্ষণিক শরণগ্রন্থ হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
ঢাকা, আগস্ট ২০১৩
mhrahman1928@gmail.com

www.pathagar.com

১৯৭১

জানুয়ারি ১৯৭১

০৩ : রেসকোর্সে এক বিরাট সমাবেশে আওয়ামী লীগ-দলীয় এমএনএ ও এমপিএদের ছয় ও এগারো দফা বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণ।

 : 'ছয় দফা এখন আর পার্টির সম্পত্তি নয়—জনগণের সম্পত্তি। ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সংবিধান প্রণীত হবে। এ ব্যাপারে কেউই আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।'—শেখ মুজিবুর রহমান।

০৪ : 'ছয় দফার পক্ষে জনগণের রায় ও গণভোটের ফলাফল নির্বাচিত এমএনএদের পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই।'—শেখ মুজিব।

১১ : 'আওয়ামী লীগ কেবলমাত্র একাই কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম। ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জনতার দাবি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।'—শেখ মুজিব।

 : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায়।

১২ : ইয়াহিয়া খান-শেখ মুজিব বৈঠক।

১৩ : 'একটা সর্বসম্মত সংবিধান এখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'—ভুট্টো।

১৪ : 'সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।'—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান।

 : 'শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। যখন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, আমি আর থাকব না। এটা শীঘ্র শেখ মুজিবের সরকার হবে।'—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান।

১৭ : লারকানায় ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনা।

২৭ : আলোচনার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা আগমন। তিনি স্বীকার করেন, গণপরিষদ অধিবেশনের আগে দীর্ঘ অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করবে।

www.pathagar.com

: ঢাকায় মুজিব-ভুট্টো আলোচনা।

: 'শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়নি। আমি পরবর্তী সময়ে আরও আলোচনায় রাজি আছি।'—ভুট্টো।

: দুজন কাশ্মীরির লাহোরে ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক।

ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

০৩ : 'লাহোরে হাইজ্যাক করা ভারতীয় বিমান ধ্বংসের ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত হওয়া দরকার। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।'—শেখ মুজিব।

০৯ : 'পাকিস্তানের রাজনীতি হচ্ছে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি। পার্লামেন্ট অধিবেশন আহ্বানে অহেতুক বিলম্ব দুঃখজনক।'—শেখ মুজিব।

১৩ : 'পাকিস্তানের জন্য একটা সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ সকাল নয়টায় ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হলো।'—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান।

১৫ : 'ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণীত হবে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্যের রায় মেনে নেওয়া উচিত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থার আহ্বান জানাচ্ছি।'—শেখ মুজিব।

: 'নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দল (আওয়ামী লীগ) প্রকাশ্যে বা গোপনে আমাদের কিছুটা 'কনসেশনের' প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত পিপলস পার্টি ঢাকায় ৩ মার্চে আহূত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দেবে না। সংখ্যাগুরু দল কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রণীত একটা সংবিধানে কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি দেওয়ার জন্য আমার পার্টির সদস্যদের পক্ষে ঢাকা যাওয়া এবং অপমানিত হয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়।'—জুলফিকার আলী ভুট্টো।

১৬ : 'জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বশর্ত পাকিস্তানের প্রতি হুমকিস্বরূপ।'—মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

: ভুট্টোর ঘোষণা—তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিলযোগ্য নয়।

১৭ : 'আওয়ামী লীগ এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রাখছে। স্বার্থান্বেষী মহল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চলছে।'—শেখ মুজিব।

: বর্তমান পরিস্থিতিতে ঢাকায় আসন্ন জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগদান অর্থহীন। জাতীয় সংসদ এখন একটা কসাইখানায় পরিণত হয়েছে।'—জুলফিকার আলী ভুট্টো।

www.pathagar.com

: 'বিশ্বের কোনো শক্তিই আর বাঙালিদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আটকে রাখতে পারবে না। শহীদদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেব না।'—শেখ মুজিব।

২১ : ইয়াহিয়া তাঁর বেসামরিক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন। ঘোষণা : সামরিক আইনের লঙ্ঘন সহ্য করা হবে না। ইসলামাবাদে পাঁচ প্রদেশের গভর্নর ও সামরিক শাসকদের বৈঠক।

: স্বাধীন সার্বভৌম গণ-বাংলা 'কায়েম কর', 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম করুন', 'জনতার স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েম কর'—এ রকম আহ্বান-সংবলিত বিভিন্ন প্রচারপত্রের প্রকাশ।

২৪ : সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব, 'ছয় দফার কোনো রদবদল করা সম্ভব নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো যদি বাংলাদেশের অনুরূপ বা সমপরিমাণ স্বায়ত্তশাসন না চায় বা কেন্দ্রকে যদি ছয় দফায় উল্লেখিত ক্ষমতা ছাড়া আরও ক্ষমতা দিতে চায় বা কোনো আঞ্চলিক সংস্থা গঠন করতে চায়, তাহলে ছয় দফা তার কোনো প্রতিবন্ধক হবে না।'

২৬ : পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে গভর্নর আহসান শেখ মুজিবের সঙ্গে দুবার সাক্ষাৎ করেন।

২৮ : যদি ১২০ দিনের সময়সীমার ছাড় দেওয়া হয় এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয় তবে তিনি মুজিবের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবেন।—ভুট্টোর বক্তব্য।

মার্চ ১৯৭১

০১ : 'হয় আসন্ন জাতীয় সংসদের অধিবেশন পিছিয়ে দেওয়া হোক, না হয় 'এলএফও' প্রদত্ত ১২০ দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সংবিধান প্রণয়ন করার নির্দিষ্ট বিধি সংশোধন করা হোক। পিপলস পার্টির উপস্থিতি ছাড়া সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে ভয়াবহ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জীবনযাত্রা অচল করে দেওয়া হবে।'—ভুট্টো।

: 'পাকিস্তানে এখন ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলাম।'—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া।

: সন্ধ্যায় গভর্নর আহসানের পরিবর্তে প্রাদেশিক সামরিক প্রশাসক লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে বেসামরিক গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান।

: 'জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিত করা খুবই দুঃখজনক।...আপাতত আওয়ামী লীগের প্রোগ্রাম হচ্ছে ১ মার্চ ঢাকায়

www.pathagar.com

এবং ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল। ৭ মার্চ রে   ময়দানে আয়োজিত জনসভায় চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।'– ;   ' মুজিব।

: ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ। ঢাকার ফার্মগেটে নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ।

: 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম' পরিষদ গঠিত।

: 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর/ বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার আমার ঠিকানা/ পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো' ইত্যাদি স্লোগানে ঢাকা আন্দোলিত।

: জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকা ও অন্যান্য শহরে বিক্ষোভ মিছিল। কারফিউ জারি।

০২ : শেখ মুজিবের সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান। ৩ মা :ক জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা।

: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণের ছাত্রসভায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন। ঢাকায় কারফিউ জারি। বহু হতাহত।

০৩ : জনতার ওপর গুলিবর্ষণের তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত মুজিব কোনো আলোচনা করবেন না। প্রতিদিন ৬টা-২টা পর্যন্ত হরতাল পালনের আহ্বান।

: পল্টন ময়দানে নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ছাত্রলীগ আয়োজিত বিশাল জনসভায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রস্তাবিত জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং জাতীয় পতাকা প্রদর্শিত হয়।

: ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র প্রচার।

: বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষে চট্টগ্রামে ১২০ জন নিহত ও ৩৩৫ জন আহত।

০৪ : 'রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ মুহূর্তে সংখ্যাগুরু দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশের সংহতি রক্ষা করা অপরিহার্য।'—এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান।

: 'পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত নির্বাচিত সদস্যের পক্ষ থেকে জনাব ভুট্টোর কথা বলার অধিকার নেই এবং তাঁর পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের হুমকি দেওয়া শোভনীয় নয়।'—মওলানা গোলাম গাউস হাজারভি।

: 'জাতীয় সংসদের প্রস্তাবিত অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতের ঘোষণা অবাঞ্ছিত ও অগণতান্ত্রিক।'—বেলুচিস্তান ন্যাপ (ওয়ালি)।

: 'এখন আমরা এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, যখন পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে সংখ্যাগুরু দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া আর কোনো পথ নেই।'—মালিক গোলাম জিলানি।

www.pathagar.com

: 'সাফল্যজনকভাবে পূর্ণ হরতাল পালনের জন্য আমি বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যেকোনো মূল্যে অধিকার আদায়ের জন্য জনতাকে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি এ মর্মে নির্দেশ দান করছি যে হরতালজনিত পরিস্থিতির জন্য যেসব সরকারি ও বেসরকারি অফিসে এখন পর্যন্ত মাসিক বেতন হয়নি, সেসব অফিস শুধুমাত্র বেতন দেওয়ার জন্য প্রতিদিন বেলা ২-৩০ থেকে বিকেল ৪-৩০ পর্যন্ত খোলা থাকবে। সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বেতনের চেক ভাঙাবার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর জন্য একই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।'—শেখ মুজিব।

: 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা'র পরিবর্তে 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র'।

০৫ : শেখ মুজিবের আহ্বানে সারা বাংলাদেশে পাঁচ দিনব্যাপী হরতাল পালন। টঙ্গী, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে গুলি। রংপুরে কারফিউ এবং ঢাকায় অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা। নিউ মার্কেটে মোজাফ্‌ফর আহমদের সভাপতিত্বে ন্যাপ (ওয়ালি)-এর জনসভায় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।

: সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

০৬ : 'রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে নিজেদের মধ্যে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। আমি ১০ মার্চ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বৈঠক আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এই বৈঠক প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে ২৫ মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করছি।'—ইয়াহিয়া খান।

: দিবাগত রাতে আওয়ামী লীগ নেতারা বত্রিশ নম্বরে বৈঠকে মিলিত হন। গভীর রাতে কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক মুলতবি।

: চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার জন্য শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া—'আমরা ঢাকায় এসে আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব। আমি আশ্বাস দিতে পারি যে জনগণের কাছে আপনার প্রদত্ত ওয়াদা পূরণ হতে পারে।'

০৭ : পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড সকালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে স্বল্পকালীন একান্ত বৈঠকে বলেন, 'পূর্ব বাংলা স্বঘোষিতভাবে স্বাধীন হলে যুক্তরাষ্ট্র তা সমর্থন করবে না।'

: ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বান, 'তোমাদের যা-কিছু আছে, তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্‌। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

: দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অহিংসভাবে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার আহ্বান। ১০ দফা কর্মসূচি : ১. সরকারি খাজনা বন্ধ; ২. সরকারি ও বেসরকারি অফিস এবং কোর্ট-কাচারি বন্ধ; ৩. রেলওয়ে ও বন্দরের কাজ চালু থাকবে। তবে সামরিক বাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্র বহন করা চলবে না; ৪. বেতার ও টিভিতে আন্দোলনসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ ও বিবৃতি প্রচারিত হবে। অন্যথায় কেবল আন্তজেলা ট্রাংককল চালু থাকবে; ৬. সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ; ৭. স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনোভাবে কোনো ব্যাংক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠানো যাবে না; ৮. প্রতিদিন সমস্ত অট্টালিকায় কালো পতাকা উত্তোলিত হবে; ৯. হরতাল প্রত্যাহার করা হলেও পরিস্থিতি মোকাবিলায় আংশিক অথবা পূর্ণ হরতাল আহ্বান করা হবে; ১০. স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রতিটি মহল্লা, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবে।

: ৬ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙে কয়েদিদের পলায়ন। গুলিতে সাতজন নিহত।

: খুলনা-যশোরে সৈন্যবাহী ট্রেনে আক্রমণ।

: রাজশাহী, খুলনা ও যশোরে টেলিফোন ভবন আক্রান্ত।

: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুরে বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষ এবং সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ।

: লে. জেনারেল শাহেবজাদা ইয়াকুব খানের স্থলে জে. টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁকে শপথদানে অস্বীকার করেন।

০৯ : বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ অসহযোগ আন্দোলন-সম্পর্কিত সংশোধিত নির্দেশ জারি করেন : ১. ব্যাংক : ক. পূর্ববর্তী সপ্তাহের মতো মজুরি ও বেতনের টাকা প্রদান; খ. ব্যক্তিগত খরচের জন্য ১,০০০ টাকা পর্যন্ত উত্তোলন; গ. কলকারখানা চালু রাখার লক্ষ্যে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য টাকা প্রদান; ২. স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনোভাবে টাকা পাঠানো বন্ধ; ৩. উপরিউক্ত বিষয়গুলোর জন্য স্টেট ব্যাংক খোলা থাকবে; ৪. ইপি ওয়াপদা : বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে; ৫. ইপি এডিসি : সার ও পাওয়ার পাম্পের ডিজেল সরবরাহের কাজ করবে; ৬. ধান ও পাটবীজ সরবরাহ হবে এবং ইট পোড়াবার কয়লা দিতে হবে; ৭. খাদ্য পরিবহন অব্যাহত থাকবে; ৮. ওপরে উল্লেখিত বিষয়-সম্পর্কিত চালান পাসের জন্য ট্রেজারি ও এজি অফিস কাজ করবে; ৯. ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত এলাকায় রিলিফ বণ্টন অব্যাহত থাকবে; ১০. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চিঠিপত্র, তার এবং মনি অর্ডার পাঠানো অব্যাহত

www.pathagar.com

থাকবে। পোস্ট অফিস, সেভিংস ব্যাংক চালু থাকবে। বিদেশে প্রেস টেলিগ্রাম ছাড়া আর কিছু পাঠানো যাবে না; ১১. বাংলাদেশের সর্বত্র 'ইপিআরটিও' চালু থাকবে; ১২. গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে; ১৩. স্বাস্থ্য ও স্যানিটারি সার্ভিসগুলো চালু থাকবে; ১৪. শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকের সহযোগিতা গ্রহণ করবে; ১৫. ওপরে বর্ণিত আধা সরকারি অফিসগুলো ছাড়া বাকি সব অফিসে হরতাল অব্যাহত থাকবে; ১৬. গত সপ্তাহের জারিকৃত অন্যান্য নির্দেশ বহাল থাকবে।

১১ : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সাফল্যজনকভাবে তা অব্যাহত রাখার জন্য জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন।

১২ : বিক্ষোভকারীদের সাহায্য করছে এমন কিছু ভারতীয়কে পাকড়াও করা হয়েছে বলে পাকিস্তানের দাবি।

১৪ : করাচির নিশতার পার্কে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের দাবি মোতাবেক পার্লামেন্টের বাইরে সংবিধান-সংক্রান্ত সমঝোতা ছাড়া ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথকভাবে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।'

১৫ : করাচিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো বলেন, 'শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরে পাকিস্তানে শাসন পরিচালনা করা যাবে না। পিপলস পার্টিকে বাদ দিয়ে কোনো সরকার গঠন সম্ভব নয়। পিপলস পার্টির পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাধিক্য রয়েছে। তাই কেন্দ্রের ক্ষমতা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু পার্টি দুটোর কাছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করা সমীচীন হবে।'

: 'লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।'—শেখ মুজিব।

: কড়া নিরাপত্তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন এবং ১৮ পাঞ্জাব ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নের প্রহরাধীনে প্রেসিডেন্ট হাউসে (পুরোনো গণভবন) গমন।

১৬ : পরামর্শদাতা ছাড়া ইয়াহিয়া-মুজিবুর প্রথম দফা বৈঠক। দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কথাবার্তা। আলোচনা মুলতবি।

১৭ : দ্বিতীয় দফা বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও উভয় পক্ষের পরামর্শদাতাদের যোগদান। আওয়ামী লীগ নেতারা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক রায়ের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন এবং ছয় দফার

www.pathagar.com

ভিত্তিতে প্রস্তাবিত সংবিধান প্রণয়নের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন।

: প্রেসিডেন্ট ভবনে রাতে ইয়াহিয়া-টিক্কা খান স্বল্পকালীন বৈঠক।

: রাত ১০টায় গভর্নর টিক্কা খান কর্তৃক জিওসি মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজাকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ।

: ঢাকায় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেনারেলদের বৈঠক। প্রণীত হলো বাঙালি হত্যার নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট'।

১৯ : জয়দেবপুরে সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ ও কারফিউ জারি।

: বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে বলেন, 'তারা যদি মনে করে থাকে যে বুলেট দিয়ে জনগণের সংগ্রাম বন্ধ করতে সক্ষম হবে, তাহলে তারা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছে।'

: রাজধানী ঢাকায় অসংখ্য প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রা।

: ইয়াহিয়া-মুজিব ৯০ মিনিটকাল আলোচনা। পরে সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের তিনজন পরামর্শদাতার সঙ্গে ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতাদের পৃথক বৈঠক।

: 'জয় বাংলা' স্লোগানের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু বলেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ও তিনি কলেমা পাঠের সঙ্গে 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করবেন।

২০ : শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে চতুর্থ দফা বৈঠকে মিলিত হন।

২১ : ভুট্টোর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় আগমন। ভুট্টোর বক্তব্য : 'সমস্যা সমাধানের জন্য ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা হতে হবে।'

: শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনের সম্মুখে অপেক্ষমাণ এক বিরাট জনতার উদ্দেশে ভাষণদানকালে বলেন, 'সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের গতি কোনোভাবেই মন্থর করা যাবে না।'

২২ : ঢাকার প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে প্রচারিত এক ঘোষণায় পূর্বঘোষিত ২৫ মার্চের পার্লামেন্ট অধিবেশন পুনরায় স্থগিত।

: প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার ছবি ছাপা হয়।

২৩ : ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার প্রেক্ষাপটে সকালে ও সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ও সামরিক জান্তার পরামর্শদাতাদের মধ্যে দুই দফা বৈঠক। তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ড. কামাল হোসেন আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং এম এম আহম্মদ, বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা ও কর্নেল হাসান সামরিক জান্তার পক্ষে।

: আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 'প্রতিরোধ দিবস' পালিত। বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' গান। প্রতিটি গৃহে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

নতুন জাতীয় পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন। পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। জিন্নাহর ফটো ভস্মীভূত।

২৪ : আওয়ামী লীগ ও ইয়াহিয়া খানের পরামর্শদাতাদের মধ্যে সকালে ও সন্ধ্যায় দুই দফা বৈঠক।

২৫ : ভুট্টো তাঁর পরামর্শদাতা জে এ রহিম এবং মোস্তফা খারকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করেন। ৪৫ মিনিটব্যাপী এ বৈঠকে লে. জেনারেল পীরজাদাও উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে ভুট্টো জানান, প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবের পরামর্শদাতাদের মধ্যে গতকালের বৈঠকে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্যই তিনি প্রেসিডেন্ট ও পীরজাদার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

: স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ভুট্টো, 'আওয়ামী লীগ যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে তাকে আর প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না। ওদের দাবি তো স্বায়ত্তশাসনের চেয়েও বেশি, প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি।'

: ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে।

: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, মুহাম্মদ আবদুল মুকতাদির, শরাফত আলী, মোহাম্মদ সাদেক সাদত আলীকে হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা।

২৬ : রাত আটটায় এক বেতারভাষণে ইয়াহিয়া, 'শাসনতান্ত্রিক সংকটের জন্য দায়ী শেখ মুজিব।' রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। আওয়ামী লীগ বেআইনি। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের শত্রু ঘোষণা। সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ।

২৭ : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কালুরঘাট থেকে 'মহান নেতা ও বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হতে' ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ।

: ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাঙালিদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন। নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত উন্মুক্ত করা হয়।

৩১ : ভারতের লোকসভায় বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।

এপ্রিল ১৯৭১

০৪ : দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের আলোচনা।

: সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লে. কর্নেল আবদুর রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর

www.pathagar.com

কাজী সফিউল্লাহ, মেজর নুরুজ্জামান, মেজর নুরুল ইসলাম, মেজর মমিন চৌধুরী ও অন্যরা কর্নেল ওসমানীকে যুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানান।

: পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত বন্ধের জন্য ইয়াহিয়া খানকে লেখা পত্রে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নির জোরালো আবেদন।

০৫ : 'উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি—পাকিস্তানের এ তিন ভাষাতেই সাবলীল মুজিব নিজেকে নিয়ে মৌলিক চিন্তাবিদ হিসেবে ভান করতেন না। তিনি প্রকৌশলী নন, রাজনীতির কবি, তবে বাঙালিদের যেভাবেই হোক প্রযুক্তির চেয়ে শিল্পকলার প্রতি প্রবণতা বেশি, আর তাই তাঁর শৈলীই যথার্থ ছিল সেই অঞ্চলের সব শ্রেণী ও মতাদর্শকে একতাবদ্ধ করার জন্য।'—*নিউজ উইক*।

: 'পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলায় নকশালপন্থীরা প্রকাশ্যে শেখ মুজিবকে আমেরিকার দালাল ও সোভিয়েত সংস্কারবাদীদের ক্রীড়নক বলে প্রচার করছে।'—হেজেলহার্স্ট, *দ্য টাইম*।

০৭ : বিমানে করে নতুন দুই ডিভিশন; (৯ম ও ১৬শ) সৈন্য ঢাকায় এনে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি।

০৮ : রাঙামাটির মহালছড়ির বুড়িঘাটে ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ (বীরশ্রেষ্ঠ) শহীদ।

১০ : আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা।

১১ : বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৩ : চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বলেন, 'বহিরাক্রমণ থেকে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় গণচীন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৪ : ঢাকায় শান্তি কমিটির উদ্যোগে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে: খান এ সবুর, খাজা খয়েরউদ্দীন, মাহমুদ আলী, গোলাম আযম, শফিকুল ইসলাম, এ টি সাদী, আবুল কাসেম, আব্দুল জব্বার খদ্দর, সৈয়দ আজিজুল হক, এ এস এম সোলায়মান, মেজর আফসার উদ্দিন, জুলমত আলী, বেনজির আহমদ, পীর মোহসেনউদ্দীন প্রমুখ।

১৭ : মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী।

১৮ : কলকাতাস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের প্রধান হোসেন আলীসহ ৬৫ জনের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠা।

www.pathagar.com

২০ : শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ ছাত্রলীগের কর্মীদের নিয়ে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২১ : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনে বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত।

২৫ : মুজিবনগর থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু।

মে ১৯৭১

০২ : পাকিস্তান সরকারের ঘোষণা, দেশে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। লাখ লাখ শরণার্থীর ভারতে আশ্রয় নেওয়ার কথা অস্বীকার।

০৬ : পাকিস্তানের অভিযোগ, ভারত তার বিমানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গুলিগোলা করছে।

১৩ : জাতিসংঘে পাকিস্তানের অভিযোগ, ভারত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহায়তা করছে।

২৪ : প্রতি সপ্তাহে ৬০ হাজার বাংলাদেশি শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করছে। মোট শরণার্থীর সংখ্যা ৩৫ লাখ।

: ভুট্টোর বক্তব্য, বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে হবে। আওয়ামী লীগকে অবৈধ ঘোষণার পর সেই দল জাতীয় জীবনে আর তেমন কোনো শক্তি নয়।

জুন ১৯৭১

০৩ : স্বরূপকাঠির পেয়ারাবাগানে সর্বহারা পার্টি গঠিত।

২১ : পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের প্যারিসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক সমাধান সাপেক্ষে সাহায্য দান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

২২ : বিমানসহ মার্কিন সমরাস্ত্রভর্তি পাকিস্তানি ফ্রেইটার 'পদ্মা'র নিউ ইয়র্ক বন্দর ত্যাগ।

২৮ : মার্কিন সরকারের ঘোষণা, অন্যান্য দেশ সাহায্য বন্ধ করলেও পাকিস্তানকে তার সাহায্যকর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

জুলাই ১৯৭১

১০ : বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন, পূর্ব বাংলা এখন এতই বিপন্ন যে তার অর্থনৈতিক সহায়তা গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা নেই।

১১ : কলকাতায় ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারদের তিন দিনব্যাপী বৈঠক শুরু।

www.pathagar.com

১৩ : যশোরে পাকিস্তানি সেনারা প্রায় ৩০ হাজার লোক হত্যা করেছে।

২৪ : পাকিস্তানকে মার্কিন সহায়তা অব্যাহত।

২৯ : মুক্ত অঞ্চলে, কলকাতায়, লন্ডন ও অন্যান্য স্থানে বাংলাদেশের ডাকটিকিট অবমুক্ত। প্রথম দিনে কয়েক লাখ টাকার বিক্রি বলে বেতার সংবাদে প্রকাশ।

আগস্ট ১৯৭১

০১ : নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জর্জ হ্যারিসন, রবিশঙ্কর ও আলী আকবর খাঁর 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত।

০৯ : ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৫ : মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের দুঃসাহসিক অপারেশন জ্যাকপট। চট্টগ্রামে সমরসরঞ্জাম-ভর্তি দুটি জাহাজ এম ভি আল আব্বাস, এম ভি হরমুজ এবং ওরিয়েন্ট বার্জে লিমপেট মাইনের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২০ হাজার ৫৯৬ টন যুদ্ধোপকরণ বিনষ্ট।

১৬ : শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য এ কে ব্রোহি এবং তাঁর সহকারী গোলাম আলী মেনন, আকবর মির্জা ও গোলাম হোসেনকে পাকিস্তান সরকারের অনুমতি দান।

: মংলা বন্দরে বিদেশি জাহাজ এম এস টাইটেনিং গেরিলাদের লিমপেট মাইনে ক্ষতিগ্রস্ত।

২১ : স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে করাচিতে জেট বিমান ছিনতাইকালে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (বীরশ্রেষ্ঠ) শহীদ।

২৯ : ঢাকার বড় মগবাজারে এক অপারেশনে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আবদুল হালিম চৌধুরী (বীরবিক্রম) শহীদ হন।

সেপ্টেম্বর ১৯৭১

০৩ : পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দী অবস্থায় শিল্পী আলতাফ মাহমুদ নিখোঁজ।

০৫ : যশোর ৮ নম্বর সেক্টরে ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ (বীরশ্রেষ্ঠ) শহীদ।

০৮ : আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, দুই ন্যাপ ও কংগ্রেস নেতাদের উপস্থিতিতে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত।

১১ : জাতীয় পরিষদ সদস্য এনায়েত হোসেন খানের সভাপতিত্বে খন্দকার মোশতাক, শেখ মনি, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ আজিজ প্রমুখের সমর্থকদের এক সভায় তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অবিলম্বে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ হাইকমান্ডের প্রতি আহ্বান।

১৭ : ঢাকায় ড. মালিকের তাঁবেদার মন্ত্রিসভার ৯ জন সদস্যের শপথ গ্রহণ।

১৮ : নয়াদিল্লিতে দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ সম্মেলন শুরু।

২৫ : দেবেন শিকদারের সভাপতিত্বে বাংলাদেশের চীনপন্থী কমিউনিস্টদের সভায় বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরে কামারুজ্জামান-ইউসুফ আলী গ্রুপের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত।

২৮ : মস্কোয় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তিন সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ, পদগর্নি এবং কোসিগিনের আলাপ। বাংলাদেশ পরিস্থিতির মধ্যে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের উপাদান বর্তমান' এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে এবং ভারত এ ক্ষেত্রে বৃহত্তর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় একমত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ভারতকে সর্বাত্মক সহায়তাদানে সোভিয়েতের সম্মতি।

: ৬৭ জন বিমানসেনা নিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর গোড়াপত্তন।

অক্টোবর ১৯৭১

০৬ : সাপ্তাহিক *জয় বাংলা* প্রতিনিধিকে তাজউদ্দীন, 'বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমি পুনর্বার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই যে আমাদের সরকারের চার দফা পূর্বশর্ত—বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি স্বীকৃতি, বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিনা শর্তে মুক্তি, বাংলাদেশ থেকে সমস্ত পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহার এবং বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনীর ধ্বংসলীলার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ না দেওয়া পর্যন্ত কারও সাথে কোনো আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না।'

১২ : দিল্লিস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন, ভারত যদি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য প্রদানে নিবৃত্ত না হয় তবে পাকিস্তান পশ্চিম দিক থেকে ভারত আক্রমণ করবে।

১৩ : আততায়ীর গুলিতে প্রাক্তন গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানের মৃত্যু।

১৮ : পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত থেকে উভয় পক্ষের সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য মস্কোস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাব।

২০ : ভারত-যুগোস্লাভিয়ার যুক্ত ইশতেহারে রাজনৈতিক সমাধানের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট টিটো উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য শেখ মুজিবের মুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

: জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট কর্তৃক সমগ্র সীমান্ত বরাবর জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল মোতায়েনের প্রস্তাব।

২৩ : সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ মার্কিন সরকারকে জানায় যে শেখ মুজিবকে মুক্তি

www.pathagar.com

দেওয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত রাজনৈতিক নিষ্পত্তিসাধন ছাড়া সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে যুদ্ধের আশঙ্কা রোধ করা সম্ভব নয়।

২৪ : ভারতের শরণার্থী-সমস্যা ও বাংলাদেশ-সংকটে ভারতের ভূমিকা ব্যাখ্যাকল্পে ১৯ দিনের সফরে পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ইন্দিরা গান্ধীর দিল্লি ত্যাগ।

২৮ : সিলেটে সংঘটিত এক যুদ্ধে মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (বীরশ্রেষ্ঠ) শহীদ।

নভেম্বর ১৯৭১

০৩ : গেরিলারা সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ স্টেশনের চারটির মধ্যে তিনটি জেনারেটর ধ্বংস করার ফলে ঢাকার ৩০ মাইলের মধ্যে সব শিল্পকারখানা বন্ধ।

০৫ : ভুট্টোর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ, বিমানবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধানসহ আট সদস্যবিশিষ্ট উচ্চপর্যায়ের পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের বেইজিং যাত্রা। ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে ভুট্টো উক্ত দলের নেতৃত্ব দেন।

০৭ : ভুট্টোর বক্তব্য, তাঁর মিশন এক শ ভাগ সফল। গণচীন পাকিস্তানকে সমর্থন করবে।

০৮ : প্যারিসে ইন্দিরা গান্ধী, 'পূর্ব বাংলা সমস্যার একমাত্র সমাধান স্বাধীনতা, শিগগিরই হোক আর দেরিতেই হোক, এ স্বাধীনতা আসবেই।'

০৯ : ছয়টি নৌযান নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম নৌবহর 'বঙ্গবন্ধু নৌবহর'-এর উদ্বোধন।

১৬ : কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ইন্দিরা গান্ধী, 'এক মাস বা দু'মাসের মধ্যে বাংলাদেশ-সংকটের সমাধান।'

: ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের সাক্ষাৎ।

১৭ : ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি।

১৮ : ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরি, 'ভারত এখন ধৈর্যের শেষ সীমায়।'

২০ : যশোর ও রংপুর সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীকে ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর মোকাবিলা।

২১ : বয়রা-চৌগাছা সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রচণ্ড ট্যাংক-বিমান যুদ্ধ।

২৩ : তক্ষশিলায় ভারী কারখানার উদ্বোধন করতে গিয়ে ইয়াহিয়া, ১০ দিনের মধ্যে তিনি যুদ্ধযাত্রা করতে পারেন।

: বেতার ভাষণে তাজউদ্দীন: 'মুক্তিবাহিনী এখন যেকোনো সময়ে, যেকোনো জায়গায় শত্রুকে আঘাত করতে সক্ষম...শত্রুপক্ষ চায় যুদ্ধ বাধিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি করতে।'

www.pathagar.com

: এক আনুষ্ঠানিক পত্রে মুজিবনগর সরকারের ইন্দিরা গান্ধীর কাছে স্বীকৃতির দাবি।

: পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

ডিসেম্বর ১৯৭১

০২ : ১৯৫৯ সালের পাকিস্তান-মার্কিন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ১ অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ইয়াহিয়ার চিঠি।

০৩ : ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীর সংখ্যা মোট ৯৮ লাখ ৯৩ হাজার।

: পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের চার ডিভিশন সেনা ভারতের সাত ডিভিশন সেনা ও অনিয়মিত বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধার মুখোমুখি। পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ।

০৪ : যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও নিজ নিজ সীমান্তের ভেতরে সেনা প্রত্যাহারের যে প্রস্তাব করে, তাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়। পোল্যান্ড প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। ফ্রান্স ও ব্রিটেন ভোটদানে বিরত থাকে।

০৫ : নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েতের প্রস্তাবে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে এমন এক রাজনৈতিক নিষ্পত্তি প্রয়োজন, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে বর্তমান সংঘর্ষের অবসান ঘটবে। পোল্যান্ড প্রস্তাবটি সমর্থন করে। চীন ভেটো দেয়। অন্যরা ভোটদানে বিরত থাকে।

: যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহারের পক্ষে আটটি দেশের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব করা হয়, তাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়।

০৬ : ভারতের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতি লাভ।

০৭ : ভুটান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান। যশোর মুক্ত। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত। মুক্তিবাহিনী ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কমান্ডে। অরোরা জে. মানেকশর মাধ্যমে উভয় সরকারপ্রধানকে রিপোর্ট করবেন।

০৯ : মেঘনার সমগ্র পূর্বাঞ্চল মুক্ত। দাউদকান্দির পতন।

: প্রেসিডেন্ট নিক্সনের অপেক্ষমাণ সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরের দিকে যাত্রা করার নির্দেশ।

১০ : খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছে দায়িত্ব পালনকালে মোহাম্মদ রুহুল আমিন (বীরশ্রেষ্ঠ) শহীদ।

: মার্কিন সপ্তম নৌবহরের মালাক্কা প্রণালির পূর্বে অবস্থান গ্রহণ।

১১ : ভারতের ছত্রীবাহিনীর সাত শ সেনার কাদের সিদ্দিকী বাহিনী-নিয়ন্ত্রিত মধুপুর

www.pathagar.com

এলাকায় অবতরণ। পশ্চাদপসরণকারী পাকিস্তানি ব্রিগেডের সঙ্গে সংঘর্ষ।

: রাওয়ালপিন্ডি থেকে লে. জেনারেল নিয়াজিকে জানানো হয় যে মার্কিন সপ্তম নৌবহর শীঘ্রই অবস্থান গ্রহণ করছে এবং ভারতের 'নেফা' অঞ্চলে চীন তার তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে।

১২ : সকাল আটটায় নরসিংদী মুক্ত।

: গত তিন দিনে ভারতীয় বাহিনীর পাঁচটি ব্যাটালিয়ন ও দুটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট মেঘনা অতিক্রম করে। সূর্যাস্তের আগে জামালপুর ও ময়মনসিংহ থেকে জেনারেল নাগরার নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনী টাঙ্গাইলে প্যারাসুট ব্যাটালিয়নের সঙ্গে মিলিত হয়।

: বঙ্গোসপাগর থেকে ২৪ ঘণ্টা পথের দূরত্বে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের অবস্থান।

১৩ : নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তৃতীয় সোভিয়েত ভেটো।

: পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ না দেয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র রুশ-মার্কিন শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেবে না বলে নিক্সনের হুমকি প্রদান।

১৪ : ভারতীয় বিমানবাহিনীর হামলায় গভর্নর ভবন ক্ষতিগ্রস্ত। মন্ত্রিপরিষদসহ গভর্নরের পদত্যাগ।

: অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য, ড. আবুল খায়ের, গিয়াসুদ্দিন আহমদ, মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডা. মোহাম্মদ মুর্তজা, সেলিনা পারভিন, ডা. আলীম চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বী, সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার ও নিজামুদ্দিনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা।

: মহানন্দা নদীর চরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (বীরশ্রেষ্ঠ) শহীদ।

১৫ : সন্ধ্যায় দক্ষিণ, পূর্ব, পূর্ব-উত্তর ও উত্তর দিক থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে সমবেত। নিয়াজির অনুরোধে ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫.৩০ থেকে পরদিন সকাল নয়টা পর্যন্ত ভারতের বিমান আক্রমণ স্থগিত।

: কুড়িটি সোভিয়েট রণতরির ভারত মহাসাগরে অবস্থান।

১৬ : ১০টা ৪০ মিনিটে মিত্রবাহিনীর ঢাকা প্রবেশ।

: বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ প্রান্তে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের প্রবেশ।

: ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে বিকেল ৫টায় ভারত ও বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনাদের শর্তহীন আত্মসমর্পণ। মেজর জেনারেল জ্যাকবের প্রস্তুত করা আত্মসমর্পণের দলিলে লে. জেনারেল নিয়াজি ও লে. জেনারেল অরোরার স্বাক্ষর।

১৭ : পাকিস্তানি বাহিনীর বিপর্যয় সম্পর্কে জেনারেল অরোরার মন্তব্য : মেঘনা ও

www.pathagar.com

মধুমতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাদের অবস্থান কেন্দ্রীভূত করলে, আমার মনে হয়, তারা আরও কয়েক মাস টিকে থাকতে পারত।

১৮ : রায়ের বাজারের কাটাসুর ইটখোলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের বহু লাশ আবিষ্কার।

১৯ : বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা বলেন, 'ভারতীয় বাহিনী প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বাংলাদেশে অবস্থান করবে না।'

২০ : বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ অর্থসংক্রান্ত (অস্থায়ী) ঘোষণা প্রদান। প্রদেশ ও কেন্দ্রের তহবিল একীভূত।

: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভুট্টো বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।' অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোর অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য মিলিত হতে তিনি রাজি।

: 'শেখ মুজিবকে প্রাণদণ্ড দিলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আর দেশে ফিরতে পারবে না।'—ভুট্টো।

২১ : শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার লক্ষ্যে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ১০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ নোট জ্বালিয়ে দেয়।

: দখলদার বাহিনীকে সহায়তার অভিযোগে মৌলভি ফরিদ আহমেদ আটক। গণপিটুনিতে নিহত।

: ভুট্টো ঘোষণা করেন, শেখ মুজিবকে শীঘ্রই জেল থেকে মুক্তি দিয়ে অন্য কোথাও গৃহবন্দী করা হবে।

২২ : মুজিবনগর থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ বাংলাদেশ সরকারের নেতাদের সংবর্ধনা।

: পাকিস্তানে শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে গৃহবন্দী।

২৩ : মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা। স্টেট ব্যাংককে 'বাংলাদেশ ব্যাংক'-এ রূপান্তর। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত। প্রেস ট্রাস্ট অবলুপ্ত। যুদ্ধ চলাকালে অনুষ্ঠিত সব পরীক্ষার ফলাফল বাতিল।

: ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত ডি পি ধর বলেন, 'ভারত বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সব ধরনের সহযোগিতা দেবে।'

: চীন পাকিস্তানকে জানায় যে বাংলাদেশে চীনের দূতাবাস কার্যক্রম বন্ধ।

: আলোচনার জন্য মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডিতে আনা হয়।

২৪ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান বলেন, 'যুদ্ধপরাধীরা বিচারের হাত

www.pathagar.com

থেকে বাঁচতে পারবে না।'

: প্রাক্তন গভর্নর ড. এম এ মালিকসহ তাঁর মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যকে পাকিস্তানিদের সঙ্গে সহায়তার অভিযোগে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়।

: ৫২ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের দাবি করেন।

: ভুট্টো-মুজিব সাক্ষাৎকার।

২৫ : প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের ঘোষণা: যুদ্ধ চলাকালে গঠিত পাঁচ-দলীয় পরামর্শদাতা কমিটি বহাল থাকবে। মুক্তিবাহিনীকে নিরস্ত্র করার প্রশ্নই আসে না। যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে বাংলাদেশের সিদ্ধান্তের ওপর ভারত কোনো প্রভাব রাখবে না।

২৬ : ঢাকা-কলকাতার মধ্যে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বাণিজ্যিক ফ্লাইট শুরু।

: সরকার শিগগির জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করবে। তালিকাভুক্ত ও তালিকাবিহীন সব মুক্তিযোদ্ধা এই মিলিশিয়া বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

: এক সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়, আগামী বাংলা নববর্ষ থেকে ২৫ বিঘা পর্যন্ত আবাদি জমির খাজনা মওকুফ করা হবে।

২৭ : পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধে ডা. হাসান জামানসহ আরও ৩৩ জন গ্রেপ্তার।

২৮ : মন্ত্রী হিসেবে অধ্যাপক ইউসুফ আলীর শপথ গ্রহণ।

: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সোভিয়েত জনগণের বাংলাদেশে আসার ক্ষেত্রে ভিসা কোনো সমস্যা নয়। সে দেশের বিশেষজ্ঞরা এ দেশে চালু প্রজেক্ট পর্যালোচনা করতে নির্দ্বিধায় ফিরে আসতে পারেন।

২৯ : ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন। আবদুস সামাদ আজাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

১৯৭২

জানুয়ারি ১৯৭২

০৩ : করাচির এক জনসভায় ভুট্টো শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যদি মুজিবকে শর্তহীনভাবে মুক্তি দেন, তবে তারা তাঁকে অনুমোদন করবে কি না। জনতা সমস্বরে তা সমর্থন করে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১০ : বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। পূর্বাহ্নে দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক। বিকেলে ঢাকায় পৌঁছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় ভাষণদান। ভাষণে তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অপরিবর্তনীয়, পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্বতন

www.pathagar.com

সম্পর্ক আর পুনঃপ্রতিষ্ঠার নয়।

১২ : বঙ্গবন্ধুর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ। মন্ত্রিসভায় ব্যাপক রদবদল। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত।

: জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্ন, 'আজকের দিনে জাতির প্রতি আপনার বাণী কী?' এর উত্তরে শেখ মুজিব : 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ ভয় নাই ওরে ভয় নাই/ নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

১৩ : বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক। ১৪ এপ্রিল ১৯৭২ পর্যন্ত বকেয়া ও সুদসমেত কৃষিজমির সব রকম খাজনা মওকুফ করার সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা'র প্রথম ১০ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। কাজী নজরুল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্' জাতীয় কুচকাওয়াজ সংগীত।

২৪ : অস্ত্র সমর্পণের সময় আবদুল কাদের সিদ্দিকী : 'যে নেতার আদেশে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম, সে নেতার হাতেই তা ফিরিয়ে দিলাম।' মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বঙ্গবন্ধু : 'আমি তোমাদের তিন বছর কিছু দিতে পারব না। আরও তিন বছর যুদ্ধ চললে তোমরা যুদ্ধ করতে না?' উত্তর, 'করতাম-করতাম।' বঙ্গবন্ধু : 'তাহলে মনে করো যুদ্ধ চলছে, তিন বছর যুদ্ধ চলবে। সেই যুদ্ধ দেশ গড়ার যুদ্ধ। অস্ত্র হবে লাঙ্গল আর কোদাল।'

ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

০১ : জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ-১৯৭২ কার্যকর।

০৬ : বঙ্গবন্ধুর পশ্চিমবঙ্গ সফর। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় ভাষণদান। 'জাতীয়তাবাদ' যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নতুন মূলনীতি হবে, এ কথা প্রথম উচ্চারণ।

১৬ : ঢাকার পিলখানায় ইপিআর ও গণবাহিনীর মধ্যে গুলি বিনিময়। মেজর নুরুজ্জামানসহ কয়েকজন আহত। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ।

২১ : শহীদ দিবসে শহীদ মিনার চত্বরে কিছু তরুণের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ।

মার্চ ১৯৭২

০১ : মস্কোতে বঙ্গবন্ধুর সংবর্ধনা।

০২ : মুজিব-ব্রেজনেভ বৈঠক। অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

০৬ : সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর শেষে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

১৪ : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মহড়া।

www.pathagar.com

১৫ : বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার সমাপ্ত।

১৬ : বঙ্গবন্ধুকে 'ডাকসু'র আজীবন সদস্যপদ দান।

১৭ : বাংলাদেশ সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণদান।

: বঙ্গবন্ধুর ৫৩তম জন্মদিন।

১৮ : শ্রীমতী গান্ধীকে নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন। মুজিব-ইন্দিরা বৈঠক।

১৯ : বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।

২৬ : স্বাধীনতা দিবস পালন।

: বৃহৎ শিল্প, ব্যাংক, বিমা জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

২৮ : ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর।

এপ্রিল ১৯৭২

০৪ : বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান।

০৬ : দুর্নীতির অভিযোগে আওয়ামী লীগ থেকে ১৬ জন এমসিএ বহিষ্কৃত।

০৮ : বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পৃথক সেনা, নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী গঠন।

১১ : সংবিধান প্রণয়নের জন্য আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন।

১৬ : ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি।

১৮ : বাংলাদেশের কমনওয়েলথ সদস্যপদ লাভ।

২৪ : টেলিভিশন করপোরেশনকে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন।

মে ১৯৭২

০৩ : ঢাকায় দুঃসাহসিক ব্যাংক ডাকাতি।

জুন ১৯৭২

২১ : ঢাকায় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রথম দলের কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধুর সালাম গ্রহণ।

জুলাই ১৯৭২

০৪ : মেজর জলিলের মুক্তিলাভ।

১৯ : সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপের আলাদা আলাদা সম্মেলন।

৩০ : লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর পিত্তথলিতে অস্ত্রোপচার।

www.pathagar.com

আগস্ট ১৯৭২

২৫ : আদমজী জুটমিলে শ্রমিক সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৫০। মিল বন্ধ ঘোষণা। অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি, রক্ষীবাহিনী তলব।

২৯ : দালাল আইন সংশোধন। সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড ও সর্বনিম্ন সাজা তিন বছর কারাদণ্ড।

সেপ্টেম্বর ১৯৭২

১০ : জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদের প্রশ্নে চীনা ভেটোর প্রতিবাদে পল্টন ময়দানে গণজমায়েত।

২৬ : বাংলাদেশের নাগরিকদের হজব্রত পালনের সুযোগদানের জন্য বাদশাহ ফয়সালের কাছে বঙ্গবন্ধুর জরুরি আবেদনবার্তা প্রেরণ।

২৭ : সাপ্তাহিক *হক কথা, মুখপত্র* ও *স্পোকসম্যান*-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ।

অক্টোবর ১৯৭২

২২ : পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য জাতিসংঘ প্রতিনিধি স্যার রবার্ট জ্যাকসনের পিন্ডি উপস্থিতি।

: গণপরিষদে সংবিধানের ওপর আট দিনব্যাপী সাধারণ আলোচনা সমাপ্ত।

নভেম্বর ১৯৭২

০৪ : গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত।

১৯ : দালাল আইনে তাঁবেদার গভর্নর ড. মালিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

৩০ : বাংলাদেশকে জাতিসংঘে সদস্যপদ দানের প্রশ্নে সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মত প্রস্তাব।

১ ৯ ৭ ৩

জানুয়ারি ১৯৭৩

০১ : ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্রদের মিছিল। গুলিতে দুজনের মৃত্যু।

০২ : ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল।

০৮ : শিল্প বিনিয়োগনীতি ঘোষণা। অনধিক ২৫ লাখ টাকা মূল্যের প্রতিষ্ঠান আগামী ১০ বছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত না করার সিদ্ধান্ত।

www.pathagar.com

২১ : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণদান। পল্টনে সর্বদলীয় জনসভায় মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা।

মার্চ ১৯৭৩

০৫ : পিজি হাসপাতালে মওলানা ভাসানীর রোগশয্যার পাশে বঙ্গবন্ধু।

২৯ : ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে রাজশাহী সরকারি কলেজ কেন্দ্রের ডিগ্রি পরীক্ষা বাতিল।

এপ্রিল ১৯৭৩

১১ : পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফেরত আনার ব্যাপারে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে বঙ্গবন্ধুর জরুরি বার্তা।

১৭ : ভারত-বাংলাদেশ যৌথ ঘোষণা। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে আটক বাঙালি বিনিময়ের প্রস্তাব। ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করার সিদ্ধান্ত।

২২ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তনে অঁদ্রে মার্লোকে ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান।

মে ১৯৭৩

১২ : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রথম জাতীয় সম্মেলন।

১৩ : *দৈনিক স্বদেশ* পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা।

২৩ : ঢাকায় এশীয় শান্তি সম্মেলন। বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি পদক প্রদান।

জুন ১৯৭৩

০৬ : কর্নেল সফিউল্লাহ ও কর্নেল জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত।

২৮ : বরিশালের চরফ্যাশন থানা লুট।

: রামগড়ের জালিয়া ফাঁড়িতে হামলা।

জুলাই ১৯৭৩

০২ : বরিশাল জেলার লালমোহন থানা লুট।

০৩ : খুলনার মোরেলগঞ্জ থানার তেলিগাতি ফাঁড়িতে হামলা।

০৮ : পটুয়াখালীর পাথরঘাটা থানায় চরকুয়ানী ও বরিশাল জেলার বাউফল থানার বগা ফাঁড়িতে হামলা।

০৯ : ঢাকার বৈদ্যেরবাজার থানার অলিপুরা ফাঁড়ি লুট।

: ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থানার পাটগাঁথিয়া ফাঁড়িতে হামলা।

www.pathagar.com

১৭ : আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন পাস।

২৩ : শহরে সান্ধ্য আইন জারি করে তল্লাশি অভিযান শুরু। নিউ মার্কেটের পরিত্যক্ত দোকানগুলো তালাবদ্ধ।

২৫ : ঢাকার লৌহজং থানা ও ফরিদপুরের কোতোয়ালি থানার রামকৃষ্ণ মিশন ফাঁড়ি লুট।

২৭ : রাজশাহী জেলে গোলযোগ।

৩০ : চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানা এবং ময়মনসিংহের গফরগাঁও থানার দত্তের গাঁও ফাঁড়িতে হামলা।

আগস্ট ১৯৭৩

০১ : ঢাকা জেলার ঘিওর থানার জাবড়া ফাঁড়ি লুট।

০২ : কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার আমলা ফাঁড়িতে হামলা।

০৩ : চট্টগ্রামে সান্ধ্য আইন জারি করে তল্লাশি অভিযান।

০৭ : বরিশালের বাবুগঞ্জ থানার পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা।

০৯ : কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার আটগ্রাম ফাঁড়িতে হামলা।

১০ : ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার উঁচাখিলা ফাঁড়ি লুট।

: চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার চুনাটি ফাঁড়িতে হামলা।

১১ : চট্টগ্রামের *দেশবাংলা* অফিসে তালা এবং ১০ জনকে গ্রেপ্তার।

২৯ : তিন দফা দাবিতে মওলানা ভাসানীর হরতাল আহ্বান।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

০৩ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, নির্বাচন পণ্ড।

০৬ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে চারজনকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা।

১৩ : চট্টগ্রামের পটিয়া থানার কালারপুল ফাঁড়িতে হামলা।

১৪ : চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিক সংঘর্ষে দুজন নিহত।

১৯ : জাতিসংঘের বিমানে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু।

২০ : রাষ্ট্রপতিকে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতাদান করে বিল পাস।

অক্টোবর ১৯৭৩

১০ : ঢাকায় এক দিনে ছয়জনকে পিটিয়ে হত্যা।

১২ : চুয়াডাঙ্গার জেল ভেঙে ১৪ জনের পলায়ন।

১৪ : আওয়ামী লীগ, মোজাফ্‌ফর ন্যাপ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিদলীয় ঐক্যজোট ঘোষণা।

www.pathagar.com

নভেম্বর ১৯৭৩

০৯ : ধান ও চালের সংগ্রহমূল্য যথাক্রমে ৪৫ ও ৭২ টাকা ঘোষণা।

১১ : বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ছাত্র ইউনিয়নের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন।

২৯ : কুমিল্লা জেলার মতলব থানা লুট।

৩০ : দালাল আইনে অভিযুক্ত ও আটক ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা।

ডিসেম্বর ১৯৭৩

০৪ : বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস উদ্বোধন।

১২ : চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা থানা ও নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর থানার দিঘলী ফাঁড়ি লুট।

১৫ : বরিশালের নলছিটি, ঢাকার লৌহজং ও মানিকগঞ্জ থানায় সশস্ত্র হামলা।

২৪ : রাষ্ট্রপতি পদ থেকে আবু সাঈদ চৌধুরীর ইস্তফা, বিদেশে বিশেষ দূত হিসেবে নতুন দায়িত্ব। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে স্পিকার মুহম্মদ উল্লাহ।

১৯৭৪

জানুয়ারি ১৯৭৪

১০ : ভোলা থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য মোতাহারউদ্দীন আহমেদ অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১৩ : সরকার কর্তৃক ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব জনসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এক জনসভায় বলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ কোনো গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেনি।

: স্বরূপকাঠিতে আওয়ামী লীগ নেতা নিহত।

১৫ : জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণ। ১৪টি বিল উত্থাপিত। প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেন, 'রাজনৈতিক কর্মীদের গোপন হত্যা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনো পরিবর্তন আনবে না।'

ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

১৬ : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, 'বাংলাদেশ যদি ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারকাজ স্থগিত করে, তবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।'

২২ : বাংলাদেশকে পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের স্বীকৃতি প্রদান।

www.pathagar.com

২৩ : প্রধানমন্ত্রীর লাহোরের উদ্দেশে যাত্রা ও সেখানে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ। তাঁর ইসলামিক সম্মেলনে যোগদান ও আরবদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান।

মার্চ ১৯৭৪

০২ : প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্টগ্রামের অস্তিত্বহীন ৭৮টি হ্যান্ডলুম ফ্যাক্টরির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশনের চারজন কর্মচারীকে বরখাস্তের নির্দেশ।

১৭ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনে মিছিলরত জাসদ-কর্মীদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে ২ জন নিহত ও ১৮ জন আহত।

১৯ : চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর মস্কো যাত্রা। প্রধানমন্ত্রীর রোগমুক্তি ও দীর্ঘ জীবন কামনায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রার্থনা।

এপ্রিল ১৯৭৪

০৯ : দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের সঙ্গে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্রেজনেভের বৈঠক। চিকিৎসা শেষে প্রধানমন্ত্রীর দিল্লির উদ্দেশে মস্কো ত্যাগ। দিল্লিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক।

: দিল্লিতে এই মর্মে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত যে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে এবং তাদের পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া হবে।

১৬ : ১৭ সদস্যবিশিষ্ট সোভিয়েত অর্থনীতিবিদদের একটি দলের ঢাকা আগমন।

: জাতীয় লীগ সভাপতি আতাউর রহমান খান প্রথম মাসের জন্য সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ন্যাপ-প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফ্রন্টের স্থায়ী প্রধান থাকবেন।

২৯ : সামরিক-বেসামরিক কর্তৃপক্ষের যৌথ অভিযানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার।

মে ১৯৭৪

১১ : জাতীয় সংসদ সদস্য মোমতাজ বেগমকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার।

১৬ : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর। বাংলাদেশ বেরুবাড়ির পরিবর্তে চারটি ছিটমহল পাবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা প্রত্যাবর্তন।

৩০ : এক চুক্তির অধীনে জিডিআর বাংলাদেশ থেকে ৩ লাখ পাউন্ড সমমূল্যের কাঁচা পাট ক্রয় করবে।

www.pathagar.com

জুন ১৯৭৪

২৭ : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা সফর। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদের বণ্টন বিষয়টির মীমাংসা হলে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নত হবে।

জুলাই ১৯৭৪

০৯ : প্রধানমন্ত্রীর সামরিক বাহিনীকে সীমান্ত বন্ধ ও চোরাচালান দমনের নির্দেশ।

আগস্ট ১৯৭৪

১০ : বাংলাদেশকে জরুরি ত্রাণসাহায্যের জন্য সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির আহ্বান। বন্যাদুর্গতদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ তহবিলের ২০ হাজার ডলার সাহায্য মঞ্জুরি।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

০১ : বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে বেরুবাড়ি-সংক্রান্ত আপিল খারিজ।

১৭ : জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি। সৈয়দ আনোয়ারুল করিম জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি নিযুক্ত।

অক্টোবর ১৯৭৪

০৬ : খাদ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী বলেন, 'গণরান্নাঘরের মাধ্যমে দেশে ২৩ লাখ লোককে প্রতিদিন খাওয়ানো হয়েছে।'

২৭ : অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পদত্যাগ।

২৮ : চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংক ২৭৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবে।

৩০ : ১৯ ঘণ্টার সফরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের ঢাকা আগমন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

নভেম্বর ১৯৭৪

০১ : রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে দুষ্কৃতিকারীদের সংঘর্ষে নয়জন নিহত।

১৭ : ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি ও কাজী জাফর আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন রাজনৈতিক দল 'ইউনাইটেড পিপলস পার্টি' ইউপিপি গঠিত।

www.pathagar.com

ডিসেম্বর ১৯৭৪

২৮ : সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি। ধর্মঘট, লকআউট নিষিদ্ধ ঘোষণা। মৌলিক অধিকার স্থগিত। প্রেস নোটে বলা হয়, সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপের কারণে দেশে জরুরি অবস্থা জারি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

১৯৭৫

জানুয়ারি ১৯৭৫

০২ : পুলিশের সঙ্গে এক সংঘর্ষে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির প্রধান সিরাজ শিকদার নিহত বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তি।

২১ : আওয়ামী লীগ সংসদীয় কমিটির সমাপনী সভায় জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান।

২৫ : প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি ও একক জাতীয় দল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত। শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি।

২৬ : সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলী যথাক্রমে উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত। ১৬ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা।

ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

১১ : সংসদ সদস্য পদ থেকে জেনারেল ওসমানী ও মইনুল হোসেনের পদত্যাগ।

১৮ : রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সব মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী তাঁদের এবং তাঁদের স্ত্রী-সন্তানদের নামে যেসব সম্পত্তি আছে, রাষ্ট্রপতির কাছে তার বিবরণ দাখিল করবেন।

২৪ : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে নতুন জাতীয় দল ঘোষণা। অন্য সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ। শেখ মুজিবুর রহমান নতুন জাতীয় দলের চেয়ারম্যান।

মার্চ ১৯৭৫

০৮ : টাঙ্গাইলের কাগমারীতে শেখ মুজিবুর রহমান এক জনসভায় ভাষণ দেন। জনসভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও বক্তব্য দেন।

: ফরিদপুরে বাকশাল সদস্য গুলিতে নিহত।

২৬ : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিতে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা, 'আগামী পাঁচ বছরে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে ৬৫ হাজার গ্রামে বিভিন্নমুখী সমবায়

www.pathagar.com

সমিতি চালু করবে। মহকুমাগুলোকে প্রশাসনিক জেলায় উন্নীত করা হবে। বর্তমান জেলাগুলো প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বিলুপ্ত হবে এবং থানা ও জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হবে।'

এপ্রিল ১৯৭৫

০৫ : সরকার কর্তৃক ১০০ টাকার সব নোট বাতিল ঘোষণা।

২৫ : বাকশাল চেয়ারম্যান শেখ মুজিবুর রহমান সংসদের সাবেক বিরোধীদলীয় নেতা আতাউর রহমান খানকে বাকশালের সদস্যপদ দিয়েছেন।

২৮ : সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ্ সরকার এবং মইনুদ্দিন আহমেদ মানিক বাকশালে যোগদান না করায় তাঁদের আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়।

মে ১৯৭৫

১০ : জাতীয় সংসদের সদস্যদের সম্পদের বিবরণী প্রদান করার জন্য মে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময় বর্ধিত।

জুন ১৯৭৫

০৬ : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র—এই চার মূলনীতি নিয়ে বাকশালের গঠনতন্ত্র ঘোষিত। দলের কার্যকরী ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত। মনসুর আলী সাধারণ সম্পাদক, জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি ও আবদুর রাজ্জাক সম্পাদক নির্বাচিত। দলের পাঁচটি অঙ্গসংগঠন হলো—(১) জাতীয় কৃষক লীগ, (২) জাতীয় শ্রমিক লীগ, (৩) জাতীয় মহিলা লীগ, (৪) জাতীয় যুবলীগ ও (৫) জাতীয় ছাত্রলীগ।

১৬ : সংবাদপত্র অর্ডিন্যান্স '৭৫ ঘোষিত। কেবল চারটি দৈনিক—*বাংলাদেশ অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা* সহ ১২২টি পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে।

জুলাই ১৯৭৫

০৭ : 'বাকশাল হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কমিটি এবং সরকার হলো এ সকল নীতি বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম।'—সংসদে প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী।

২৭ : চতুর্থ শ্রেণীর ১ লাখ কর্মচারীর বাকশাল সদস্যপদের জন্য আবেদন।

আগস্ট ১৯৭৫

০৮ : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মন্ত্রী নিযুক্ত।

www.pathagar.com

: চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ প্রিন্সিপালের বাসভবনের সামনে গ্রেনেড বিস্ফোরণে দুজন নিহত।

১৪ : পরের দিন অনুষ্ঠেয় রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি। বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের বৈঠক।

১৫ : খুব ভোরে সামরিক বাহিনীর কিছু বিদ্রোহী সদস্যের আক্রমণে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিহত। খন্দকার মোশতাক আহমদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ। দেশে সামরিক আইন জারি। পূর্ববর্তী মন্ত্রিপরিষদের উপরাষ্ট্রপতি, ১০ জন মন্ত্রী ও ৬ জন প্রতিমন্ত্রী পুনর্বহাল। খন্দকার মোশতাকের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক।

২৩ : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুস সামাদ আজাদ, কামারুজ্জামান, কোরবান আলীসহ ২০ জন গ্রেপ্তার।

২৪ : জেনারেল ওসমানী রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা নিযুক্ত। মে. জেনারেল সফিউল্লাহর স্থলে মে. জেনারেল জিয়াউর রহমান নতুন সামরিক বাহিনীর প্রধান।

৩১ : বাংলাদেশকে চীনের স্বীকৃতি দান।

অক্টোবর ১৯৭৫

০৩ : রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা।

০৪ : জাতীয় রক্ষীবাহিনী (সামরিক বাহিনীতে আত্তীকরণ) অধ্যাদেশ-১৯৭৫ বলে ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ গঠিত রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করা হয়।

০৫ : রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে একীভূত।

নভেম্বর ১৯৭৫

০৩ : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মো. মনসুর আলী, তাজউদ্দীন আহমদ এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা।

০৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নৃশংসভাবে নিহত চার নেতার হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য বিচারপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠিত। তদন্ত কমিশন নিরূপণ করবে—কী পরিস্থিতিতে দুষ্কৃতিকারীরা দেশত্যাগের সুযোগ পায়।

: ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের পদত্যাগ।

www.pathagar.com

: ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ছাত্র-জনতার মিছিল। চারজন প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ। তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গ্রেপ্তার।

০৫ : খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের কাছে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার হস্তান্তর।

: জেলে নিহত চার জাতীয় নেতার দাফন সম্পন্ন।

০৬ : সংসদ বাতিল। বিচারপতি এ এস এম সায়েমের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ।

০৭ : সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ। অন্যান্যের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা ও লে. কর্নেল এ টি এম হায়দার নিহত। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানায় জাসদ। এক বেতার ঘোষণায় জিয়াউর রহমান চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দায়িত্বভার গ্রহণের কথা বলেন। পরে বিচারপতি এ এস এম সায়েমের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ। তিনি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, কমোডর মোশাররফ হোসেন খান ও এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তোয়াবকে যথাক্রমে সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধান পদে নিয়োগ দেন। সামরিক বাহিনীর এই তিন প্রধান উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকেরও দায়িত্বও পালন করবেন।

: তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের মুক্তিলাভ।

২০ : বিদেশে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক বাহিনীর উপপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ।

২৩ : জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে জিয়াউর রহমান তাঁর সরকারকে নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক বলে অভিহিত করেন। এ সরকারের লক্ষ্য সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

২৫ : দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে মেজর (অব.) আবদুল জলিল, আ স ম আবদুর রব, কর্নেল আবু তাহেরসহ ১৬ জন গ্রেপ্তার।

২৬ : ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেনকে অপহরণ করার চেষ্টাকালে পুলিশ গুলি ছুড়লে চারজন দুষ্কৃতিকারী নিহত ও দুজন আহত। সমর সেনের হাতে সামান্য আঘাত, তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রদান। রাষ্ট্রপতির দুঃখ প্রকাশ। দুজন দুষ্কৃতকারী জাসদ-কর্মী বলে চিহ্নিত।

ডিসেম্বর ১৯৭৫

১৫ : রাষ্ট্রপতি এ এস এম সায়েমের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকার।

www.pathagar.com

১ ৯ ৭ ৬

জানুয়ারি ১৯৭৬

০৪ : ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব দিবস ঘোষণা।

১৩ : প্রথম পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত এম খুরশিদের ঢাকা আগমন।

১৫ : প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

১৬ : প্রশাসনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন। দুজন সচিব বরখাস্ত ও তিনজনকে অবসরদান।

২২ : রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের বৈঠক।

ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

০২ : বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য স্বতন্ত্র কমিশন।

১০ : ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত আলোচনা।

মার্চ ১৯৭৬

০১ : চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টাদশ ব্যাটালিয়নের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল জিয়া।

০৩ : 'বাঙালি'র পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তা নির্ধারণ করে সরকারি নির্দেশ।

০৫ : ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী অর্ডিন্যান্স জারি।

০৮ : ৬ নম্বর বিশেষ সামরিক আদালত গঠন।

২২ : নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণের খসড়া প্রণীত।

এপ্রিল ১৯৭৬

০১ : খুলনায় সর্বস্তরের জনগণের সমাবেশে মেজর জেনারেল জিয়ার ভাষণ।

০৪ : জয়পুরহাট মহকুমার মহিপুরে মওলানা ভাসানী আহূত শান্তি সম্মেলন।

১৮ : নির্বাচনী এলাকার প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ।

২৮ : ফারাক্কা প্রশ্নে ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত বৈঠক।

৩০ : টিএসসিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাবেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণ।

 : এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তোয়াবের পদত্যাগ।

মে ১৯৭৬

০১ : মহান মে দিবস উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত জনসভায়

www.pathagar.com

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভাষণ।

০৩ : সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক দল গঠনের অনুমতি।

০৮ : নয়জন সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ।

১১ : ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ইস্তাম্বুল যাত্রা।

১৬ : মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা মিছিল শুরু। রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানে মিছিলকারীদের শপথ গ্রহণ।

১৭ : কানসাট সীমান্তে জনসমাবেশের মাধ্যমে ফারাক্কা মিছিলের সমাপ্তি।

২৮ : সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের পৃথক্‌করণ, রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি।

জুন ১৯৭৬

০৪ : টাঙ্গাইলে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমাবেশে জিয়ার ভাষণ।

১৩ : জিয়া কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন।

১৪ : বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইব্যুনাল গঠন।

২৩ : চুক্তি ছাড়াই ঢাকায় ফারাক্কাসম্পর্কিত ভারত-বাংলাদেশ বৈঠক সমাপ্ত।

২৮ : নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ।

৩০ : সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল আদেশ রহিত ঘোষণা।

জুলাই ১৯৭৬

১০ : ঢাকায় ছয় দিনব্যাপী ভারত-বাংলাদেশ সীমানা-নির্ধারণ বৈঠক সমাপ্ত।

১৭ : বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র মামলার রায়। কর্নেল তাহেরের প্রাণদণ্ড। জলিল-রবসহ কয়েকজন জাসদ নেতার বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড।

২১ : সামরিক বিধির ১৮তম সংশোধনী।

২২ : দিনাজপুরে জনসমাবেশে মেজর জেনারেল জিয়া।

২৭ : বঙ্গভবনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির বৈঠক

২৮ : রাজনৈতিক দল বিধি জারি।

৩০ : ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু।

আগস্ট ১৯৭৬

০৪ : রাজনৈতিক দল গঠনের বিস্তারিত নীতিমালা প্রকাশ।

০৭ : সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে সামরিক আদালতে একজন বিদেশিসহ ১৭

www.pathagar.com

জনের বিচার শুরু।
: ভোটারতালিকা প্রণয়ন শুরু।
২১ : মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জাতীয় কাউন্সিলে মেজর জেনারেল জিয়ার ভাষণ।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

০৫ : এয়ার কমোডর এ জি মাহমুদ বিমানবাহিনীর নতুন প্রধান নিযুক্ত।
০৮ : নয়াদিল্লিতে গঙ্গার পানিবণ্টন প্রশ্নে বাংলাদেশ-ভারত বৈঠক।
১৩ : ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সরকারি শ্বেতপত্র প্রকাশ।

অক্টোবর ১৯৭৬

০৬ : বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যচুক্তির মেয়াদ তিন বছর বৃদ্ধি।
১১ : জাতীয় জনতা পার্টির আহ্বায়ক জেনারেল ওসমানীর রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।
১২ : আরও দুটি রাজনৈতিক দলের অনুমোদন লাভ।
২৪ : রাজনৈতিক দল গঠনের শর্তপূরণ-প্রশ্নে সরকারি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ঘোষণা।

নভেম্বর ১৯৭৬

০১ : মেজর জেনারেল জিয়া কর্তৃক যশোরের যদুনাথপুর বেতনা নদীতে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খননকাজ উদ্বোধন।
০৪ : রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের অনুমোদন লাভ।
১০ : প্রেসনোট—বিদ্রোহ ও নাশকতামূলক কাজের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।
১৭ : মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মওলানা ভাসানীর (৯৬) মৃত্যু। সপ্তাহব্যাপী জাতীয় শোক ঘোষণা।
২১ : জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা।
২৯ : রাষ্ট্রপতি এ এম এম সায়েম কর্তৃক প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাছে হস্তান্তর।

ডিসেম্বর ১৯৭৬

০১ : বেতার-টেলিভিশনে দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে জিয়ার ভাষণ।
১৭ : জিয়া কর্তৃক ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্র নদ পুনর্খননের কাজ উদ্বোধন।
২৮ : সামরিক বিধির ২৩তম সংশোধনী।
২৯ : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকের বিরুদ্ধে দুটি দুর্নীতি মামলা।

www.pathagar.com

১ ৯ ৭ ৭

জানুয়ারি ১৯৭৭

০২ : পিকিংয়ে জেনারেল জিয়া।

০৪ : পিকিংয়ে জিয়া-হুয়া কুও ফেং বৈঠক। বাংলাদেশের প্রতি চীনের সমর্থন ঘোষণা। চীনের সঙ্গে প্রথম বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি।

০৬ : বাংলাদেশ-চীন ইশতেহার। বাইরের হস্তক্ষেপ রোধে বাংলাদেশের প্রতি চীনের দৃঢ় সমর্থন।

০৯ : শরীফ নূরুল আম্বিয়াসহ সাতজন ছাত্রলীগ (রব গ্রুপ) নেতা গ্রেপ্তার।

১৯ : খন্দকার মোশতাকের বিরুদ্ধে চার্জশিট।

মার্চ ১৯৭৭

০৭ : চার দিনের সফরে জেনারেল জিয়ার ইরান যাত্রা।

০৮ : তেহরানে জেনারেল জিয়া।

২২ : জোটনিরপেক্ষতার প্রতি ঢাকা-কলম্বোর দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা।

এপ্রিল ১৯৭৭

০৪ : আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে জোহরা তাজউদ্দীন আহ্বায়িকা নির্বাচিত।

২১ : ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সায়েমের পদত্যাগ। জিয়ার রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ।

২২ : জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান : ৩০ মে ১৯৭৭-এ গণভোট, আগস্ট ১৯৭৭-এ পৌরসভার নির্বাচন এবং ডিসেম্বর ১৯৭৮-এ সাধারণ নির্বাচন।

২৩ : ড. মযহারুল ইসলামের তিন বছর কারাদণ্ড।

মে ১৯৭৭

০৬ : নয়াদিল্লিতে ভারত-বাংলাদেশ কর্মকর্তাদের মধ্যে ফারাক্কা আলোচনা শুরু।

১৬ : বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামি নীতিমালা সংযোজন করায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি সৌদি আরবের বাদশাহ খালেদের অভিনন্দন।

১৯ : জিয়া সরকারের ভূমিকার প্রতি মোহাম্মদ তোয়াহার সমর্থন।

২৭ : জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ: দেশগড়ায় ১৯ দফার প্রতি জনগণের আস্থা কামনা।

৩০ : সারা দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত।

৩১ : গণভোটের চূড়ান্ত ফলাফলে হ্যাঁ-সূচক ভোট শতকরা ৯৮.৮৭ ভাগ। না-সূচক ভোট ১.১৩ ভাগ।

www.pathagar.com

জুন ১৯৭৭

০৬ : কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের লন্ডন যাত্রা।

১৪ : কমনওয়েলথ সম্মেলন শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়ার ঢাকা প্রত্যাবর্তন।

জুলাই ১৯৭৭

০৮ : বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

১২ : ঢাকায় ইসলামি সম্মেলনের মহাসচিব করিম গায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জিয়ার বৈঠক।

২০ : রেঙ্গুনে রাষ্ট্রপতি জিয়ার বিপুল সংবর্ধনা।

২৬ : রাষ্ট্রপতি জিয়ার সৌদি আরব যাত্রা।

আগস্ট ১৯৭৭

০২ : পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে জিয়া, 'পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এখন আমরা স্বাধীন।'

০৩ : ডেমোক্রেটিক লীগ থেকে পীর মোহসিন উদ্দিন দুদু মিয়ার পদত্যাগ।

১৭ : বিশেষ ক্ষমতা আইন সংশোধন।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

২৪ : তিন দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কায়রো উপস্থিতি। রাষ্ট্রপতি জিয়া মিসরের সর্বোচ্চ খেতাব 'কলার অব দ্য নাইল'-এ ভূষিত।

২৫ : দীর্ঘ ১৩ বছর পর ঢাকা পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

২৮ : ছিনতাই হওয়া জাপানি বিমানের ঢাকায় অবতরণ। ১৫৬ জন আরোহী জিম্মি। জাপানের কাছে ছিনতাইকারীদের মুক্তিপণ দাবি।

৩০ : ছিনতাইকৃত বিমানের আরও পাঁচ যাত্রীর মুক্তিলাভ। বগুড়ায় সেনাবাহিনীর মধ্যে গোলযোগ। একজন নিহত, তিনজন আহত, দুজন নিখোঁজ।

অক্টোবর ১৯৭৭

০১ : বিমান ছিনতাইকারীদের দাবি অনুযায়ী জাপানের জেলে আটক ছয়জন বন্দী রেড আর্মি এবং ৬০ লাখ ডলারসহ অপর একটি জাপানি বিমানের ঢাকা আগমন। মুক্তিপণের বিনিময়ে ৫৯ জন জিম্মির মুক্তিলাভ।

০২ : ঢাকা সেনানিবাসে সেনাদের মধ্যে গুলি-পাল্টা গুলি। ঢাকা বিমানবন্দরে কর্তব্যরত অবস্থায় বিমানবাহিনীর ১১ জন অফিসার ও সেনাবাহিনীর ১০

www.pathagar.com

ব্যক্তি নিহত। ৪০ সেনাসদস্য আহত। শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের মোকাবিলা করতে দেশবাসীর প্রতি রাষ্ট্রপতির আহ্বান। সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক লোকের বিদ্রোহ ব্যর্থ করে দেওয়ায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার প্রতি মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের অভিনন্দন।

: ঢাকা বিমানবন্দরে ১০৫ ঘণ্টার উত্তেজনাপূর্ণ ছিনতাই নাটকের অবসান। মাত্র ২৪ জন যাত্রী নিয়ে ছিনতাই হওয়া বিমানের কুয়েতের পথে ঢাকা ত্যাগ।

০৩ : চট্টগ্রামে ৭০ হাজার শ্রমিকের মিছিল।

০৮ : বাংলাদেশ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) থেকে সাবেক জামায়াতে ইসলামীর সব সদস্য বহিষ্কৃত।

১৪ : ডেমোক্রেটিক লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নিষিদ্ধ।

১৮ : বগুড়া ও ঢাকার ঘটনায় অভিযুক্ত ৪৬০ জনের বিচার সম্পন্ন। সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ৩৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর, ২০ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৬৩ জন খালাস। অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড।

২২ : শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন জরুরি ক্ষমতা বিধিবলে আটক।

নভেম্বর ১৯৭৭

০৭ : জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে রাষ্ট্রপতি জিয়ার বাণী, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান।

০৯ : ১৯৭৭ সালের সামরিক আইন (২৫তম সংশোধনী) বিধি জারি।

১৪ : উপদেষ্টা পরিষদের সভায় আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত।

১৭ : রাষ্ট্রপতির সামরিক আইন (২৬তম সংশোধনী) বিধি ৭৭ জারি। মজুতদার, মুনাফাখোরি, কালোবাজারির সাজা জেল-জরিমানা, বেত্রাঘাত।

১৮ : সামরিক ট্রাইব্যুনালে ৩৭ জনের মৃত্যুদণ্ড, ২০ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ডিসেম্বর ১৯৭৭

১৫ : জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৯৫ মিনিটব্যাপী ভাষণ। নতুন রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা।

১৬ : ঢাকা সেনানিবাসে রাষ্ট্রপতি জিয়ার 'শিখা অনির্বাণ' উদ্বোধন।

২০ : রাষ্ট্রপতির ভারত সফর শেষে ঢাকা-দিল্লি যুক্ত ইশতেহার। সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পর্ক উন্নয়নের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা।

২৩ : বাংলাদেশ-পাকিস্তান যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন হবে।

www.pathagar.com

১ ৯ ৭ ৮

জানুয়ারি ১৯৭৮

১১ : ঢাকায় সামরিক আদালতে আটজনের মৃত্যুদণ্ড।
১৪ : নেপালের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি।
১৬ : জিয়ার সঙ্গে ওলামা প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ।
২১ : চীনের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা।
২৪ : ৬০ দিনের মধ্যে জননেতাদের সম্পত্তির হিসাব দাখিলের নির্দেশ।
২৬ : ইইসি-ঢাকা যৌথ কমিশনের দ্বিতীয় বৈঠক।

ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

১২ : কমনওয়েলথ সরকারপ্রধান সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সিডনি গমন।
১৪ : কমনওয়েলথ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি জিয়ার ভাষণ।
২০ : বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদক প্রবর্তন।

মার্চ ১৯৭৮

১৬ : লেবাননে ইসরাইলি হামলার বিরুদ্ধে জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিবাদ।
১৮ : চীনের উপপ্রধানমন্ত্রী লি-শিয়েনের চার দিনের সফরে ঢাকা আগমন।
২২ : দিল্লিতে বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা-সংক্রান্ত আলোচনা।
৩১ : খুলনায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সনাতন ধর্ম সম্মেলন উদ্বোধন।

এপ্রিল ১৯৭৮

০৫ : পাঁচ দিনের সফরে জিয়ার জাপান যাত্রা।
০৯ : জিয়ার রাজনৈতিক দলে যোগদানের কথা ঘোষণা।
১৩ : বার্মার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল মউংয়ের চার দিনের সফরে ঢাকা আগমন।
১৮ : মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী টেংকু দাতুক আহমদের ঢাকা আগমন।
২৫ : বিতাড়িত ২৫ হাজার বর্মী উদ্বাস্তুর বাংলাদেশে প্রবেশ।
২৮ : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অর্ডিন্যান্স সংশোধন।

মে ১৯৭৮

০১ : জিয়াকে চেয়ারম্যান করে ছয় দলের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত।
০২ : রাষ্ট্রপতি পদে জিয়া, ওসমানীসহ ১১ জনের মনোনয়নপত্র দাখিল।

www.pathagar.com

: গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট গঠিত।
০৫ : একজন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা। মোট প্রার্থী ১০ জন।
০৮ : আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন।
০৯ : সেক্রেটারিয়েটে ননগেজেটেড কর্মচারীদের ধর্মঘট।
১৬ : ঢাকায় সাংবাদিক মিছিলের ওপর পুলিশের হামলায় ২২ জন আহত।
২৫ : বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী বর্মি উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘের ছয় মাস মেয়াদি ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ।
: ঢাকা কোর্ট হাজত থেকে ১৮ জন আসামির পলায়ন।

জুন ১৯৭৮

০৩ : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। বিপুল ভোটে জিয়াউর রহমানের জয়লাভ।
০৭ : রেঙ্গুনে বাংলাদেশ-বার্মা আলোচনা।
০৮ : জিয়ার প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টারের অভিনন্দন।
১২ : রাষ্ট্রপতি হিসেবে জিয়ার শপথ গ্রহণ।
২৯ : ২৮ জন মন্ত্রী ও ২ জন উপমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ।

জুলাই ১৯৭৮

০৯ : শরণার্থী প্রত্যাগমনে বার্মার সঙ্গে চুক্তি।
১৪ : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতাযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত।
২৭ : তিন দিনের সফরে রাষ্ট্রপতির ইন্দোনেশিয়া গমন।

আগস্ট ১৯৭৮

০৯ : রাষ্ট্রপতির ১৯ দফা বাস্তবায়নে ১৮টি কমিটি গঠন।
১৬ : রাষ্ট্রপতির জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির অধিবেশন উদ্বোধন।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

০১ : রাষ্ট্রপতি জিয়ার নতুন রাজনৈতিক দল গঠন।
০২ : দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদন।
১০ : রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ খেতাবে ভূষিত।
১৭ : পাকিস্তান প্রত্যাবাসনকামী অবাঙালিদের অনশন ধর্মঘট।
২৪ : ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদলের ঢাকা আগমন।

www.pathagar.com

অক্টোবর ১৯৭৮

০২ : তুরস্ক ও রুমানিয়ায় চার দিনের সফরে রাষ্ট্রপতির আংকারা যাত্রা।
০৪ : বুখারেস্টে রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট চসেস্কুর সঙ্গে জিয়ার বৈঠক।
০৭ : *মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র* পুস্তক বাজেয়াপ্ত।
০৯ : তিন দিনের সফরে রাষ্ট্রপতির উত্তর কোরিয়া গমন।
১১ : শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফরের পদত্যাগ। আবদুল বাতেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।
১৯ : মন্ত্রিপরিষদ থেকে এনায়েতুল্লাহ খানের পদত্যাগ। লে. কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন নয়া মন্ত্রী নিযুক্ত।
২৬ : বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা রাষ্ট্রপতি জিয়ার আগমন উপলক্ষে অপ্রীতিকর ঘটনা।
২৭ : ঢাকায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ দুই ঘণ্টা শিথিল।

নভেম্বর ১৯৭৮

০৩ : আতাউর রহমান খানের অনশন ত্যাগ।
১৬ : আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে নির্বাচনবিরোধী দলগুলোর বৈঠক।
২০ : তিন দিনের সফরে রাষ্ট্রপতির বেলগ্রেড যাত্রা।
২২ : রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সর্বোচ্চ যুগোস্লাভ খেতাব 'বিগস্টার'-এ ভূষিত।
৩০ : ২৭ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা।

ডিসেম্বর ১৯৭৮

০১ : রাষ্ট্রপতি জিয়া সিইনসি এবং জে. এরশাদ চিফ অব আর্মি স্টাফ।
 : ২৭ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র দাখিলের পদ্ধতি ঘোষণা।
০৭ : দুই আওয়ামী লীগ এবং ১০ দলের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা।
২৬ : সংসদীয় নির্বাচনের তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি পুনর্নির্ধারিত।
২৯ : জাতীয় জনতা পার্টি দ্বিধাবিভক্ত।

১ ৯ ৭ ৯

জানুয়ারি ১৯৭৯

০৫ : নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন।
০৭ ; সৌদি উপমন্ত্রী ডা. সালেহ আবদুল্লাহর ঢাক আগমন।
১১ : টিঅ্যান্ডটিতে সহকারী প্রকৌশলীদের ধর্মঘট।

www.pathagar.com

১৫ : ৩০টি দলকে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ।
২০ : পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনকামী অবাঙালি নাগরিকদের ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল।

ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

০৩ : জাপানের সঙ্গে ১৪ কোটি টাকার ঋণচুক্তি।
১৯ : জামালপুরে নির্বাচনোত্তর ১৪৪ ধারা জারি।
২৭ : তিন দিনের সফরে রাষ্ট্রপতির ইরাক যাত্রা।

মার্চ ১৯৭৯

০৭ : বাংলাদেশ-তুরস্ক বাণিজ্য আলোচনা।
২০ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে দুই শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক-পুলিশ আহত, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা।
২১ : রাজশাহীর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় বিক্ষোভ। মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ। ৫০ জন আহত।
৩১ : শাহ আজিজ প্রধানমন্ত্রী ও মীর্জা গোলাম হাফিজ স্পিকার নিযুক্ত।

এপ্রিল ১৯৭৯

০২ : জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু। রাষ্ট্রপতির ভাষণদান।
০৪ : শোকপ্রস্তাব নিয়ে জাতীয় সংসদে তুমুল বিতণ্ডা। বিরোধীদের ওয়াক আউট।
০৫ : জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল গৃহীত।
০৬ : সামরিক আইন প্রত্যাহার।
০৭ : তিনজন মন্ত্রীর পদত্যাগ ও মন্ত্রিসভা পুনর্বন্টন।
১৫ : ৪২ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।
১৬ : ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের ঢাকা আগমন।
১৭ : জিয়া-দেশাই শীর্ষ বৈঠক।

মে ১৯৭৯

০৯ : নয়াদিল্লিতে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক।
২১ : জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু।
২২ : তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বার্মার প্রেসিডেন্ট নে-উইনের ঢাকা আগমন।
২৯ : পল্টনে ইসলামি মহাসম্মেলনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ।
৩১ : ডেপুটি স্পিকারের উক্তির প্রতিবাদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের ওয়াক আউট।

www.pathagar.com

জুন ১৯৭৯

০২ : সংসদে '৭৯-৮০ অর্থবছরের বাজেট পেশ।

০৩ : কুয়েতের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষর।

১৮ : ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত আলোচনা।

১৯ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় সংসদে তুমুল বিতর্ক।

২১ : বাংলা মোটরের কাছে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের চেষ্টাকালে আওয়ামী লীগের (মালেক) মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ।

২২ : আওয়ামী লীগের (মালেক) ডাকে ঢাকায় আংশিক হরতাল, গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা, মারপিটে ৭০ জন আহত, ৯৮ জন গ্রেপ্তার।

২৩ : সংসদে ছাঁটাইপ্রস্তাবের ওপর আলোচনা।

জুলাই ১৯৭৯

০৭ : ঢাকায় যৌথ নদী কমিশনের বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠক।

১৪ : রোমের 'ফাও' সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি জিয়ার ভাষণ।

২৪ : ডাকসু নির্বাচন, জাসদপন্থী ছাত্রলীগের জয়।

২৫ : ঢাকা-যশোর রুটে বিমান ছিনতাই। কলকাতায় ছিনতাইকারী তরুণের আত্মসমর্পণ।

আগস্ট ১৯৭৯

১১ : অবাঙালিদের প্রস্তাবিত লংমার্চ রোধে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বন্ধ।

২১ : জেরুজালেম দিবস পালিত।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৯

০১ : বিদ্যুতের মূল্য শতকরা ৩৬ ভাগ বৃদ্ধি।

০৪ : জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন।

২৪ : রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ।

অক্টোবর ১৯৭৯

২০ : ছাত্রসংঘর্ষের কারণে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।

২৫ : দিনাজপুরে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক।

নভেম্বর ১৯৭৯

০৭ : বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত।

www.pathagar.com

১১ : কুমিল্লায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বৈঠক ব্যর্থ। বিলোনিয়া সীমান্তে গোলাগুলি।

১৯ : তিন দিনের সফরে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর ঢাকা আগমন।

২৭ : ১৯৭৪ সালে ঘোষিত জরুরি অবস্থার অবসান। স্থগিত মৌলিক অধিকার পুনর্বহাল।

২৮ : ঢাকায় বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্ত আলোচনা।

২৯ : ৭৪ জন আমেরিকান নাগরিকের বাংলাদেশ ত্যাগ।

ডিসেম্বর ১৯৭৯

০১ : মানিকগঞ্জে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের খাল কাটার মাধ্যমে দেশে খাল খনন কর্মসূচি শুরু।

০৪ : সামরিক আদালতে দেওয়া প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকের শাস্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম কোর্টে।

১৩ : নয়াদিল্লিতে ঢাকা-দিল্লি সীমান্ত আলোচনা।

২১ : ফরিদপুরে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক।

১৯৮০

জানুয়ারি ১৯৮০

০২ : পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঢাকায় বিরোধীদলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যদের 'অধিবেশন' শুরু।

০৩ : সংসদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের ২৪ দফা দাবিনামা প্রণয়ন।

১১ : সিপিবি অফিস তছনছ।

১৩ : সিপিবির সভায় আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশেও বিপ্লব ঘটানোর ঘোষণা।

৩১ : রাজশাহী জেলে পুলিশের গুলিবর্ষণে তিনজন বন্দী নিহত।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮০

০১ : রাজশাহী জেলে কয়েদিদের অনশন।

১১ : ঢাকায় যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক শুরু।

১৬ : কুর্মিটোলায় সেনামহড়া।

২২ : বিরোধী সদস্য জোটের ঐক্যে ভাঙন।

www.pathagar.com

মার্চ ১৯৮০

০১ : চীনের সঙ্গে পাঁচসালা বাণিজ্যচুক্তি।
০৫ : পাটকলে কর্মচারী ধর্মঘট।
১২ : সংসদে অস্ত্র আইন সংশোধনী বিল গৃহীত।
১৩ : ফরিদপুর ১০ উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের শেখ সেলিম জয়ী।
১৫ : রংপুর জেলে অনশন। যশোরে হরতাল।
১৭ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীদের অনশন।
২০ : চালনা বন্দরে শ্রমিক ধর্মঘট।
২৪ : মোশতাক-জলিলসহ পাঁচজন নেতাকে মুক্তির নির্দেশ।

এপ্রিল ১৯৮০

০২ : ন্যায়পাল বিল পাস।
১৯ : রাজশাহী জেলে বন্দীদের অনশন।
২৪ : একজন মন্ত্রীর পদত্যাগ, সাতজনকে অব্যাহতিদান।
২৫ : আটজন নতুন প্রতিমন্ত্রী ও চারজন উপমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ।
২৯ : জাসদ নেতা সিরাজুল আলম খান ও আ স ম রবের মুক্তির নির্দেশ।

মে ১৯৮০

১০ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দুই দল বন্দীর সংঘর্ষ।
১৪ : মন্ত্রিপরিষদে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া পেশ।
১৭ : চারজন ফাঁসির আসামির মুক্তির ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আওয়ামী লীগ (মালেক) নেতাদের সাক্ষাৎ।
২১ : রংপুর জেলে গুলি, ১২ জন আহত।

জুন ১৯৮০

০৫ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েদি-প্রহরী সংঘর্ষ।
০৭ : আওয়ামী লীগের (মালেক) ডাকে ঢাকায় হরতাল।
১৬ : সাংবাদিকদের কালো দিবস পালন।

জুলাই ১৯৮০

০২ : ঢাকা-পিকিং প্রটোকল স্বাক্ষর।
০৬ : বিদেশে লোক প্রেরণ প্রসঙ্গে সংসদে হইচই।
০৮ : রাষ্ট্রপতির টোকিও গমন।

www.pathagar.com

১৯ : সংসদনেতার উক্তিকে কেন্দ্র করে হইচই। একজন বিরোধী সদস্যকে বহিষ্কার করার জন্য সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস তলব। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। সংসদনেতার দুঃখ প্রকাশ। স্পিকারের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার।

৩১ : রাষ্ট্রপতির পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর।

আগস্ট ১৯৮০

০১ : বেসরকারি খাতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত।

২২ : জেরুজালেম-সংক্রান্ত তিন সদস্যের রাষ্ট্রপ্রধান কমিটিতে বাংলাদেশ।

২৪ : রাষ্ট্রপতির নিউ ইয়র্ক যাত্রা।

২৭ : হোয়াইট হাউসে কার্টারের সঙ্গে জিয়ার আলোচনা।

২৯ : প্যারিসে জিয়া-দেঁস্তা বৈঠক।

৩০ : দিল্লিতে যৌথ নদী কমিশনের ২০তম বৈঠক।

সেপ্টেম্বর ১৯৮০

০৩ : আঞ্চলিক কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির দিল্লিগমন। ইন্দিরার সঙ্গে বৈঠক।

০৯ : ছাত্র সংঘর্ষে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা।

২৫ : রংপুর কারাগারে সংঘর্ষ।

অক্টোবর ১৯৮০

০৩ : স্বাধীনতা দিবসকে জাতীয় দিবস ঘোষণা।

২১ : খুলনা কারাগারে পুলিশি অভিযান। ৩৫ জন বন্দী নিহত, ২৪ জন জিম্মি উদ্ধার।

২৩ : জেলহত্যার প্রতিবাদে খুলনায় হরতাল।

২৮ : বিরোধী দলের ডাকে খুলনা জেলহত্যার প্রতিবাদে সারা দেশে হরতাল।

নভেম্বর ১৯৮০

০২ : হরতালের প্রাক্কালে মিছিল-পাল্টা মিছিল, বোমাবাজিতে ৭০ জন আহত।

০৩ : আওয়ামী লীগ (মালেক) আহূত হরতাল। কয়েকটি স্থানে বিক্ষিপ্ত গোলযোগ। আংশিক ব্যাংক ধর্মঘট।

০৯ : প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন প্রধান সেনাপতি অ্যাডমিরাল রবার্ট লং ঢাকায়।

২৫ : থাই উপপ্রধান প্রেমরামের চার দিনের সফরে ঢাকা আগমন।

www.pathagar.com

ডিসেম্বর ১৯৮০

০১ : সংসদে উপদ্রুত এলাকা বিল উত্থাপনকালে হইচই, ওয়াক আউট।
০২ : ঢাকায় ২১টি দেশের শিল্পমন্ত্রীদের সংহতি বৈঠক।
১২ : জাতীয় সংসদে যৌতুকবিরোধী বিল পাস।
২০ : ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি।
২৩ : বিরোধী নেতার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সংসদে বিতণ্ডা। বিরোধী পক্ষের সংসদ বর্জনের সিদ্ধান্ত।
২৭ : সংসদনেতার আশ্বাসে বিরোধী সদস্যদের সংসদে যোগদান।
২৮ : বাংলাদেশ-আমিরাত যুক্ত ইশতেহার। তেল ও গ্যাস আহরণে সহযোগিতা।

১ ৯ ৮ ১

জানুয়ারি ১৯৮১

০২ : স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগকারী প্রথম কূটনীতিক ও কানাডায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হোসেন আলীর অটোয়ায় ইন্তেকাল।
০৭ : দিল্লিতে ফারাক্কা চুক্তি পর্যালোচনা বৈঠক।
১৭ : ভারতের মথুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফা সস্ত্রীক নিহত।
২৯ : ঢাকায় আওয়ামী লীগের (মালেক) কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮১

১৬ : শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের (মালেক) সভানেত্রী নির্বাচিত।

মার্চ ১৯৮১

১৪ : ১৭ জুনের ব্যর্থ অভ্যুত্থানে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল শুরু।
২৫ : পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের ঢাকা আগমন।
৩১ : ঢাকায় বাংলাদেশের সাহায্যদাতা দেশগুলোর প্রতিনিধিদের বৈঠক।

এপ্রিল ১৯৮১

১০ : জাতীয় সংসদে '৮১-র প্রথম অধিবেশন শুরু, রাষ্ট্রপতির ভাষণদান।
১১ : সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আল ফয়সালের ঢাকা আগমন।
৩০ : আদমজীতে শ্রমিক সংঘর্ষ, গুলিবর্ষণে দুজন নিহত।

www.pathagar.com

মে ১৯৮১

০২ : আনসারদের অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ায় ছাত্র-জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ। এলোপাতাড়ি গুলি। শতাধিক আহত, ১৪৪ ধারা জারি।

১৭ : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

১৯ : তালপট্টিতে যৌথ জরিপে ভারতের অসম্মতি।

২০ : বেলজিয়ামের রাজা আলবার্ট চার্লস বোদুয়াঁ ও রানির ঢাকা আগমন।

২৬ : তালপট্টি প্রসঙ্গে আলোচনার সময় নির্ধারণ প্রশ্নে সংসদে বিতণ্ডা। বিরোধী সদস্যদের ওয়াক আউট। তালপট্টি বিষয়ে সরকারের শ্বেতপত্র।

৩০ : চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ নয়জন নিহত। ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক। বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। সেনাদের চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল।

৩১ : ঢাকা স্টেডিয়ামে জিয়াউর রহমানের গায়েবি জানাজা। জেনারেল আবুল মঞ্জুরসহ বিদ্রোহী সেনাদের আত্মসমর্পণের জন্য সেনাবাহিনীপ্রধান এরশাদের নির্দেশ। সরকারের প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য ঘোষণা।

জুন ১৯৮১

০১ : চট্টগ্রামে বিদ্রোহ দমন। জেনারেল আবুল মঞ্জুর গ্রেপ্তার ও সেনাদের হাতে নিহত। রাঙ্গুনিয়া পাহাড় থেকে জিয়াউর রহমানের লাশ উদ্ধার ও ঢাকায় আনয়ন।

০৪ : সংবিধান অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিচারপতি সাত্তারের ঘোষণা।

১২ : শেখ হাসিনার কাছে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি হস্তান্তর।

২২ : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তার বিএনপির প্রার্থী মনোনীত।

২৯ : রাষ্ট্রপতি পদে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের মনোনয়নের বৈধতা নিয়ে সংসদে তুমুল বিতণ্ডা।

৩০ : সংসদে জাতীয় বাজেট পাস। বিরোধী সদস্যদের ওয়াক আউট।

জুলাই ১৯৮১

০১ : সংসদে ষষ্ঠ সংশোধনী বিল উত্থাপন, বিরোধী দলের ওয়াক আউট।

০৩ : ১৩ জুলাই পর্যন্ত বিরোধী সদস্যদের সংসদ বর্জনের সিদ্ধান্ত।

০৮ : সংসদে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী বিল পাস।

: বাজেট অধিবেশন সমাপ্ত।

: চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমান হত্যার কোর্ট মার্শাল বিচার শুরু।

www.pathagar.com

আগস্ট ১৯৮১

০৪ : চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ।
১১ : চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দায়ে ১২ জন সামরিক অফিসারের প্রাণদণ্ডাদেশ।
১৩ : দক্ষিণ তালপট্টির কাছে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ। বাংলাদেশের প্রতিবাদ।
২৯ : টঙ্গীতে ব্যাপক শ্রমিক সংঘর্ষ। সিরাজগঞ্জে পুলিশের গুলিতে দুজন নিহত, ১৪৪ ধারা জারি।

সেপ্টেম্বর ১৯৮১

০১ : অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার কর্তৃক ১২ জন সামরিক অফিসারের মৃত্যুদণ্ড মওকুফের আবেদন প্রত্যাখ্যান।
১৯ : আওয়ামী লীগের (হাসিনা) নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত।
২০ : ১৬ দলের জোট ন্যাশনাল ফ্রন্টের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত।
২১ : ৮৩ জন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশ।

অক্টোবর ১৯৮১

০৫ : চীনা সামরিক প্রতিনিধিদলের ঢাকা আগমন।
১৪ : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা ৩৯।

নভেম্বর ১৯৮১

০৫ : আওয়ামী লীগের (হাসিনা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণ।
০৬ : গাজীপুরে রাজনৈতিক সংঘর্ষ।
০৯ : দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী হাঙ্গামার খবর।
১৫ : বিএনপির প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিপুল ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। ড. কামাল হোসেন ছাড়া সব প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত।
১৬ : বঙ্গভবনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির প্রথম সংবাদ সম্মেলন। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে ড. কামাল হোসেনের সংবাদ সম্মেলন।
২০ : রাষ্ট্রপতি হিসেবে আবদুস সাত্তারের শপথ গ্রহণ।
২৭ : ৪২ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।

ডিসেম্বর ১৯৮১

১০ : উত্তর কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লি জং ওকের ঢাকায় আগমন।
১৪ : জিয়াউর রহমানের মাজারে স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
২৫ : রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের সৌদি আরব যাত্রা।

www.pathagar.com

১ ৯ ৮ ২

জানুয়ারি ১৯৮২

০১ : রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে চেয়ারম্যান করে সামরিক ও বেসামরিক নয় সদস্যের নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন।

১১ : সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সংসদ সদস্য পদ বাতিল।

২৮ : রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন উদ্বোধন।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

১১ : রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার কর্তৃক দুর্নীতিবাজ মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা।

১২ : ১৮ সদস্যবিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।

২৭ : ঢাকায় যৌথ নদী কমিশনের ২১তম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

মার্চ ১৯৮২

০২ : জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি।

০৭ : ডেমোক্রেটিক লীগ থেকে খন্দকার মোশতাকসহ সাতজনকে বহিষ্কার।

১৮ : প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি (৭ লাখ টাকা), জাহাজ চলাচল মন্ত্রী (অব.) নুরুল হক (২ কোটি টাকা) এবং বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমানের (১২ কোটি টাকা) বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণের অভিযোগে চারটি মামলা।

২৪ : সামরিক আইন জারি। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ। সংবিধান স্থগিত। মন্ত্রিসভা ও সংসদ বাতিল। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ। ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারি। যত দ্রুত সম্ভব সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি।

২৫ : ২৭৭ জন কারাবন্দীকে মুক্তির নির্দেশ। ছয় উপদেষ্টা নিয়োগ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও ডিভিশনের নতুন নামকরণ। দুর্নীতির অভিযোগে তিন সরকারি কর্মকর্তা গ্রেপ্তার।

২৭ : রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি এ এফ এম আহসানউদ্দীন চৌধুরীর শপথ গ্রহণ। আরও তিন উপদেষ্টা নিয়োগ। যুব কমপ্লেক্স বাতিল। এস এ বারী এটি, সাইফুর রহমান, হাবীবুল্লাহ খান, তানভীর সিদ্দিকী, আতাউদ্দিন খানসহ ২৩৩ জন গ্রেপ্তার। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে প্রাক্তন মন্ত্রী আবুল হাসনাতও গ্রেপ্তার।

www.pathagar.com

এপ্রিল ১৯৮২

০৩ : বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠিত।

১৬ : বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইব্যুনালে প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিন আহমদ দণ্ডিত।

২২ : সরকার কর্তৃক বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২৬ : প্রেস কমিশন গঠন।

মে ১৯৮২

০২ : তিন দিনের সফরে জেনারেল এরশাদের সৌদি আরব যাত্রা।

১৫ : লে. জে (অব) খাজা ওয়াসিউদ্দিন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত।

জুন ১৯৮২

০৭ : ওষুধনীতি ঘোষণা।

৩০ : জাতীয় বাজেট ঘোষণা। আমদানিনীতি ঘোষণা।

জুলাই ১৯৮২

০৮ : বিগ্রেডিয়ার সালাম 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত।

২০ : প্রাক্তন মন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমানের আত্মসমর্পণ।

আগস্ট ১৯৮২

১৭ : প্রাক্তন যুবমন্ত্রী আবুল কাশেমের চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

২৬ : প্রাক্তন মন্ত্রী এস এ বারী এটির তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

সেপ্টেম্বর ১৯৮২

০১ : *সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ* প্রকাশ নিষিদ্ধ।

০৪ : প্রাক্তন মন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমানের ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

২৩ : জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা।

: দেশের সব পৌরসভা বাতিল ঘোষণা।

অক্টোবর ১৯৮২

০৫ : 'ঢাকা'র ইংরেজি বানান Dacca থেকে Dhaka করা হয়।

০৬ : দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে জেনারেল এরশাদের সস্ত্রীক ভারত যাত্রা।

www.pathagar.com

নভেম্বর ১৯৮২

১৪ : দুর্নীতির অভিযোগে প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ গ্রেপ্তার।

২৬ : সিএমএলএ জেনারেল এরশাদের চীন যাত্রা।

ডিসেম্বর ১৯৮২

০৬ : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার লন্ডন থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

১৫ : বিজয় দিবস উপলক্ষে ২৫৭ জন বন্দীর মুক্তিলাভ।

২৫ : বাংলাদেশ-তুরস্ক যুক্ত ইশতেহার প্রকাশ।

১৯৮৩

জানুয়ারি ১৯৮৩

০৩ : মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয় করমুক্ত ঘোষণা।

১১ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ, ডাকসু অফিস তছনছ।

১৫ : ঢাকায় যৌথ নদী কমিশনের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বৈঠক।

২৮ : নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু।

৩১ : জেনারেল এরশাদের কুয়েত ও মরক্কো সফর।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

০২ : ঢাকায় যৌথ নদী কমিশনের ২৪তম বৈঠক।

০৬ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্র সংঘর্ষ। দুই শতাধিক আহত।

১৪ : ঢাকায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ, সান্ধ্য আইন জারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ।

মার্চ ১৯৮৩

০১ : খুলনা জেলে বিচারাধীন বন্দীদের অনশন।

: জাতীয় আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রেপ্তারকৃত রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তিদান।

১০ : সামরিক আদালতে জনতা ব্যাংকের আবুধাবি শাখার মামলার রায়ে ১১ কর্মকর্তার বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড।

২৫ : এরশাদের বেতার-টিভি ভাষণে ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়া রাজনৈতিক

www.pathagar.com

তৎপরতার অনুমতি ঘোষণা।

২৮ : নতুন ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ। ভোটার ৪ কোটি ৭০ লাখের বেশি। ঢাকায় দক্ষিণ এশীয় সাত জাতি পররাষ্ট্রসচিব বৈঠক।

এপ্রিল ১৯৮৩

০১ : ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু।

১২ : *সাপ্তাহিক খবর* ও *সোনার বাংলার* প্রকাশনা নিষিদ্ধ।

১৫ : প্যারিসে বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম বৈঠক।

২৮ : এরশাদের সঙ্গে আতাউর রহমান খানের বৈঠক।

মে ১৯৮৩

১২ : দুই দিনের সফরে এরশাদের বার্মা গমন।

১৮ : দুর্নীতির অভিযোগে ২১৬ জন কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত।

২২ : ময়মনসিংহের কারাভ্যন্তরে রাজসাক্ষী খুন।

২৪ : ঢাকা বিমানবন্দরে ১ কোটি টাকা মূল্যের ঘড়ি আটক।

৩১ : বিমানবন্দরে ঘড়ি আটক এবং কাস্টমস অফিসার রউফের মৃত্যু সম্পর্কে সরকারি প্রেস নোট প্রকাশ।

জুন ১৯৮৩

০৫ : এরশাদের কাছে দেওয়ানি কার্যবিধি সংস্কার রিপোর্ট পেশ।

১৪ : আট বছর পর রাজধানী থেকে সম্পূর্ণভাবে কারফিউ প্রত্যাহার।

৩০ : সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার নতুন আমদানিনীতি ঘোষণা।

জুলাই ১৯৮৩

০৮ : এরশাদের বেতার-টিভি ভাষণে নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা।

১৮ : ঢাকায় যৌথ নদী কমিশনের ২৫তম বৈঠক।

২৩ : সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহার ত্বরান্বিত করার নির্দেশ।

আগস্ট ১৯৮৩

০৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাশফায়ার, বোমাবাজি, লাঠালাঠিসহ আড়াই ঘণ্টাব্যাপী ছাত্র সংঘর্ষ।

১০ : পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের ঢাকা আগমন।

১২ : পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা চুক্তি।

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

১৩ : ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ জারি।

৩০ : ৫ দফা দাবিতে ১৫ ও ৭ দলের প্রত্যক্ষ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা।

অক্টোবর ১৯৮৩

০৩ : পার্বত্য চট্টগ্রামের 'বিপথগামী'দের (শান্তি বাহিনী) প্রতি এরশাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

২১ : যুক্তরাষ্ট্র সফরের উদ্দেশ্যে এরশাদের ঢাকা ত্যাগ।

২২ : আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত রাজ্জাক-মহিউদ্দীন গ্রুপের বাকশাল গঠন।

২৫ : ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের সঙ্গে এরশাদের বৈঠক। পিএল ১৮০-তে সাড়ে ৬ কোটি ডলারের খাদ্যসাহায্য চুক্তি।

নভেম্বর ১৯৮৩

০১ : ১৫ ও ৭ দলের আহ্বানে হরতাল পালিত।

০৩ : চীনের সঙ্গে বুড়িগঙ্গা সেতু নির্মাণ চুক্তি।

০৮ : বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় জাহাজ চলাচলের প্রটোকল নবায়ন।

১৪ : প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা।

১৬ : রানি এলিজাবেথের শ্রীপুরের বৈরাগীর চালা গ্রাম পরিদর্শন।

১৭ : সচিবালয়ের সামনে আয়োজিত জনসভায় এরশাদের ভাষণ। কয়েকটি রাস্তায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ।

১৮ : জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ কাউন্ডার ঢাকা আগমন।

২২ : ঐক্যফ্রন্টের কয়েকজন নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার।

২৭ : নতুন রাজনৈতিক সংগঠন জনদলের আহ্বায়ক কমিটির নাম ঘোষণা।

২৮ : ১৫ ও ৭ দলের অবস্থান ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ব্যাপক উত্তেজনা, সংঘর্ষ, গুলি, টিয়ারগ্যাস। সব রাজনৈতিক তৎপরতা পুনরায় নিষিদ্ধ ঘোষণা। সান্ধ্য আইন জারি। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া নিরাপত্তামূলক হেফাজতে।

৩০ : চট্টগ্রামে সংঘর্ষের পর সান্ধ্য আইন জারি। *দৈনিক দেশ*-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ।

ডিসেম্বর ১৯৮৩

০২ : ওআইসির ১৪৫ জন কর্মকর্তার ঢাকা আগমন।

১১ : এরশাদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ, বিচারপতি আহসানউদ্দীন চৌধুরীর পদত্যাগ।

www.pathagar.com

১৪ : ২২ ও ২৮ নভেম্বরের ঘটনায় মামলা প্রত্যাহার ও আটক ব্যক্তিদের মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত।

২৬ : বহিষ্কৃত পাঁচজন সোভিয়েত কূটনীতিকের ঢাকা ত্যাগ।

২৭ : ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরু।

১৯৮৪

জানুয়ারি ১৯৮৪

০১ : সিলেটে হাইকোর্ট বেঞ্চ উদ্বোধন।

০৩ : গোয়েন্দাবৃত্তির অভিযোগে বহিষ্কৃত ছয়জন সোভিয়েট কূটনীতিকের ঢাকা ত্যাগ।

০৭ : বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিরোধী দলগুলোর সংলাপ। ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

০৮ : অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী মুহিতের পদত্যাগ।

১২ : জোড়া খুন হত্যা মামলায় যশোরের প্রাক্তন এমপি গোলাম মোস্তফার মৃত্যুদণ্ড।

  : বেগম খালেদা জিয়াকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মনোনীত।

১৩ ; অর্থ আত্মসাতের দায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. আবদুল করিমসহ পাঁচজন সামরিক আদালতে দণ্ডিত।

২৭ : ১৫ ও ৭ দলের উপজেলা নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

০৪ : ভুটানের রাজা জিগমে ওয়াংচুকের ঢাকা আগমন।

০৫ : ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য ও সহযোগিতা চুক্তি।

১৬ : মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর লন্ডনে ইন্তেকাল।

২৮ : ঢাকায় ছাত্র মিছিলের ওপর পুলিশের ট্রাক চালনায় দুজন নিহত।

২৯ : ২৬ মার্চ থেকে অবাধ রাজনীতি এবং ২৭ মে রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সূচি ঘোষণা।

মার্চ ১৯৮৪

০১ : ১৫ ও ৭ দলের আহ্বানে দেশব্যাপী হরতাল।

০৬ : ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত পানিবিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বৈঠক।

০৮ : চারজন নতুন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ।

www.pathagar.com

০৯ : জামালুদ্দীনসহ তিন প্রাক্তন মন্ত্রীর কারামুক্তি।

২৯ : আতাউর রহমান খান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত।

এপ্রিল ১৯৮৪

০১ : শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা এবং পরিবর্তিত সময়সূচিতে সরকারি অফিসের কাজ শুরু।

০২ : কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের বিরুদ্ধে ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ।

০৯ : বঙ্গভবনের সংলাপে সাত দলের ৩৩ দফা দাবিনামা পেশ। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সাত দলের নেতাদের সংলাপকক্ষ ত্যাগ।

১০ : বঙ্গভবনের সংলাপে জামাতের মতবিনিময়।

১১ : বঙ্গভবনের ১৫ দলের নেতাদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি এরশাদের সংলাপ।

১২ : রাষ্ট্রপতি এরশাদের সঙ্গে খালেদা জিয়ার একান্ত বৈঠক।

১৪ : বঙ্গভবনে এরশাদের সঙ্গে ১৫ দলের দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠক।

১৭ : ১৯ নম্বর সামরিক আইন প্রত্যাহার।

২৮ : বঙ্গভবনে ১০ দলের সংলাপ।

মে ১৯৮৪

০২ : বায়তুল মোকাররম এলাকায় খন্দকার মোশতাকের জনসভায় বোমাবাজি। একজন নিহত।

০৯ : ইয়াসির আরাফাতের ঢাকা আগমন। নাহিয়ানের চট্টগ্রাম সফর।

২০ : রাষ্ট্রপতির বাখরাবাদ গ্যাসলাইন উদ্বোধন।

২৮ : দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে উগ্রপন্থী হিন্দুদের হামলা।

জুন ১৯৮৪

০২ : তিনজন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ।

২২ : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে শামসুদ্দোহাকে অব্যাহতি।

জুলাই ১৯৮৪

১২ : বেতন বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়নের দাবিতে সংবাদপত্রশিল্পে ধর্মঘট শুরু।

৩০ : ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী নতুন মন্ত্রী।

আগস্ট ১৯৮৪

০১ : সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত বিলুপ্ত।

www.pathagar.com

০৪ : এরশাদের বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত।
১০ : হালিম চৌধুরী কৃষিমন্ত্রী নিযুক্ত।
১৫ : বায়তুল মোকাররম এলাকায় আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমাবাজি, প্রহারে এক ব্যক্তি নিহত।
১৮ : রেডিও-টিভি ভবনের সামনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

১৪ : সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী-সমাবেশে দেওয়া শেখ হাসিনার ভাষণে '৭৫-এর পর সব সরকারকে অবৈধ আখ্যাদান।
১৫ : রাষ্ট্রপতি এরশাদের ইরাক গমন।
২২ : নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত শেফারের আগমন।
২৩ : বগুড়ায় বেগম খালেদা জিয়ার জনসভায় বোমাবাজিতে ১১ জন আহত। বিদেশি পাইলট এনে আন্তর্জাতিক রুটে বিমান চালু।
২৭ : কালীগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজউদ্দীন খুন।

অক্টোবর ১৯৮৪

০১ : মন্ত্রিত্ব ও জনদলের মহাসচিবের পদ থেকে মাহবুবুর রহমানের বিদায়, মিজান চৌধুরী নতুন মহাসচিব।
 : প্রাক্তন নৌবাহিনী-প্রধান এম এইচ খানের জনতা পার্টিতে যোগদান।
১১ : মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জনদলের জনসভায় রাষ্ট্রপতি এরশাদ।
২৭ : বিরোধিতার কারণে প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা।

নভেম্বর ১৯৮৪

০৩ : ইন্দিরার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এরশাদের দিল্লি গমন।
২৫ : সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে এরশাদের চাকরি আরও এক বছর বৃদ্ধি।

ডিসেম্বর ১৯৮৪

১৫ : ঢাকা-মস্কো বিনিময় কার্যক্রম স্বাক্ষর।
১৯ : তিনজন নতুন মন্ত্রীর শপথ।
২০ : ২২ ও ২৭ ডিসেম্বর দুদিনের জন্য হরতালসহ রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ।
২২ : দুই দিনব্যাপী হরতালের প্রথম দিনে রাজশাহীতে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতাসহ দুজন নিহত।
২৩ : শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বানে ৪৮ ঘণ্টা হরতাল।

www.pathagar.com

১ ৯ ৮ ৫

জানুয়ারি ১৯৮৫

১০ : ফরিদপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে শতাধিক আহত, জনসভা পণ্ড।
১২ : ভুটানের সঙ্গে 'সম্মত কার্যবিবরণী' স্বাক্ষর।
১৫ : ৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নতুন তফসিল ঘোষণা।
১৬ : সাত সদস্যের নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন।
৩১ : আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দপ্তর বিলোপ।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

১৩ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গুলিতে এক ছাত্রনেতা নিহত।
১৫ : ঢাকায় আংশিক হরতাল পালিত।
২১ : সিরাজগঞ্জে পুলিশ ফাঁড়ির রাইফেল লুট।

মার্চ ১৯৮৫

০১ : রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ। সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা।
০২ : সংসদ নির্বাচনের কর্মসূচি বাতিল।
২১ : গণভোটে রাষ্ট্রপতি এরশাদের আস্থা লাভ।
২৪ : *ইত্তফাক* সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের মন্ত্রিপরিষদে যোগদান।

এপ্রিল ১৯৮৫

২১ : পিএলও-প্রধান ইয়াসির আরাফাতের দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকা আগমন।
২৮ : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পল লুসুকার ঢাকা আগমন।
২৯ : রাঙামাটিতে অস্ত্রসহ শান্তি বাহিনীর ২৩৩ সদস্যের আত্মসমর্পণ।

মে ১৯৮৫

১০ : কনসোর্টিয়াম বৈঠকে বাংলাদেশের জন্য ১৬৮ কোটি ডলার মঞ্জুর।
১৬ : প্রথম পর্যায়ে ২৫১টি উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত। সংঘর্ষ-সংঘাতে ৩৬টি উপজেলায় ভোট গ্রহণ স্থগিত।
২৪ : নোয়াখালীর দক্ষিণ চরাঞ্চল ও সন্দ্বীপের উড়িরচরে ভয়াবহ ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে ১১ হাজার লোকের প্রাণহানি।
২৫ : নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহণ।

www.pathagar.com

জুন ১৯৮৫

০২ : রাষ্ট্রপতি এরশাদসহ ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের দুর্গত উড়িরচর পরিদর্শন।
০৪ : সৌদি ত্রাণসামগ্রী নিয়ে রাজকীয় বিমানের ঢাকা আগমন।
০৫ : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের উড়িরচর পরিদর্শন।
০৬ : ভুটানের রাজকুমারী মোনাসের দুর্গত এলাকা পরিদর্শন।
১১ : নড়াইলের কালিয়ায় পুত্রসহ প্রাক্তন এমপি এখলাসউদ্দীন খুন।

জুলাই ১৯৮৫

০২ : সরকারি কর্মচারীদের নবম বেতন স্কেল ঘোষণা।
০৩ : ১১ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ।
০৪ : রাষ্ট্রপতি এরশাদের চীন সফর।
১৯ : আরও একজন মন্ত্রী, একজন উপমন্ত্রী ও একজন উপদেষ্টা নিয়োগ।
৩০ : ঢাকায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠক।

আগস্ট ১৯৮৫

০২ : চারজন মন্ত্রী ও দুজন উপমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ।
০৫ : মওদুদ আহমদের মন্ত্রিপরিষদে যোগদান।
১৬ : পাঁচটি দলের সমন্বয়ে জাতীয় ফ্রন্ট গঠন।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

১৭ : ১ অক্টোবর থেকে আবার ঘরোয়া রাজনীতি চালুর অনুমতি।

অক্টোবর ১৯৮৫

০১ : ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু। রাষ্ট্রপতি এরশাদের তুরস্ক সফর।
০৫ : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের ইন্তেকাল।
০৭ : ব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ ঘোষণা।
১৮ : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণদান।

নভেম্বর ১৯৮৫

০৩ : আরও একজন মন্ত্রী ও দুজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ।
০৪ : রাষ্ট্রপতি এরশাদের মালয়েশিয়া সফর।
১৮ : সংবাদপত্রশিল্পে পূর্ণদিবস ধর্মঘট।

www.pathagar.com

ডিসেম্বর ১৯৮৫

০২ : শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-কম্যচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বানে ধর্মঘট।

০৫ : ঢাকায় সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক।

০৭ : ঢাকায় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন, নেপালের রাজা বীরন্দ্রে, ভুটানের রাজা ওয়াংচুক এবং মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট গাইয়ুমের ভাষণ।

১৫ : রাষ্ট্রপতির ভাষণ, ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা।

১ ৯ ৮ ৬

জানুয়ারি ১৯৮৬

০১ : নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি গঠিত।

০৫ : বিরোধী জোট ও দলের ডাকা অর্ধদিবস হরতাল পালিত।

১২ : বায়তুল মোকাররম এলাকায় জাতীয় পার্টির জনসভায় এরশাদের ভাষণ।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

১০ : পাঁচ দিনের সফরে পশ্চিম জার্মান প্রেসিডেন্ট ড. রিচার্ডের সস্ত্রীক ঢাকায় আগমন।

২৮ : বুলগেরীয় প্রতিনিধিদলের আগমন।

মার্চ ১৯৮৬

০২ : ২৬ এপ্রিল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা।

০৮ : চার দিনের সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট লি শিয়েন নিয়েন সস্ত্রীক ঢাকায় আসেন।

১৫ : সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থী একসঙ্গে পাঁচটির বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না মর্মে অধ্যাদেশ জারি।

: খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা দুজনে দেড় শ দেড় শ, তবে তিন শ আসনে নির্বাচনের প্রস্তাবে সায় দিলেন। সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থীর একসঙ্গে পাঁচটির বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার অধ্যাদেশ জারি।

১৭ : 'আগামী ২৬ এপ্রিলের নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের প্রশ্নই ওঠে

www.pathagar.com

না। যারা অংশ নেবে তারা জাতীয় বেইমান হিসেবে চিহ্নিত হবে।'—বঙ্গবন্ধুর ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শেখ হাসিনা।

১৯ : আওয়ামী লীগপ্রধান ও ১৫-দলীয় জোটের নেত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫ দফা দাবি মেনে নিয়ে নয়া নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। চট্টগ্রামে লালদীঘি ময়দানে জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা নির্বাচনের বিরোধী নই, বরং আমরা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংগ্রাম করছি। তবে এবার অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের সুস্পষ্ট আশ্বাস পাওয়ার পরই জনগণ ভোট কেন্দ্রে যাবে।'

২১ : বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির আহ্বান।

২২ : আওয়ামী লীগসহ ৮ দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

: ৭ মে সংসদ নির্বাচনের তারিখ পুনর্নির্ধারণ।

২৩ : সরকারের ঘোষিত নীতিতে নির্বাচনে প্রার্থী মন্ত্রীদের পদত্যাগ।

এপ্রিল ১৯৮৬

২৯ : নির্বাচনবিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা।

: পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর হামলায় ৩৮ জন নিহত।

মে ১৯৮৬

০৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস। ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ।

০৭ : তৃতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

: বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক ঘটনায় ১৯ জন নিহত।

১৪ : ৮ দলের ডাকা অর্ধদিবস হরতাল পালিত।

১৯ : সংসদ নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফলে জাতীয় পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

২৫ : নতুন মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ।

জুন ১৯৮৬

০৩ : রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভুটান সফর।

২৮ : প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও কৃষক নেতা হাজি দানেশের ইন্তেকাল।

জুলাই ১৯৮৬

০৮ : রাষ্ট্রপতির তিনবিঘা করিডর পরিদর্শন।

০৯ : নতুন মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ। মিজান চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী। শামসুল

www.pathagar.com

হুদা চৌধুরী স্পিকার।
১০ : জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণ।
১৪ : রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভারত সফর।
২৬ : সাভারে দেশের প্রথম আণবিক চুল্লি স্থাপন।

আগস্ট ১৯৮৬

১১ : সার্ক সচিবালয় নেপালে স্থাপনের সিদ্ধান্ত।
২০ : মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের ইন্তেকাল।
২৬ : সংসদের আটটি উপনির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা বিজয়ী।
২৮ : মেজর জেনারেল আতিকুর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

০১ : আট দলের আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালিত।
: রাষ্ট্রপতি এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগদান।
০৪ : সেনাবাহিনী থেকে রাষ্ট্রপতি এরশাদের অবসর গ্রহণ।
১৬ : বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতিসংঘের অধিবেশন শুরু।
১৭ : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল। এরশাদসহ ১৬ জন প্রার্থী।
২১ : তিন দফা দাবিতে সংবাদপত্রশিল্পে ধর্মঘট।

অক্টোবর ১৯৮৬

০৭ : ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ মওকুফ ঘোষণা।
১৫ : বিপুল ভোটে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। বিরোধী দলের আহ্বানে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত।
২৩ : নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে এরশাদের শপথ গ্রহণ।
২৪ : নতুন মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ।

নভেম্বর ১৯৮৬

০১ : চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল পালিত। দক্ষিণাঞ্চলে পরিবহন ধর্মঘট।
১০ : জাতীয় সংসদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সহযোগিতায় সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস। সামরিক আইন প্রত্যাহার।
১৩ : ৪২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বাকশাল নেতা লতিফ সিদ্দিকীর মুক্তিলাভ।
৩০ : বিচারপতি নূরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত।

www.pathagar.com

১৯৮৭

জানুয়ারি ১৯৮৭

০৬ : ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান প্রিন্স করিম আগা খানের ঢাকা আগমন।
০৭ : চীনা গণ-ফৌজের প্রধান জেনারেল ইয়াং দে ঝির ঢাকা আগমন।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

১২ : শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধে সংসদে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত।
১৬ : বিরোধী দল ও জোটের আহ্বানে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত।
২৪ : নাটোরের গুরুদাসপুর থানায় ২২টি রাইফেল লুট, এক পুলিশ খুন।
২৬ : সংসদে বাংলা ভাষা প্রচলন বিল পাস।

মার্চ ১৯৮৭

০৫ : ঢাকায় ছাত্র-পুলিশ ব্যাপক সংঘর্ষ। গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ।
১৪ : ঢাকায় ৭৭ জাতিগোষ্ঠীর এশীয় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক।
২৩ : সংসদে বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধন) বিল পাস।

এপ্রিল ১৯৮৭

১৭ : রাষ্ট্রপতি এরশাদের মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন।
২৬ : চাকমা প্রত্যাবাসন প্রশ্নে ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত বৈঠক।

জুন ১৯৮৭

১০ : নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপতি এরশাদের জাতিসংঘ পুরস্কার গ্রহণ।
২১ : বিরোধী জোট ও দলের আহ্বানে দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত।

জুলাই ১৯৮৭

০২ : ছয় দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি এরশাদের চীন গমন।
১০ : পিএলও-প্রধান ইয়াসির আরাফাতের ঢাকা আগমন।
১২ : সংসদে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে সেনাবাহিনীর সদস্য বিল পাস।

আগস্ট ১৯৮৭

২৮ : ৭ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির বৈঠকের ঘোষণা।
২৯ : রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব শেখ হাসিনার প্রত্যাখ্যান।

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

১২ : তিস্তার পানিবণ্টন প্রশ্নে ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত বৈঠক।

অক্টোবর ১৯৮৭

২৮ : দুই বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া-শেখ হাসিনার বৈঠক।

নভেম্বর ১৯৮৭

০১ : নারায়ণগঞ্জে হরতাল। বিরোধী জোট ও দলের জেলা কর্মসূচি পালন।

০৭ : প্রেসক্লাবের সামনে ফ্রিডম পার্টির সভায় বোমাবাজিতে একজন নিহত।

০৮ : ঢাকায় পাঁচ বা ততোধিক লোকের সমাবেশ ও মিছিল ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত নিষিদ্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ।

০৯ : ঢাকামুখী কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেন দুই দিনের জন্য বন্ধ।

১০ : বিরোধী জোট ও দলের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, পুলিশের গুলিতে নূর হোসেনসহ চারজন নিহত। নূর হোসেনের বুক ও পিঠে লেখা ছিল 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক'। অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও অঘোষিত হরতাল।

১১ : বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা গৃহে অন্তরীণ, বহু গ্রেপ্তার, পূর্ণদিবস হরতাল পালিত।

১২ : লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও বোমাবাজি। ব্যাপক সন্ত্রাস ও পূর্ণ হরতাল।

১৪ : অর্ধদিবস হরতাল, সংঘর্ষ ও শতাধিক গ্রেপ্তার।

১৫ : অর্ধদিবস হরতাল চলাকালে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ।

১৬ : অর্ধদিবস হরতাল। জাতীয় পার্টির হরতালবিরোধী মিছিল।

১৭ : অর্ধদিবস হরতালে চট্টগ্রাম, খুলনা, নারায়ণগঞ্জে ব্যাপক সংঘর্ষ।

২১ : ৪৮ ঘণ্টা হরতাল। গুলি, সংঘর্ষ, বোমা ও হিংসাত্মক ঘটনা।

২২ : বাংলাদেশের পানিসীমায় ভারতীয় নৌবাহিনীর 'নীলগিরি' রণতরির অবস্থানের প্রতিবাদ।

২৩ : দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত।

২৪ : অর্ধদিবস হরতাল পালিত।

২৫ : ঢাকা নগরের কয়েকটি স্থানে সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধ।

২৭ : জরুরি অবস্থা ঘোষণা। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জে সান্ধ্য আইন। হরতাল, ধর্মঘট, লকআউট নিষিদ্ধ।

২৮ : রাষ্ট্রপতির রেডিও-টিভি ভাষণ, সমস্যা নিরসনে আলোচনার প্রস্তাব।

২৯ : বিরোধী জোট ও দলের ৭২ ঘণ্টাব্যাপী কর্মসূচি শুরু।

www.pathagar.com

ডিসেম্বর ১৯৮৭

০৩ : সাপ্তাহিক *রোববার*-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ।
০৬ : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা।
১১ : ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি।
১৪ : ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশ।

১ ৯ ৮ ৮

জানুয়ারি ১৯৮৮

০৬ : নরসিংদীতে সর্বহারা পার্টির ১০৭ জনের আত্মসমর্পণ।
০৮ : বিরোধী জোট ও দলের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত।
১২ : সাপ্তাহিক *রোববার*-এর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।
২০ : বিরোধী জোট ও দলের আহূত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত।
২১ : বিরোধী জোট ও দলের হরতাল চলাকালে ঢাকায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ।
২২ : তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদের পদত্যাগ।
২৪ : চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আট দলের মিছিলে গুলিতে নয়জন নিহত।
২৫ : নির্বাচনবিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা।

মার্চ ১৯৮৮

০৩ : বিরোধী জোট ও দলের হরতাল।
০৪ : সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।
২৭ : ২৩ সদস্যের নতুন মন্ত্রিপরিষদ।

এপ্রিল ১৯৮৮

১২ : ১৯৮৭-র ২৭ নভেম্বর জারি করা জরুরি আইন প্রত্যাহার।
১৩ : মৌলিক অধিকার পুনঃস্থাপন।
২১ : আ স ম রব সংসদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত।
২৬ : পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটিরাঙ্গায় শান্তিবাহিনীর নির্মমতায় ১৪ জন নিহত।

মে ১৯৮৮

০১ : শান্তিবাহিনীর হাতে মানিকছড়ি উপজেলার ১৩ জন নিহত।
০৩ : বিবিসি কার্যক্রমের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

www.pathagar.com

জুন ১৯৮৮

০৭ : অষ্টম সংশোধনী বিল সংসদে পাস। ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম।
১৩ : অষ্টম সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে অর্ধদিবস হরতাল।
২১ : খালেদা জিয়া কর্তৃক বিএনপির স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটি বাতিল।

জুলাই ১৯৮৮

০৭ : মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী নির্যাতন ও মাদক দ্রব্য বিল সংসদে গৃহীত।

আগস্ট ১৯৮৮

০৭ : ৬১টি জেলা পরিষদের মনোনীত চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

০১ : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের ইন্তেকাল।
১২ : ফরাসি প্রেসিডেন্ট-পত্নী মাদাম মিতেরার আগমন।

নভেম্বর ১৯৮৮

০২ : বন্যা নিয়ন্ত্রণে চীন-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ গ্রুপ গঠনে ঐকমত্য।
১২ : বাংলাদেশ-ভুটান যৌথ টিম গঠনের সিদ্ধান্ত।
১৮ : ঢাকা-দিল্লি টাস্কফোর্স বৈঠক।
 : ওয়াশিংটনে রিগান-এরশাদ বৈঠক।

ডিসেম্বর ১৯৮৮

১৩ : প্রাক্তন মন্ত্রী টি আলীর ব্যাংককে মৃত্যু।
১৮ : ঢাকায় চীন-বাংলাদেশ বন্যাসম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ বৈঠক।

১ ৯ ৮ ৯

জানুয়ারি ১৯৮৯

০১ : জাতীয় ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন।
১১ : যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দেখতে আগ্রহী।—হাসিনার সঙ্গে বৈঠক শেষে মার্কিন সিনেটর স্টিফেন সোলার্জ।
১২ : ঢাকায় এরশাদ-সোলার্জ আলোচনায় এরশাদের মন্তব্য, 'শাসনতান্ত্রিক

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া সমুন্নত রেখেছি।'

: খালেদা-সোলার্জ বৈঠক।

২৮ : দেশে ৮০টি পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন। কয়েক স্থানে হাঙ্গামা। নিহত দুই, শতাধিক আহত।

৩১ : উপজেলা পর্যায়ে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

০৮ : ডাকসু ও ১৩টি হল সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

০৯ : ডাকসু নির্বাচনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়ী। ছাত্রী মিছিলে হামলা। ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ। গুলিতে নিহত ১ এবং ১৫ জন ছাত্রীসহ আহত ২৫।

১৩ : লন্ডনে পাঁচ দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি এরশাদের ঢাকা ত্যাগ।

১৬ : লন্ডনে এরশাদ-থ্যাচার বৈঠক। যমুনা সেতু নির্মাণে সাহায্য নিয়ে আলোচনা।

১৭ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হলে পুলিশের তল্লাশি। অস্ত্র উদ্ধার। নয়জন আটক।

২৬ : এরশাদ-তাকেশিতা বৈঠক। যমুনা সেতু প্রকল্পে জাপান সাহায্য দেবে।

২৭ : ভিআইপি সড়কে রিকশা চলাচল বন্ধ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাঙচুর ও সংঘর্ষ।

: সংসদে বিনিয়োগ বোর্ড বিল পাস।

মার্চ ১৯৮৯

১০ : দুদিনের সফরে ঢাকায় আরাফাত।

১১ : এরশাদ-আরাফাত বৈঠক।

২০ : তিন মন্ত্রীর দপ্তর পুনর্বণ্টন।

২১ : রুশদির ফাঁসির দাবিতে ঢাকাসহ সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল।

২২ : তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে প্যারিসে এরশাদ।

এপ্রিল ১৯৮৯

০৮ : বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেত্রী আমেনা বেগমের ইন্তেকাল।

০৯ : আফগান পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকায় এরশাদ-হেকমতিয়ার বৈঠক।

১৮ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ, নিহত ১, আহত ৩৫।

১৯ : প্যারিসে কনসোর্টিয়ামের ২২০ কোটি ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

www.pathagar.com

২২ : '২০ মে পর্যন্ত শান্তি বাহিনীর সদস্যদের জন্য সাধারণ ক্ষমা।'—খাগড়াছড়িতে শান্তি মহাসম্মেলনে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা।

মে ১৯৮৯

১৭ : 'সব ইউনিয়নে নারী-নির্যাতনবিরোধী কমিটি চাই'—ফার্স্ট লেডি।

২২ : জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু।

৩০ : জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার বিল পাস।

জুন ১৯৮৯

০৩ : ইউরোপের কয়েকটি দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে দেড় মাসব্যাপী সফর শেষে শেখ হাসিনার ঢাকা প্রত্যাবর্তন।

০৮ : এরশাদের কাছে মিতেরাঁর বিশেষ দূত; যৌথ বন্যারোধ সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ।

১১ : সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আনোয়ার জাহিদের নেতৃত্বে নতুন দল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি।

১২ : সংসদে পৌরসভা (সংশোধনী) বিল '৮৯ ও আদালত (অন্তর্বর্তী) নিষেধাজ্ঞা আদেশ বিল '৮৯ ধ্বনিভোটে পাস। শেষোক্ত বিল পাসের সময় বিরোধী দলের ওয়াক আউট।

১৩ : সংসদে পল্লি পরিষদ বিল পাস।

১৫ : সংসদে ৭১৮০ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেট পেশ, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫ দশমিক ৯১ শতাংশ, ৭০৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব। ৫ হাজার ৮০৩ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত।

২৯ : ঢাকায় আরাফাত। এরশাদের সঙ্গে মতবিনিময়।

জুলাই ১৯৮৯

০১ : জামালউদ্দিন-হাসনাতের নতুন দল গঠন।

১০ : সংবিধানের নবম সংশোধনী পাস।

১৬ : প্যারিসে সাত জাতি বৈঠকে বাংলাদেশের বন্যারোধে বিশ্ব সম্মেলন আহ্বান।

২৬ : রাঙামাটিতে শান্তিবাহিনীর গুলিতে দুজন নিহত।

আগস্ট ১৯৮৯

১০ : শেখ হাসিনার বাড়িতে হামলা, পুলিশের পাল্টা গুলি।

১২ : মওদুদ আহমদ উপরাষ্ট্রপতি, কাজী জাফর প্রধানমন্ত্রী।

: হাটহাজারীতে গুলিতে জাতীয় পার্টির দুজন স্থানীয় নেতা নিহত।

www.pathagar.com

১৪ : বাগদাদে রাষ্ট্রপতি এরশাদ।

২১ : ঢাকা পৌর প্রশাসন পুনর্গঠনে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ।

২৩ : 'শান্তি বাহিনী'র সদস্যদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

০১ : রাজধানীর বাইরে স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ অবৈধ, সুপ্রিম কোর্টের রায়।

: জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন উপলক্ষে বেলগ্রেডে এরশাদ।

১০ : বঙ্গভবনে চতুর্থ পরিকল্পনার মূল রূপরেখা পেশ।

: ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠিত।

২১ : এরশাদের নেতৃত্বে বস্তি উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত।

৩০ : শান্তি বাহিনীর গুলিতে রাঙামাটিতে ৭২ জন নিহত।

অক্টোবর ১৯৮৯

০১ : সংবিধানের নবম সংশোধনী বলবৎ।

০৯ : চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে এরশাদের ম্যানিলা যাত্রা।

১০ : এরশাদ-কোরাজন আলোচনা, চারটি চুক্তি স্বাক্ষর।

১৭ : স্কপের ডাকা ৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘট শুরু।

নভেম্বর ১৯৮৯

০১ : নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে খালেদা জিয়ার প্রতীকী অনশন।

১৪ : শিল্প-সম্পর্ক সংশোধনী অধ্যাদেশ জারি।

: রাজিয়া ফয়েজ মহিলাবিষয়ক মন্ত্রী।

১৮ : ঢাকায় চীনা প্রধানমন্ত্রী লিপেং। চারটি চুক্তি স্বাক্ষর।

২৮ : বিএনপির অবস্থান ধর্মঘট। সংঘর্ষ। বহু আহত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে বন্দুকযুদ্ধ।

২৯ : বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলিতে ছাত্র আরিফ নিহত। বিরোধী দলের ডাকা হরতালের প্রথম দিন।

৩০ : ডাকসুর ভিপি অফিস তছনছ, শেখ মুজিবের ছবি অপসারণ। হরতালের দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত। আওয়ামী লীগের সভায় বোমা বিস্ফোরণ। নিহত ১, আহত ১২।

ডিসেম্বর ১৯৮৯

২৪ : চার মন্ত্রীকে অব্যাহতি। দপ্তর পুনর্বণ্টন।

www.pathagar.com

১ ৯ ৯ ০

ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

২২ : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়াঁ মিতেরাঁ ও মাদাম দানিয়েল মিতেরাঁ ঢাকায়।

২৮ : আওয়ামী লীগের আহ্বানে ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত।

মার্চ ১৯৯০

০১ : সারা দেশে ছাত্র ধর্মঘট পালিত।

১৬ : বান্দরবান ও রাঙামাটিতে শান্তিবাহিনীর হামলায় ২২ জন নিহত।

এপ্রিল ১৯৯০

২৫ : জাকাতের টাকা ও কাপড় সংগ্রহ করতে গিয়ে চট্টগ্রামে ৩৬ জনের মৃত্যু।

জুন ১৯৯০

০৬ : ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

আগস্ট ১৯৯০

০৮ : অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর গ্যারেথ ইভান্স শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেন।

২৫ : সংসদে এক দিনের বিশেষ অধিবেশনে সৌদি আরবের বাদশাহের অনুরোধে তাঁর প্রতিরক্ষায় সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রতীকী সেনাদল পাঠানোর জন্য সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এক প্রস্তাবে বলা হয়, 'এই পদক্ষেপ ওই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে এবং ইসলামি উম্মাহর সার্বিক স্বার্থ রক্ষায় বিশেষভাবে সহায়ক হবে।'

সেপ্টেম্বর ১৯৯০

০৩ : সৌদি আরবে বাংলাদেশের সেনা পাঠানোর প্রতিবাদে আট দল, পাঁচ দল ও জনতা মুক্তি পার্টির ডাকে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল।

১৬ : জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে গুলি, পাল্টা গুলি। শহীদুল্লাহ্ হলের ভিপি খোকন ও ছাত্রদল নেতা মাসুদ গুলিবিদ্ধ।

১৮ : সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবহন ধর্মঘট শুরু।

www.pathagar.com

অক্টোবর ১৯৯০

১৪ : জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক আহত। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে সংঘর্ষে সাতজন আহত। ঢাকা মহানগরে বিক্ষোভ দিবস পালিত।

১৬ : আট, সাত ও পাঁচ দলের ডাকে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত। আট-দলীয় জোটনেত্রী শেখ হাসিনা এরশাদ সরকারের অপসারণ, সংসদ বাতিল, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

২৭ : আট, সাত, পাঁচ দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আহ্বানে সারা দেশে রাজপথ, রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত।

নভেম্বর ১৯৯০

০৪ : গুলিস্তান চত্বরে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ।

০৫ : আট, সাত, পাঁচদলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ডাকে রেডিও-টেলিভিশন ভবন ঘেরাও ও বিক্ষোভ। দেশের সব হাসপাতাল ও মেডিকেল ইনস্টিটিউটে চিকিৎসকদের ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি।

০৬ : এরশাদের পদত্যাগ দাবি ও সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদমতে সবার গ্রহণযোগ্য উপরাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য শেখ হাসিনার আহ্বান।

১০ : আট, সাত, পাঁচ-দলীয় জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আহ্বানে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। ৪৮ ঘণ্টা হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা।

১৪ : আদমজীতে শ্রমিক সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত, ২০ পুলিশসহ দুই শতাধিক আহত।

১৭ : সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের গণ-দুশমন প্রতিরোধ দিবসে মন্ত্রিপাড়া ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ৫০ জন আহত।

১৮ : আট, সাত, পাঁচ-দলীয় জোটের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা।

২০ : আট, সাত, পাঁচ-দলীয় জোটের ডাকে সারা দেশে হরতাল। সংঘর্ষে দুজন নিহত ও কয়েক শ আহত। খালেদা জিয়ার বাসভবনে হামলা।

২১ : আট, সাত ও পাঁচ-দলীয় জোটের ১০, ১১ ও ১২ ডিসেম্বর দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা। ছাত্র ঐক্যের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের হামলা।

২৬ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধে একজন নিহত, আটজন

www.pathagar.com

গুলিবিদ্ধ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সাত ঘণ্টা অবরুদ্ধ। ছাত্র ঐক্যের ঘোষণায় ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব মন্ত্রী ও এমপির পদত্যাগের দাবি।

২৭ : সব সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে সাংবাদিকদের লিখিত প্রতিবেদন দেখিয়ে ছাড়পত্র আনতে হবে।

: প্রতিবাদে সাংবাদিকদের ধর্মঘট। সংবাদপত্র বন্ধ। মিছিল ও সমাবেশ। কারফিউ লঙ্ঘন। পুলিশ ও বিডিআরের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ। ২৭ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাত দিনে গণ-আন্দোলনে সারা দেশে অর্ধশতাধিক ব্যক্তির প্রাণহানি। রাজধানী ঢাকায় নিহত হয়েছে ৩০ জনের বেশি। চট্টগ্রামে নিহত হয়েছে ছয়জন, রাজশাহীতে তিনজন, খুলনায় তিনজন, নারায়ণগঞ্জে দুজন ও ময়মনসিংহে চারজন।

: ঢাকায় নিহতদের মধ্যে ১০ জনের লাশের মেডিকেল কলেজ মর্গে ময়নাতদন্ত হয়েছে। ডা. শামসুল আলম খান মিলনের মৃত্যু (৪০)।

২৮ : বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বিশাল ছাত্রমিছিল। লাঠি হাতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্রীর অংশগ্রহণ। বিশ্ববিদ্যালয় ও শহীদ মিনার চত্বরে ছাত্রসমাবেশে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ। মালিবাগে রেলপথ অবরোধ। লাইনে গাড়ি রেখে চালক পলাতক। ট্রেন চলাচল বন্ধ।

২৯ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ সমাবেশে উপাচার্যসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

: বায়তুল মোকাররমে ব্যাপক জমায়েত। মসজিদে ঢুকতে সেনাদের বাধা। বায়তুল মোকাররমের খতিবের হস্তক্ষেপে নিষ্পত্তি। গায়েবানা জানাজা শেষে বিশাল মিছিল। কাকরাইলে মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে গুলিবর্ষণ। জনতার জঙ্গি মিছিলের মুখে সেনারা নিষ্ক্রিয়।

ডিসেম্বর ১৯৯০

০১ : মিরপুরে হরতালের সমর্থনে জনতার মিছিলে বিডিআরের গুলিবর্ষণ। ঘটনাস্থলে নিহত পাঁচ, পরে আরও নিহত দুই। কাজীপাড়ায় গুলিতে নিহত দুই, ডেমরা-যাত্রাবাড়ী এলাকায় নিহত দুই। চট্টগ্রামে কালুরঘাট এলাকায় শ্রমিক মিছিলে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত এক। খুলনায় এরশাদের কুশপুত্তলিকা দাহ। নারায়ণগঞ্জের মণ্ডলপাড়ায় রিকশাচালক মহারাজ (২০) নিহত। রাতে মিরপুরে ছাত্র, গার্মেন্টস শ্রমিক, ইটভাঙা শ্রমিকসহ পাঁচজন নিহত। গুরুতর আহত ছাত্রলীগ নেতা শফি। নীলক্ষেতে নিহত এক।

www.pathagar.com

০৩ : সকালে মতিঝিলে সেনাকল্যাণ সংস্থার ভবনে বোমা নিক্ষেপ। মিছিলে গুলি, আহত একজন। লাগাতার হরতাল। ক্যাম্পাসে ছাত্র মিছিল।

০৪ : গণ-অভ্যুত্থান। বাংলাদেশ সচিবালয়সহ সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গণ-অভ্যুত্থানে স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান। রাতে এরশাদের পদত্যাগ এবং তিন জোট মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা। ঘোষণার পরপর রাত থেকে পরদিন পর্যন্ত রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সব জায়গায় অভূতপূর্ব বিজয় মিছিল।

০৫ : প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তিন বিরোধী জোট অর্থাৎ আট, সাত ও পাঁচ দলের মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান নির্বাচিত।

০৬ : উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদের পদত্যাগ। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ। প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

০৯ : পুলিশের প্রতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, 'আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন।'

২৬ : হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতাদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঠাঁই নেই।'

২৮ : সামরিক ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্তদের পুনর্বিচারের দাবিতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েদি বিদ্রোহ, গুলিতে নিহত তিন, পুলিশসহ শতাধিক আহত।

৩১ : কিংবদন্তি কমিউনিস্ট নেতা ও সিপিবির প্রাক্তন সভাপতি কমরেড মণি সিংহের মৃত্যু।

১ ৯ ৯ ১

জানুয়ারি ১৯৯১

০২ : কারাবিদ্রোহ, নানা অপপ্রচার ও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে একটি বিবৃতি দিতে তিন জোট একমত হতে পারেনি। সিদ্ধান্ত ছাড়াই তিন জোটের বৈঠক শেষ হয়। এর পরই সিপিবি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আট দলের সভায় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

০৩ : বিএনপি নেত্রী হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদের কাছে

www.pathagar.com

বলেন, 'বিএনপি '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাবে না।'

০৮ : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ২৯২টি আসনে প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ। সিপিবি ৬৩টি আসনে, ন্যাপ মোজাফ্‌ফর ১৭২টি এবং গণতন্ত্রী পার্টি ১০৮ আসনে দলীয় প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ করে। আট দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের জন্য আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

২৮ : 'সরকার-পদ্ধতি প্রশ্নে সংসদেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'—বেগম খালেদা জিয়া।

: 'আওয়ামী লীগের গণজোয়ারে বিএনপি আতঙ্কিত হয়েছে।'—শেখ হাসিনা।

৩১ : প্রথম ও তৃতীয় সংশোধনী ব্যতীত সংবিধানের সব সংশোধনী বাতিল, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের ধারা প্রত্যাহার এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের বিচারে নতুন আইন প্রণয়নের অঙ্গীকার করে পাঁচ দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

২৫ : নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে বিশাল সমাবেশে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'বিএনপির হাতেই রয়েছে স্বাধীনতার পতাকা, অন্যদের হাতে রয়েছে গোলামির জিঞ্জির।' তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা চলছে।

: পান্থপথে এক বিশাল সমাবেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'নৌকায় ভোট দিলে মানুষ গণতন্ত্র পাবে, অর্থনৈতিক মুক্তি পাবে।'

২৬ : নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, 'এবারের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে বাধ্য।'

২৮ : ২৯৪টি আসনের প্রাপ্ত বেসরকারি ফলাফলে দেখা যায়, বিএনপি ১৪০টি, আওয়ামী লীগ ৮৪টি, জাতীয় পার্টি ৩৫টি, জামায়াত ১৮টি, সিপিবি ৫টি, বাকশাল ৪টি ও ন্যাপ ১টি আসন পায়।

: খালেদা জিয়া ও এরশাদ পাঁচটি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাঁচটিতেই বিজয়ী।

: শেখ হাসিনা তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঢাকার দুই আসনে পরাজিত।

: আজ এক ত্বরিত সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, 'এক অদৃশ্য শক্তির গোপন আঁতাতের মাধ্যমে নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে।'

www.pathagar.com

মার্চ ১৯৯১

০১ : নির্বাচন-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'নির্বাচন অত্যন্ত সুন্দরভাবে হয়েছে।' তবে তিনি বলেন, 'ভোটার লিস্ট ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ভোটার লিস্টে ত্রুটি না থাকলে আমরা দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেতাম।'

: নির্বাচনে পরাজিত ড. কামাল হোসেন গণরায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'আমি আশা করি সবাই অর্জিত গণতন্ত্র রক্ষা করবে।'

: জাতির উদ্দেশে নির্বাচন-পরবর্তী ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, 'কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়ায় এ মুহূর্তে মন্ত্রিপরিষদ গঠন সম্ভব নয়।'

০২ : বিএনপি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলে, 'সরকার গঠনে কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়।'

০৪ : আওয়ামী লীগের হাজার হাজার কর্মী ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে সমবেত হয়ে শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের আবেদন জানান।

: শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে বলেন, 'অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক মীমাংসা ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে পারেন না।' উত্তরে তিনি বলেন, 'যিনিই প্রধানমন্ত্রী হোন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষতা হারাবেন না।'

০৫ : দলীয় কর্মীদের চাপে শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার।

১২ : মুন্সিগঞ্জে এক সমাবেশে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'জনগণের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেললে মন্ত্রী-এমপিরাও রেহাই পাবেন না।'

১৪ : আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সংসদীয় সরকার-পদ্ধতি প্রবর্তনে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

: আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সভায় প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. কামাল হোসেন ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি চিঠিতে বলেন, 'অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা এবং কর্মবিমুখতা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের কারণ।'

: মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থী জয়লাভ করেন।

৩১ : এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের দুর্নীতি সম্পর্কে বিচারপতি আনসারউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট।

এপ্রিল ১৯৯১

০৫ : সংসদের উদ্বোধনী সভায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, 'দ্রুত সাংবিধানিক বাধা অপসারণ করে আমাকে পূর্বপদে ফিরিয়ে নিন।'

www.pathagar.com

জুলাই ১৯৯১

০১ : জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, 'সময়ের চাহিদা অনুসারে সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

: শেখ হাসিনা বলেন, 'জনগণের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে বিএনপি সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

১৫ : জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরপর্বে সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ওসমান গণি খান জানান, দেশে ৬২ হাজার ৭৭টি সরকারি কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে।

১৭ : স্পিকার কর্তৃক গণতন্ত্রী পার্টির সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে হাউস থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ নিয়ে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে হাতাহাতি। বিরোধী দলের নেত্রী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে বলেন, 'এমপিদের সম্মানহানির অধিকার কারও নেই।'

আগস্ট ১৯৯১

০২ : অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, সংবিধান সংশোধনী বিল পাসে আওয়ামী লীগ রাজি না-ও হতে পারে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জানান, সংবিধান সংশোধনী বিল পাস না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন।

০৬ : জাতীয় সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। একাদশ সংশোধনী বিলে জাতীয় পার্টি ও এনডিপি ভোটদানে বিরত থাকলেও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয় সর্বসম্মতভাবে।

৩১ : এরশাদের বিরুদ্ধে সোনা চোরাচালান মামলার চার্জশিট।

সেপ্টেম্বর ১৯৯১

০৩ : এরশাদকে আসামি করে এটিপি বিমান ক্রয়ে দুর্নীতি মামলা।

১৫ : প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অনুষ্ঠিত গণভোটে মাত্র ৩৪ দশমিক ৯৩ ভাগ ভোট পড়ে। এর মধ্যে 'হাঁ' ৮৪.৪২ ভাগ, 'না' পড়ে ১৫.৫৪ ভাগ।

২৬ : সংসদের সব বিরোধী দলের এক সভা শেষে শেখ হাসিনা বলেন, 'বদরুল হায়দার চৌধুরী দলীয় প্রার্থী নন, জাতীয় ঐকমত্যের প্রতীক।'

অক্টোবর ১৯৯১

০৪ : রাষ্ট্রপতি পদে দুজন প্রার্থীই গোলাম আযমের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দোয়া চান।

০৮ : সাংসদদের প্রকাশ্য ভোটে ১৭২ ভোট পেয়ে আবদুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ৯২ ভোট পান।

www.pathagar.com

১৩ : দায়িত্ব ত্যাগের পর প্রথম অনুভূতি প্রকাশ করে প্রাক্তন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, 'একজন জ্যান্ত মানুষকে কবর দেওয়ার পর তাকে কবর থেকে তুললে যে অবস্থা হয়, আমারও সে অবস্থা হয়েছে।'

ডিসেম্বর ১৯৯১

০৬ : স্বৈরাচার পতনের প্রথম বার্ষিকীতে আওয়ামী লীগের জনসভায় কাঁদানে গ্যাস। ১০০ আহত ও ১০০ জন গ্রেপ্তার। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপে পাঁচ দল ও বিএনপির জনসভা ভেঙে যায়।

০৭ : আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ সমাবেশে ঘোষণা : 'গণতন্ত্র খালেদা জিয়াকে রাজপথ লিজ দেয় নাই।' ছাত্রলীগের সমাবেশ, মিছিলে ভাঙচুর।

২৯ : গোলাম আযমের জামায়াতের আমির হিসেবে আত্মপ্রকাশ।

১ ৯ ৯ ২

জানুয়ারি ১৯৯২

০১ : খুলনা সরকারি বিএল কলেজে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ। পুলিশের গুলিতে একজন নিহত। ছাত্র, সাংবাদিকসহ শতাধিক আহত।

০৪ : সংসদে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির রাষ্ট্রপতির ভাষণ বর্জন।

০৯ : বাংলাদেশে প্রথম ও বিশ্বের বিরল ঘটনা—সংসদে বিভক্তি ভোটে সরকারি দলের হার।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

১১ : গোলাম আযম ও তাঁর সহযোগীদের বিচারের লক্ষ্যে জাহানারা ইমামকে আহ্বায়ক করে জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত।

মার্চ ১৯৯২

০৬ : ৫২ জন আলেম '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইসলামি শরিয়তসম্মত।'

০৭ : শেখ হাসিনাসহ ১০০ জন সাংসদের গোলাম আযমকে গণ-আদালতে বিচারের দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা।

১১ : ৩৪টি দেশের ঢাকাস্থ কূটনীতিকদের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন।

১৫ : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের আমন্ত্রণে

www.pathagar.com

পাঁচ দিনের সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

১৯ : হোয়াইট হাউসে খালেদা জিয়া-জর্জ বুশ বৈঠক। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা।

২২ : লন্ডনে বাংলা পত্রিকার সাংবাদিকদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গোলাম আযম আইনের উর্ধ্বে নন, তবে গণ-আদালতে বিচারের কোনো যুক্তি নেই।'

২৩ : মন্ত্রিপরিষদের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সরকার গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে। নোটিশে বলা হয়, তিনি কেন তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বাংলাদেশ ত্যাগ করছেন না এবং সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন করে জামায়াতের আমির হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। মন্ত্রিপরিষদের ওই বৈঠকে গণ-আদালতের উদ্যোক্তাদের প্রতিও শোকজ নোটিশ জারি করা হয়।

২৪ : বিদেশি নাগরিক আইনের অধীনে গোলাম আযমকে আটক এবং কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ। গোলাম আযম এবং গণ-আদালতের উদ্যোক্তাদের প্রতি সরকারের শোকজ নোটিশের নিন্দা ও প্রতিবাদ।

২৬ : 'গণ-আদালতে গোলাম আযমের ফাঁসি।'—সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উত্তাল জনসমুদ্রে '৭১-এর ৭ মার্চের স্মৃতিস্তম্ভের পাশে চারটি ট্রাক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তৈরি এজলাস মঞ্চে ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশ গণ-আদালত-১-এর চেয়ারম্যান হিসেবে জাহানারা ইমাম এ রায় পড়ে শোনান। শেখ হাসিনা একে জনতার বিজয় বলে অভিহিত করেন। সন্ধ্যায় *আজকের কাগজ*-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জাহানারা ইমাম বলেন, 'রায় কার্যকর না করলে দুর্বার গণ-আন্দোলন। পর্যায়ক্রমে সমস্ত ঘাতকের বিচার করব।'

২৮ : জাহানারা ইমামসহ ২৪ জন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি।

এপ্রিল ১৯৯২

০১ : জাতিসংঘের বিশেষ দূত এলিয়াসন বলেন, 'রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে প্রস্তুত।'

১২ : উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশন শুরু। গ্রীষ্মকালীন সংসদের প্রথম দিনে গণরায় বাস্তবায়নের দাবিতে ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতারা স্মারকলিপি পেশ করেন।

মে ১৯৯২

১৩ : ডা. মিলন হত্যা মামলার রায়। ১৪ জন আসামির সবাই খালাস।

২৬ : *আজকের কাগজ*কে ড. কামাল হোসেন, 'গণসম্পৃক্ত রাজনৈতিক দল

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগকে কারও স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তে ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না।'

জুন ১৯৯২

২৬ : বাংলাদেশের কাছে ভারতের তিনবিঘা করিডর হস্তান্তর সম্পন্ন।

জুলাই ১৯৯২

২৭ : আয়করের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে এরশাদের বিরুদ্ধে মামলা।

আগস্ট ১৯৯২

১২ : গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রশ্নে হাইকোর্টের দুই বিচারপতির দুই মত। নির্দেশের জন্য বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে প্রেরণ।

১৭ : ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও পাঁচ দল নেতা সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন পার্টি কার্যালয়ের সামনে গুলিবিদ্ধ।

সেপ্টেম্বর ১৯৯২

০২ : জাকার্তায় প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার স্বাগতিক দেশ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির মোহাম্মদ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজাপ্রসাদ কৈরালা, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম, কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল সাহাব ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের সঙ্গে আলোচনায় নির্জোট, দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি নিয়ে মতবিনিময়।

১৬ : রাষ্ট্রপতি সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ '৯২ জারি করেন। 'নয়া অধ্যাদেশ দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেবে।'—আওয়ামী লীগ।

অক্টোবর ১৯৯২

১৫ : জাতীয় সংসদের গৌরীপুর শূন্য আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী রওশন আরা বেগমের জয়লাভ ।

১৬ : বিশ্ব খাদ্য দিবসে রোমে খাদ্য ও কৃষিসংস্থা 'ফাও'-এর সদর দপ্তরে প্রদত্ত মূল ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং জনগণের মধ্যকার ব্যবধান ঘোচাতে বিশ্বের জনগণ, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর যৌথ প্রচেষ্টার আহ্বান জানান।

১৮ : প্রধানমন্ত্রী ইতালি থেকে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের ডাল-ভাত স্লোগান গোটা দুনিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।'

www.pathagar.com

২৩ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মহাসচিব ও মুক্তিযোদ্ধা ওলামা সংসদের সভাপতি মওলানা জাকির হোসাইন নারায়ণগঞ্জে সুন্নি সম্মেলনে ওহাবি ও মওদুদিবাদী জামায়াত-শিবিরকে ইসলাম ও মানবতার শত্রু ঘোষণা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

৩১ : জাসদের ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি ও তিন জাসদের ঐক্যের আহ্বান।

নভেম্বর ১৯৯২

১১ : মার্কিন সিনেট উপকমিটির প্রধান সিনেটর ক্যারি তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, 'ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি এরশাদ ৫২ কোটি ডলার বিদেশে পাচার করেছেন বলে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

ডিসেম্বর ১৯৯২

০৬ : ভারতের অযোধ্যায় প্রাচীন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ায় বাংলাদেশের উদ্বেগ প্রকাশ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিন্দা ও প্রতিবাদ।

০৭ : বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার ঘটনায় মন্ত্রিসভার তীব্র নিন্দা। সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান।

: সারা দেশে বিক্ষোভ, ভাঙচুর ও সংঘর্ষ। আহত তিন শতাধিক, গুলিবিদ্ধ ২৫। চট্টগ্রামে বিভিন্ন মন্দির ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। ঢাকায় সিপিবির কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ।

০৮ : ঢাকায় ১২ ও ১৩ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত।

: জামায়াত-শিবির ও যুব কমান্ডের সন্ত্রাস। পুলিশের লাঠি-গুলি-টিয়ারগ্যাসে নিহত এক, আহত অনেক।

০৯ : ঢাকায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ-মিছিল। ১৫টি ছাত্র সংগঠনের শান্তি মিছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে মিছিল-মিটিং। হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রামে নিহত তিন। কয়েকটি শহরে ১৪৪ ধারা অব্যাহত।

১১ : সীতাকুণ্ডে মৌলবাদীরা শতাধিক বাড়িঘর লুটপাট করে পুড়িয়ে দেয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গাবাজদের হামলা ও ভাঙচুর।

১২ : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরিফ এক দিনের সফরে ঢাকায়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সফররত শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রানাসিঙ্গে প্রেমদাসা ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরিফের একান্ত বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া বলেন, 'এ অঞ্চলের দেশগুলোকে

www.pathagar.com

সমৃদ্ধিশালী করতে হলে দক্ষিণ এশীয় ঐক্য জোরদার করতে হবে।'

২২ : জগন্নাথ কলেজে শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান শুরু। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাসকে প্রধান অতিথি করায় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্তৃক কালো পতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন। পুলিশের লাঠিচার্জ।

: রাজশাহী কলেজে ছাত্র ভর্তি নিয়ে সন্ত্রাস। বোমাবাজিতে আহত ৫০।

২৭ : ঢাকায় 'আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও সরকার' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা বলেন, 'নতুন নতুন আইনের প্রয়োজন নেই। নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করলে প্রচলিত আইনে সবকিছুর মীমাংসা সম্ভব।'

১ ৯ ৯ ৩

জানুয়ারি ১৯৯৩

০১ : প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরিশাল বিভাগের উদ্বোধন।

২৪ : চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার সভায় গুলি ও বোমা হামলা। আহত ৫০।

৩০ : দেশের ৮৯টি পৌরসভা নির্বাচন সম্পন্ন।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

১২ : শেখ হাসিনার ঘোষণা : 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে সংসদ হতে পদত্যাগ।'

২২ : খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে ১০টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) নামে নতুন জোট।

মার্চ ১৯৯৩

০৪ : সংসদ সদস্যদের অবসরভাতা বিলোপ করে সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে সংসদ সদস্যদের (বেতন ও ভাতাদি) সংশোধনী বিল পাস।

০৭ : প্রধানমন্ত্রীর সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে ৬২ হাজার কোটি টাকার সংশোধিত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫) অনুমোদন।

১০ : সংসদে স্পিকারের আসনের সামনে আওয়ামী লীগ এমপিদের বিক্ষোভ।

২৮ : পুলিশের লাঠিচার্জে জাহানারা ইমামসহ শতাধিক আহত।

৩০ : গঙ্গার পানিবন্টন প্রশ্নে বাংলাদেশ-ভারত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে দুই দিনব্যাপী বৈঠকের প্রথম দিন কোনো অগ্রগতি ছাড়াই সমাপ্ত।

www.pathagar.com

এপ্রিল ১৯৯৩

০৯ : বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণ ও ফারাক্কা সমস্যার সমাধানের দাবি। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের ঢাকায় আগমনের প্রতিবাদে বাবরি মসজিদ সংগ্রাম কমিটি ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন আয়োজিত পৃথক পৃথক সমাবেশ ও মিছিল পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

১০ : সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শুরু। খালেদা জিয়া সার্কের চেয়ারপারসন নির্বাচিত।

১৫ : সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার আবেদনসংক্রান্ত রিট পিটিশন খারিজ।

২২ : সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী জামায়াতের নেতা গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশ অবৈধ ও আইনগত ক্ষমতাবহির্ভূত বলে ঘোষণা দেন।

২৫ : যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বানে জনতা সচিবালয় ঘেরাও করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ। পুলিশসহ তিন শতাধিক আহত।

মে ১৯৯৩

০২ : পাহাড়ি শরণার্থীদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য মন্ত্রী কর্নেল অলি আহমদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিরসন কমিটির সদস্যদের ত্রিপুরা যাত্রা।

জুন ১৯৯৩

০৬ : রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিকালীন দায়িত্ব নিয়ে সংসদে বিতর্ক।

০৭ : জনতা টাওয়ার মামলায় এরশাদসহ ১৯ জনের সাত বছর করে কারাদণ্ড।

১২ : এরশাদ, রওশন এরশাদসহ দলীয় নেতাদের মুক্তির দাবিতে জাতীয় পার্টির ডাকা সমাবেশ পুলিশের হামলায় পণ্ড।

১৯ : স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী বলেন, 'আদালতের হাত লম্বা জানি, তবে সংসদ অবধি পৌঁছবার মতো লম্বা কি না বিবেচনা করে দেখব।'

জুলাই ১৯৯৩

০৪ : আওয়ামী লীগের ডাকে চট্টগ্রামে হরতাল পালিত।

১০ : গোলাম আযমের ডিটেনশন আরও দুই মাস বৃদ্ধি।

১৩ : সরকারের দুর্নীতি তদন্তে সংসদীয় কমিটি গঠিত।

www.pathagar.com

১৪ : হাইকোর্টের রায়ে গোলাম আযমের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা।

১৬ : শিবির ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কর্মীদের মধ্যে রাজধানীতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ।

আগস্ট ১৯৯৩

১৫ : শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের ডাকে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত।

১৬ : মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেসরকারি খাতে বিমান সার্ভিস অনুমোদন।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

০২ : ড. কামাল হোসেনকে আওয়ামী লীগ থেকে অব্যাহতি।

০৪ : নিউ ইয়র্কে বাংলা সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী : 'জিয়া হত্যার বিচারই এখনো হয়নি, শেখ মুজিব হত্যার বিচার তো দূরের কথা।'

১১ : মন্ত্রিসভার বৈঠকে নতুন মজুরিকাঠামো অনুমোদন।

১৩ : মন্ত্রিপরিষদে রদবদল।

২০ : জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্যরা জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।

২৩ : সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি বিরোধী দলের।

অক্টোবর ১৯৯৩

০৮ : নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরে প্রধানমন্ত্রী : 'ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে দলমত-নির্বিশেষে এগিয়ে আসুন।'

০৯ : প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে ফারাক্কা সমস্যা তুলে ধরায় ভারত ক্ষুব্ধ।

১১ : আওয়ামী লীগের ডাকে সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্ত সকাল-দুপুর হরতাল।

নভেম্বর ১৯৯৩

১৩ : আওয়ামী লীগ কর্তৃক রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস হরতালের ডাক।

২২ : তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেপাল গমন।

ডিসেম্বর ১৯৯৩

০১ : বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউস্থ জনসভায় শেখ হাসিনা, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সরকারকে বাধ্য করা হবে।'

০৩ : সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে বেনামি ৬ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের অভিযোগ।

www.pathagar.com

০৪ : ঢাকায় সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন শুরু।

০৯ : দুর্নীতিসংক্রান্ত বিশেষ কমিটি নিয়ে সংসদে বিতর্ক।

১২ : বিচারপতি আমিন আহমেদের মৃত্যুবার্ষিকীতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন, 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন অপরিহার্য।'

১৫ : গোলাম আযমসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে যশোর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত্যা মামলা দায়ের।

১৯৯৪

জানুয়ারি ১৯৯৪

৩০ : সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোহাম্মদ হানিফ, খুলনায় বিএনপি প্রার্থী তৈয়বুর রহমান, রাজশাহীতে বিএনপির প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু এবং চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের মহিউদ্দিন চৌধুরী মেয়র নির্বাচিত।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

০৫ : সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন শুরু। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সময় বিরোধীদের সংসদ ত্যাগ।

১৯ : আদমজীতে তিন ঘণ্টার বন্দুকযুদ্ধ।

২৪ : দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সংসদে আবার উত্তপ্ত বিতর্ক। আলোচনা করতে সরকার ও বিরোধীরা একমত।

মার্চ ১৯৯৪

২০ : উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে মাগুরা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত। বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত।

: বিরোধী দলগুলো কর্তৃক উপনির্বাচনে সহিংসতা ও ভোট ডাকাতির অভিযোগ।

২২ : ছাত্রলীগ কর্মীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির অফিস ভাঙচুর।

এপ্রিল ১৯৯৪

০৪ : মন্ত্রিসভায় পেনশন বিধি সহজীকরণের জন্য আন্তমন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত সুপারিশ অনুমোদন।

www.pathagar.com

০৭ : বিরোধী দলের সচিবালয় ঘেরাও। দুজনের মৃত্যু। শতাধিক আহত।

১০ : সচিবালয় ঘেরাওকালে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন দাবিতে বিরোধী দলগুলোর দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল।

২৬ : আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল।

মে ১৯৯৪

০৪ : পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন শুরু।

১১ : সংসদ সচিবালয় বিলসহ তিনটি বিল পাস।

১২ : পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনের সমাপ্তি।

জুন ১৯৯৪

২২ : গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল, সুপ্রিম কোর্টের রায়।

২৪ : সমাবেশে গোলাম আযম, 'অতীতে ভুল করে থাকলে দুঃখিত।'

২৬ : জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়িকা জাহানারা ইমামের মৃত্যু।

২৭ : বিরোধী দল কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা।

জুলাই ১৯৯৪

০৫ : শহীদজননী জাহানারা ইমাম ঢাকায় সমাহিত।

০৭ : বগুড়া ৪ আসনে উপনির্বাচন। বিরোধী দলের আহ্বানে বগুড়ায় হরতাল।

২৪ : গোলাম আযমের চট্টগ্রাম সফরের প্রতিবাদে ২৮ কমিশনারের বিবৃতি।

আগস্ট ১৯৯৪

০৯ : পবিত্র কোরআন অবমাননা ও বিকৃতির দায়ে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে পটুয়াখালী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা।

: তসলিমা নাসরিনের দেশত্যাগ।

১১ : গাইবান্ধায় গোলাম আযমের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা।

৩১ : রাজনৈতিক সংকট নিয়ে সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলের দুই উপনেতার দেড় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

০১ : বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের

www.pathagar.com

দাবিতে সারা দেশে আওয়ামী লীগের আহ্বানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও।

০৬ : রাজনৈতিক সংকট নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বৈঠক।

১৩ : সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে আলোচনার উদ্যোগ। বিরোধী দলের ডাকে সারা দেশে হরতাল।

২৬ : কমনওয়েলথ মহাসচিবের মধ্যস্থতায় রাজনৈতিক সংকট নিয়ে সংলাপে দুই নেত্রীর আনুষ্ঠানিক সম্মতি।

অক্টোবর ১৯৯৪

০১ : মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর জনসভায় খালেদা জিয়া, 'বিরোধী দলের দাবি ও প্রস্তাব অসাংবিধানিক।'

০৩ : দহগ্রামের জনসভায় শেখ হাসিনা, 'তিনবিঘা হস্তান্তরসংক্রান্ত '৭৪-এর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চাই।'

০৫ : সংলাপে মধ্যস্থতার জন্য কমনওয়েলথ মহাসচিবের প্রতিনিধি হিসেবে প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় গভর্নর স্যার নিনিয়ান স্টিফেনকে মনোনয়ন।

০৮ : সংলাপ প্রশ্নে দুই নেত্রীর কাছে নিনিয়ানের বার্তা।

নভেম্বর ১৯৯৪

০৪ : তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত এবং শামসুল ইসলামকে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান।

০৬ : বিরোধী দলের একযোগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

০৮ : শেখ হাসিনার কাছে আওয়ামী লীগ সাংসদদের পদত্যাগপত্র জমাদান।

০৯ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিরোধী দলের অবস্থান ধর্মঘটে ব্যাপক সংঘর্ষ। আহত দুই শতাধিক। বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'ক্ষমতা হারাতে পারি, কিন্তু নীতি ও আদর্শচ্যুত হব না।'

১১ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র, সংসদ ও কমনওয়েলথ অফিসবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অ্যান্টনি বলড্রির উদ্বেগ প্রকাশ।

১৫ : সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে শেখ হাসিনা, 'খালেদা জিয়া এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ও ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন।'

ডিসেম্বর ১৯৯৪

০১ : খিলগাঁও শফিপুরে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের হাতে ২২ অফিসার আটক।

০৩ : আনসার বিদ্রোহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

০৪ : পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করে ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল সংসদে পাস।
২৪ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সারা দেশে আট ঘণ্টা অবরোধ পালিত।
২৬ : সংকট নিরসনে পূর্ণ মেয়াদ শেষে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগে সম্মতি।
২৮ : জাতীয় সংসদ থেকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, এনডিপি, জামায়াতের সদস্যদের একযোগে পদত্যাগ।
২৯ : ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির জাতীয় ঘৃণা দিবস পালন।

১৯৯৫

জানুয়ারি ১৯৯৫

০১ : বিরোধী দলকে সাংবিধানিক রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অনুরোধ।
০২ : রাজধানীতে তিন দিনব্যাপী হরতাল শুরু। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে ২৮টি বোমা উদ্ধার।
১১ : ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে শাহ মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে মামলা।
১৩ : ড. কামাল হোসেন কর্তৃক জাতীয় সরকার গঠনের দাবি।
২৫ : বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ।
২৬ : শেখ হাসিনা সংসদ বিলুপ্ত করার দাবি জানিয়েছেন।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

০১ : প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণে বারের অভিনন্দনের উত্তরে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : 'দেশের লোকের টাকায় কোর্ট চলছে এবং দেশের লোকের অধিকার আছে কোর্ট কেমন চলছে তা জানার।...বিচারকের রায়ের সমালোচনা করার অধিকার বাক্স্বাধীনতার এক অংশ বলে আমি মনে করি।'
০২ : সংসদ সদস্যের পদত্যাগ প্রসঙ্গে রিট।
১৪ : শিবির-পুলিশ সংঘর্ষে ১০০ জন আহত, ২৫টি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত।
১৮ : বিরোধী দলের বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সংলাপ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

মার্চ ১৯৯৫

০৬ : মঞ্জুর হত্যা মামলায় মেজর এমদাদ গ্রেপ্তার।
১৩ : দেশব্যাপী ৪৮ ঘণ্টা স্থায়ী হরতাল শেষ।

www.pathagar.com

২৪ : আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর গাড়িতে আততায়ীর গুলি।

২৫ : দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল পালিত।

এপ্রিল ১৯৯৫

০২ : আমেরিকার ফার্স্ট লেডি হিলারির ঢাকা আগমন।

২৩ : বিরোধী দলের আসন খালি। জাতীয় সংসদ অধিবেশন শুরু।

২৭ : বিচারপতি সাদেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত।

মে ১৯৯৫

০২ : 'দেশের জনগণ যদি চান দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সব কাজ তাঁদের ভাষায় হবে তবে তাঁদের প্রতিনিধিরা সংসদে যত দিন না প্রয়োজনীয় আইন পাস করছেন তত দিন বিচারকেরা স্বেচ্ছায় বাংলায় হাতেখড়ি দিতে চাইবেন না।'—বিদায়ী প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

২০ : আওয়ামী লীগ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন অফিস ঘেরাও এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ দাবি।

জুন ১৯৯৫

০৪ : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা।

১৫ : বিরোধী দলবিহীন বাজেট অধিবেশন শুরু : ২৪,৪৯০ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব।

২৬ : অস্ত্র মামলা থেকে এরশাদ মুক্ত।

জুলাই ১৯৯৫

০৩ : ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর আওয়ামী লীগে যোগদান।

আগস্ট ১৯৯৫

২৭ : দিনাজপুরে কারফিউ। বিডিআর মোতায়েন।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

০২ : বিরোধী দলের ৩২ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল শুরু।

০৪ : আমেরিকান অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেটস রবিন র‍্যাফেল ঢাকায়।

০৫ : শেখ হাসিনাসহ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে রবিন র‍্যাফেলের বৈঠক। খালেদার সঙ্গে এমেকার বৈঠক।

www.pathagar.com

০৭ : খালেদার সঙ্গে বৈঠকে রবিন র‍্যাফেল বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করা আমেরিকার কাজ নয়।'।

১৬ : ৭২ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল শুরু।

২৩ : শেখ হাসিনা কর্তৃক বাইরের রাষ্ট্রগুলোকে বিএনপি সরকারকে সহায়তা না দেওয়ার আহ্বান।

২৫ : প্রধান বিরোধী দলগুলো কর্তৃক নির্বাচন কমিশন অফিসের বৈঠক বয়কট।

অক্টোবর ১৯৯৫

০৭ : বিরোধী দলের তিন দিনব্যাপী ধর্মঘট শুরু।

১৬ : বিরোধী দলের ৯৬ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল শুরু। গুলিতে দুজন নিহত।

১৮ : শাজাহান সিরাজকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগদান।

নভেম্বর ১৯৯৫

১০ : পুরানা পল্টনস্থ বিএনপি অফিসের সামনে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ।

১৬ : ছয় দিনব্যাপী হরতাল শেষ।

ডিসেম্বর ১৯৯৫

০৫ : মংলায় ১৪৪ ধারা জারি।

০৯ : ৭২ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল শুরু।

১১ : ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা।

১ ৯ ৯ ৬

জানুয়ারি ১৯৯৬

৩১ : প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কর্তৃক বাংলা একাডেমী বইমেলা উদ্বোধনের প্রতিবাদ করায় দুই শতাধিক আহত। জগন্নাথ হলে পুলিশের হামলা।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

০১ : প্রধানমন্ত্রীর বাংলা একাডেমীর বইমেলা উদ্বোধনের প্রতিবাদে বোমাবাজি।

১৩ : সংসদ নির্বাচন ঠেকাতে দেশব্যাপী অবরোধ। সারা দেশ অচল। বোমা ও গুলিতে আহত চার শতাধিক। রাজধানীতে ব্যাপক ধরপাকড়।

: সচিবালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থান ধর্মঘট।

www.pathagar.com

২৭ : এমেকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। অসহযোগের চতুর্থ দিনেও দেশ অচল।

মার্চ ১৯৯৬

১১ : রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক শেষে খালেদা জিয়া, '১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিল সম্ভব নয়।'

২১ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন।

: সচিবালয়ে কর্মচারীদের বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশে অবাঞ্ছিত-ঘোষিত শিল্প প্রতিমন্ত্রী আমানকে অপসারণের জন্য ৪৮ ঘণ্টার চরমপত্র।

২৩ : অসহযোগের পঞ্চদশ দিনে গুলিতে তিনজন নিহত। অবস্থান ধর্মঘট।

২৪ : জনতার মঞ্চ পুনরুদ্ধার।

২৫ : রাজধানীতে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। অসহযোগের সপ্তদশ দিনে নিহত তিন।

৩০ : প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগ। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার।

: রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ সংসদ ভেঙে দেন।

: বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন।

৩১ : 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য দলমত-নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।'—জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা।

এপ্রিল ১৯৯৬

০৩ : ১০ জন উপদেষ্টা—সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ড. মুহাম্মদ ইউনূস, ড. মোহাম্মদ শামসুল হক, শেগুফতা বখত চৌধুরী, এ জেড এম নাসিরুদ্দিন, মেজর জেনারেল (অব.) আবদুর রহমান খান, ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, ড. নাজমা চৌধুরী ও ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর শপথ গ্রহণ।

০৮ : পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফয়জুর রাজ্জাককে নির্বাচন কমিশনের সচিব নিযুক্ত।

১৩ : 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, দেশের আইন অনুযায়ী দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এবং সংবাদপত্রের গঠনমূলক সমালোচনায় ও পরামর্শে তা পালন করতে তারা সক্ষম হবে।'—জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা।

২৫ : 'ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক দল জয়লাভ করবে এবং আপনাদের অবস্থানের ওপর তা কী প্রভাব ফেলবে, সে কথা ভেবে আপনারা অযথা কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। পরম করুণাময়, তাঁর অপার অনুগ্রহে

www.pathagar.com

আমাদের সকলকে হেফাজত করবেন।'—জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা।

মে ১৯৯৬

১২ : বিএনপিতে যোগদানের পর সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, 'যাঁরা মনে করছেন, মায়ের বোনকে মাসি এবং পিতার বোনকে পিসি সম্বোধন করতে হবে, তাদের স্বপ্নকে চুরমার করে দিতে হবে। আমরা পানি খেতে চাই, জল খেতে চাই না। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীরা গোসল করে, স্নান করে না।'

২০ : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জেনারেল নাসিমকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান।

২৫ : নির্বাচনকালে সারা দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত।

জুন ১৯৯৬

১২ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন। ৮১টি দলের অংশগ্রহণ। খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে। ৮৩ শতাংশ। গোলযোগের জন্য ২৭টি আসনের ১২২টি কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত।

১৩ : বিএনপির প্রাক্তন ১৭ জন মন্ত্রীর পরাজয়।

: ড. কামাল হোসেন ও সালমান এফ রহমানের জামানত বাজেয়াপ্ত।

২০ : 'এবারের নির্বাচনে প্রশাসন ছিল দলীয় ভাবাপন্ন।'—রাশেদ খান মেনন।

২২ : 'বিদায়ের মুহূর্তে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আমার একটি বিশেষ আবেদন রইল। নতুন জাতীয় সংসদকে কেন্দ্র করে আপনারা এমন রাজনৈতিক রীতি-রেওয়াজ গড়ে তুলুন যেন ভবিষ্যতে আর কোনো দিন রাজনৈতিক কোনো সমস্যা সমাধানে রাজপথের আশ্রয় নিতে না হয়, সন্ত্রাসী শক্তি পোষণ করতে না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিতে না হয়। কিছুদিন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে যে সীমাহীন অসহিষ্ণুতা দেখেছি, ভবিষ্যতেও যেন আর কাউকে অসহিষ্ণুতা ও উত্তেজনা দেখতে না হয় তার প্রক্রিয়া সৃষ্টি করুন।'—জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার বিদায়ী ভাষণ।

জুলাই ১৯৯৬

০২ : ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা।

অক্টোবর ১৯৯৬

০২ : ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দায়ের।

www.pathagar.com

১ ৯ ৯ ৭

জানুয়ারি ১৯৯৭

০১ : বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর 'বীর উত্তম' খেতাব প্রত্যাখ্যান।

১৪ : হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চে ঘোষণা : 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সংবিধানের কোনো অংশ নয়।'

: রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণের মধ্য দিয়ে সপ্তম জাতীয় সংসদের তৃতীয় এবং ১৯৯৭ সালের প্রথম অধিবেশন শুরু।

১৬ : প্রায় সাড়ে তিন মাসের তদন্তে প্রায় ৪৫০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চার্জশিট আদালত কর্তৃক গৃহীত।

২০ : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার গ্রেপ্তারকৃত ছয় আসামি যথাক্রমে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদ, শাহরিয়ার রশিদ, জোবায়দা রশিদ ও মেজর নূরকে আদালতে হাজির করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

০৫ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের চ্যান্সরি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১৭ : জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বিরোধীদলীয় সাংসদ বিএনপি সরকারের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী শামসুল ইসলামের স্পিকারের আসন গ্রহণ। বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা।

মার্চ ১৯৯৭

০৪ : প্রধানমন্ত্রীর গ্রামীণ আদালত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা।

০৭ : ঐতিহাসিক ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণস্থলে 'শিখা চিরন্তন' প্রজ্বলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১২ : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানি শুরু।

১৭ : বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তির মেয়াদ শেষ। কোনো পক্ষই এ চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চায়নি।

১৮ : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার পলাতক আসামি কর্নেল (অব.) রেজার বাসায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ তাজা গ্রেনেডের সন্ধান লাভ।

২৬ : আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রেসকোর্স ময়দানে 'শিখা চিরন্তন' স্থাপন। বিদেশি দুই বিশিষ্ট অতিথি—ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট সুলেমান ডেমিরেল এবং দক্ষিণ

www.pathagar.com

আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এপ্রিল ১৯৯৭

০১ : চার জাতীয় নেতার স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘোষণা।

০৬ : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চার্জ গঠন শুরু।

০৭ : হাইকোর্টের রায়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক বিএনপির তিন নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আবদুল মান্নান ও মির্জা আব্বাসের মুক্তি।

: হাইকোর্ট বিএনপির চার নেতাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক রাখার আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে সরকারের প্রতি প্রত্যেককে ১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

২১ : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারকাজ শুরু।

মে ১৯৯৭

১০ : সংসদের চতুর্থ অধিবেশন শুরু। বিএনপির ওয়াক আউট।

২১ : ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে রাজধানীতে একজন খুন।

জুন ১৯৯৭

১২ : জাতীয় সংসদে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের বাজেট পেশ।

১৪ : ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তুরস্ক যাত্রা।

জুলাই ১৯৯৭

১৫ : বিএনপি ও জামায়াতের আহ্বানে হরতাল। আহত ২০, গ্রেপ্তার অর্ধশতাধিক।

৩০ : জাতীয় পার্টিতে বিভক্তি। কাজী জাফর ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের উদ্যোগে নতুন জাতীয় পার্টি গঠিত।

আগস্ট ১৯৯৭

০৯ : কলকাতায় পানিবণ্টন বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বৈঠক।

২৮ : যমুনা বহুমুখী সেতুর 'বঙ্গবন্ধু সেতু' নামকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

০৮ : ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফিদেল রামোসের আমন্ত্রণে তিন দিনের সফরে

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ম্যানিলায় উপস্থিতি। এ সফরকালে দুদেশের মধ্যে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৩ : কলকাতায় মাদার তেরেসার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২৪ : বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলা দায়ের।

অক্টোবর ১৯৯৭

২৫ : রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সিলেটের লাক্কাতুরা গলফ এরিয়ায় নবম এশিয়া প্যাসিফিক ও সপ্তম বাংলাদেশ রোভারমুট উদ্বোধন করেন।

৩১ : জাসদ (ইনু), জাসদ (রব) ও বাসদ (মাহবুব)-এর নেতৃত্বাধীন গ্রুপ মিলে ঐক্যবদ্ধ জাসদ গঠিত। পুনর্গঠিত জাসদের সভাপতি আ স ম আবদুর রব এবং সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু।

নভেম্বর ১৯৯৭

০২ : প্রধান বিরোধী দল বিএনপির অংশগ্রহণ ছাড়াই জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন শুরু।

: রাজধানীতে বিক্ষোভরত বিএনপি-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ৫০ জন আহত।

০৩ : জাতীয় চার নেতার নামে রাজধানীর চারটি সড়কের নাম—মেয়রের ঘোষণা।

০৪ : পরলোকে বিপ্লবী রাজনীতিক, সাংবাদিক, লেখক রনেশ দাশগুপ্ত।

ডিসেম্বর ১৯৯৭

০২ : সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির নেতাদের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

১০ : চাঁদপুরে নির্বাচনী সংঘর্ষে ১৫ জন আহত। নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে তিন প্রিসাইডিং অফিসার গ্রেপ্তার। নরসিংদীতে নির্বাচনী সংঘর্ষে গুলিতে নিহত দুজন, পুলিশসহ আহত ১৩।

১৩ : কলকাতায় বঙ্গবন্ধুর নামে এক সড়কের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন।

১৫ : মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা শনাক্তকরণ-পদ্ধতি নির্ধারণসংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদিত।

২১ : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'র প্রতিবাদে জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যদের কালো ব্যাজ ধারণ। তাঁরা কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

www.pathagar.com

১৯৯৮

জানুয়ারি ১৯৯৮

০২ : 'উলফা' নেতা অনুপ চেটিয়া গ্রেপ্তার।

০৮ : ইতালির প্রধানমন্ত্রী রোমানো প্রোদি সরকারি সফরে ঢাকায়।

২৬ : 'যখন সরকার খন্দকার মোশতাককে সরানোর এবং মে. জেনারেল জিয়াউর রহমানকে অবসর দেওয়ার চিন্তা করছিল তখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।'—বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাক্ষী মে. জেনারেল খলিলুর রহমান।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

০২ : প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচির উদ্বোধন।

১০ : খাগড়াছড়িতে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের প্রথম পর্ব। প্রধানমন্ত্রীর সন্তু লারমাকে শান্তির প্রতীক গোলাপফুল প্রদান। দুপুর ১২টা ৫২ মিনিটে শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার উষাতন তালুকদারের নেতৃত্বে ৪৫৬ জন সশস্ত্র সদস্যসহ ৭৩৯ জন বিদ্রোহীর অস্ত্র সমর্পণ; নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে তাঁরা ৪৫৬টি অস্ত্র তুলে দেন। একদল ক্ষুব্ধ পাহাড়ির স্টেডিয়ামে কালো পতাকা প্রদর্শন।

১১ : 'দেশে ২৫ থেকে ২৭ লাখ টন খাদ্যঘাটতি।'—সংসদে খাদ্যমন্ত্রী।

২১ : শহীদ মিনারে নজিরবিহীন তাণ্ডব। জুতো পায়ে শহীদ মিনারে উঠে একুশের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও অন্যান্যের দেওয়া পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক পদদলিত ও লন্ডভন্ড।

মার্চ ১৯৯৮

০৫ : নৌ-কমান্ডো মতিউর রহমান 'বীর উত্তম' খেতাব পাওয়ার খবর জানেন না।

০৭ : 'মিথ্যা কথায় খালেদা জিয়া চ্যাম্পিয়ন, সংসদ হবে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু।'—৭ মার্চের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী।

: বীরশ্রেষ্ঠ সাতজনের প্রত্যেককে ১ লাখ, বীর উত্তম ৬৮ জনের প্রত্যেককে ৫০ হাজার, বীর বিক্রম ১৭৫ জনের প্রত্যেককে ২০ হাজার এবং বীর প্রতীক ৪২৬ জনের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা—মোট ১ কোটি ১৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা সম্মানী প্রদান।

১৭ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মদিন। প্রথমবারের মতো সরকারি ছুটি। 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে ঘোষিত দিনটি পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালিত।

১৯ : 'ঋণখেলাপি বন্ধ করার জন্য কত আইন করা হচ্ছে, কত পদক্ষেপ নেওয়া

www.pathagar.com

হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হয় না। বড় বড় ঋণখেলাপি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য। ঋণখেলাপি, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যাংকার, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।'—বেসরকারীকরণ-বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন।

২১ : 'বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কমতে থাকলে পরিণতি হবে ভয়ংকর। কোর্টের ছুটি কমানো দরকার। রিট ও অন্তর্বর্তী আদেশের আধিক্য ঘটেছে।'—সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের রজতজয়ন্তী উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন।

২৯ : 'ছাত্রদলের কোনো গঠনতন্ত্র নেই, ১৯ বছর আগের তৈরি খসড়াটাও মানা হয় না, অধিকাংশ কমিটি সদস্যের ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে ৫ থেকে ১২ বছর আগে। সম্মেলন ছাড়াই চেয়ারপারসন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন ও বাতিল করেন।'—ছাত্রদলের একাংশের অভিযোগ।

: '১৯৯৪ সালের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ মানব উন্নয়ন স্তরে পৌঁছাতে বাংলাদেশের লাগবে আরও ১৩৭ বছর, আর তত দিনে বিশ্ব এগিয়ে যাবে আরও ৪২ বছর।'—ইসলামাবাদের মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের ১৯৯৮ সালের রিপোর্ট।

এপ্রিল ১৯৯৮

০১ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আবুল বারকাত ও সহযোগী অধ্যাপক সফিক উজ জামানের পরিচালিত এক সমীক্ষা : গত তিন দশকে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ১০ লাখ লোক দেশ ছেড়েছে এবং জমি হারিয়েছে ১৬ লাখ ৪০ হাজার একর।

: 'বিশ্বব্যাংক একদিকে দুর্নীতির কথা বলছে, অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ দিচ্ছে কনসালটেন্সির মাধ্যমে।'—অধ্যাপক রেহমান সোবহান অর্থনীতি সমিতির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।

০৬ : জাতীয় সংসদের ২৫ বছর পূর্তি। গত ২৫ বছরে সংসদ বসেছে ১ হাজার ১০১ দিন। মোট ৩ হাজার ২২৭ দিন সংসদ কার্যক্রমবিহীন ছিল।

২৮ : 'সব রাজনৈতিক দল একমত হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে রাজি এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী দেখামাত্র গুলি করার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেও আপত্তি নেই।'—সংসদে প্রশ্নোত্তরপর্বে প্রধানমন্ত্রী।

: সংসদে কথা বলতে না দেওয়ার অভিযোগ বিএনপির, আবার ওয়াক আউট।

২৯ : দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার অঙ্গীকার পূরণ হয়নি।'—দৈনিক *ভোরের কাগজ*।

www.pathagar.com

মে ১৯৯৮

০৩ : পার্বত্য জেলা পরিষদের তিনটি বিল সম্পর্কে সংসদে ৩ হাজার ৯৬৪টি সংশোধনী প্রস্তাব। বিরোধী দলের দুই দফা ওয়াক আউট।

: 'এত নোটিশ আনার উদ্দেশ্য সংসদ অকার্যকর করা।'—সংসদনেত্রীর মন্তব্য।

: বিতর্কিত বিল পাস হলে পার্বত্যাঞ্চল আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না, তাই এত সংশোধনী নোটিশ।—বিরোধীদলীয় নেত্রী।

: 'বিলের বহু দফাই সংবিধানপরিপন্থী।'—জাতীয় পার্টির মন্তব্য।

০৪ : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিল সই করবেন না।'—রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে বিএনপি নেত্রীর অনুরোধ।

: 'সবকিছু হবে সাংবিধানিকভাবে।'—রাষ্ট্রপতি।

০৬ : সংসদে বিএনপির অনুপস্থিতিতে ও জাতীয় পার্টির বিরোধিতার মুখে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিল পাস।

: 'পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হলে দেশ লেবানন-শ্রীলঙ্কার মতো গৃহযুদ্ধের দিকে যেতে পারে।'—বিরোধীদলীয় নেত্রী।

: অসলো-ভিত্তিক মহাত্মা গান্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মহাত্মা গান্ধী পদক ১৯৯৮' দানের সিদ্ধান্ত।

০৯ : 'দেশের সমস্ত গ্যাস ও তেলসম্পদ এখনই একসঙ্গে দ্রুত সংগ্রহ করার যে উদ্যোগ চলছে তা কতটা যুক্তিসংগত?'—ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ-এর ৫০ বছর পূর্তির এক অনুষ্ঠানে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রশ্ন।

১২ : ১৫ এপ্রিল সংসদে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য ১৪ জন সংসদ সদস্যকে স্পিকারের সতর্কতা। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য : 'যেহেতু আমাদের দেশে এখন সংসদীয় কৃষ্টি সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি এবং যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রাপথ এখনো সুগম হয়নি, সেহেতু চলমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে এ মুহূর্তে বিশৃঙ্খল আচরণে জড়িত সংসদ সদস্যগণের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে না।'

১৩ : ভারতের আরও দুটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের ভারতের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা।

১৪ : 'টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধনের দিনে অনেক চিকিৎসক দেখা গেছে কিন্তু এখন একজনকেও পাওয়া যায় না। জাতির জনকের জন্মস্থান ও আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও যদি আমার গ্রামে এই অবস্থা হয় তাহলে দেশের

www.pathagar.com

অন্যান্য থানায় কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।'—বিএমএর জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী।

২৭ : ১৯৯০ সালে নির্বাচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ ('ডাকসু') বিলুপ্ত। সিন্ডিকেট কর্তৃক সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ডাকসুর মেয়াদ হবে ৩৬৫ দিন, মেয়াদ শেষে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন।

২৮ : স্বাধীনতার পর সংসদ একটানা কার্যকর না থাকায় জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৩৯৪টি অডিট রিপোর্ট এখনো অনালোচিত। অডিট আপত্তির ৭ শতাধিক নথি গায়েব।—দৈনিক *বাংলাবাজার পত্রিকা*র প্রতিবেদন।

৩১ : প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক টুঙ্গিপাড়ায় দেশের প্রথম বয়স্কভাতা কর্মসূচির উদ্বোধন।

জুন ১৯৯৮

১৬ : 'বাংলাদেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনে গোপন চুক্তি হচ্ছে না।'—প্রধানমন্ত্রী।

২৩ : আওয়ামী লীগ সরকারের দুই বছর পূর্তি। প্রধানমন্ত্রীর যমুনা নদীর ওপর পৃথিবীর ১২তম বৃহত্তম দীর্ঘ সেতু বঙ্গবন্ধু সেতুর উদ্বোধন। সেতু থেকে আয় হবে ২২ শতাংশ হারে। ২০৩৩ সাল নাগাদ সব ঋণ ও সুদ পরিশোধ হবে।

২৯ : 'আমরা বিরোধী দল, সরকারের অংশীদার নই।'—এরশাদ। এরশাদকে 'কাফকো' সম্পর্কে ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দেওয়ার সুযোগ না দেওয়ায় সংসদ থেকে জাতীয় পার্টির প্রথম ওয়াক আউট। মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ওয়াক আউটে যোগ দেননি।

: 'আমরা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিয়েছি। কিন্তু কীভাবে করব? যদি দুর্নীতির পর আসামি এজলাসে গিয়ে চেয়ারে বসে থাকে কিংবা মঞ্চ বানিয়ে বক্তৃতা করে কোর্ট অবমাননা করে?'—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

: 'বিএনপি নেত্রী আগে বললেন কুচকাওয়াজ করবেন। ভাবলাম, মিসেস জেনারেলকে কুচকাওয়াজ করলে ভালোই দেখাবে, কিন্তু তা না করে তিনি যার কাছে যা আছে তা-ই নিয়ে লংমার্চে যোগ দিতে বললেন।'—প্রধানমন্ত্রী।

জুলাই ১৯৯৮

০৯ : 'বিরোধী দলের নেত্রী একবার এসে তাঁর দলের এমপিদের বসিয়ে দিয়ে যান, আবার আসেন তাঁদের নিয়ে যেতে। বিরোধীদলীয় নেত্রী লংমার্চ-ঘেরাও আন্দোলন করে বেড়ান আর আদালতে গেলেই অসুস্থতার কথা বলেন, এটা কেমন কথা?'—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

১৫ : 'বিশেষ উপজাতি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে ভারতের মাটিতে শরণার্থী হিসেবে

www.pathagar.com

মানবেতর জীবন যাপন করছিল। আমরা সকল শরণার্থীকে বাংলার মাটিতে ফিরিয়ে এনেছি। আমাদের দেশের কোনো নাগরিক অন্য কোনো দেশের মাটিতে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করবে, দেশ হিসেবে, জাতি হিসেবে এটাকে আমরা অত্যন্ত লজ্জাজনক মনে করি।'—প্রধানমন্ত্রী।

২৯ : 'আগামী দিনেও '৭৫-এর মতো অবস্থা হবে। '৭৫-এর যেমন কেউ চোখের পানি ফেলেনি, ইন্নালিল্লাহ পড়েনি, জনগণ বলেছিল নাজাত পেয়েছি, আবারও তা-ই হবে।'—পল্টনের জনসভায় খালেদা জিয়া।

আগস্ট ১৯৯৮

০৪ : 'তারা কান্নাকাটি করে, মাফ চেয়ে ক্ষমতায় গিয়ে এখন দেশবাসীকে কাঁদাচ্ছে।'—এক সমাবেশে খালেদা জিয়া।

১০ : 'হানার' অধীনে মার্কিন সেনারা অক্টোবরে কাজ শুরু করতে পারে। আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাঁরা হানা চুক্তির ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মতে, 'এটা কোনো চুক্তি নয়। এটি মন্ত্রণালয়ের রুটিন ওয়ার্কের অংশ। নৈতিকতার দিক থেকে এটি অসংগতিপূর্ণ নয়। ঠিকই আছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভবিষ্যতে এভাবে হুট করে কোনো কিছু যেন করা না হয়।'—*বাংলাবাজার পত্রিকার* প্রতিবেদন।

১৩ : 'ক্ষমতা হারানো নাকি অন্য কোনো ভয়ে বিরোধীদলীয় নেত্রী ক্ষমতায় থাকাকালে তাঁর স্বামী হত্যার বিচার করেননি। তাঁর এখন তো ক্ষমতা হারানোর ভয় নেই, তবু কেন তিনি তাঁর স্বামী হত্যার বিচার চাচ্ছেন না।'—বঙ্গবন্ধু পরিষদের আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা।

১৬ : 'তারা বড় বড় পোস্টার ছেপেছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। এ টাকা গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হলে কার্যকর কিছু করা হতো।'—খালেদা জিয়া।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

১৬ : 'বিশ্ববাসীকে আমরা দেখিয়ে দিতে চাই, সংকটে আমরা এক হয়ে কাজ করতে পারি।'—খালেদা জিয়া। তাঁর উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুলি ও বোমা।

১৮ : 'মুরতাদ ও দেশদ্রোহী' হিসেবে উল্লেখ করে ইসলামী মোর্চা, ইসলামী ছাত্র সমাজ, ইসলামী শাসনতন্ত্রসহ কয়েকটি সংগঠন তসলিমা নাসরিনের গ্রেপ্তার ও ফাঁসি দাবি করে।

২০ : রাঙামাটিতে টাস্কফোর্সের বৈঠকে বাঙালি পুনর্বাসন ছাড়া সব বিষয়ে

www.pathagar.com

সমঝোতা। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে বাঙালিদেরও পুনর্বাসন করা হবে, তবে তা কখনোই পাহাড়িদের বঞ্চিত করে নয়।'—পার্বত্য চট্টগ্রাম টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদার।

অক্টোবর ১৯৯৮

০৬ : পুলিশের তিনজন অতিরিক্ত আইজিসহ ১২ জন অফিসারকে অবসর দান।
: তসলিমা নাসরিন এবং তাঁকে যাঁরা হুমকি দিচ্ছেন, তাঁরা সবাই সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।—প্রধানমন্ত্রী।

১৪ : সব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিচারের ঘোষণায় রাজনৈতিক অঙ্গনে ঝড়। প্রধানমন্ত্রীর মতে, সিরাজ শিকদারকে হত্যা করার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুকে ঢালাওভাবে দায়ী করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। হত্যার বিচার হলে এ হত্যাকাণ্ডে কে দায়ী তা বেরিয়ে আসবে।—*মুক্তকণ্ঠ*।

২৩ : 'শান্তির প্রত্যাশায় আমরা অস্ত্র ত্যাগ করি। কিন্তু সরকার চুক্তি থেকে দূরে সরে গেছে। নতুন সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই।'—সন্তু লারমা।

নভেম্বর ১৯৯৮

০২ : একটি পরিসংখ্যানে জানা যায়, ১৯৯১ সালে বিএনপির সরকার গঠনের সময় ১ হাজার ৬৯২ জন, ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সময় ১ হাজার ৪৬ জন বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক ছিলেন। গত অক্টোবরে আটক ব্যক্তির সংখ্যা ৬৯২-এ নেমে এসেছিল।

০৬ : 'বাংলাদেশের বাৎসরিক খাদ্যঘাটতি ২০ লাখ টন। প্রায় তিন কোটি মানুষ পর্যাপ্ত খাদ্য পায় না। এত দরিদ্র দেশের ব্যাপক দুর্নীতি পোষায় না।'—জাতিসংঘ বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির বাংলাদেশ প্রতিনিধি।

০৮ : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় বিচার-আদালত কর্তৃক ১৫ জনকে প্রকাশ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। চারজন খালাস। আসামি বজলুল হুদাকে ব্যাংকক থেকে ঢাকায় আনা হয়েছে।

২০ : 'প্রধানমন্ত্রীর কথা জনগণ বিশ্বাস করে না, আমিও করি না।'—কূটনীতিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে বেগম জিয়া।

২৭ : '২৩ বছর পর বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার হলে মিলন হত্যার বিচার হবে না কেন?'—শহীদ ডা. মিলন দিবসে মায়ের প্রশ্ন।

ডিসেম্বর ১৯৯৮

০১ : পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সন্তু লারমা: 'চুক্তির অধিকাংশ দিকই

www.pathagar.com

বাস্তবায়িত হয়নি।' পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার মন্তব্য, 'চুক্তির অধিকাংশ শর্তই পূরণ হয়েছে।'

১৮ : 'তাদের সবাইকে '৭১-এর মতো ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'—পাবনার জনসভায় খালেদা জিয়া।

: 'তাঁর স্বামীও তো ভারতে গিয়েছিলেন। তিনি যাননি। জিয়া যখন তাঁকে নিতে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, 'জিয়াকে পাকিস্তান যেতে বলো, আমি পাকিস্তান যাচ্ছি।' তিনি এখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেভাবে কথা বলেছিল সেভাবে আমাদের হুমকি-ধামকি দিচ্ছেন।'—পল্টনের জনসমাবেশে শেখ হাসিনা।

২২ : বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতের কাঁটাতারের বেড়া প্রসঙ্গে ভারত বাংলাদেশকে কিছু জানায়নি। বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'কাঁটাতারের বেড়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ভারতের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'কোনো ব্যাখ্যা চাওয়া হয়নি।' তবে তিনি মন্তব্য করেন, 'ভারত যদি কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকে, তাহলে দুদেশের সম্পর্কের জন্য সেটা শোভন হবে না।'

২৯ : কমিউনিস্ট পার্টির সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের এক অনুষ্ঠানে কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জি বলেন, 'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে কমিউনিস্টরা মিথ্যা কথা বলে, আজ তা-ই হচ্ছে। সারা জীবন কি এ জন্যই সংগ্রাম করেছি? মাঝে মাঝে ভেবে কেঁদে উঠি হু হু করে।' ঐ অনুষ্ঠানে কমরেড অমল সেন বলেন, 'তেভাগা আন্দোলনে নির্যাতিত মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতে দেখেছি, কিন্তু সেই সাফল্য রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগেনি।'

৩১ : 'তিনি ইফতার পার্টিতে আসেন না, কিন্তু পূজামণ্ডপে ঠিকই গেছেন।'—শেখ হাসিনা সম্পর্কে খালেদা জিয়া।

১ ৯ ৯ ৯

জানুয়ারি ১৯৯৯

০৪ : 'পবিত্র কোরআনে ও হাদিসে ইফতার পার্টির কোনো কথা নেই। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি কবে রোজা রেখে মন্দিরে গেছি। আর তা যদি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে তিনি রোজা রেখে মিথ্যা কথা বলেছেন। আমার সন্দেহ, তিনি রোজা রাখেন কি না।'—ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে খালেদা জিয়ার উদ্দেশে শেখ হাসিনা।

www.pathagar.com

১৪ : 'জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে সরে দাঁড়াব। অন্যায় চাপের মুখে পদত্যাগ করব না।'—সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনা।

২৭ : 'ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলা ভাষা বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশ।'—কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী।

: অব্যবস্থা আর অবহেলায় বইমেলা। শেখ হাসিনাকে বলা হলো 'মুখ্যমন্ত্রী'। 'আমাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে তবে আমরা স্বতন্ত্র।'—বইমেলায় কবি শামসুর রাহমানের বক্তব্য।

২৮ : প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদান।

২৯ : 'কর্মদিবসে হরতাল ডাকলে সেদিন ছুটি ঘোষিত হবে এবং শুক্র ও শনিবারে অফিস খোলা থাকবে।'—প্রধানমন্ত্রী।

৩০ : ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, 'জঙ্গিগোষ্ঠীর ২৫টি শিবির বাংলাদেশে রয়েছে।'

৩১ : কলকাতা বইমেলায় প্রধানমন্ত্রীকে 'মুখ্যমন্ত্রী' সম্বোধনের প্রতিবাদ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

০১ : বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রথম আদালত অবমাননার অভিযোগ। গত ২৯ জানুয়ারি ভারত থেকে ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রী নাকি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'গত ২৬ ও ২৭ আগস্ট হাইকোর্ট ১ হাজার ২০০ জনকে জামিন দিয়েছে। এটা কীভাবে হলো এবং কেন? এটা কি যুক্তিসংগত? এটা প্রধান বিচারপতির নজরে আনা হয়। কিন্তু তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। যদিও সে বেঞ্চের পরিবর্তন করা হয়। যদি প্রধান বিচারপতি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতেন এবং ব্যবস্থা নিতেন তাহলে বিচারব্যবস্থা অনেক দায়িত্বহীন কাজ থেকে মুক্ত হতে পারত এবং মানুষের মনে বিচার বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নেরও নিরসন ঘটত।'

০২ : বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কেউ আওয়ামী লীগের সঙ্গে নেই। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে সাহস ছিল না বলে সেদিন দায়িত্বশীল অনেকে অবস্থান বা পদক্ষেপ নিতে পারেননি।—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

০৩ : 'বাংলাদেশের কোনো নাগরিক ভারতে অনুপ্রবেশ করে এটা আমরা বিশ্বাস করি না।'—কলকাতার *আনন্দবাজার পত্রিকার* সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী।

০৪ : 'তিনি ভারতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী

www.pathagar.com

হিসেবে। ঘোষিত কর্মসূচি সফল করে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতার আসনে বসান।'—দলীয় সমাবেশে খালেদা জিয়া।

০৫ : 'বাংলাদেশকে কোনো দেশ অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে পারবে, এমন দৃষ্টতা কারোরই নেই। যারা এমন প্রচারণা চালায়, তাদের নিয়েই বরং সন্দেহ রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ।'—অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী।

: 'জামায়াত ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে না। এটি ভারত থেকে আমদানিকৃত আদর্শ। প্রধানমন্ত্রী এখনো ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন, যা রীতিমতো সংবিধানবিরোধী।'—দাওয়াত অভিযানে গোলাম আযম।

মার্চ ১৯৯৯

১৪ : 'শুধু সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে একটি উচ্চতর আদালত সম্পর্কে কোনো তথ্য বা সংখ্যা প্রকাশে প্রধানমন্ত্রীর আরও সতর্ক ও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল।'—আদালত অবমাননার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ।

এপ্রিল ১৯৯৯

০৮ : 'আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাঁটি রয়েছে।'—বাংলাদেশি সাংবাদিকদের কাছে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

২৫ : 'অন্য দল যখন অস্ত্র নিয়ে আসে, সন্ত্রাস করে, তখন আমাদের ছেলেরাও উৎসাহিত হয়, তারাও তো তরুণ।'—ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী।

মে ১৯৯৯

১৭ : 'বিভিন্ন পত্রিকায় বিবস্ত্র মহিলার ছবি যেভাবে ছাপানো হয়েছে, তা কি শোভনীয় হয়েছে? পত্রিকাগুলো এই মহিলাকে যেভাবে তুলে ধরেছে, তাতে তার ইজ্জত কতটুকু থাকল? মহিলাকে পণ্য করে পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর এই প্রবণতা খুবই দুঃখজনক।'—সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী।

২৬ : 'যখন হিসাব করে বুঝব বিজয়ী হয়ে আবার ক্ষমতায় আসতে পারব, তখনই নির্বাচন দেব। ক্ষমতায় থাকলে সব সরকারই এ হিসাবটা করে। অন্যরা তা প্রকাশ করে না, আমি খোলামেলাই বললাম।'—ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী।

www.pathagar.com

২৯ : 'আমি ড. কামালের মতো দল থেকে বের হয়ে যাব না। এই সরকারের কাছে মুক্তিযোদ্ধারা মদ্যপায়ীদের চেয়ে নিকৃষ্ট। মদ্যপানে মৃত্যুবরণকারী পরিবারবর্গকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে পুনর্বাসিত করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কিছুই করা হয়নি।...বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদকারী ৭২ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার জন্য সংসদে আজও শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়নি, অথচ দালাল রাজাকারদের জন্য শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।'—হালুয়াঘাটে মুক্তিযোদ্ধাদের জনসভায় কাদের সিদ্দিকী।

জুন ১৯৯৯

০১ : 'বাংলাদেশের ইতিহাস আওয়ামী লীগের ইতিহাস।'—খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে আওয়ামী লীগের ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রতিনিধি সম্মেলনে শেখ হাসিনা।

১৯ : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সরাসরি ঢাকা-কলকাতা রুটে দুটি যাত্রীবাহী বাস 'সৌহার্দ্য'-এর যাত্রীদের যৌথভাবে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ি।

৩০ : 'হজরত মুহম্মদ (দ.) কম লেখাপড়া জানতেন বলিনি, বলেছি তিনি উম্মি ছিলেন। আমি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁকে তুলনা করিনি।'—বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

জুলাই ১৯৯৯

০৭ : 'বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করছে, তাই সেখান থেকে এখানে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। প্রতিবছর প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ বাংলাদেশি ব্রিটেনে আশ্রয় প্রার্থনা করে।'—ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র।

০৯ : 'পুনর্বাসন বুঝি না, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা চাই। পতিতাপল্লি অপবিত্র স্থান। এখানে তওবা, মোনাজাত কেন? তওবা করার পর আর গোনাহ করা যায় না, অথচ আজকের খাওয়ার জন্য আজই আমাকে গোনাহ করতে হবে।'—নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের যৌনকর্মীদের বক্তব্য।

১১ : 'গত অর্থবছরে আমাদের জিডিপির হার কত ছিল—৪% না ৫%—এ প্রশ্ন টেনে এনে যেভাবে পরস্পরকে গালিগালাজ করা হলো, তাতে দুনিয়ার কাছে আমরা জাতি হিসেবে হেয়প্রতিপন্ন হয়েছি।...বর্তমানে খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। যে যত বেশি ঋণখেলাপি সে তত বেশি প্রভাবশালী।...যেমন ছাত্র, মাস্তান ও সন্ত্রাসী ছাড়া আমাদের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল চলে না, তেমনি বড় বড় ঋণখেলাপি ছাড়াও রাজনৈতিক দল চলে না।'—বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপতির ভাষণ।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

০২ : 'রাষ্ট্র এখন দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন করছে।'—ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের 'জনপ্রশাসনে দুর্নীতি' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল।

: 'সবাই যদি রাজনীতিকদের এত গালাগালি করেন, তবে দেশ থেকে রাজনীতি তুলে দিন। সিঙ্গাপুরের মতো শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলুন।'—একই সেমিনারে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান। সেমিনারে স্বাধীন দুর্নীতিদমন ব্যুরো গঠনের সুপারিশ।

০৫ : 'দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন এই সমাজে নেই। সেটা বরং আপনার প্রতিষ্ঠানে হচ্ছে। দাগি খুনি ও সন্ত্রাসীরা আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে আগাম জামিন পেয়ে থাকেন।'—রাজশাহীর পুঠিয়ার জনসভায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল জলিলের মন্তব্য প্রধান বিচারপতির সাম্প্রতিক বক্তব্য প্রসঙ্গে।

০৬ : 'সেমিনারে বসে দুষ্টের দমনের কথা বলবেন' আর কাজের সময় সন্ত্রাসীদের জামিন দেবেন, পক্ষ নেবেন, এমন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড চলতে পারে না।'—সংসদে এক প্রশ্নোত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদালত থেকে সন্ত্রাসীদের জামিন লাভ প্রসঙ্গে।

১১ : 'স্বামীর করা চুক্তি আপনি ও দেবর নবায়ন করেছেন, এখন রক্ত দিয়ে ঠেকাতে চান কেন?'—দিনাজপুরের জনসভায় ট্রান্সশিপমেন্ট প্রসঙ্গে খালেদা জিয়ার প্রতি প্রধানমন্ত্রী।

১৩ : 'আওয়ামী লীগের কখনোই স্বাভাবিক পতন হয় না। প্রধানমন্ত্রীর পিতারও অস্বাভাবিক পতন হয়েছে। তাঁরও একই অবস্থা হবে।'—গোলাম আযম।

১৬ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *টাইম* ম্যাগাজিনে এ শতাব্দীর এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নাম অন্তর্ভুক্ত না করায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্ষোভ।

২৩ : নিউ ইয়র্কে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার চেষ্টা করুন, এক পা ভারতে আর এক পা বাংলাদেশে রাখবেন না। বাঙালি হওয়ার চেষ্টা করুন, অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করব না।'—এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে ঐক্য পরিষদের ক্ষোভ প্রকাশ।—দৈনিক *বাংলাবাজার পত্রিকা*।

www.pathagar.com

অক্টোবর ১৯৯৯

০১ : প্রধানমন্ত্রীকে তার ইউনেসকো শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা। সংবর্ধনার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সংবিধানের আওতায় তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়া পার্বত্য শান্তিচুক্তি হয়েছে বলেই তা অনন্য।'

১১ : প্রতিমন্ত্রী ডা. আলাউদ্দিন ও উপমন্ত্রী হাসিবুর রহমানের সংসদ সদস্য পদ শূন্য বলে নির্বাচন কমিশনের রায়।

নভেম্বর ১৯৯৯

০৮ : জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনের সমাপ্তি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী : 'নভেম্বর মাসে হরতাল দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ক্ষতি করা। বিরোধীদলীয় নেত্রী নিজে লেখাপড়া শেখেননি বলে জাতিকে শিখতে দেবেন না। রাজনীতির মান তিনি কোথায় নিয়ে গেছেন? ঢাকা শহরে বাসা থাকতেও হোটেলে গিয়ে রাত কাটিয়েছেন।'

১৭ : ইউনেসকো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করে ২৭টি দেশ—বাংলাদেশ, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ওমান, কমোরো দ্বীপপুঞ্জ, কোত দ্য ইভোয়ার, গাম্বিয়া, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউ গিনি, প্যারাগুয়ে, ফিলিপাইন, বাহামা, বেনিন, বেলারুশ, ভানুয়াতু, ভারত, মাইক্রোনেশিয়ান ফেডারেশন, মালয়েশিয়া, মিসর, রাশিয়া, লিথুয়ানিয়া, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, সিরিয়া ও হন্ডুরাস। সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

১৯ : ১৯৮৭ সালে হোটেল পূর্বাণীতে দরজা ভেঙে খালেদা জিয়াকে আটক করা সম্পর্কে সংসদে সম্প্রতি দেওয়া তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা, 'আমি কোনো অশালীন কুরুচিপূর্ণ কথা বলিনি। একটি সত্য ঘটনা তুলে ধরেছি মাত্র।'

২৯ : 'রমজান মাসে হরতাল-আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে কি তিনি কাফেরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান?'—কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের জনসভায় শেখ হাসিনা।

ডিসেম্বর ১৯৯৯

১৫ : বিজিএমইর প্রধান আনিসুর রহমান সিনহা *ডেইলি স্টার*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'হরতালের সময় কারখানা খোলা থাকলেও বন্দর ও কাস্টমস অফিসাদি বন্ধ থাকার দরুন তৈরি পোশাকশিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের কাছে প্রতিযোগিতায়

www.pathagar.com

বাংলাদেশ হেরে যেতে পারে।'

১৮ : ২৯ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট অব লজ' এবং নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে 'ডক্টর অব সায়ান্স' উপাধি দেওয়া হয়। প্রতিবাদে ছাত্রদলের হরতাল আহ্বান, ব্যাপক বোমাবাজি, আহত ৩০।

২৬ : 'দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশি কূটনীতিকদের বক্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত। এ ধরনের অনধিকার চর্চার জন্য বিরোধী দল লবিং করছে এবং বিদেশিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে দেশে ও বিদেশে চিঠি লিখছে।'—বিদেশি সংবাদদাতা সমিতির সদস্যদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী।

: বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ থেকে অনেকের বেরিয়ে যাওয়া সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি বলি, হীরা যত কাটে তত তার দ্যুতি বের হয়।'

২০০০

জানুয়ারি ২০০০

১৭ : ১৯৭১ সালের মার্চে ঢাকায় অবস্থানকারী সংবাদসংস্থা এপির পাকিস্তান ব্যুরোর প্রধান আর্নল্ড জেইটলিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত এক স্মৃতিচারণা অনুষ্ঠানে বলেন, 'শেখ মুজিব প্রথমে তাঁকে বলেছিলেন, ভুট্টো চাইলে পাকিস্তানে দুই প্রধানমন্ত্রীর ধারণায় তাঁর আপত্তি নেই। এই খবর পাঠানোর পর শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্য প্রকাশ না করার কথা বলেন।'

২৩ : রাজনীতিকদের বই পড়ার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির মন্তব্যের ওপর প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'কোনো ঢালাও মন্তব্য শুনলে খারাপ লাগে আমার। কেননা, শুধু আমি নই, আমার দলের নেতারাও প্রচুর বই পড়েন।'

২৪ : প্রয়োজনে দিনের পর দিন হরতাল হবে।—ব্যবসায়ী সম্মেলনে খালেদা জিয়া।

৩১ : আখেরি মোনাজাতে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি যাননি।

ফেব্রুয়ারি ২০০০

০৮ : রাষ্ট্রপতি জননিরাপত্তা আইন আদালতে চ্যালেঞ্জ করার জন্য বিরোধী দলকে পরামর্শ দিয়েছেন বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য নয়। রাষ্ট্রপতি বলেন, বিলটি অর্থবিল বিধায় স্বাক্ষর করা ছাড়া তাঁর আর কিছু করার নেই।

www.pathagar.com

এটা প্রকৃত অর্থবিল কি না সে সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের অভিমত চাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আদালতে পাঠাতে হলে তা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন রয়েছে।'—বঙ্গভবনের বক্তব্য।

২৪ : 'বাংলাদেশ টেলিভিশনকে এরশাদের সময় বলেছিলেন সাহেব-বিবি-গোলামের বাক্স, বিএনপির সময় বলেছিলেন বিবি-গোলামের বাক্স, এখন কার বাক্স বলবেন?'—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী, 'জনগণের বাক্স'।

২৬ : 'এখনো এরকম একটি ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, জননিরাপত্তা বিল ২০০০ সংসদে উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ চেয়ে যে প্রস্তাব তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাতে রাষ্ট্রপতি এটাকে অর্থবিল হিসেবে সুপারিশ করেছেন। এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল।'—বঙ্গভবনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।—প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, 'বিলটিতে সরকারি অর্থব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত আছে। সরকারি ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত থাকলেই তা অর্থবিল হয় না।' অবশ্য বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে পরিপত্রে বলা হয়েছিল, 'সচিবের জানা দরকার যে, রুলস অনুযায়ী অর্থবিল অর্থ মন্ত্রণালয় মারফত উপস্থিত করতে হবে।' এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই সুপারিশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়।

মার্চ ২০০০

০৭ : হুমায়ুন আজাদের *নারী* গ্রন্থটির ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা অবৈধ।—হাইকোর্টের রায়।

১৪ : টানবাজারের পতিতাপল্লি উচ্ছেদ অবৈধ।—হাইকোর্টের রায়।

২২ : 'আমার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি দেখা দেওয়ায় আমি স্মৃতিসৌধ ও জয়পুরা গ্রামে যেতে পারিনি। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের কিছুই করার ছিল না।'—এবিসি নিউজকে সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন।

২৩ : 'ক্লিনটনের সফর বাতিল হয়ে যেতে পারত, সিক্রেট সার্ভিসের প্রস্তাব উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফরে আসেন।'—প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব।

৩১ : তদবিরের জন্য পীড়াপীড়ি করায় শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আজিম রুবেলকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে গুলশান থানা থেকে ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁকে ছাড়িয়ে আনেন।

: 'হিন্দুর নামে শা.বি. হলের নামকরণ বন্ধ না হলে অবস্থান ধর্মঘট।'—পল্টনের সমাবেশে চরমোনাই পীর সৈয়দ ফজলুল করিম।

এপ্রিল ২০০০

১৩ : আওয়ামী লীগের জনসভায় বিব্রত বিচারকদের সমালোচনা। 'ন্যায়বিচার

www.pathagar.com

করতে যে বিচারকেরা বিব্রত বোধ করেন, তাঁদের আদালতের পবিত্র ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।'—বনমন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী।

: 'গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দিতে বিচারকেরা বিব্রত হন না। প্রয়োজনে জনগণকে নিয়ে বিচারকের বাড়ি ঘেরাও করা হবে।'—আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুকুল বোস।

১৭ : 'আদালতের অবমাননার ভয় দেখাবেন না। সবাই মিলে বলব, কত লোকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা হবে, সবার উর্ধ্বে জনগণ, আমরা তাদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করব।'—বনমন্ত্রী সাজেদা চৌধুরী।

১৮ : 'লাঠি কোথায় মারতে হয় আওয়ামী লীগ তা দেখিয়ে দেবে।' রাজধানীতে লাঠি হাতে কাফনের কাপড় মাথায় আওয়ামী লীগের মিছিল।

২১ : বিচার বিভাগকে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে।—খুনের বিচার বিলম্বিত হলে খুন তো হবে।—বার কাউন্সিলের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী। একই অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, 'পৃথিবীর সকল দেশেই বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি ঢুকেছে বলে আজ স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। কোথাও তা বেশি, কোথাও তা কম।'

২৬ : 'মিগ কেনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করুন, নইলে ক্ষমা চাইতে হবে।'—খালেদা জিয়ার প্রতি শেখ হাসিনা।

: 'বিশ্বের দ্বিতীয় বিপজ্জনক সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম।'—আন্তর্জাতিক ম্যারিটাইম সংস্থার বক্তব্য।

মে ২০০০

১৭ : 'ছাত্রসমাজকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন আওয়ামী লীগের নেই। কারণ, আমাদের মূল দলের সাংগঠনিক ভিত্তি রয়েছে তৃণমূল পর্যায়ে।'—পল্টন ময়দানের ছাত্রসমাবেশে শেখ হাসিনা।

২৬ : 'বিচারপতিরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লাঠি দেখানোয় আপত্তি জানাননি।'—জামায়াতে ইসলামীর এক আলোচনা সভায় গোলাম আযম।

৩০ : 'বাজেট বক্তৃতায় আমরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোটেশন শুনব। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির আলোচনাও তুলে ধরা হবে প্রাসঙ্গিকতা নির্দেশ না করে। প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে কৃতিত্ব প্রদান করা হবে। স্মরণ করা যেতে পারে, অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তিনটি বাজেটের কোথাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশংসা করেননি। গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে সমস্ত কৃতিত্ব সংঘবদ্ধভাবে মন্ত্রিসভার।'—অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ।

www.pathagar.com

জুন ২০০০

১৭ : সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে চতুর্দশ সংশোধনী বিল।

২০ : এক বছর পর সংসদে ফিরে ৪৩ মিনিট থেকেই বিরোধী দল বেরিয়ে গেল।

: সংবিধান সংশোধনের ষড়যন্ত্র রুখতে সংসদে এসেছি।—খালেদা জিয়া।

২২ : 'আওয়ামী লীগ সরকার নির্বোধ নয় যে বিসমিল্লাহ্ উঠিয়ে দেবে।'—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

জুলাই ২০০০

০৫ : 'বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানি করে মাঝারি আয়ের দেশ হতে পারবে, এ ধারণা ভ্রান্ত। গ্যাসের মজুত নির্ধারণের দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ব বিভাগকে দেওয়া ঠিক হয়নি, যখন সে দেশের আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো গ্যাস উত্তোলনের চুক্তিতে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের নিজের অর্থে এটা করা উচিত, না পারলে তৃতীয় কোনো দেশকে দিয়ে মজুতের পরিমাপ করানো উচিত ছিল।'—এক বক্তৃতায় অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, বুয়েট।

০৯ : 'লজ্জার মাথা খেয়ে যখন একবার এসেছেন, তখন আবারও সংসদে ফিরে আসুন।'—বিরোধী দলের নেত্রীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী।

: 'আমার মনে হয়, আমিও যদি কাউকে সুপারিশ করে পাঠাই, তার চাকরি হবে না। চাকরি হবে ঘুষ দেওয়া আরেক জনের।'—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

১০ : 'আমাদের নেতৃবৃন্দ একে অন্যকে এমনভাবে সমালোচনা বা গালিগালাজ করেন, তাতে তাঁদের কাছ থেকে ছাত্ররা ভালো কিছুই শিখতে পায় না।'—ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম-এর প্রথম সমাবর্তনে চ্যান্সেলর হিসেবে রাষ্ট্রপতির ভাষণ।

১৩ : 'বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের বস্তির মানুষের মুখে যে সুখের আভা দেখা যায়, অনেক কোটিপতির চেহারাতেও তা থাকে না।'—সুপার মডেল ক্লডিয়া শিফার।

২৪ : 'দুর্নীতিবাজই হোক আর আসামি, তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হচ্ছে কোর্ট। যখনই যাচ্ছে তারা, জামিন পেয়ে যাচ্ছে আর ফিরে এসেই হত্যাকাণ্ড। আমি মনে করি, যে উকিল জামিন চাচ্ছে, তাকেও ধরা উচিত এবং যে কোর্ট জামিন দিচ্ছে, তারও জবাবদিহি করা উচিত।'—বিবিসিকে প্রধানমন্ত্রী।

২৫ : 'প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন যে তাঁর কথা কেউ শোনে না, দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, তখন তাঁর ক্ষমতায় থাকা চলে না। প্রধানমন্ত্রিত্বে থেকে একটি লাশের পরিবর্তে ১০টি লাশ ফেলার কথা বলার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন না।'—পুরানা পল্টনের গণসমাবেশে খালেদা জিয়া।

www.pathagar.com

আগস্ট ২০০০

১৬ : প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের। 'সভাপতি বিনা এখতিয়ারে মামলা করেছেন'।—সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতির সেক্রেটারি।

২১ : প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে ১১০ বিরোধী সাংসদের আরেকটি মামলা হাইকোর্টে দাখিল।

২৪ : *প্রথম আলোর* জনমত জরিপে ৬১.৯৯ শতাংশ মানুষের মত, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করা ঠিক হয়নি।

৩০ : এরশাদের সংসদ সদস্য পদ বাতিল।

সেপ্টেম্বর ২০০০

১৩ : 'একজন পাকিস্তানি হিসেবে আমি ৭১-কে ভুলে যেতে চাই।'—নিউ ইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের সামরিক শাসক পারভেজ মোশাররফ।

২০ : '১৯৭১ সালের দায় এড়িয়ে যাওয়া এবং গণহত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করা হবে একটি কাপুরুষোচিত কাজ।'—করাচির *দ্য নেশন*-এ বেনজির ভুট্টোর নিবন্ধ।

অক্টোবর ২০০০

২৪ : প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত আদালত অবমাননার তিনটি মামলা হাইকোর্টে নিষ্পত্তি। আদালত ও বিচারক সম্পর্কে মন্তব্যকালে প্রধানমন্ত্রীকে আরও সতর্ক এবং শ্রদ্ধাশীল থাকতে আহ্বান। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'যেহেতু রুল জারি করা হয় নাই, সেহেতু প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আদালত অবমাননা হয়নি বলা যেতে পারে।'

২৫ : 'কোনো হুমকি ও ত্রাস সৃষ্টি না করে হরতাল করা যেতে পারে।'—হরতাল অবৈধ ঘোষণা করার জন্য রিট খারিজ করে হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চের রায়।

২৬ : ১৯৯৫ সালে সর্বশেষ ভোটার তালিকায় মোট ভোটার ছিল ৫ কোটি ৫৯ লাখ ৯২ হাজার ৩০৪ জন। নতুন ভোটার তালিকায় দেশে মোট ভোটারসংখ্যা ৭ কোটি ৪৮ লাখ ২৩ হাজার ৮৫৫ জন।

নভেম্বর ২০০০

০৯ : সংসদের ২০তম অধিবেশন শুরু। 'বর্তমান সরকারের আমলে বিচার বিভাগ সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে। বিচার বিভাগ এত স্বাধীনতা ভোগ করছে যে আমিও রেহাই পাচ্ছি না?'—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

২১ : গতকাল *আনন্দবাজার পত্রিকার* এক রিপোর্টে শেখ হাসিনাকে মুখ্যমন্ত্রী

www.pathagar.com

হিসেবে উল্লেখ করায় পত্রিকাটি আজ দুঃখ প্রকাশ করে।

: 'বিভিন্ন সময়ে জেনারেল ওসমানী ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব তসলিম আহমেদের অগোচরে ৩০ থেকে ৩২ লাখ সিলমোহরকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা দুই থেকে আড়াই লাখের বেশি হওয়ার কথা নয়। চাকরির ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ কোটা থাকলেও তা ব্যবহার করেছে সুচতুর সার্টিফিকেট সংগ্রহকারীরা। মুক্তিযোদ্ধারা যদি এই কোটা ব্যবহার করতে পারত তাহলে আজ তাদের ভিক্ষা করতে হতো না, রিকশা চালাতে হতো না।'—মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবদুল আহাদ চৌধুরী।

২৭ : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত এক সেমিনারে প্রবন্ধকার সালাহ্উদ্দীন আহমদ একাত্তরের গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত বললে পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার ইরফান রাজা প্রশ্ন করেন, 'পাকিস্তান ক্ষমা চাইবে কেন, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য? একাত্তরের নৃশংসতার জন্য পাকিস্তানি সেনাদের দায়ী করা হয়, আসলে তো তা প্রথমে শুরু করেছিল আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তরা।'

ডিসেম্বর ২০০০

০৮ : 'জিয়াউর রহমান চাননি স্বাধীন বাংলাদেশে একজন মুসলমানের পরাজয়ের চিহ্ন থাকুক। সে জন্য নিয়াজি যেখানে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সেখানে শিশুপার্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।'—খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী।

১২ : 'জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের চিন্তা বাদ দিয়ে আন্দোলনে মন দিন।'—দলীয় কর্মীদের প্রতি খালেদা জিয়া।

১৪ : বঙ্গবন্ধু হত্যার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলে হাইকোর্ট বিভাগের বিভক্ত রায়। বিচারপতি রুহুল আমিন পাঁচজনকে খালাস দিয়েছেন। বিচারপতি খায়রুল হক ১৫ জনের ফাঁসির হুকুম বহাল রেখেছেন। রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় বিক্ষোভ, ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র। গুলিস্তানে কয়েকজন মন্ত্রী ও সাংসদের নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ মিছিল থেকে ৩০টি গাড়ি ভাঙচুর। রায় শুনে কারাগারে একজন কাঁদলেন, তিনজন নিশ্চুপ। বাদী মহিতুল ইসলাম বলেন, এ রায় দেশবাসীর বিরুদ্ধে। ক্যাম্পাসের গোলযোগে ছাত্রলীগের এক ক্যাডারকে পিস্তল হাতে প্রকাশ্যে ধাওয়া করতে দেখা গেছে। এক টেম্পোচালক নিহত, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচারপতি রুহুল আমিনের ভাইয়ের বাসায় হামলা। নারায়ণগঞ্জে দণ্ডপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন কিসমত হাশেমের

www.pathagar.com

বাড়িতে হামলা। তাঁর মদের দোকান লুট। সেই দোকানের মদে সুইপার কলোনিতে উৎসব।

২৫ : এ বছর আজ পর্যন্ত দেশে খুন হয়েছে ৩ হাজার ২৬৭ জন। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৬ হাজার ২৩৬ জন, আহত ৪০ হাজার ১১৬ জন, হরতাল হয়েছে ৯৬টি। এর মধ্যে ১১টি দেশব্যাপী, ৮৫টি আঞ্চলিক।—মানবাধিকার ব্যুরোর জরিপ।

৩১ : বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৫৩ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার। তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য রিজার্ভ থাকা দরকার ১৮০ কোটি ডলার।

: বছরে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৬.৩৮ ভাগ; পণ্যমূল্য বেড়েছে ১.৯৪ ভাগ; চাল, ডাল কৃষিপণ্যের মূল্য ছিল নিম্নমুখী; বাড়িভাড়া মোট ২৭৭.৬২ ভাগ বেড়েছে।—কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।

: প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিতব্য অজয় দাশগুপ্তের এক গ্রন্থে বলা হয়েছে, ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ১২ জুন ২০০০ পর্যন্ত সংবাদপত্রে জাতীয় পর্যায়ে মোট ২৮২টি হরতালের উল্লেখ রয়েছে। এতে মোট ক্ষতি ১ লাখ ৮ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা, যা সাতটি উন্নয়ন বাজেটের সমান। অর্থমন্ত্রী কিবরিয়ার মতে, এক দিন হরতালে ৩৮৬ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

: খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ দিন আজ।

২ ০ ০ ১

জানুয়ারি ২০০১

০১ : বিচারপতি গোলাম রাব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ সব ধরনের ফতোয়াকে বেআইনি ঘোষণা করেছেন।

০৩ : 'ফতোয়া শব্দটি মুসলিম সমাজে শত শত বছর ধরে চলে আসা একটি ইসলামি পরিভাষা। ফিকাহবিদদের ফতোয়া প্রদানের বৈধ অধিকার কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা হলে দেশের ইসলামি জনতা তা মেনে নেবে না।'—জামায়াত নেতা মাওলানা ইউসুফসহ ২৫ জন মাওলানার বিবৃতি।

: 'ফতোয়া অর্থই হলো আদালতের রায়। আদালতের বাইরে বসে কেউ রায় দিতে পারে না। কারও কথা গ্রহণযোগ্য না হতে পারে, তাই বলে তাকে মুরতাদ বলা যায় না। ইসলামের মূল বিষয়বস্তু যে অস্বীকার করে তাকেই শুধু মুরতাদ বলা যায়।'—ব্যারিস্টার কোরবান আলী।

www.pathagar.com

০৭ : ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চোরাচালানিদের হাতে চলে যাচ্ছে। ভারতের ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সমীক্ষায় বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি বাড়ছে বছরে ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ২ হাজার কোটি টাকা করে। চোরাচালানে পণ্য আসা বাড়ছে বছরে ২ থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা করে। সর্বশেষ হিসাবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যঘাটতি ৪ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা।—*প্রথম আলো*।

০৮ : গত বছর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী খুন ১৩০। আহত ৬৫৪। নিজের দলের লোকের হাতে খুন ৪৯। বিএনপির লোক খুন হয়েছে ৪৪, নিজেদের লোকের হাতে ৬। প্রথম তিনটি খুনের শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ফেনী।—রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ট্রমা ভিক্টিমসের জরিপ।

১০ : কিশোরগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির এমপি মেজর (অব.) আখতারুজ্জামানের আসন শূন্য ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংসদে যোগদানের জন্য দল তাঁকে বহিষ্কার করে।

১১ : জ্যেষ্ঠতা করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে নিযুক্ত দুজন বিচারপতির শপথ গ্রহণকালে আইনজীবীদের নজিরবিহীন তাণ্ডব। প্রধান বিচারপতিসহ বিচারকেরা তিন ঘণ্টা অবরুদ্ধ। এজলাসকক্ষের দরজা-জানালা ভাঙচুর। ছয় ঘণ্টা বিচার কার্যক্রম বন্ধ।

১৮ : সংসদে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণে বেসরকারি বিল পাস। জাতির পিতার প্রতি কটূক্তি বা অবমাননাকর কোনো লিখিত বা মৌখিক বিবৃতির জন্য অনূর্ধ্ব তিন মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান।

২০ : ঢাকার পল্টনে সিপিবির সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে নিহত চার, আহত অর্ধশত। বোমা বিস্ফোরণের জায়গা পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অরক্ষিত।

ফেব্রুয়ারি ২০০১

০৩ : 'রাজনৈতিক দল থেকে ছাত্রসংগঠন বিচ্ছিন্ন হলে সন্ত্রাস থাকবে না।'—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি।

১২ : সংসদের একাধিক আসনে প্রার্থী হওয়ার বিধান বাতিলের প্রস্তাব সরকার নাকচ করেছে। রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশনের প্রস্তাবে সরকারের কোনো উৎসাহ নেই।

: দেশে ৮০টি সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট কাজ করছে, তার মধ্যে ২৮টি রাজধানীতে। ঢাকা শহরে ৫০ হাজারসহ সারা দেশে প্রায় ২ লাখ অবৈধ অস্ত্র রয়েছে।—'বিস' আয়োজিত এক সেমিনারে প্রদত্ত তথ্য।

২০ : 'আমি তো মসজিদের ইমামের মতো। মসজিদের ইমামকে সবাই শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

করে। কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনে না। আপনাদের সমস্যার কথা দুই নেত্রীকে অবহিত করব।'—ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্রপতি।

২৪ : গত আট বছরে বিএসএফের গুলিতে ৭২ জন নিহত। কোনো ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়নি। নিহতদের কোনো তালিকাও নেই।—*ভোরের কাগজ*।

২৫ : সাড়ে চার বছরে মাত্র সোয়া ছয় কোটি টাকা মূল্যের সাতটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বছরে লোকসান দেয় ২৮ হাজার কোটি টাকা।—*প্রথম আলো*র প্রতিবেদন।

মার্চ ২০০১

০১ : 'একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে স্বাধীন বিচারব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে, সেখানে বিচারকদের শাসনতন্ত্র, প্রচলিত আইন ও নিজের বিবেক ছাড়া অন্য কারও কাছে জবাবদিহির প্রশ্নই ওঠে না।'—প্রধান বিচারপতি।

২১ : সংসদের পুরো মেয়াদ ভোলা-১ নির্বাচনকেন্দ্র কি জনপ্রতিনিধিত্বহীন থেকে গেল? সপ্তম জাতীয় সংসদের বৈধতা নিয়ে বিতর্ক।

২৪ : ছাত্রদলের স্বীকৃত গঠনতন্ত্র না-থাকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সভাপতি নাসির উদ্দিন পিন্টু, 'ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) যা বলবেন, সেটাই আমাদের গঠনতন্ত্র।'

২৭ : ময়মনসিংহ কারাগারের ভেতরে বিস্ফোরণ, রক্ষীদের ব্যারাক থেকে ৪০টি ককটেল উদ্ধার, বরখাস্ত চার।

৩১ : 'আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ভিন্ন ভিন্ন নাম, একই কাম। ক্ষমতায় যাও লুটেপুটে খাও।'—১১ দলের সমাবেশে বাসদের আহ্বায়ক আ ক ম মাহবুবুল হক।

এপ্রিল ২০০১

০২ : 'যে মামলা জমেছে, ৫০ থেকে ১০০ বছরেও তা শেষ হবে না।'—আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু।

১৭ : ৩০ বছর পর ভারতের দখল থেকে পাদুয়া গ্রাম পুনরুদ্ধার। তামাবিল সীমান্তে উত্তেজনা।

৩০ : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের বিভক্ত রায়ে খালাসপ্রাপ্ত পাঁচজনের মধ্যে লে. কর্নেল (অব.) মহিউদ্দিন আহমদ ও রিসালাদার মহিউদ্দীনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন তৃতীয় বেঞ্চের বিচারপতি ফজলুল করিম। মোট ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড, তিনজন খালাস। হাইকোর্টে হাজারো মানুষের অপেক্ষা। আওয়ামী লীগের এমপি শামীম হাসান কয়েক শ কর্মীসহ ট্রাক মিছিল নিয়ে সকাল সাড়ে ১০টায় আদালত এলাকায়

www.pathagar.com

পৌছান। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সম্পাদক অজয় করের নেতৃত্বে কয়েক শ ছাত্রছাত্রীর মিছিল। ২০টি রিকশাভ্যানে বাঁশ দিয়ে ফাঁসির মঞ্চ বানিয়ে হত্যাকারীদের ফাঁসির দৃশ্য অভিনয় করে দেখানো হয়। ফাঁসির আসামিদের মধ্যে আটজন বিভিন্ন দেশে পলাতক। রায়ের খবর শুনে চার কারাবন্দী কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মে ২০০১

১০ : বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বনিম্নে, ১২০ কোটি ২৪ লাখ ডলার। আন্তর্জাতিক নিরাপদ মান অনুযায়ী তিন মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান রিজার্ভ নেই। মাত্র দেড় মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।

১৫ : অর্থনৈতিক কর্মসূচি কী হতে পারে, সে-সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যারি অ্যান পিটার্সের পাঁচ দফা পরামর্শ : ১. চট্টগ্রাম বন্দরের সংকট নিরসন; ২. কোটামুক্ত বিশ্বে পোশাকশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে প্রস্তুতি; ৩. বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; ৪. গ্যাসের সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে রপ্তানির ব্যবস্থা ও ৫. টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

১৬ : মার্কিন দূতের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী, 'তিনি তাঁর কথা বলেছেন। আমরা সরকার চালাব আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ও দলীয় আদর্শ-উদ্দেশ্য অনুযায়ী।...এ দেশে মিলিটারি ডিক্টেটর বা সামরিক সরকার থাকলে তখন কেউ এভাবে সবক দিতে আসেনি। আজ যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন অনেকেই সবক দিতে আসেন।'

২০ : বাংলাদেশে দুর্নীতি ও অপশাসনের আর্থিক মূল্য মোট জাতীয় উৎপাদনের ১ দশমিক ৯০ শতাংশ—সরকারের রাজস্ব আয়ের ২১ দশমিক ৫৪ শতাংশ ও মোট জাতীয় ব্যয়ের ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ।—গ্রামীণ ট্রাস্টের দারিদ্র্য বিমোচনসংক্রান্ত সেমিনারে এক জরিপ থেকে তথ্য প্রদান।

২১ : একমাত্র বিদেশি মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক মেজর ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ডের (৮৪) মৃত্যু।

৩০ : রাষ্ট্রপতির কাছে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের স্মারকলিপি : 'বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা খালেদা জিয়ার মতো সুযোগ পাওয়ার অধিকারী।'

জুন ২০০১

০৪ : হাইকোর্ট বিভাগের রায় নাকচ করে আপিল বিভাগ কর্তৃক ব্র্যাক ব্যাংক গঠনে বাংলাদেশের অনুমোদনকে বৈধ বলে ঘোষণা।

০৫ : 'আল্লাহকে খুশি করার জন্য প্রয়োজনে বাংলাদেশকে আফগানিস্তান

www.pathagar.com

বানাতে হবে এবং দেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতার সকল মূর্তি ভেঙে ফেলা হবে।'—জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হাসানুজ্জামান।

০৭ : সংসদে ৪৪ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা, সার্বিক ঘাটতি ১৭ হাজার ৫২৬ কোটি, রাজস্ব উদ্বৃত্ত পাঁচ হাজার ২০১ কোটি টাকা। এডিপি ১৯ হাজার কোটি টাকা। রাজধানীতে বাজেটের পক্ষে আওয়ামী লীগের আনন্দ মিছিল ও বিপক্ষে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল। বাজেট বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার অংশবিশেষ এবং শেষে শামসুর রাহমানের কবিতা থেকে কিছু অংশ পাঠ।

২১ : প্রাক্তন ও বর্তমান ৬০৭ সাংসদের ৮ কোটি টাকা টেলিফোন বিল বাকি। এর মধ্যে প্রাক্তন ও বর্তমান সরকারের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরাও রয়েছেন।—*প্রথম আলোর* প্রতিবেদন।

২৩ : 'এবার নৌকাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।'—নীলফামারীতে চার দলের সমাবেশে খালেদা জিয়া।

: বিরোধী দলের নেত্রীর উদ্দেশে শেখ হাসিনা, 'সংবিধান শেখাবেন না, সংবিধানের আপনি কী বোঝেন? আপনাদের জন্ম হয়েছিল ক্যান্টনমেন্টে, অসাংবিধানিকভাবে।'

২৪ : 'খালেদা জিয়া নৌকাকে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে চেয়েছে। আর আমি ধানের শীষ কেটে নৌকায় ভরে কৃষকের গোলায় পৌঁছে দিতে চাই।'—সুনামগঞ্জের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী।

২৭ : বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং সবচেয়ে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ফিনল্যান্ড। ভারতের স্থান দশম। পাকিস্তানের স্থান সপ্তম। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এই রিপোর্ট সরকার প্রত্যাখ্যান করেছে।

জুলাই ২০০১

০২ : সপ্তম সংসদে মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি ১ হাজার ২৪৭, বাস্তবায়ন ৪১৭। প্রধানমন্ত্রীর ২৩টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ছয়টি। এ হিসাব সংসদের ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত।

০৩ : 'বেতার-টিভিকে যা দেওয়া হচ্ছে তা স্বায়ত্তশাসন নয়, আয়ত্তশাসন।'—বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক কমিশনের প্রধান ও অবসরপ্রাপ্ত সচিব আসফউদ্দৌলা।

০৫ : 'শেখ হাসিনা গণভবন ছেড়ে দিলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।'—জয়নাল হাজারী।

০৬ : 'যত দিন রাজনীতি করব, তত দিন গণভবনেই থাকব।'—এক চা-চক্রে শেখ হাসিনার বক্তব্য।

www.pathagar.com

১০ : মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউএনডিপির প্রতিবেদন: বাংলাদেশ এখন ১৩২তম, গত বছরে ছিল ১৪৬তম। এবার অবশ্য জরিপে রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৪টি কম রয়েছে। জিডিপির প্রবৃদ্ধি প্রায় ৭.৭ শতাংশ। সুদের হারের পরিমাণ ১৯৯০ সালে ছিল জিডিপির ২.৬, বর্তমানে তা ১.০৭ শতাংশ। গড় আয়ুর বিচারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রাপ্যতা, পয়োনিষ্কাশন-ব্যবস্থা ও পানীয় জলের প্রাপ্যতা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

: সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী এবং বিএনপির প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনকে দ্বৈত নাগরিকত্বের দায়ে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে হাইকোর্টের রায়।

২৫ : ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে বেসরকারি খাতের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপির মোট ঋণের পরিমাণ এক হাজার ৮৯৭ কোটি ৬৫ লাখ টাকা।—বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র।

৩১ : দেশ ডুবে গেলেও ১১ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন হবে। শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন, 'ওরা ষড়যন্ত্র করছে। আবার খালেদা জিয়া অভিযোগ করেছেন, ওরা ষড়যন্ত্র করছে। জনগণ ঠিক করবে কে ষড়যন্ত্র করছে আর কে করছে না। সেনাবাহিনীকে অস্ত্র উদ্ধারে ব্যবহার করা হলে আর্মিও পুলিশ হয়ে যাবে। সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া ঠিক হবে না। তবে স্বাভাবিকভাবেই তাদের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা আছে।'—ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের সঙ্গে আলাপকালে রাষ্ট্রপতি।

আগস্ট ২০০১

০৪ : (১) সংসদ বর্জন নয়, (২) হরতাল নয়, (৩) সন্ত্রাস নয়, (৪) ভোটকেন্দ্রে স্থানীয় পর্যবেক্ষক, (৫) কমপক্ষে ৬০ মহিলা এমপি—এই পাঁচ প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একমত হয়েছে—ঢাকা ত্যাগের আগে সংবাদ সম্মেলনে কার্টারের বক্তব্য।

১০ : 'গত ছয় মাসে পাঁচ হাজার অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছে সদ্য-বিগত আওয়ামী লীগ সরকার।'—*প্রথম আলোর* প্রতিবেদন।

১২ : ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকায় ভিয়েতনাম সংহতি দিবস উদ্‌যাপনের সময় নিহত দুই শহীদ মতিউল ইসলাম ও মীর্জা আবদুল কাদেরকে ভিয়েতনামের বীরশ্রেষ্ঠ ঘোষণা।

১৪ : 'এবার বিদায় নিলে আগামী ৪০ বছরেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারবে না।'—কৃষক লীগের গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী ও জাতীয় পার্টির আবু

www.pathagar.com

লেইস মুবিন চৌধুরীর বিএনপিতে যোগদান উপলক্ষে খালেদা জিয়া।

১৬ : 'এত কিছু শুনতে ভালো লাগে না, আমরা পছন্দও করি না। যখন আমরা কিছুই নিইনি, তখন কিছু নিলামই না। গণভবন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। পরিষ্কার কথা।'—প্রধানমন্ত্রিত্ব শেষ হওয়ার এক মাস পর গণভবন ছেড়ে যাওয়ার সময় শেখ হাসিনা।

১৭ : গত আওয়ামী লীগ সরকার ব্যাংকের কাছ থেকে বিএনপি সরকারের তুলনায় ১৬০ ভাগ বেশি টাকা ধার করে।—*দ্য ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস*।

২৩ : দেশে মোট লোকসংখ্যা ১২ কোটি ৯২ লাখ ৪৭ হাজার ২৩৩। পুরুষ ৬ কোটি ৫৮ লাখ ৪১ হাজার ৪১৯, মহিলা ৬ কোটি ৩৪ লাখ ৫ হাজার ৮১৪ জন। রাজধানীর লোকসংখ্যা ৯৯ লাখ ১২ হাজার ৯০৮; চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ৩২ লাখ ২ হাজার ৭১৭।

: অষ্টম সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ৭ কোটি ৫০ লাখ ১ হাজার ৫৮৬। নির্বাচনী জেলা ৬৮, ভোটকেন্দ্র ২৯ হাজার ৯০০ এবং ভোট কক্ষ ১ লাখ ৪৯ হাজার ৪২১। প্রার্থীদের জামানত ১০ হাজার টাকা।

সেপ্টেম্বর ২০০১

০৪ : 'শূকর খাওয়া যেমন হারাম, নারী নেতৃত্বও তেমনি হারাম।'—টাঙ্গাইলের সিঙ্গুরিয়ায় এক নির্বাচনী পথসভায় কাদের সিদ্দিকী।

: 'পিন্টু আমাদের ছেলে, ভুল করলে বকে দেবেন।'—নির্বাচনী পথসভায় নাসির উদ্দিন আহমদ পিন্টুর পক্ষে খালেদা জিয়া।

০৯ : আওয়ামী লীগের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার। দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সাদৃশ্য। আওয়ামী লীগের ২১ দফার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি দমন কাউন্সিল গঠন, সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর করা, সংসদে মহিলা আসন দ্বিগুণ করে সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি। বিএনপির ৩২ দফায় রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, সরকারি কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন, হয়রানির শিকার চাকুরেদের বিষয় পুনর্বিবেচনা, সংসদে মহিলা আসন বৃদ্ধি করে সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি। হরতাল না করা, সংসদ বর্জন না করার ব্যাপারে উভয় দলই কোনো অঙ্গীকার করেনি।

১১ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে আত্মঘাতী বিমান হামলায় নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ার এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে ক্ষয়ক্ষতির জন্য রাষ্ট্রপতি, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সমবেদনা জ্ঞাপন।

: অবিলম্বে সেনা মোতায়েনের অনুরোধ করার জন্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে খালেদা

www.pathagar.com

জিয়ার সাক্ষাৎ। 'একের পর এক লাশ পড়বে কিন্তু সেনা মোতায়েন হবে না কেন? রাষ্ট্রপতি যদি এখনই ব্যবস্থা না নেন তাহলে কিছু ঘটলে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।'—খালেদা জিয়া।

১২ : 'সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে কয়েকটি রাজনৈতিক দল অতি উৎসাহী হয়ে পড়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক কাজ পুলিশের। প্রতিরক্ষা বাহিনী হলো সর্বশেষ অবলম্বন। এই প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস কিংবা বিতর্কিত করবে এমন কিছুই করা উচিত নয়।'—তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকের পর রাষ্ট্রপতি।

১৩ : 'হাসিনা ও খালেদা দুজনেই আমাকে প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রস্তাব দেবেন।'—এরশাদ।

১৮ : বাংলাদেশের আকাশসীমা, বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি ও সমুদ্রবন্দর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করতে পারবে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের এ ব্যাপারে সম্মতি রয়েছে। সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশেষ সহকারী শফি সামি বলেছেন, বাংলাদেশের স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের আলোকে জাতিসংঘ সনদ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২৪ : 'দেশের বন্দর, স্থল ও আকাশসীমা ব্যবহারে মার্কিন বাহিনীকে অনুমতি দান সংবিধানবিরোধী।'—হাইকোর্টে রিট আবেদন।

২৯ : 'আবার বিজয়ী হলে সন্ত্রাস দমন ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন। কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করব না।'—শেখ হাসিনা।

অক্টোবর ২০০১

০২ : বিএনপিসহ চারদলীয় জোটের দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ। আওয়ামী লীগের ২৮ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, ৫২ প্রাক্তন এমপি, ২৪ জন অবসরপ্রাপ্ত আমলা পরাজিত। ঋণখেলাপি-বিলখেলাপি ৪৬ জন হেরে গেলেন। ১১ জেনারেলের মধ্যে তিনজনের জয়। রাজধানীর আট আসনেই বিএনপিসহ চারদলীয় জোট জয়ী। ৪৮ আসনে ৩৮ মহিলা প্রার্থীর মধ্যে বিজয়ী ছয়জন।

: 'সূক্ষ্ম নয়, স্থূল কারচুপি করে ফলাফল বদলে দেওয়া হয়েছে।'—নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে শেখ হাসিনা।

০৮ : আফগানিস্তানে মার্কিন ও ব্রিটিশ হামলার বিরুদ্ধে জামায়াত, ইসলামী ঐক্য জোট ও বাম রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কোনো মন্তব্য করেনি। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

১২ : আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভ-সমাবেশ।

www.pathagar.com

১৫ : ৭ নভেম্বর সরকারি ছুটি।

১৮ : 'সংসদ সচিবালয়ের নিয়মনীতি উপেক্ষা করে যাঁরা এমপি হোস্টেলের স্যুট দখল করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা শোভনীয় হবে বলে আমি মনে করিনি। কারণ, ভবিষ্যৎ আইনপ্রণেতা বিএনপির এই এমপিরা এই দখলকাজের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশে নিন্দা কুড়িয়েছেন। এই অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে আমি আরেকবার তাঁদের নিন্দিত করতে চাই না। তবে আমি আশা করি, সংসদ সচিবালয় থেকে বরাদ্দ পাওয়ার পর সংসদ সদস্যগণ তাঁদের নিজ স্যুটে উঠবেন।'—স্পিকার আবদুল হামিদ।

: 'দেশে ৪০ হাজার কোটি টাকা ঋণ অনাদায়ি হয়ে আছে। কিছুদিন আগে ঋণখেলাপির সংজ্ঞা পরিবর্তন করে ঋণখেলাপির সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে।...নির্বাচনে অনেক ঋণখেলাপি যাতে দাঁড়াতে পারে, সেটার প্রতি দৃষ্টি রেখেই এটা করা হয়েছিল।'—*ভোরের কাগজ*কে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ অধ্যাপক আবুল বারকাত।

২১ : মিরসরাই ও সীতাকুণ্ডে প্রতিমা ভাঙচুর, চাঁদাবাজি ও লুটপাট।

২৪ : খালেদা জিয়ার আয় ১৪ লাখ ৯৩ হাজার, ব্যয় ৬০ হাজার টাকা। শেখ হাসিনার আয় ২৮ লাখ ১০ হাজার, ব্যয় তিন লাখ টাকা। সবচেয়ে ধনী মন্ত্রী হারুনুর রশিদ খান মন্নুর আয় ৮৮ লাখ ৮৭ হাজার টাকা। সবচেয়ে কম আয় কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর। তাঁর সংসার চলে স্ত্রীর আয়ে।—নির্বাচন কমিশনের কাছে দেওয়া নির্বাচন প্রার্থীদের সম্পত্তির হিসাবের ওপর ভিত্তি করে দৈনিক *যুগান্তর*-এর প্রতিবেদন।

: ২০ বছর পর জিয়া হত্যা মামলার নিষ্পত্তি। 'কোর্টমার্শালে ১০ আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর আর কোনো সিদ্ধান্তের আবশ্যকতা নেই। অধিক তদন্তে আর সুফল পাওয়া যাবে না।'—সিএমএম।

নভেম্বর ২০০১

০৪ : 'প্রধান বিরোধী দল অভিযোগ করছে, নীলনকশার নির্বাচন হয়েছে। আর সে নীলনকশা নাকি রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার করেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর অনশনের হুমকির মুখে সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। এত যত্ন করে যাঁকে রাষ্ট্রপতি বানানো হলো, নির্বাচনের পরদিন থেকে তিনি বেইমান, মোনাফেক হয়ে গেলেন।...নীলনকশা হলে তা পাঁচ বছর আগে নির্বাচনের সময়ই হয়েছে। তাঁদের আশা ছিল, রাষ্ট্রপতি তাঁদের পক্ষে কাজ করবেন। নীলনকশা নিয়ে যে অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা নিয়ে

www.pathagar.com

সংসদে দুই ঘণ্টা সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন।'—সংসদে কাদের সিদ্দিকী। তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে সরকারি দলের সংসদ সদস্যদের বারবার করতালি।

: সংসদ সদস্যের উল্লেখ করতে 'সাংসদ' শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। শিক্ষামন্ত্রী ভুল করে এমপি বলেছিলেন, তা মুছে ফেলে সংসদ সদস্য লেখার জন্য স্পিকারের রুলিং।

০৭ : জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে আবার সরকারি ছুটি।

৮ : 'গত পাঁচ বছরে ১৮ হাজার ৫৬৩ খুন। গত অক্টোবরেই ১৬৬।'—সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

১৭ : 'লাভজনক হলে ও শর্তে পোষালে ভারতকে ট্রানজিট দেওয়া যায়।'—পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

২০ : 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ব্যাপারে ভারত কঠোর মনোভাব নিয়েছে।'—ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি।

২৫ : আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার ব্যাপারে সরকারের ভেতরে দুই অবস্থান। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিএনপির সমর্থন। জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট বিরুদ্ধে।

২৮ : 'বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। কারণ, তাঁর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ পরিচালনাকারী চার নেতাও জাতির পিতা হতে পারেন। খেয়াল রাখতে হবে, অতি বাঙালি হয়ে, অমুসলমান অথবা অতি মুসলমান হয়ে আমরা যেন অবাঙালি হয়ে না যাই।'—সংসদে যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা।

ডিসেম্বর ২০০১

০২ : মন্ত্রী শাজাহান সিরাজ বলেন, 'একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে তাঁকে আমি জাতির পিতা মানতে পারি না। সংসদনেতার ছবি মাথার ওপর থাকবে অথচ আজও শেখ মুজিবের ছবি মাথার ওপর ঝুলছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি নামানোর বক্তব্যের বিরোধিতা করে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'ছবিটা তেমন বেশি জায়গা নেয়নি। ওটা না নামানোই ভালো।'

১১ : মিগ কেনায় ৭০০ কোটি ও পরামর্শক নিয়োগের জন্য ২ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দুটি এবং প্রাক্তন মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ, আবুল হাসান চৌধুরী, ফায়জুল হক, রফিকুল ইসলাম ও সাবের হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে আরও ১০টি মামলা দায়ের।

১২ : বিচার বিভাগীয় তদন্তে যেখানে আসামি পুলিশ, সেখানে পুলিশের উপস্থিতি অবৈধ।—হাইকোর্টের এক রায়ে ঘোষণা।

www.pathagar.com

১৭ : বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক বলেন, 'মুসলমানদের দুই ঈদ ছাড়া অন্য কোনো উৎসব নেই। পয়লা বৈশাখের উৎসব মুসলমানের জন্য নয়।'

২১ : নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিক *ঠিকানায়* প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, 'মিগ-২৯ ক্রয়ে কোনো রকম দুর্নীতি হয়নি। বরং টেন্ডারের চেয়ে কম দামে মিগ কিনে দেশের অর্থ সাশ্রয় করেছি।'

৩১ : এক বছরে প্রতিদিন গড়ে ১০ জন খুন। মোট খুন ৩ হাজার ৫৯০। ধর্ষণসহ নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ১৩ হাজার ১৫০টি। মোট অপরাধ ২৮ হাজার ৫৩২টি।—পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র।

: গত সাত বছরে দুর্নীতির অভিযোগ ৭০ হাজার ২০১টি। দুর্নীতি দমন বিভাগ মামলা করে মাত্র ৬ হাজার ২০৬টি। মোট মামলার ৩২ ভাগ অভিযোগই মিথ্যা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে ৫৯ ভাগ।—ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট।

২০০২

জানুয়ারি ২০০২

০১ : 'আমার কর্মীদের দমন করার চেষ্টা করলে মাইক্রো চাপা দিয়ে প্রাক্তন এসআই আবুল হোসেনকে কবরে পাঠিয়ে দিই। এ জন্য তখন আমার ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। বর্তমান ওসি বেশি বাড়াবাড়ি করছে, তাকে শেষ করে দিতে আরও ১০ লাখ টাকা খরচ হবে।'—রাউজানে কর্মিসভায় বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী।

০৩ : 'বিশ্বের যেসব দেশ ব্রিটিশ সহায়তা পায়, বাংলাদেশের স্থান তাদের মধ্যে দ্বিতীয়। তাই এই অর্থ সঠিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।'—দুদিনের সফরে ঢাকায় এসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার।

০৪ : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এক প্রতিবাদলিপিতে বলেন, 'আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে জেতানোর মুচলেকা দিয়ে আমি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিনি।...তাদের সব কথা শুনলে আমি ফেরেশতা, নইলে আমি শয়তান।'...প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও অন্যরা নির্বাচনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের স্বার্থে সেসব

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য বন্ধ হওয়া উচিত। 'রাষ্ট্রপতি জনগণের সঙ্গে বেইমানি করেছেন বলে শেখ হাসিনা ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়।...হেরে যাওয়ার পর তাঁরা আমাকে নির্বাচন বাতিল করে রাষ্ট্রপতির অধীনে পুনরায় নির্বাচন করার অনুরোধ করেন। আমি তাতে রাজি হইনি।' তিনি আরও বলেন,'...প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন। নির্বাচনে সেনাবাহিনী প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কাজ করেছে। তাদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুর হত্যা সাধারণ আদালতে করতে হবে এমন কোনো পরামর্শ দেইনি।'

০৫ : 'কোর্ট দিয়ে ফতোয়া নিয়ন্ত্রিত হবে না, বরং ফতোয়া দিয়ে কোর্ট নিয়ন্ত্রিত হবে। সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হবে, খতিবের বক্তব্য মুসলমানের প্রাণের বক্তব্য।' নারায়ণগঞ্জে ওয়াজ মাহফিলে চার জোটের মন্ত্রী ও এমপিদের উপস্থিতিতে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

১২ : 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যতই পরিবর্তন হোক, চীন বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু থাকবে।'—ঝু রং জি।

১৪ : 'সংসদে যাওয়ার পরিবেশ নেই। তা ছাড়া আওয়ামী লীগ সংসদে গিয়েই বা কী করবে?'—শেখ হাসিনা।

১৫ : 'স্বাধীন বাংলাদেশেও দাতারা দৈনন্দিন বিষয়ে হাত দিচ্ছে। ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মচারী অতিরিক্ত।'—অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান।

১৭ : দুই নেত্রীর সুসম্পর্ক না হলে গণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত হবে। আ.লীগ ৭৩-এ, বিএনপি '৭৯-তে এবং এরশাদের জাতীয় পার্টি '৮৮-তে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছিল, কিন্তু তাদের সরকার কত দিন স্থায়ী হয়েছিল? সুতরাং জোট সরকারের বাকবাকুম করার কোনো কারণ নেই।'—সাংবাদিকদের অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ।

১৯ : 'আমি বুঝি না, সব সরকারই আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার কেন করতে চায়।'—বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিলের শুনানির জন্য আরও সময় চেয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য।

২৪ : 'তারেক রহমানের সম্পদ ও জ্ঞাত আয়ের মধ্যে যদি অসংগতি থাকে, তবে তখন কেন আ.লীগ সরকার তার তদন্ত করেনি?'—অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ।

২৬ : *হিন্দুস্তান টাইমস*-এর খবর : 'পাকিস্তান সমর্থনপুষ্ট ১৮টি ভারতবিরোধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে বাংলাদেশে।' পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আপত্তি।

২৭ : পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়

www.pathagar.com

মামলা দায়ের। শিক্ষাসচিবসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ।

২৯ : বাংলা একাডেমীর বহু বছরের অনুসৃত নীতিমালায় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ। বাংলা একাডেমীর সভাপতির পরিবর্তে সভায় পৌরোহিত্য করবেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে শুধু কোরআন তেলাওয়াত করা হবে। শহীদ স্মরণে দোয়া করা হবে। কার্ডে বিসমিল্লাহর সংযোজন। এর আগে ৩১ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ একাডেমীর সভাপতি আনিসুজ্জামানকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু আমন্ত্রণলিপিতে সভাপতি হিসেবে প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমানের নাম উল্লেখ করায় তিনি বিস্মিত হন এবং সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

ফেব্রুয়ারি ২০০২

০১ : প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কর্তৃক একুশের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানমালা ও বইমেলার উদ্বোধন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে বাইরে থেকে কিছুই গৃহীত হয় না।'

০২ : 'মন্ত্রীর সংখ্যা বেশি হলে জনগণ লাভবান হয়, দেশের কাজে আসে।' স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া।

০৬ : 'আমাদের রক্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ থাকবে, না কোরআন থাকবে?'—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইসলামি মহাসমাবেশে ইসলামী ঐক্যজোটের এমপি মুফতি ফজলুল হক আমিনী। ওই সভায় ফতোয়াবিরোধী রায় দেওয়ার জন্য দুজন বিচারপতির অপসারণ দাবি।

০৯ : বিচারপতি বি বি রায় চৌধুরীর হাজীগঞ্জের বাড়িতে মূর্তি ভাঙচুর।

: 'মুক্তিযোদ্ধাদের মাত্র ২০ থেকে ৩০ ভাগ বুঝেশুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল। বাকি ৭০ থেকে ৮০ শতাংশই যায় দলীয়করণের মাধ্যমে।...আওয়ামী লীগের হাতে ছিল রিক্রুটিং ক্ষমতা। তারা যাকে ইচ্ছা নিয়েছে ও যাকে ইচ্ছা বাদ দিয়েছে।...জিয়া একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই সহজ-সরল সত্যটা মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? জিয়া যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তা কি অস্বীকার করতে পারেন? জিয়ার ঘোষণার সময় তো আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতারা সেখানে ছিলেন, তাঁরা কেন বললেন না কাজটা তোমার নয়? কেন তাঁরা ঘোষণা দিলেন না?...

'গলদের আরও অনেক বিষয় আছে। আমাদের ইতিহাসের রেকর্ড সঠিক হতে হবে। ৩০ লাখ শহীদের তথ্য কোথায় পেলেন? কোনো এক সময় কেউ একজন ৩ লাখের অনুবাদ করে দিল ৩ মিলিয়ন, আর সেটাই

www.pathagar.com

আমাদের ইতিহাস হয়ে যাবে? ৩০ লাখ শহীদ হতে হলে ৯ মাস দৈনিক ১১ হাজার ১১১ জন করে শহীদ হয়েছে। আমি তো দেখিনি। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৯২ হাজারের মতো। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট যখন দেওয়া হলো, তখন ২০ লাখ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এদের সবাই দলীয়করণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে।

'শাহরিয়ারকে আমি ছেলের মতো স্নেহ করি, আমরা একসঙ্গে বহুদিন কাজ করেছি, বিশেষ করে '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিতে। কিন্তু যখন জানতে চেয়েছি সে কোথায় যুদ্ধ করেছে, তখনই সে নিশ্চুপ থেকেছে, কোনো দিন সদুত্তর দেয়নি।

'শেখ হাসিনা দেশি ও বিদেশি চক্রের দ্বারা পরিচালিত। তিনি সংসদে যেতে রাজি হতে পারেন না। আওয়ামী লীগের পক্ষে সংসদে যাওয়া অসম্ভব। দলের সব এমপি একমত হয়ে সংসদে যেতে চাইলেও হাসিনা রাজি হবেন না। দেশের সম্পদ কোথায় যাচ্ছে, সে প্রশ্ন তুলতে হলে সংসদে যেতে হবে। সংসদে গেলে দায়িত্ব নিতে হয়। দুই প্রধান দলের কেউই দায়িত্ব নেবে না। একদল যখন ক্ষমতায় থেকে লুটপাট করবে, অন্যদল তখন সংসদের বাইরে থাকবে—এটাই তারা ঠিক করে নিয়েছে।'—মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটগল্পের ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ *১৯৭১ ও তারপর*-এর প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান।

১২ : 'সুদ যদি হারাম হয় আমরা হারামের ওপর বসবাস করছি।'—সংসদে অর্থমন্ত্রী। পয়েন্ট অব অর্ডারে জামাতের এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, পবিত্র কোরআনে সুদ হারাম। কিন্তু অর্থমন্ত্রী 'সুদ যদি হারাম হয়' এই বাক্য উচ্চারণ করে সুদ হারাম কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। গোলাম পরওয়ার দাবি করেন, অর্থমন্ত্রীকে 'যদি' শব্দটি প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু স্পিকার তাঁর বক্তব্যটিকে পয়েন্ট অব অর্ডার হিসেবে গ্রহণ করেননি।

২০ : 'বিশ্বে কেবল বাংলাদেশের জনগণকেই মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে রক্ত দিতে হয়েছে।'—ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে প্রদত্ত বাণীতে প্রধানমন্ত্রী।

২১ : একুশের প্রথম প্রহরে প্রধানমন্ত্রী এবং পরে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর সচিব ও অন্যরা শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী ১২টা ০১ মিনিটে শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে চাইলে সরকার সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। শেখ হাসিনা ১২টা ২০ মিনিটে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী চলে যাওয়ার পর হাজার হাজার মানুষ নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে শহীদ মিনারের চত্বরে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশের

www.pathagar.com

লাঠিচার্জ। অনেক সংগঠনের ব্যানার রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

২৮ : চরমপন্থী দুই কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধে আহত ৩০। রূপসা-তেরখাদার ছয় গ্রামে ১৪৪ ধারা।

মার্চ ২০০২

০১ : শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, এরশাদসহ সাড়ে তিন হাজার ব্যক্তির আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল।

: মুন্সিগঞ্জে আ.লীগ-কর্মীর দুপায়ের রগ কর্তন। বাগেরহাটে যুবলীগ-কর্মীর চোখ উপড়ে নিয়েছে যুবদলের দুই ভাই।

০৫ : 'রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাববলয় বিস্তারের প্রবণতার কারণে সংসদ ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ না থাকায় তদবির ও গম বিতরণের মতো কাজে সংসদ সদস্যরা জড়িয়ে পড়েন। কেন্দ্র থেকে তাঁরা অর্থ নেবেন আর কেন্দ্র তাঁদের ওপর কোনো খবরদারি করবে না—এটা বোধ হয় অবাস্তব চিন্তা। স্থানীয়ভাবে অর্থের জোগান দিতে পারলেই তাঁরা খবরদারি থেকে মুক্ত হয়ে জনগণের জন্য কাজ করতে পারবেন।'—সংসদ সদস্যদের 'উন্নয়ন ভূমিকা ও স্থানীয় সরকার' শীর্ষক গোলটেবিলে প্রদত্ত মতামত

: '২০০১ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৬৫৫ জনের বেশি নিহত এবং ২৫ হাজার ৭৭০ জন আহত। পুলিশের হামলায় ৪৪ জন মারা যায়। বিশেষ ক্ষমতা আইন ও ৫৪ ধারা ব্যবহার করে সরকার ঢালাওভাবে জনসাধারণকে গ্রেপ্তার করেছে।'—মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবনতিশীল মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য।

০৭ : পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিষয়ে সরকারের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না পাওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন সহায়তা বন্ধ করেছে ডেনিশ সরকার। এ-প্রসঙ্গে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত নিলস মুস্ক বলেন, অপরাধ, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এভাবে বৃদ্ধি পেলে তাঁর দেশের পক্ষে বাংলাদেশের উন্নয়ন-সহযোগী হিসেবে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়বে।—ইউএনবির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে।

১০ : 'সরকার বদলের পর পিপি-জিপি বদল করা ঠিক নয়।'—প্রধান বিচারপতি।

১৩ : 'ভারতে গ্যাস রপ্তানির সঙ্গে ট্রানজিটের কোনো সম্পর্ক নেই।'—প্রধানমন্ত্রী।

১৪ : শেখ হাসিনার ৫২ বার বিদেশ সফরে ৬৩ কোটি ৭২ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। সাত ডক্টরেট প্রাপ্তির বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে।

১৭ : 'জামায়াতে ইসলামীর দুই মন্ত্রী সরকারে থাকলেও সরকারের ওপর তাঁদের ন্যূনতম প্রভাবও নেই। প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর দলকে সন্ত্রাসমুক্ত না

www.pathagar.com

করতে পারেন, তবে আ.লীগ আবারও ক্ষমতায় আসবে।'—গোলাম আযম চট্টগ্রামে লালদীঘির এক জনসভায়।

১৯ : ৩০ মে-র মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণের ১২ দফা নির্দেশ বাস্তবায়িত না হলে দায়ীদের নামধাম সুপ্রিম কোর্টকে জানানোর জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ। আ.লীগ সরকার সাতবার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুবার ও জোট সরকার পাঁচ মাসে তিনবার সময় নেয় ১৯৯৯ সালে প্রদত্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে।

: ৪৭ মিনিট দেরিতে শুরু করে কোরাম ছাড়া সংসদের অধিবেশন শেষ।

২১ : জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন রহিতকরণ বিল পাস।

২৩ : জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ (রহিতকরণ) বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি।

২৪ : আ.লীগের অনশনে বাধা। ৬ এপ্রিল হরতাল। পুলিশের লাঠিচার্জ। কাঁদানে গ্যাস। মতিয়া চৌধুরী, সাবের চৌধুরী ও আসাদুজ্জামান নূরকে আটক ও পরে মুক্তি। সোহেল তাজসহ আহত ২৫।

২৭ : 'বিচারকদের বিব্রতবোধও ন্যায়বিচারের অংশ। শেখ মুজিবুর রহমানের মামলাটিও বারবার বিভিন্ন আদালতে বিব্রতবোধের মুখোমুখি হচ্ছে। এটা কোনো সামান্য হত্যাকাণ্ড নয়। এর পেছনে রাজনীতি আছে। তা ছাড়া এটা ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায়। তাই এর সঙ্গে সব বিচারক হয়তো নিজেদের সম্পৃক্ত করতে চান না। এসব কারণেই হয়তো বিব্রতবোধটা এত প্রাধান্য পায়। রাজনীতি জড়িত থাক আর না থাক, শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো বিচারপতিকে এ মামলার নিষ্পত্তি করতেই হবে।'—*প্রথম আলো*কে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল।

২৮ : ব্রিটেনের ধনাঢ্য এশীয়দের তালিকায় সাতজন বাংলাদেশি। ইকবাল আহমদ ২১তম স্থানে। অধিকাংশ বৃহত্তর সিলেটের অধিবাসী।

২৯ : '১০ বছর ছয় মাস ধরে দেশে নারী শাসন চলছে। হাদিসে উল্লেখ আছে, যে জাতির নেতৃত্ব দেয় নারী তাদের কল্যাণ হতে পারে না।'—মুক্তাঙ্গনে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা মাওলানা ফজলুল করিম।

এপ্রিল ২০০২

০১ : কক্সবাজার থানায় ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলা। ১৫ পুলিশ আহত, গ্রেপ্তার ১৩। ১৫৫ জনের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা।

: প্রশাসনে প্রচলিত রীতি ভেঙে এই প্রথম একজন চুক্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব ড. কামাল সিদ্দিকীকে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে দায়িত্ব প্রদান।

০৩ : দেশের জনগণের মধ্যে ঘৃণা ও বিভেদ সৃষ্টি, বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা

www.pathagar.com

ও নিন্দামূলক বক্তব্যের অভিযোগে *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ*-এর ৪ এপ্রিল ২০০২ সংখ্যা বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ। 'বিওয়্যার অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রচ্ছদ কাহিনির সারাংশ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করে কোনো কোনো পত্রিকা আগেই প্রকাশ করে।

০৪ : 'পুলিশ যাদের খুঁজে পায় না বলে 'ধরিয়ে দিন' বিজ্ঞাপন দেয়, সেই সন্ত্রাসীরা মিছিল করে কীভাবে?'—প্রধান নির্বাচন কমিশনার। ঢাকায়, রাজশাহী ও খুলনা সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র গ্রেপ্তার করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে।

: ছাত্রলীগের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কাউন্সিলরদের ভোটে লিয়াকত শিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবু (বর্তমানে উভয়েই কারাবন্দী) কেন্দ্রীয় কমিটির যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত।

০৫ : উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে গিয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের এক বছরে ২০৮ কোটি টাকার বেশি লোকসান। সরবরাহ ব্যয় এক টাকা ৯৮ পয়সা, কিন্তু দাম পায় এক টাকা ৮৩ পয়সার কিছু বেশি।

: বিভিন্ন জায়গায় আ.লীগ-বিএনপি সংঘর্ষ, আহত ৫০, গ্রেপ্তার ৫১।

০৭ : অ্যাসোসিয়েশন অব এশিয়ান পার্লামেন্ট ফর পিস-এর চীনে অনুষ্ঠেয় তৃতীয় সম্মেলনে আটজনের পরিবর্তে ৩৬ জন প্রতিনিধি যাচ্ছে। ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দিকী এ ব্যাপারে বলেন, 'সংসদ-সদস্যদের আগ্রহের কারণেই তালিকাটি বড় হয়েছে। গড়ে খরচ হবে প্রায় ১ কোটি টাকা।'

০৮ : বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য। বাংলাদেশের ২৫ রকম পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধার পরিবর্তে ভারত চায় ট্রানজিট ও সীমান্ত-বাণিজ্য।

১০ : ঢাকা-দিল্লি বাণিজ্য-বৈঠক জোড়াতালি দিয়ে শেষ। তিন বছর আগে ঢাকায় প্রদত্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশের ২৫ ক্যাটাগরির ১৯১টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের অঙ্গীকার পূর্ণ হলো না। মাত্র ৪০টি পণ্যের সাপেক্ষ প্রবেশাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

: 'বাংলাদেশে ভারত বছরে ৩ হাজার কোটি ডলারের ব্যবসা করে।'—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

১১ : 'বিশ্ববাণিজ্যে প্রতারণায় ধনী দেশগুলো ১০ হাজার কোটি টাকা ছিনিয়ে নিচ্ছে।'—অক্সফামের অভিযোগ।

১৩ : বাংলাদেশ সফররত ডেনমার্কের পররাষ্ট্রবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি পিটার লিশট হ্যানসেন এক সংবাদ সম্মেলনে চারটি ফেরির টেন্ডার-প্রক্রিয়ায়

www.pathagar.com

দুর্নীতির অভিযোগ করে প্রায় ২৬৪ কোটি টাকার সহায়তা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। তাঁর কথা, 'ডেনমার্কের ইতিহাসে কোনো দেশ থেকে সহায়তা প্রত্যাহার করার ঘটনা এই প্রথম। ডেনমার্কের করদাতাদের প্রতি আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে।' তিনি আরও বলেন, ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যাপারে কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। সহায়তার ব্যাপারটিও আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হবে। নৌপরিবহনমন্ত্রী কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন তাঁর বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগ সত্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

: দুই নেত্রীর নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়। খালেদা জিয়ার দেওয়া শাড়ি শেখ হাসিনা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

১৫ : পিটার হ্যানসেন তাঁর অভিযোগে অটল। বিবিসিকে তিনি বলেন, 'আমরা এখন আশা করছি যে সবার বিরুদ্ধেই আমাদের একই ব্যবস্থা নিতে হবে না।'

: প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তারেক রহমান *দৈনিক দিনকাল*-এর প্রকাশক হলেন।

১৮ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে গত আ.লীগ সরকারের সময় দায়েরকৃত মামলায় অভিযোগ ছিল, ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত কাজে সরকারি হেলিকপ্টার ব্যবহার এবং বিদেশে চিকিৎসার জন্য সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে। সরকার ওই মামলাগুলো প্রত্যাহার করায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখার ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ বলেন, 'একটি নির্বাহী আদেশে মামলা দায়ের করা হয় এবং আরেকটি নির্বাহী আদেশে প্রত্যাহার করা হয়। প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ নয়।'

১৯ : পাবনায় শত শত মানুষের সামনে তিনজনকে জবাই করে হত্যা।

২০ : কর্নেল ফারুক বলেন, 'সংসদে না গিয়ে ভাতা নেওয়াকে আমি নৈতিকভাবে ভালো মনে করি না।'

২৮ : তিতাস গ্যাস কোম্পানির রিডার কোটিপতি মাহবুবউদ্দীন ভূঁইয়া সিঙ্গাপুর যাওয়ার সময় সপরিবারে জিয়া বিমানবন্দরে আটক।

২৯ : ঢাকায় ইডেন কলেজে ছাত্রদল সমর্থক দুদল ছাত্রীর মধ্যে সংঘর্ষ।

মে ২০০২

০৫ : সরকারি শ্বেতপত্রে সেনাপ্রধানসহ সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাকে আইএসপিআর বিভ্রান্তিকর হিসেবে অভিহিত করেছে। সরকারি দলিলে প্রদত্ত বিবরণীর বিরুদ্ধে সেনাসদরের

www.pathagar.com

সরাসরি অবস্থান বাংলাদেশে এই প্রথম।

০৯ : 'একজন মুক্তিযোদ্ধার সর্বনিম্ন বয়স কত হবে, সে বিষয়ে সরকারের কোনো নীতিমালা নেই।'—মুক্তিযুদ্ধের সময় সাড়ে চার বছর বয়স ছিল এমন মুক্তিযোদ্ধাকে চাকরি প্রদান প্রসঙ্গে সরকারি কর্মকমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মোস্তফা চৌধুরী।

১০ : রমনা কালীমন্দির বিএনপি ক্যাডাররা দখল করে বলেছে, 'গয়েশ্বরের নির্দেশ ছাড়া কোনো পূজা, সভা-সমিতি হবে না।'

: নিহত শিশু নওশীনদের বাসায় গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, 'জন্ম-মৃত্যুর ওপর কারও হাত নেই। আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছেন।'

১১ : 'লঞ্চ যে ডুববে না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। টাইটানিকও ডুবেছিল।'—লঞ্চডুবি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

১৩ : নিবর্তনমূলক আটকের বিধান রেখে নতুন আইন প্রণয়নে আইন কমিশনের না।

১৪ : খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এসআই নিয়োগ মামলার কার্যক্রম হাইকোর্ট বাতিল করলেন।

১৯ : সামান্য সংশোধন করে বিশেষ ক্ষমতা আইন বহাল রাখার জন্য আইন কমিশনের পরামর্শ।

২০ : ক্যাসেট কেলেঙ্কারির মামলায় আদালত অবমাননার জন্য এরশাদের ছয় মাস ও *মানবজমিন*-এর সম্পাদকের এক মাস কারাদণ্ড। এ ছাড়া এরশাদ, *মানবজমিন*-এর সম্পাদক ও প্রকাশককে দুই হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দুই দিনের কারাদণ্ড।

: সংবিধানসিদ্ধ নয়, তবু প্রতিবছর সম্পূরক বাজেট হচ্ছে।

২৩ : প্রধানমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে হোটেলে বসেই গুরুত্বপূর্ণ ফাইলে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। 'যখন সময় হবে, পরিবেশ হবে, তখনই সংসদে যাব।'—বিদেশে এক মাস থেকে দেশে ফিরে শেখ হাসিনা। তাঁর কথা : 'আ.লীগ সহনশীলতা দেখাচ্ছে, অন্য কোনো দেশ হলে গৃহযুদ্ধ হয়ে যেত।'

২৭ : বারের এক বর্ষীয়ান আইনজীবীর মৃত্যুতে কোর্ট বন্ধ না করায় চাঁপাইনবাবগঞ্জে আইনজীবীরা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে মারধর করেন।

২৮ : গত বছরে সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দুসম্প্রদায় এবং মহিলাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা বলেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

৩০ : রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী জিয়ার মাজারে না যাওয়ায়, তাঁর বাণীতে জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক না বলায় বিএনপি মহলে নানা গুঞ্জন।

www.pathagar.com

জুন ২০০২

০১ : আ.লীগের সহায়তায় সেন্টার ফর ইনফরমেশনস কর্তৃক প্রকাশিত *নির্বাচনে কারচুপি ও অবৈধ সরকার : বাংলাদেশের নির্বাচন ২০০১* শীর্ষক গ্রন্থে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মুখ্য ভূমিকায় ১৭ পন্থায় নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি করা হয়েছে।

০৩ : '১৭ রকম কারচুপি করে ১৫২টি আসনে আওয়ামী লীগকে গত সংসদ নির্বাচনে হারানোর অভিযোগ উত্থাপন করে তারা ২০-২১টি মামলা করেছে এবং দুটো মামলা তারা উঠিয়ে নিয়েছে।'—আইনমন্ত্রী।

০৪ : 'বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন'-এ বহু অনিয়ম ও অসংগতির উল্লেখ করে সংশোধনের সুপারিশ করেছে সরকারি কর্মকমিশন।

০৬ : সংসদে বাজেট পেশ : রাজস্ব আয় ৩৩.০৮৪ কোটি টাকা, ব্যয় ২৩ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। উন্নয়ন ব্যয় ১৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ঘাটতি ১১ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা। শিক্ষা খাতে ৬ হাজার ৭১০ কোটি টাকা, বরাদ্দ বৃদ্ধি ১৪ শতাংশ। কম্পিউটার, চিনি, গুঁড়ো দুধ, ভোজ্য তেল ও সিমেন্টের দাম বাড়তে পারে। চিকিৎসক, আইনজীবী ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভ্যাট বসছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট গত বছরের চেয়ে দেড় গুণ বেশি। আয় ৭৫ হাজার টাকা হলেই কর দিতে হবে। প্রতিরক্ষা ব্যয় বেড়েছে ২৬৯ কোটি টাকা।

১০ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌথ অভিযানে ১২৪ আটক, ১৭ গ্রেপ্তার। শীর্ষ সন্ত্রাসী মুকি, টগর ও টিটু ধরা পড়েনি। বুয়েটে সব বহিরাগতকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ।

১১ : সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল হারুনকে ১৬ জুন থেকে বাধ্যতামূলক অবসর। নতুন সেনাপ্রধান মে. জেনারেল মশহুদ চৌধুরী।

: জাসদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে জেলা-উপজেলা পর্যায়ের নেতারা বলেন, 'আমরা চাই না জাসদ থেকে আর কোনো শাজাহান সিরাজ কিংবা আ স ম আবদুর রব তৈরি হোক।'

: 'আওয়ামী লীগ সংসদে যাবে। তবে কবে, কখন এবং কী পরিস্থিতিতে সংসদে যাবে, সেটাই এখন বিবেচ্য বিষয়।'—শেখ হাসিনা।

১৩ : 'দেশবাসীর ধর্মীয় অনুভূতি ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সরকার যমুনা গ্রুপের বিয়ার ও মদের উৎপাদন বাজারজাত করা নিষিদ্ধ করেছে।'—সরকারি তথ্যবিবরণী।

: 'মদ বেচা টাকা না হলে হালাল সাবান প্রস্তুতকারীদের টাকা হালাল হচ্ছে না।'—চরমোনাই পীর সৈয়দ ফজলুল করিম, যমুনা ডিস্টিলারির মদ

www.pathagar.com

উৎপাদন বিষয়ে নাটোরে এক জনসভায়।

: '১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বর্তমান বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের হার ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগ। এখন সেই হার ১০ ভাগ।

১৬ : 'বুয়েটও সন্ত্রাসীদের কবলে, প্লিজ ম্যাডাম, একটা কিছু করুন'—প্রধানমন্ত্রীকে নিহত ছাত্রী সনির বাবা-মা।

: 'সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বর্তমান অনুমোদিত পদসংখ্যা ৭ লাখ ৪৬ হাজার ১০ জন এবং ৭৫ হাজার ৭৭৬টি সরকারি পদ এখন শূন্য রয়েছে।'—সংসদে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আমিনুল হক।

১৮ : সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি ২৬৭(১) সংশোধন করা হলো জামায়াতের এমপি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উদ্যোগে। এখন থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে সংসদকে সম্মান দেখাতে হবে না। যাঁর যাঁর ধর্মীয় রেওয়াজ অনুসারে ইচ্ছে করলে সংসদ সদস্যরা সংসদকে সম্মান জানাতে পারেন।

১৯ : বিএনপি সংসদীয় দলের সভায় রাষ্ট্রপতি চৌধুরীকে জিয়াউর রহমানের হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য বিচার করার দাবি জানিয়ে একজন বলেন, 'ভাগ্যিস, সময়মতো হারুনকে সরানো হয়েছিল, নইলে এরা যে কী করে ফেলত!'

২০ : বিএনপি সংসদীয় দলের দ্বিতীয় দিনের সভায় সর্বসম্মতভাবে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ, অন্যথায় তাঁকে অভিশংসন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'আমি সব শুনেছি, আমারও অনেক দুঃখ আছে, কিন্তু আমি এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইনি। আজ আপনাদের সবার যে মত, আমারও সেই একই মত।'—বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

: রাষ্ট্রপতির পুত্র এমপি মাহী বি চৌধুরী বলেন, তাঁর পিতা রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করবেন তিন কারণে : ১. তিনি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ২. তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব ও শহীদ জিয়াউর রহমানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহচর এবং ৩. তিনি বিএনপির লাইসেন্স হোল্ডার।

: 'ভারতের কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী বাংলাদেশে নেই, বরং ভারতে একদল বাংলাদেশি সন্ত্রাসী রয়েছে।'—পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

: ২০০০-২০০১ অর্থবছরে একজন সংসদ সদস্য ৯৮ কোটি টাকা কর দিয়ে ৯৮৭ কোটি টাকা সাদা করেন।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান।

: 'আমি নিজের হাতে জিয়ার লাশ দাফন করেছি। সুনিশ্চিত করে বলতে পারি, লাশটি জিয়ার ছিল।'—এরশাদ, জাতীয় পার্টির এক সভায়।

২১ : রাষ্ট্রপতি হিসেবে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগ।

: হয়তো আমাদের রাজনীতি আজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে

www.pathagar.com

নিরপেক্ষতার সুবিধাটাই সবাই চান, অসুবিধাটা কেউ চান না।—*ভোরের কাগজ*-এ সম্পাদকীয়।

২২ : খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানকে বিএনপির ১ নম্বর যুগ্ম মহাসচিব নিয়োগ করা হলো।

: 'রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগে বাধ্য করা যায় না, প্রধানমন্ত্রীকে যায়।'—ড. কামাল হোসেন।

: প্রধানমন্ত্রীর কাছে অডিট রিপোর্ট পেশ। প্রায় ৬৬৪ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম।

২৩ : 'আমার নিয়োগে দলে উত্তরাধিকার-রাজনীতি সূচিত হয়নি।'—বিবিসিকে তারেক রহমান।

২৪ : আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের ৭০ কর্মদিবস অনুপস্থিত থাকার পর সংসদ অধিবেশনে যোগদান। দুই ঘণ্টার মধ্যেই ওয়াক আউট।

২৬ : 'জিয়ার মাজারে না যাওয়ার জন্য বা তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষক না বলার জন্য কেবল তাঁর পদত্যাগ চাওয়া হয়নি। আরও কারণ ছিল। প্রয়োজনে বলব। আর বলবই বা কেন, এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়।'—সংসদে মওদুদ আহমদ।

: মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্সের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচালককে ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকার চেক প্রদান।

: 'তারেক রহমানের জন্য আপনাদের এত গায়ে জ্বালা কেন? তারেক রহমান এ দেশে থাকে, এখানে রাজনীতি করে। তাঁর সমালোচনা করবেন না। আপনাদের বংশধর তো দেশে নেই। ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করে আমেরিকায় চলে গেছে।'—সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে সংসদে নৌপরিবহনমন্ত্রী আকবর হোসেন।

২৭ : 'গত তিন বছর খাদ্য আমদানি করতে হয়নি, বরং উদ্বৃত্ত ছিল।'—সংসদে খাদ্যমন্ত্রী।

২৮ : কেরানীগঞ্জে তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু থেকে জনসভাস্থল পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার পথজুড়ে ১৫৮টি তোরণ নির্মাণ, পাঁচ শতাধিক মোটরসাইকেল নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।

: আশুগঞ্জে মালবাহী ট্রাক খাদে, ছয় শ্রমিক নিহত।

: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১২ বার কনসালট্যান্সি বা পার্ট টাইম চাকরি বন্ধের উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ। একজন শিক্ষকের পেছনে মাসে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। কাজের স্বচ্ছতার ব্যাপারে তাঁরা জবাবদিহি করতে রাজি নন। কনসালট্যান্সি করে আয়ের ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে

www.pathagar.com

দেওয়ার বিধি, অধিকাংশ শিক্ষকই তা মানেন না।

২৯ : 'প্রধান বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ষড়যন্ত্রের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে। কেউ পার পাবে না। বিরোধী দলের সদস্যরা কেবল সদস্যপদ রক্ষার্থে সংসদে যোগ দিয়ে অযৌক্তিক ছুতা তুলে সংসদ বর্জন করেছেন।'—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

: 'ষড়যন্ত্রকারীরা আপনাদের দলেই আছে।'—বিরোধীদলীয় নেত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে।

৩০ : ৫০ বছরের পুরোনো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আদমজী চটকল ১৯৭২ সালে জাতীয়করণের পর ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ক্ষতি সহ্য করে অবশেষে বন্ধ। বহু শ্রমিকের অশ্রুভারাক্রান্ত বিদায়।

জুলাই ২০০২

০৫ : 'শুধু চেহারা দেখাতে থাকতে পারি না।'—আ.লীগের সংসদ সদস্য আবদুল হামিদ।

০৯ : দুর্নীতির ফলে গত বছরে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ১১ হাজার কোটি টাকা, যা ১৯৯৯-২০০০ সালের জিডিপির ৪.৭ শতাংশ। প্রথম শ্রেণীর কর্তারা বেশি দুর্নীতিপরায়ণ। সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ, বিডিআর, আনসার, ভিডিপি।—ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন।

১০ : 'বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র দেশ, যেখানে বিনিয়োগ করে রাতারাতি ১০০ ভাগ মুনাফা অর্জন করা যায়।'—লাফার্জ-কোবে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী।

১৩ : খুনের মামলায় আ.লীগের প্রবীণ এমপি কর্নেল (অব.) শওকত আলীর জামিন মঞ্জুর করা হয়নি। স্পিকারকে না জানিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার ও জেলহাজতে প্রেরণ।

১৪ : সংসদে শওকত ছাড়া আওয়ামী লীগ যাবে না। 'শওকত আলীর গ্রেপ্তার বিচার বিভাগীয় বিষয়, সংসদে ফিরে আসুন।'—স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মান্নান ভূঁইয়া।

: ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ ধারা, পুলিশ রিমান্ড এবং জামিনের বিষয়ে আইন কমিশন কিছু সুপারিশ করেছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৫৪ ধারার বিধান গুরুত্বপূর্ণ এবং তা রাখার প্রয়োজন আছে। তবে আমলযোগ্য অপরাধে যুক্তিসংগত কারণে সন্দেহ না হলে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের না হলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে মুক্তির নির্দেশ দিতে পারবেন। দেশে আগাম জামিন সম্পর্কে কোনো আইন নেই। সুনির্দিষ্ট আইন থাকা প্রয়োজন। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করতে হবে। রিমান্ডে নেওয়া আসামিকে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার করে আদালতে হাজির করতে হবে। যাতে আদালত দেখতে পারেন আসামির ওপর নির্যাতন করা হয়েছে কি না। পুলিশ হেফাজতে কারও মৃত্যু হলে বা শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে তাকে দেওয়া হয়েছিল, তাকেই প্রাথমিকভাবে দোষী বিবেচনা করা হবে। সাজাপ্রাপ্ত কোনো আসামির বিরুদ্ধে পুনর্বার একই অভিযোগে মামলা হলে তার জামিন নিষিদ্ধ করার বিধান রাখারও সুপারিশ করা হয়।

১৭ : বাংলাদেশ জাদুঘরের অডিটরিয়ামের 'শহীদ জিয়া অডিটরিয়াম' নামকরণ।

২৩ : 'শুধু দুর্নীতির কারণে প্রতিবছর তিতাসের ২০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।'—বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন। তিতাসে সিস্টেম লস হওয়া উচিত ১ শতাংশের কম, হচ্ছে ৮ শতাংশ।

: 'দুর্নীতির কারণে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। সরকারি ক্রয়নীতিও দুর্নীতিগ্রস্ত। এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।'—বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফ্রেডরিক টেম্পল।

২৪ : শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে পুলিশের হানা, ঢাবি ক্যাম্পাস উত্তেজিত। ১৮ ছাত্রী গ্রেপ্তার ও পরে মুক্তিদান। সংঘর্ষে শতাধিক আহত।

: 'ছাত্রলীগ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিলে এ ঘটনা ঘটত না।'—ছাত্রদল।

: 'ছাত্ররাজনীতি বন্ধের জন্য সরকার পরিকল্পিতভাবে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।'—ছাত্রলীগ।

: 'শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট সুলতানা শফি অনুগত ছাত্রদের লেলিয়ে দিয়ে পরিবেশ ঘোলাটে করেছেন।'—ঢাবির ভাইস চ্যান্সেলর।

২৯ : ঢাবি ক্যাম্পাসে পুলিশি অ্যাকশনে শতাধিক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-সাংবাদিক আহত। 'শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় আমি মর্মাহত।'—উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী।

: সাভার স্মৃতিসৌধের পরিদর্শক বইয়ে পারভেজ মোশাররফ লেখেন, 'আমি পাকিস্তান গণপ্রজাতন্ত্রের জনগণের পক্ষ থেকে তাদের বাংলাদেশি ভাইবোনদের প্রতি জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। এ দেশের মাটি ও জনগণ শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধিতে বিশ্বাসী বলে আমি মনে করি।

www.pathagar.com

আপনাদের পাকিস্তানি ভাই ও বোনেরা ১৯৭১ সালের ঘটনার জন্য আপনাদের দুঃখ-বেদনার অংশীদার। ওই দুর্ভাগ্যজনক সময়ে যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তা সত্যিই দুঃখজনক। আসুন মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে আমরা অতীতের সব দুঃখ-বিভেদ ঝেড়ে ফেলি।'

৩০ : '১৯৭১ সালের ঘটনাবলির ব্যাপারে অকপট বক্তব্য রেখেছেন বলে আপনাকে অভিনন্দন জানাই। এটি নিঃসন্দেহে পুরোনো ক্ষত উপশমে সহায়ক হবে।'—খালেদা জিয়া।

৩১ : ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম তাঁদের পদত্যাগের দাবি নিয়ে টানা আন্দোলনের সপ্তম দিনে এবং ছাত্রছাত্রীদের আমরণ অনশনের তৃতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পদত্যাগ করেছেন। ৫৬ ঘন্টা পর ছাত্রছাত্রীরা অনশন ভেঙেছে।

: বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাড়াবাড়ি সম্পর্কে পারভেজ মোশাররফের বক্তব্য : 'আমি যথেষ্ট বলেছি।'

আগস্ট ২০০২

০১ : 'অনেক মূল্য দিয়ে অর্জিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অল্প কয়েকজন শিক্ষকের দলীয় আনুগত্যের কারণে লঙ্ঘিত হয়েছে।'—শহীদ মিনারের এক সমাবেশে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন উপাচার্যের কেউই তাঁদের নিয়মিত মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি।

: শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে রাজশাহী ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন ও মৌন মিছিল প্রক্টরের বাধায় পণ্ড।

১৯ : 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুরিকৃত অর্থের মাত্র ১০ ভাগ ছাত্রদের জন্য শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়। বাকি ৯০ ভাগ ব্যয় হয় বেতন ও প্রশাসন খাতে।'—শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক এক সেমিনারে।

২৮ : দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান এবারও শীর্ষে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে ১০২টি দেশের অবস্থা বিবেচনা করা হয়।

সেপ্টেম্বর ২০০২

০৬ : 'একজন দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে আমরা বিরোধী দলের দাবি পূরণ করেছি।'—প্রধানমন্ত্রী।

: 'অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সম্পূর্ণ বিএনপির লোক।'—শেখ হাসিনা।

১৭ : সংসদে শেখ হাসিনার মাইক চারবার বন্ধ, দুই দফা ওয়াক আউট।

www.pathagar.com

২০ : প্রশাসনে একজনের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে অধস্তন পাঁচজনের পদোন্নতি বিলম্বিত বা বন্ধ হয়।—*প্রথম আলোর* প্রতিবেদন।

: সংবিধান অনুসারে একজন অস্থায়ী বিচারক নিয়োগ সত্ত্বেও আপিল বিভাগে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিলের শুনানি হচ্ছে না। সাতজনের মধ্যে ছয়জন বিচারক নানা কারণে শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। এ ধরনের মামলায় অন্তত তিনজন বিচারকের প্রয়োজন।

: রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে আদালতকে খবরদারি করতে দেওয়ার জন্য আইন হোক।—প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল।

২১ : 'আমাকে শহীদ মিনারে যেতে দিন, ওখানে আমার বাবার রক্ত রয়েছে।'—মেঘনা গুহঠাকুরতা।

২৩ : নাটোরের হাবেয়ার কয়েকটি ক্রিশ্চিয়ান বাড়িতে সন্ত্রাসীদের হামলা।

২৪ : রাজনৈতিক কারণে সরকার প্রায় সাড়ে ৩ হাজার মামলা তুলে নিয়েছে। ৩৮ হাজার ১৯০ জন আসামির অভিযোগ থেকে খালাস।

২৫ : 'প্রাইভেট পোর্ট স্থাপনের অনুমতি দেওয়া না হলে মার্কিন বিনিয়োগ হুমকির মুখে পড়বে।'—চট্টগ্রামে মার্কিন দূত মেরি অ্যান পিটার্স।

২৬ : *কথাকৃষ্ণকলি* নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ফাঁসির দাবিতে রাসুল সৈনিক পরিষদের ফরিদপুরে মহাসমাবেশ।

৩০ : 'এত দিন সরকার পোশাকি বাহিনী দিয়ে শহীদ মিনার অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, এখন পোষা বাহিনী দিয়ে শহীদ মিনার দখল করে নিয়েছে।'—শহীদ মিনারের সমাবেশে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

অক্টোবর ২০০২

০৭ : নারায়ণগঞ্জের পাগলার নয়ামাটিতে দুর্গামন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর।

: কিশোরগঞ্জে নাট্যমঞ্চে হামলা, আহত ৫০।

: 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো লোকের ওপর হামলা-নির্যাতন হলে পুলিশ সদস্যরা তাদের সহায়তা দানে সক্রিয় হয় না।'—মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক রিপোর্টের তথ্য।

০৮ : চট্টগ্রাম শহরের তিনপুল জামে মসজিদে মাইকে আজান দেওয়ার পক্ষে ও বিপক্ষের দুদলের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত পাঁচ।

১০ : 'চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা কমিশনার নির্বাচিত হয়েছে। এখন তাদের বডিগার্ড লাগছে। সামনে বডিগার্ডদের বডিগার্ড লাগবে।'—বিইউপির সেমিনারে অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত।

: পাবনার আতাইকুলা থানার কুচিয়ামোড়ার শাঁখারীবাজারে ৪০০ বছরের

www.pathagar.com

পুরোনো দুর্গামন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর। এলাকাবাসী চিৎকার করলেও ২০০ গজ দূরের পুলিশ ক্যাম্প থেকে কেউ এগিয়ে আসেনি।

১২ : বিভিন্ন লেখায় ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ করার দায়ে গোপালগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সুইডেন-প্রবাসী লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।

১৩ : '২০১৫ সালে টোকিও, মুম্বাই ও লেগোসের পর ঢাকা বিশ্বের চতুর্থ জনবহুল নগরী হবে।'—ইউএনডিপির প্রতিবেদন।

: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্মৃতি সংরক্ষণাগারে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতিসহ কিছু স্মৃতিফলক ভাঙচুর।

১৭ : সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনীর 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' শুরু। সারা দেশে গ্রেপ্তার ১৩৬৫। অধিকাংশ বিএনপির নেতা-কর্মী। রাজধানীতে তিন কমিশনারসহ আটক দুই শতাধিক। বগুড়ায় শেরপুর থানার বিএনপির সভাপতি জানে-ই-আলম খোকা গ্রেপ্তার। মুক্তির দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ। সেনাসদস্যের গুলিতে এক রিকশাচালক নিহত। চট্টগ্রামে দুই কমিশনারসহ গ্রেপ্তার ৫০। খুলনায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সুজা, বিএনপি নেতা গাফফার বিশ্বাসসহ ১৭ গ্রেপ্তার।

: দ্রুত বিচারে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল হচ্ছে।

১৯ : 'বাংলাদেশে সংস্কার কর্মসূচির এক কেন্দ্রবিন্দু সুশাসন প্রতিষ্ঠা।'—*প্রথম আলো*কে বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিয়েকো নিশিমিজু।

২৩ : '৫৪ ধারায় সংসদ সদস্যদের গ্রেপ্তার করা বেআইনি।'—স্পিকারের কাছে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের স্মারকলিপি।

২৪ : 'সেনাসদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া ও পোশাক দেখেই আতঙ্কিত সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ হার্টফেল করছে।'—রাজশাহী অঞ্চলে টাস্কফোর্সের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিনুল হাসান সেনা হেফাজতে মৃত্যু সম্পর্কে।

: 'ঝাড়ুদারদের টাকায় দেশ চলছে, অথচ তারাই যখন আসে, তখন বিমানবন্দরেই তাদের সর্বস্ব এমনভাবে কেড়ে নেয়, যেন কোনো ডাকাতের মালামাল সবাই মিলে লুটপাট করছে।'—অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ড. ইউনূস।

৩০ : 'বাংলাদেশে গত সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, দেশব্যাপী সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।'—৩০ অক্টোবর ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান সেন্টার অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্টাডি আয়োজিত এক সেমিনারে শেখ হাসিনা।

www.pathagar.com

নভেম্বর ২০০২

০২ : 'নারী নেতৃত্বের বিরোধী জামায়াতের সেক্রেটারি পূজামণ্ডপে গিয়ে মেয়েদের হাতের মালা গলায় পরেন। আওয়ামী লীগ ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু আর বিএনপি গোপন শত্রু। আওয়ামী লীগ মাদ্রাসায় হামলা চালিয়েছে আর বিএনপি চালিয়েছে মসজিদে। এরশাদ ইসলাম ও আমার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। আমি কোনো দিন এরশাদের নেতৃত্ব মেনে নেইনি।'—পিরোজপুরের ছাত্র সম্মেলনে চরমোনাইয়ের পীর।

০৮ : 'বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, সে কি আইএসআইএর কলোনি বানানোর জন্য?'—ভারতের কতিপয় সংবাদপত্রে প্রচারিত সংবাদ প্রসঙ্গে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তোফায়েল করিম হায়দারের মন্তব্য।

২১ : ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রস্তাব পাস এবং সেনা হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতনের বিচার দাবি।

২২ : 'সেনা হেফাজতে মানুষ হত্যা মামলার হুকুমের আসামি হবেন প্রধানমন্ত্রী।'—শেখ হাসিনা।

২৫ : 'ঢাকা শহর থেকে ১৭১টি দৈনিক, ২৩১টি সাপ্তাহিক ও ২৬৯টি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।'—সংসদে তথ্যমন্ত্রী।

২৭ : জাতীয় কৃষি পুরস্কার থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে আ.লীগ শেষ দুটি দিবসে অনুপস্থিত।

: 'আল-কায়েদার সদস্যরা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।'—ভারতের লোকসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং।

৩০ : ঢাকায় দেড় শ তালেবান ও আল-কায়েদা যোদ্ধা আশ্রয় নিয়েছে বলে *টাইমস* সাময়িকীর দাবি।

: সম্প্রতি যেসব দেশে পর্যটনের ব্যাপারে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো তাদের নাগরিকদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশের নাম নেই।

ডিসেম্বর ২০০২

১৪ : 'ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার একশ্রেণীর এজেন্ট এ দেশকে মেধাশূন্য করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল।'—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর শাখার এক আলোচনা সভায় বক্তারা।

: 'বিশ্বযুদ্ধের জন্য জাপান এবং একাত্তরের ঘটনার জন্য পাকিস্তান ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এখনো ক্ষমা চায়নি।'—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বিএনপির এক সভায় *হলিডে* সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খান।

১৭ : 'আমরা চাই যৌথ বাহিনীর অপারেশন সফল হোক। কিন্তু আমার ভাইয়ের

www.pathagar.com

মতো করুণ মৃত্যু যেন কারও না হয়।'—নারায়ণগঞ্জ বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কমিশনার আবদুল মজিদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর ভাই টাইগার ফারুককে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেন।

২২ : 'পুলিশের হেফাজতে থাকার সময় আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা এক কথায় অমানবিক। আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। ইলিকট্রিক শকসহ কিছু শারীরিক নির্যাতনও করা হয়। শেষের দিকে তারা আমাকে রাজসাক্ষী হওয়ার প্রস্তাব দেয়।'—বিবিসিকে প্রিসিলা রাজ জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর। চ্যানেল-৪-এর দুই বিদেশি সাংবাদিকের দোভাষী হিসেবে তিনি কাজ করেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন।

২৫ : 'বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অত্যন্ত জটিল। সংস্থাটি অতিরিক্ত লোকবলে ভারাক্রান্ত ও অতিরিক্ত ইউনিয়নবাজিতে নিষ্ক্রিয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাপিয়ে দেওয়া নির্দেশ মেনে চলতে অভ্যস্ত এবং পেশাগত দিক থেকে অত্যন্ত সংকীর্ণ।'—এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক।

২০০৩

জানুয়ারি ২০০৩

১৬ : যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসের ঝুঁকি তালিকায় বাংলাদেশ। ছাত্র, পর্যটক, ব্যবসায়ী ও অনভিবাসী ভিসায় গমনকারী সব বাংলাদেশির নিবন্ধনে টিপসই বাধ্যতামূলক। যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষাধিক বাংলাদেশির ভাগ্য অনিশ্চিত।

১৮ : ৫০ দিন আটক থাকার পর সাংবাদিক সালিম সামাদ তাঁর ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করে বলেছেন, 'আমি একলা তো দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারি না। শত মিলিয়ন ডলার ও বহু নেটওয়ার্ক প্রয়োজন।'

: 'নির্বাচন এলেই বুঝতে পারি আমরাও নাগরিক।'—গোয়ালন্দে যৌনকর্মীদের বক্তব্য।

২৯ : মিগ-২৯ ক্রয়ে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রাক্তন সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধান, প্রতিরক্ষা সচিবসহ সাতজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল।

ফেব্রুয়ারি ২০০৩

০৫ : ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং বাংলাদেশ ব্রিটিশ চেম্বার অব কমার্সের যৌথ উদ্যোগে আহূত এক অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ

www.pathagar.com

পার্লামেন্টের সর্বদলীয় বাংলাদেশবিষয়ক গ্রুপের চেয়ারম্যান কেরি পলার্ড বলেন, 'যে দেশে জেলখানায় রহস্যময় কারণে মানুষ মারা যায়, সেখানে কেউ বিনিয়োগ করবে না। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হচ্ছে প্রধান স্বার্থ।' অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু চৌধুরী বলেন, 'কোনো কোনো সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য একধরনের কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।'

১৪ : 'অর্থনৈতিক কারণে বাংলাদেশ থেকে মানুষ ভারতে প্রবেশ করে। অনুপ্রবেশের ব্যাপারে তথ্যপ্রমাণ বাংলাদেশ সরকারকে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং সে কারণেই তারা জনসমক্ষে কিছু বলতে পারছে না। ভারত কিছু লোকের তালিকা দিয়েছে।'—ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং।

১৭ : 'পাকিস্তানের আইএসআইকে বাংলাদেশ ব্যবহার করছে। বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে ভারত প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে।'—ভারতের লোকসভায় রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম।

২০ : 'যে দল ক্ষমতায় এসে সরকারি দপ্তর থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে ফেলে, বিকৃত করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, তারাই যখন বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা পুরস্কারে পুরস্কৃত করতে চায়, তা জাতির সঙ্গে এক নির্মম পরিহাস।—আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল।

২১ : বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একজন সেক্টরপ্রধানকে পদক দিয়ে সরকার স্বাধীনতাকে অপমানিত করেছে।—এক আলোচনা সভায় আবদুল জলিল।

মার্চ ২০০৩

১২ : ইসলামি বিপ্লব করার লক্ষ্যে সারা দেশে ১১টি জঙ্গি সংগঠনের ৪৮টি ঘাঁটি রয়েছে বলে প্রকাশ।

২৫ : 'শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান সমগ্র জাতির সম্পদ।'—স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৩ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী।

: 'জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর সমান্তরাল করার চেষ্টা হচ্ছে।'—হাসিনা।

৩১ : 'প্রধানমন্ত্রীর পরিবার বিদেশে ইপিজেড বানাচ্ছে।'—শেখ হাসিনা।

এপ্রিল ২০০৩

০১ : বাংলাদেশ সরকার পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারসহ অসংখ্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। এ দেশে উচ্চ আদালত স্বাধীনতা ভোগ করলেও নিম্ন আদালত দুর্নীতিগ্রস্ত।—মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

www.pathagar.com

২৩ : 'খেলাপি ঋণের শতকরা ৭৫ ভাগ দায়িত্বই ব্যাংকারদের।'—অর্থমন্ত্রী 'অর্থঋণ আদালত ২০০৩' শীর্ষক সেমিনারে তিনি আরও বলেন, 'আড়াই হাজার খেলাপির কাছে আটকে পড়েছে ১৭ হাজার কোটি টাকা এবং এর মধ্যে ৩২১ জনের কাছে আছে ১০ হাজার কোটি টাকা।'

মে ২০০৩

০৭ : 'মানুষ মারতে সেনা নামলেও সরকার দুর্গত এলাকায় সেনা মোতায়েন করেনি।'—ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টর্নেডোদুর্গত এলাকায় শেখ হাসিনা।

০৯ : শিশুদের জন্য নির্বাচিত ২৮২টি বইয়ের ২ লাখ ২২ হাজার কপির মধ্যে জিয়াউর রহমানের ১৫টি জীবনী ও খালেদা জিয়ার দুটি জীবনীগ্রন্থের প্রায় ১ লাখ ৫২ কপি কেনা হচ্ছে।—*প্রথম আলো*।

১৮ : 'এনজিওরা গরিব মানুষকে ছাগলটাগল দিয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু ক্ষমতায় কে আসবে-যাবে তা নিয়ে মাথা ঘামালে আমরা সহ্য করব না।'—অর্থমন্ত্রী।

: 'বিচার বিভাগ পৃথক করতে ছয়-সাত বছর লাগবে।'—দাতা প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ।

১৯ : প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার হুমায়ুন খান পন্নীর স্ত্রী সুলতানা খান (৭০) খুন।

: 'এত মন্ত্রণালয়, এত বেশি মন্ত্রী।...আপনাদের অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর অত্যন্ত শক্তিশালী...এমন দক্ষ, যোগ্য, সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব পাওয়া আপনাদের জন্য সৌভাগ্যের। গত সিটি নির্বাচনে নজিরবিহীনসংখ্যক কুখ্যাত অপরাধী রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেয়েছে ও নির্বাচিত হয়েছে। ...কোনো দলই অপরাধমূলক তৎপরতার জন্য দলীয় লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'—*প্রথম আলো*কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে দাতা প্রতিনিধিদের নেতা মিয়েকো নিশিমিজু।

২৭ : আ.লীগ সরকারের সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়ের করার কথা উল্লেখ করে খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, অস্ত্র ও বোমাবাজির ১৫০টি মামলার ১৪০৮ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস দেওয়া হয়েছে। গত ১৯ মাসে খালাস পাওয়া আসামির সংখ্যা মোট ৫৩ হাজার ৪০৮।—*প্রথম আলো*।

জুন ২০০৩

০৯ : রাজনৈতিক তদবিরে এক যুগে দেশে ১৪০টি পৌরসভা। দেশের ২৭৬টি পৌর এলাকার মধ্যে ১৭৪টিতেই নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নেই।

১০ : রাষ্ট্রপতি বি চৌধুরীকে অপসারণের পর এক বছরে বিএনপি সংসদীয় দলের সভা হয়নি।

www.pathagar.com

২৬ : 'আমার পিতা ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের পূর্বপর্যন্ত পাকিস্তানের অনুগত ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানও পাকিস্তানের জেলে থাকা পর্যন্ত সে দেশের প্রতি অনুগত ছিলেন। শেখ মুজিব ২১ বার শপথ করে জানিয়েছিলেন যে তিনি পাকিস্তান ভাঙার সঙ্গে জড়িত নন। উলফা নেতা জেলখানায় থেকেও জানিয়েছেন যে তিনি আসামের স্বাধীনতা চান, মুক্তিযোদ্ধা অনুপ চেটিয়ার বুকের যে পাটা আছে, হাসিনার পিতার তা-ও ছিল না।...আওয়ামী লীগ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের কারখানা। ...আমি নিজেও কিছুদিন মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যখন শেখ হাসিনার পাশে ছিলাম, তখন আমি ছিলাম একজন মুক্তিযোদ্ধা।'—সংসদে সালাহ্উদ্দিন কাদের চৌধুরী।

জুলাই ২০০৩

০৪ : মন্ত্রী ও এমপিদের বেতন-ভাতা স্বাধীনতার পর নয়বার বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৮ : জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নিম্ন মানব উন্নয়নের দেশ থেকে মাঝারি মানব উন্নয়নের দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ২০০১ সালের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান মানব উন্নয়ন সূচকে ১৪৫ থেকে ১৩৯-এ উন্নীত হয়েছে।

২৬ : 'যে গণতন্ত্রের জন্য ক্ষমতা ছেড়েছিলাম, সরকার তা অচল করে দিয়েছে।'—রাজবাড়ীতে দলীয় সভায় এরশাদ।

আগস্ট ২০০৩

১৭ : 'যুক্তরাষ্ট্র চায়, বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানি করে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হোক।'—যুক্তরাষ্ট্রের দূত হ্যারি কে টমাস।

: 'আমি জানি না তার প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রযুক্তিতে কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি না...। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আমি তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছি।'—নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক জোসেফ স্টিগলিৎজের বাংলাদেশের জন্য গ্যাস রপ্তানি করা কল্যাণকর হবে না বলে যে মন্তব্য করেন, সে সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত হ্যারি কে টমাসের মন্তব্য।

সেপ্টেম্বর ২০০৩

২৫ : প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ইইউ কনসালট্যান্ট মাইকেল মিয়াডোক্রফট এক পত্রে জানিয়েছেন, ১৩ কোটি মানুষের দেশে প্রায় ৭ কোটি ভোটার সংখ্যা অবিশ্বাস্য।

www.pathagar.com

৩০ : 'দুর্নীতিতে নিমজ্জিত বহিরাগতরা জ্ঞান দেবে এটা সহ্য করা যায় না।'—বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত কর্মশালায় অর্থমন্ত্রী।

অক্টোবর ২০০৩

০৯ : ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার ৩০০ জন পুলিশ সদস্যকে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে। আরও ৩০ হাজার পুলিশ সদস্যকে দায়িত্ব পালনে শারীরিকভাবে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৬ : বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের পরিকল্পনা নেই। বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণে প্রয়োজন গণভোট। বিধি রচনায় সুপ্রিম কোর্ট গাইড লাইন দিতে পারেন, নির্দেশ নয়।—সংবাদ সম্মেলনে আইনমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী।

২০ : উপসম্পাদকীয় হিসেবে *যুগান্তর, ভোরের কাগজ* ও অন্যান্য কয়েকটি দৈনিকে শেখ হাসিনার প্রবন্ধ 'নয়নজলে ভাসি'।

৩০ : বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার দায়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে ১০ সিবিএ কর্মকর্তা নেতা বহিষ্কৃত। তাঁরা গত আট মাসে পাঁচবার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন।

নভেম্বর ২০০৩

০৩ : 'আফটার অল প্রধানমন্ত্রীই এখন পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রী। আমাকে পূর্ণ মন্ত্রী করার দাবি জানানো হলে আমি খুবই বিব্রতবোধ করি।'—রাঙামাটিতে এক মতবিনিময় সভায় উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান।

০৫ : চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে সাত দিনের সফরে শেখ হাসিনার চীন যাত্রা। সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, তাঁর শাসনামলে মাত্র চার-পাঁচজন গডফাদার ছিল এবং তাদের দৌরাত্ম্য তেমন ছিল না। তাঁর সরকারের সময় দেশে কোনো মঙ্গা হয়নি।

১১ : 'নূর হোসেনকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়। একজন অশিক্ষিত লোক কীভাবে গণতন্ত্রের মানসপুত্র হয়।..."উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ" কবিতার কবি শামসুর রাহমানরা এখন নীরব কেন?'—তাঁর জাতীয় পার্টিতে কিছু সাংবাদিকের যোগদান অনুষ্ঠানে এরশাদ।

১৪ : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরী দেশে সংকটকালের কথা উল্লেখ করে নতুন দল গঠন করবেন বলেন। তিনি প্রস্তাব দেন যে দেশে দুজন উপরাষ্ট্রপতি ও তিনজন উপপ্রধানমন্ত্রী থাকবেন। ৩০ থেকে ৪০ জনের মধ্যে মন্ত্রী হবেন। মন্ত্রীদের শতকরা ৮০ ভাগ প্রধানমন্ত্রী, ২০ ভাগ সংসদীয় দল থেকে মনোনীত হবেন। সংসদের ২০০ আসনে সরাসরি নির্বাচন ও ১০০ আসনে ভোটের আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক দল থেকে সদস্য হবেন।

www.pathagar.com

এতে খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, ড. কামাল হোসেন এবং তাঁর মতো ব্যক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ হতে হবে না। নির্বাচনের দুই বছর পর সাংসদেরা দল পরিবর্তন করতে পারবে এলাকায় ভোটারদের ম্যান্ডেট নিয়ে।

: 'প্রধানমন্ত্রী মঙ্গাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে না এসে সৌদি আরবে ইবাদত করতে গেছেন। ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেয়ে বড় ইবাদত আর কী হতে পারে!'—উত্তরাঞ্চল সফরে শেখ হাসিনা।

১৮ : বিচার বিভাগ পৃথক করার ব্যাপারে সরকার ১৭ বারের মতো সময় নিল। পিএসসির মাধ্যমে বিচারক নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

১৯ : 'শেখ হাসিনা সংসদে না এসে উত্তরবঙ্গে বাসন্তী খুঁজতে গেছেন।'—সংসদে আবদুল মান্নান ভূঁইয়া।

: শেখ হাসিনা উত্তরাঞ্চলে লাশ খুঁজতে গিয়ে লাশ পাননি, বরং তাঁর বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়ে কাজল নামের এক কিশোর মারা গেছে।'—সংসদে ফজলুর রহমান পটল।

২৪ : এ পর্যন্ত সর্ববৃহৎ অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে খাগড়াছড়ির করঙ্গতলীর গভীর অরণ্য থেকে। জাপান, চীন, কোরিয়া ও ভারতে প্রস্তুত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে মেশিনগান, অটোমেটিক রাইফেল।

ডিসেম্বর ২০০৩

১১ : 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে কোনো বাংলাদেশি জড়িত এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'—পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

১৫ : 'আওয়ামী লীগের সঙ্গে কারও বিরোধ বাধলেই তাকে অমুক্তিযোদ্ধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে নানা বিষয়ে বিরোধের কারণে তাজউদ্দীন আহমদ, এম এ জি ওসমানীর মতো নেতৃবৃন্দ তাদের ভাষায় অমুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেলেন। সর্বশেষে হলেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।'—বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় মান্নান ভূঁইয়া।

: 'ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বৈঠকে শেখ মুজিব দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেননি। তিনি ক্ষমতার ভাগাভাগির আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। একাত্তরের মার্চ মাসে রাজনীতিকদের ব্যর্থতার কারণে মেজর জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।'—একই সভায় শাজাহান সিরাজ।

১৯ : 'সংসদ সময় ও অর্থের অপচয় করে। সংসদ বসে নিয়মরক্ষার জন্য।'—টিআইবির পার্লামেন্ট ওয়াচ প্রতিবেদন প্রকাশ।

২০ : 'একটি মিত্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে ভুটানের মতো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'—ভারতের ত্রিপুরা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

২০০৪

জানুয়ারি ২০০৪

১৯ : শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে জনসংহতির ডাকে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে ৪৮ ঘণ্টার সড়ক অবরোধ কর্মসূচি শুরু।

ফেব্রুয়ারি ২০০৪

১৭ : সংসদে দুর্নীতিদমন কমিশন বিল পাস।

১৯ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে জামায়াত-বিএনপিপন্থী প্যানেল পরাজিত।

মার্চ ২০০৪

১৪ : ঢাকার পল্টন ময়দানে ড. কামাল হোসেনের উদ্যোগে ঐক্য প্রচেষ্টার কনভেনশন অনুষ্ঠিত।

১৫ : বিএনপির পদত্যাগী এমপি ও বিকল্প ধারার সদস্যসচিব মেজর আবদুল মান্নানের সানক্রেস্ট কারখানায় হামলা, গুলিবর্ষণ, ভাঙচুর।

১৬ : দ্রুত বিচার আইনের মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধি।

এপ্রিল ২০০৪

১২ : বিবিসি বাংলা সার্ভিসের এক জনমত জরিপের ফলাফলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম ঘোষিত।

২০ : অসদাচরণের জন্য হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ শাহিদুর রহমান অপসারিত।

২৫ : সংসদ ভেঙে দেওয়াসহ বিভিন্ন দাবিতে স্পিকারের কাছে আওয়ামী লীগ এমপিদের স্মারকলিপি পেশ।

২৬ : আ.লীগের তিন দিনব্যাপী অনাস্থা কর্মসূচি সমাপ্ত।

মে ২০০৪

০৮ : আহসানউল্লাহ মাস্টারের খুনের ঘটনায় গাজীপুরে রেল ইঞ্জিনসহ বহু যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর।

www.pathagar.com

১২ : ১১ মাস সংসদ বর্জনের পর আ.লীগ এমপিরা সংসদে।

জুন ২০০৪

০৫ : ১৪ ঘন্টার এক সংক্ষিপ্ত সফরে আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডের ঢাকা আগমন।

২০ : বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে অশালীন বক্তব্যের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের ৩০ জুন হরতাল আহ্বান।

জুলাই ২০০৪

০১ : ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবাধে জালভোট। মোসাদ্দেক আলী বিজয়ী।

০৬ : শেখ হাসিনাকে তুরস্ক সফরকালে হত্যার হুমকি প্রদান সম্পর্কে সংসদে প্রধানমন্ত্রী : 'হত্যার হুমকি দিতে হলে বিদেশে যাওয়ার পর কেন দিবে? উনি দেশে থাকা অবস্থায়ই দিতে পারত। তাই এ হত্যার হুমকির সত্যতা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে।'

১১ : মুক্তিযুদ্ধের দলিপত্রের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ নিয়ে সংসদে হট্টগোল, আওয়ামী লীগের দুই দফা ওয়াক আউট।

আগস্ট ২০০৪

০৪ : 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা বৈধ।'—হাইকোর্টের এক পূর্ণ বেঞ্চের রায়।

২১ : বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা, গ্রেনেড হামলায় নিহত ১৭, আহত ৪ হাজার।

২৪ : হিজমত-উল-জিহাদের এক সদস্য হায়দার রব ই-মেইলে *প্রথম আলো*কে জানান, 'শেখ হাসিনা বিপদমুক্ত বলে ভাববেন না...আমরা আসছি এবং এবার সাত দিনের মধ্যে আমাদের টার্গেট শেষ করব। এটি একটি প্রতিজ্ঞা।—' ইয়াহু ডটকম থেকে প্রেরিত বার্তাটি হাসিনার বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

: ১৭ মে ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় দশবার তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়।—আওয়ামী লীগের দাবি।

সেপ্টেম্বর ২০০৪

০১ : গ্রেনেড হামলার তদন্তে ঢাকায় এফবিআই এবং ইন্টারপোলের আরও দুই কর্মকর্তা।

২৫ : সারা দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ১৫ হাজার নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার।

www.pathagar.com

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর বলেছেন, ব্লক রেইড দিয়ে গ্রেপ্তার নতুন কিছু নয়।

অক্টোবর ২০০৪

০৩ : নজিরবিহীন নিরাপত্তার মধ্যে পল্টনে আওয়ামী লীগের মহাসমাবেশ। 'নতুন জীবন পেয়েছি, সংগ্রাম চলবে।'—শেখ হাসিনা।

০৯ : সরকারের তিন বছর পূর্তির সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়া : 'আওয়ামী লীগ গ্রেনেড হামলার বিচার চায় না, ফায়দা লুটতে চায়।'

১০ : 'মানুষ ব্যর্থ সরকারের হাত থেকে মুক্তি চায়।'—শেখ হাসিনা।

১২ : আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-পদ্ধতি পরিবর্তন ও সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত।

১৩ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার-পদ্ধতি সংশোধনের দাবি বিএনপির প্রত্যাখ্যান। প্রস্তাবে এরশাদ একমত নন। মেনন বলেন, 'পর্যালোচনার ব্যাপার। 'প্রস্তাবটি বিবেচনার দাবি।'—আনোয়ার হোসেন মঞ্জু।

২০ : জেলহত্যা মামলায় ৩১ সেনাসদস্যের ফাঁসি, ১২ জনের যাবজ্জীবন। রাজনীতিক আসামিরা—ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নুরুল ইসলাম মঞ্জু ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুর খালাস।

নভেম্বর ২০০৪

০১ : আ.লীগের ডাকে জেলহত্যা দিবসে অর্ধদিবস হরতাল পালিত।

০২ : 'তত্ত্বাবধায়ক পছন্দ না হলে বিএনপির অধীনেই নির্বাচন করতে হবে।'—রাজশাহী বিভাগের নেতাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী।

২১ : 'আওয়ামী লীগের সঙ্গে একই রাজনৈতিক ফ্রন্টে শরিক থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।'—সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

২৫ : 'মোবাইল ফোন আর টিভি-ক্যামেরানির্ভর আন্দোলন আমাদের শেষ করে দিয়েছে।'—আওয়ামী লীগ সম্পাদক আবদুল জলিল।

২৭ : 'সাক্ষ্য দিতে মিলনের কোনো সহকর্মীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, সবাই বেইমানি করেছে।'—বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের শহীদ ডা. মিলন দিবসের আলোচনায় শহীদ মিলনের মা সেলিনা আকতার।

২৯ : সংসদে সংরক্ষিত আসন নির্বাচন বিল পাস। প্রথমবারের মতো সব দল থেকে আনুপাতিক হারে এমপি। আওয়ামী লীগের ওয়াক আউট।

ডিসেম্বর ২০০৪

০৭ : 'বিনা বিচারে মানুষ হত্যার লাইসেন্স সরকারকে কে দিয়েছে? বিচারপতি

www.pathagar.com

কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে মেনে নেবে না আওয়ামী লীগ।'—সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা।

১৩ : দেশের চার বিভাগে ৩ হাজার মানুষের ওপর গত বছরের প্রথম দিকে ইউএনডিপির পরিচালিত এক জরিপের তথ্য অনুযায়ী : স্বৈরশাসনের নয় বছরে হরতাল হয়েছে ২৯৭টি, গণতান্ত্রিক ১১ বছরে হরতালের সংখ্যা ৮২৭টি। হরতালের কারণে ক্ষতি হয় নিম্ন ও মধ্যবিত্তের; লাভ হয় রাজনীতিকদের। জিডি কমেছে ৩-৪ শতাংশ। হরতালের বিকল্প হতে পারে রোডমার্চ, শোভাযাত্রা, মানবপ্রাচীর, সংসদে আলোচনা। ৯৫ শতাংশ মানুষ হরতাল পছন্দ করে না। ৬৩ শতাংশের মতামতে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে হরতালকে বৈধ বলা হয়েছে।

২২ : জয়কে লেখা তারেক রহমানের অভিনন্দনপত্র সুধা সদনের গেট থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

: 'রাজনৈতিক পরিবারে জন্মেছে জয়। এখন সে রাজনীতি করবে কি না তা নির্ভর করছে তার সিদ্ধান্তের ওপর।'—শেখ হাসিনা।

২ ০ ০ ৫

জানুয়ারি ২০০৫

০২ : আগামী তিন বছরে ৩ লাখ ২২ হাজার ৯৫৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে দারিদ্র্যের হার বর্তমান ৪৯.৮ থেকে ৪৩ ভাগে নামিয়ে আনা হবে। দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের চূড়ান্ত খসড়াপত্র।

: 'জয় সম্পর্কে খালেদার বক্তব্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিম্নরুচি প্রতিফলিত হয়েছে।'—আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল।

: 'জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে দেশের নেতৃত্ব দিন।'—এরশাদের প্রতি রব ও কাদের সিদ্দিকী। 'আমি এখনো মানসিকভাবে প্রস্তুত নই।'—জাসদের (রব) কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে প্রধান অতিথি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদ।

০৪ : 'দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার ডেডলাইন ঘোষণার সময় এসেছে।'—ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৩৭তম বেঙ্গল স্টাডিজ সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে।

২৩ : *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর শীর্ষ প্রতিবেদন—'বাংলাদেশ দ্রুত তালেবান রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে।' প্রাক্তন তালেবানি যোদ্ধা বাংলা ভাইয়ের সংগঠন 'জাগ্রত মুসলিম জনতা, বাংলাদেশ' (জেএমবি) কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রতিরোধ করার নীতি ঘোষণা করে পুরুষদের দাড়ি রাখতে ও মেয়েদের

www.pathagar.com

বোরকা পরতে বাধ্য করছে এবং প্রায় ৫ হাজার মানুষকে নির্যাতন ও ২০ জনকে হত্যা করেছে।

৩১ : কিবরিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবের পর অধিবেশন মুলতবি না করায় বিরোধী দলের সংসদ বয়কট ও বিক্ষোভ। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বলেন, 'সরকারের প্রতিবাদের ভাষা ও পদ্ধতি বদলাতে হবে।'

ফেব্রুয়ারি ২০০৫

০৩ : ভারতের কারণে সার্ক সম্মেলন ছয়বার স্থগিত হয়েছে। সার্ক সম্মেলন স্থগিতের জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ।—চার দলের বৈঠকে বক্তব্য।

: 'ভারত আওয়ামী লীগের কথায় চলে না।'—আবদুল জলিল।

০৫ : 'সার্ক সম্মেলনে যোগ না দিয়ে ভারত আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট দিয়েছে।'—সাংবাদিকদের আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ।

: সার্ক সম্মেলন স্থগিত হওয়ায় বাংলাদেশের প্রায় ১২ কোটি টাকা গচ্চা।—*ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস*-এর প্রতিবেদন।

০৮ : 'যার হাতে মানুষের রক্তের দাগ, যিনি খুনিদের মদদ দিচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে সংলাপে বসে কী লাভ?'—শেখ হাসিনার সংলাপের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

১৯ : 'ভাষা আন্দোলনের কৃতিত্ব এককভাবে মুসলমানদের। রবীন্দ্রনাথ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চাননি।'—জামায়াতের অভিমত।

: ১০ বছর আগের হিসাব অনুযায়ী দেশে ২ লাখের মতো পীর আছে, এক পীরের সঙ্গে অন্য পীরের মিল নেই। ১৬৩টি দলের মধ্যে ১০০টি ধর্মীয় দল। এখন সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে।

২১ : বিভিন্ন স্থানে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া নিয়ে বিএনপি-আ.লীগ সংঘর্ষ।

২৮ : 'ইচ্ছা করলে স্বাধীনতার পর মতিঝিল পুরোটা মুঠোয় তুলে নিতে পারতাম।'—জাতীয় সংসদে কৃষক শ্রমিক লীগের নেতা কাদের সিদ্দিকী।

মার্চ ২০০৫

১১ : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রী কাজী জাফর, তোফায়েল আহমেদ, মওদুদ আহমদ ও মির্জা আব্বাস এবং সচিবসহ বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৭৭৬টি দুর্নীতির মামলা হাইকোর্টের আদেশে স্থগিত—রিট করে ২৫৬টি, আপিল করে ১১৩টি এবং রিভিশন করে ৪০৭টি।

১২ : সরকারি দলের সাংসদেরা দলের অনুমতি ছাড়া প্রাইভেট বিল আনতে পারবেন না।—স্পিকারের কাছে আইনমন্ত্রীর চিঠি।

: 'দেশের সবচেয়ে ক্ষতি করছে সংবাদপত্র।...কোনো কোনো রাষ্ট্রদূত দেশের

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন।'—অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান।

১৬ : 'দাতারা অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন না, প্রয়োজনে চলে যেতে পারেন।'—এক সেমিনারে অর্থমন্ত্রী।

: 'বাংলাদেশ এক চীন নীতিতে বিশ্বাস করে।'—পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

: 'যে প্রধানমন্ত্রীর লোকজন তাঁর মঞ্চ বানানোর জন্য পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া বিদেশ থেকে অবৈধভাবে লোক নিয়ে আসে, তাদের মুখে বিদেশিদের সম্পর্কে বিষোদ্গার মানায় না। কোন দেশ ডিক্টেশন বা নির্দেশ দেয় প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্ট করে তা বলতে হবে।'—এক সংবাদ সম্মেলনে বিরোধী দলের নেতা আবদুল হামিদ।

: 'বাংলাদেশ বেশ ট্রাবলসাম বা সমস্যাসংকুল হয়ে উঠেছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের (যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত) আরও কিছু করতে হবে।'—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস। সরকারি দল বা প্রধান বিরোধী দল এই বক্তব্যের ওপর কোনো মন্তব্য করেনি।

১৭ : 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।'—বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর মাঠে এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ নেতারা।

২৪ : সুদীর্ঘ ৩৪ বছরেও কোনো সরকারই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেনি এবং দেশ শাসনের অংশীদার হিসেবে গোলাম আযম-নিজামী গংয়ের হাতে আমাদের পবিত্র জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে মতিউর রহমান নিজামী গংয়ের বহিষ্কার দাবি করেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ অলি আহাদ। যে বিচারপতিরা গোলাম আযমের নাগরিকত্বের পক্ষে রায় দেন তাঁদের সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন: 'কোন সুতোর টানে কীভাবে গোলাম আযমকে এ দেশের নাগরিকত্ব প্রদান করলেন? দেশ তো কলমের কোনো নির্দেশে স্বাধীন হয়নি।'

: 'আমরা কখনোই বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বলিনি।...২০০৭ সালে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করাই হবে বাংলাদেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ।...প্রতিবছর বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ডিভি ভিসার সুযোগ পেয়ে থাকে। পরিবারের একজন পেলে বাকি সদস্যরা তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। অন্য কোনো দেশ কিন্তু এ সুযোগ পাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশই সর্বোচ্চসংখ্যক পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশবিরোধী বা মুসলিমবিরোধী নয়।'—*জনকণ্ঠ*-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের দূত হ্যারি কে টমাস জুনিয়র।

২৬ : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যমে শেখ মুজিবের অবদান সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।

২৯ : 'বিরোধী দল দেশ নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র করছে।'—প্রধানমন্ত্রী।

www.pathagar.com

: ২০০৪ সালের জুলাই থেকে চলতি বছরের ২১ মার্চ পর্যন্ত দেশে ক্রসফায়ারে মোট মৃত্যুর ঘটনা ৩৩৭টি। র‍্যাব সদর দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, তাদের সঙ্গে ক্রসফায়ারে গত নয় মাসে ৭৭ জন নিহত হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনের হিসাবে এই সংখ্যা ১০৫, বাকিরা মারা গেছে পুলিশের ক্রসফায়ারে। এই মৃত্যু অস্বাভাবিক, না তা দণ্ডবিধি ৩০২ বা ৩০৪ ধারায় গণ্য হবে, এই নিয়ে পুলিশের উচ্চ মহলে নানা মত।—*প্রথম আলোর* প্রতিবেদন।

: প্রাক্তন পরিকল্পনা ও শিল্পমন্ত্রী জহিরুদ্দিন খানের (৬৯) মৃত্যু।

: 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভিন্ন হামলার পূর্ণ তদন্ত করতে বাংলাদেশ সরকার ব্যর্থ হয়েছে।'—মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

এপ্রিল ২০০৫

০২ : 'এরশাদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই মিলে আন্দোলন করেছি। এখন কেবল রাজনীতির কারণে তার সঙ্গে আঁতাত হতে পারে না। এরশাদের ফোনে আমি সাড়া দিইনি। কেবল রাজনীতি আর ক্ষমতায় যাওয়ার স্বার্থে এখন অনেককে অনৈতিক আপস করতে দেখা যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হয়ে বেগম খালেদা জিয়া যেমন আঁতাত করছেন জামায়াতের সঙ্গে, তেমনি দুই দিন আগেও যিনি বিএনপি করতেন, তাঁকে নির্বাচনে মনোনয়ন দিচ্ছে আওয়ামী লীগ। অর্থ ও অস্ত্রের কাছে পরাজিত হচ্ছেন ত্যাগী রাজনীতিকেরা। দুবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে কোনো সুযোগ পাইনি। জজ নিয়োগ এবং ২১ আগস্ট বোমা হামলা নিয়ে আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম।'—*আমার দেশ*-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ড. কামাল হোসেন।

০৪ : ফিলিপিনের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস শেখ হাসিনাকে কংগ্রেসনাল মেডাল অব অ্যাচিভমেন্ট প্রদান।

০৫ : 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান নিয়োগের প্রচলিত বিধানটি সমর্থন করি।'—প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল।

০৭ : চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাওকে লাল গালিচা সংবর্ধনা। অর্থনৈতিক সহযোগিতা, রেয়াতি সুদে ঋণ, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, কৃষি খাতে সহযোগিতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা, ডিজিটাল টেলিফোন, বড় পুকুরিয়া কারখানা এবং ঢাকা-বেইজিং বিমান যোগাযোগ স্থাপনের পাঁচ চুক্তি ও দুই স্মারক স্বাক্ষর।

০৮ : বরিশালে মাদ্রাসার পেছনে মাটি খুঁড়ে দুই ট্রাংক অস্ত্র উদ্ধার।

১১ : নিরাপত্তা পরিষদকৃত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালের ১১৩৭ নম্বর সন্ত্রাসবিরোধী আটটি কনভেনশন অনুমোদন করল বাংলাদেশ। ১২টির

www.pathagar.com

মধ্যে একটি কনভেনশন এখনো অনুমোদনের অপেক্ষায়।

১৬ : আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় যুবদল নেতা নুরুল ইসলাম সরকারসহ ২২ আসামির ফাঁসি, ছয়জনের যাবজ্জীবন। এক মামলায় এত ফাঁসির আদেশ আগে কখনো হয়নি। রায়ে নিহতের পরিবার সন্তুষ্ট। শেখ হাসিনা রায়কে আংশিক ও অসম্পূর্ণ বলে মন্তব্য করে বলেছেন, আসল লোকদের আড়াল করা হয়েছে।

: বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক্‌করণের মামলায় চার মাস চেয়ে ছয় মাস সময় পেল সরকার।

২০ : দেশে প্রত্যেককে ৪৮৫ টাকা ঘুষ দিতে হয়। সরকারি খাতে ২৫ ধরনের সেবা খাতে ৬ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা ঘুষ আদায় হয়।—ট্র্যান্সপারেন্সির প্রতিবেদন।

২১ : কিবরিয়া হত্যা মামলার আসামি কাইয়ুমকে গ্রেপ্তার করার সময় ৮১ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র উদ্ধার করা হয়।

: বাংলাদেশ কৃষক লীগের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পাঁচজনকে কৃষিক্ষেত্রে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু পদক প্রদান অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা, 'বর্তমান সরকারের সময় দেশের উন্নতি না হলেও প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের উন্নতি হয়েছে। এতিম ও বিধবা ভাতা খেয়ে যারা মানুষ, তারা এখন দেশের সবচেয়ে ধনাঢ্য। দেশের বাজেটের সমপরিমাণ টাকার মালিক তারা।'

: ভূ-রাজনৈতিক কারণেই বেইজিংয়ের সঙ্গে ঢাকার চমৎকার সম্পর্ক রক্ষা করা উচিত।—*আমার দেশ*কে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চীন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রডরিখ ম্যাক ফার্কুহার।

: বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির বার্ষিক মুনাফা ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা।—ড. গফুর স্মারক বক্তৃতায় অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত।

২৩ : ন্যায়পাল নিয়োগের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না?—হাইকোর্টের রুল।

২৭ : ইসলামি উগ্রপন্থীদের যেভাবে উত্থান ঘটছে, তাতে বাংলাদেশে তালেবানি শাসন কায়েমে ৩০ বছর সময় লাগবে।—ওয়াশিংটন সেমিনারে স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্মকর্তাদের অভিমত।

মে ২০০৫

০৬ : বিএনপির এমপি নাদিম মোস্তফা তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের নামে রাজশাহী এলজিইডির দেড় কোটি টাকার কাজ পাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'এমপি হলে ব্যবসা করা যাবে না, এমন কথা দেশের কোনো আইনে নাই।'

১০ : 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়

www.pathagar.com

যাবে। বাম দল, ড. কামাল, বি চৌধুরী আর অন্যসব দল যা করছে, তার ফল সবই আওয়ামী লীগের পকেটে যাবে। জনগণের কোনো লাভ হবে না। দেশের দুটি বড় দল ক্রিমিনাল ও অগণতান্ত্রিক—সাম্রাজ্যবাদের দালাল।'—মওলানা ভাসানী পরিষদে বদরুদ্দীন উমর।

১৬ : 'স্যালুট না দেওয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হয়েছে, কিন্তু প্রধান বিচারপতিকে যাঁরা অপমান করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হচ্ছে না।'—সংসদে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ।

১৯ : 'আমার ওপর হামলাকারীরও ক্রসফায়ারে মৃত্যু চাই না। তারও বিচার পাওয়ার অধিকার আছে।'—ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী।

২২ : সারা দেশে আওয়ামী লীগের ডাকে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। এইচএসসিসহ সব পরীক্ষা স্থগিত। হরতালে গুলি, কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ। আহত শতাধিক, গ্রেপ্তার অর্ধশত।

২৪ : জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের উপদেশক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের দেশের সব ব্যাংককে সন্ত্রাসে মদদ দেওয়ার জন্য লসকর-ই-তাইয়েবা ও বিলাল আল হায়ারের সব অ্যাকাউন্টস ফ্রিজ করার নির্দেশ।

: বিলুপ্ত দুর্নীতি ব্যুরোর কাছ থেকে পাওয়া ১৫ হাজার মামলার একটিরও তদন্ত শেষ হয়নি। ১০ হাজার নতুন অভিযোগ। দুর্নীতি দমন কমিশন একজনের বিরুদ্ধেও মামলা শুরু করতে পারেনি।

: সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়ের উৎস ও ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা-সম্পর্কিত তথ্য নির্বাচন কমিশনে সরবরাহ করতে হবে।—এক জনস্বার্থ রিট মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশ।

২৫ : পাঁচ দিন চিকিৎসার পর অগ্নিদগ্ধ অটোরিকশাচালক আমির হোসেনের (৪০) মৃত্যু। 'সরকার পরিকল্পিতভাবে সিএনজিচালককে হত্যা করেছে।'—শেখ হাসিনা।

: বড় দুটি রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতের জন্য দায়ী।—হিউম্যান রাইটস ককাসের শুনানিতে কংগ্রেস সদস্য জোসেফ ক্রাউলি।

জুন ২০০৫

০৮ : 'সরকারকে স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে দেখা যায়নি। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের আইনকানুন প্রয়োগেও সরকারকে দেখা যাচ্ছে না। গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকদের ঠিকমতো ন্যায্য পাওনা না দিয়ে ১৪

www.pathagar.com

থেকে ১৮ ঘন্টা খাটানো হয়। স্পেকট্রাম গার্মেন্টসের শ্রমিকদের ব্যাপারে সরকারের কোনো দায়দায়িত্ব ও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে শতকরা ৯০ ভাগ গার্মেন্টস শিল্প হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।'—সাংবাদিকদের কাছে ইন্টারন্যাশনাল টেক্সটাইল গার্মেন্টস অ্যান্ড লেদার ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি নিল কিয়ারনির মন্তব্য।

০৯ : সংসদে ৬৪ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকার বাজেট পেশ। ১৮ হাজার ৬৬১ কোটি টাকার ঘাটতি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৩ হাজার কোটি টাকা এবং প্রতিরক্ষা খাতে ২৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি।

১২ : প্রধানমন্ত্রীর প্রথম আন্তর্জাতিক নজরুল সম্মেলনের উদ্বোধন। ইরান, তুরস্ক, পাকিস্তান ও ভারতের যোগদান।

: গাজীপুরে র‍্যাব-জনতা সংঘর্ষে র‍্যাবসহ আহত ১৫।

: 'বাংলাদেশে সাংবাদিকতা ঝুঁকিপূর্ণ।'—মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস।

: দেশে প্রায় ৪৭ শতাংশ নারী বিবাহিত জীবনে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের হাতে মানসিক, অর্থনৈতিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার। প্রতি সপ্তাহে ১০ জনের বেশি নারী অ্যাসিড হামলার শিকার। শুধু পুরুষদের হাতেই নন, নারীরা নারীদের হাতেও নির্যাতিত।—পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোটের জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত অভিমত।

১৫ : 'আমার পাশে দাঁড়াননি শেখ হাসিনা, আমি কীভাবে তাঁর পাশে যাই?'—দলীয় সভায় এরশাদ।

: মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের দুর্নীতির তদন্ত থেমে গেছে। সংসদীয় জবাবদিহির ক্ষেত্রে গত দুই বছরে ১২১টি তদন্ত কমিটির মধ্যে শতাধিক কমিটি প্রতিবেদন দেয়নি। দেড় বছরে চারবার সময় বাড়িয়েও যোগাযোগমন্ত্রীর দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত হয়নি।—*প্রথম আলোর* প্রতিবেদন।

১৬ : নয়জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রত্যেক মন্ত্রী মাসে ৮৩ হাজার ৯৬০ টাকার আর্থিক সুবিধা পান।—সংসদে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী।

১৮ : গাড়ি কেলেঙ্কারি সম্পর্কে জ্বালানিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন দেশে ফিরে বললেন, 'কোনো অন্যায় করিনি।' সন্ধ্যায় পদত্যাগ।

১৯ : 'কোনো সরকারের আমলেই আদিবাসীরা ভালো অবস্থায় ছিলেন না, বর্তমানেও নেই।'—এক সেমিনারে উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান।

২০ : 'আমরা যখন সংসদে বাজেটের ওপর বক্তৃতা করি, তখন অর্থমন্ত্রীকে দেখা যায় না।'—সংসদ সদস্যদের ক্ষোভ।

২২ : রাষ্ট্রবিরোধী কাজে দুই দেশের ভূমি ব্যবহার করা যাবে না।—সচিব পর্যায়ের বৈঠকের পর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বিবৃতি। সীমান্তে

www.pathagar.com

কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ অব্যাহত রাখবে ভারত।

২৩ : '৩০ লাখ শহীদের রক্তে অর্জিত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কেউ রচনা করতে পারল না। কোথাকার কোন রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয় সংগীত করার ঘটনা বড়ই আফসোসের।'—'পলাশীর প্রেক্ষাপট' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় সাকা চৌধুরী।

২৪ : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদিয়া মসজিদে অগ্নিসংযোগ। বোমা হামলা।

: রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাকা চৌধুরীর বক্তব্যে নানা মহলের প্রতিবাদ।

: 'এরশাদের তিনটি অফিস, দুটি বাড়ি, ছয়টি গাড়ি, অর্ধশত স্টাফ, ১৮টি টেলিফোন এবং মাসে ৫০ লাখ টাকার বিলাসবহুল জীবন।—*আমার দেশ*-এর প্রতিবেদন।

২৫ : 'মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙালি রক্ত দিয়েছে। অথচ একটি কলমের কালি খরচ করে কোনো বাঙালি একটি জাতীয় সংগীত লিখতে পারল না। এটা বললে পত্রিকাওয়ালারা বলে বেয়াদবি করে ফেলেছি।'—সাকা চৌধুরী।

২৭ : মস্কোর পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটির সম্মানসূচক ডক্টরেট পেলেন শেখ হাসিনা।

২৮ : 'আহমদিয়াদের সুরক্ষা না দিলে আমরা সরকারের প্রতি "ক্রিটিক্যাল" হব।'—মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্যাসট্রেইট।

: 'বিদেশিদের সহায়তায় ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা চায় বিরোধী দল। বিরোধী দলের নেতা দেশের বাইরে আর বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদের বাইরে।'—বাজেট বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

: 'দুঃখজনক ও নজিরবিহীন। জাতীয় সংসদের রীতিনীতি এবং সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন না করে তারা ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।'—১৩ দফা না মানলে হরতাল—আওয়ামী লীগের এই দাবির ওপর প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য।

: সংসদে আওয়ামী লীগের কালো পতাকা মিছিল।

৩০ : আ.লীগের সঙ্গে কোনো জোটে যাবে না বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।

জুলাই ২০০৫

০১ : 'অধিকার'-এর প্রতিবেদন : গত ছয় মাসে পুলিশ, র‍্যাব, চিতা-কোবরা ও অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হাতে যথাক্রমে ১৭৮, ৫২ ও ৩১৩ জন নিহত হয়েছে। নিহত মোট ২৩৬ জনের মধ্যে ২০৯ জনই ক্রসফায়ারে।

০৩ : ১৯৭১ সালে শেখ মুজিব একটা কনফেডারেশন গঠন করতে চেয়েছিলেন।—গোপন মার্কিন দলিলের তথ্য।

www.pathagar.com

: 'আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে ঘিরে গড়ে ওঠা দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি-সমাবেশ ও মেরুকরণের বাইরে...বিকল্প শক্তি সমাবেশ গড়ে তোলা আজ একান্ত আবশ্যিক ও জরুরি কর্তব্য হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।'—সিপিবির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান ও সাধারণ সম্পাদক সেলিমের বিবৃতি।

০৬ : বাংলাদেশে গত দেড় বছরে ২৯টি সন্ত্রাসী ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।—যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্টার টেররিজম সেন্টারের প্রতিবেদন।

০৮ : সারা দেশে রেড অ্যালার্ট।

: ফটোসাংবাদিকদের ওপর হামলার জন্য এনএসআই সদস্যদের বিচার দাবি।

১১ : 'রেলওয়ের মা-বাবা নেই, কারা এটা চালায় তা-ও চিহ্নিত করা কঠিন।'—যোগাযোগমন্ত্রীর বিরোধিতা সত্ত্বেও রেলকে করপোরেট করতে বিশ্বব্যাংক ও এডিবির প্রস্তাবে সায় দিয়ে অর্থমন্ত্রী।

১৩ : দুর্নীতির কারণে ডেসার ২ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি। সংসদ কমিটিতে বিল আদায় না করার জন্য ডেসাকে দোষারোপ।

১৪ : 'গোঁফ আছে দাড়ি নেই-মার্কা ওলামা-মাশায়েখদের কাছ থেকে ফুলের মালা নিয়ে ইসলামি জনতার ভোট নেওয়া যাবে না।'—শেখ হাসিনার উদ্দেশে মুফতি ফজলুল হক আমিনী।

১৫ : ১৪ দলের ২৬ দফা রূপরেখা ঘোষণা : ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতে হবে। রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। প্রতিরক্ষা বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেবল দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা দেবে। ঋণখেলাপি ও তার জামিনদারও নির্বাচনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের আগেই তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ এবং কোনো রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার স্বার্থ জড়িত আছে কি না, সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে হবে। প্রার্থীদের শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা এবং কোনো অপরাধমূলক কাজের রেকর্ড আছে কি না, সে তথ্যসহ আনুষঙ্গিক তথ্যাদি মনোনয়নপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্মের সর্বপ্রকার অপব্যবহার, সাম্প্রদায়িক প্রচার-প্রচারণা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে বিশৃঙ্খলা।

: '১১ দল প্রস্তাবিত সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবং নির্বাচনে সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা না থাকায় নির্বাচনে দল ও কর্মসূচির চেয়ে ব্যক্তির প্রাধান্য এবং টাকার খেলা-সমস্যার সৃষ্টি করবে।'—সিপিবির প্রতিক্রিয়া।

www.pathagar.com

২০ : ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডসে প্রদর্শিত হলো আহমদিয়াদের ওপরে তৈরি এক প্রামাণ্যচিত্র 'মুসলিম অব হেরেটিকস'।

২১ : সৌদি মর্গে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশির লাশ।

২৫ : এক জোড়া খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদল নেতা মহিউদ্দিন জিন্টুর দণ্ডাদেশ মওকুফের জন্য আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও তিন সচিবের অপসারণ দাবি করেছে আওয়ামী লীগ।

২৯ : অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এক দিনে রাষ্ট্রপতির সই ও মুক্তিলাভ। জিন্টুর দণ্ড মওকুফ সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতারা : 'সরকার রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যহার করেছে।' আইনমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী তলব করেছেন।

৩১ : 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো যেন হাজি মুহম্মদ মুহসীন ব্যাংক।'—অর্থমন্ত্রী।

আগস্ট ২০০৫

০১ : সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদের মৃত্যু। জাতীয় শোক।

১০ : ১৪ বছর পর হাইকোর্টের আদেশ : আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদের বিরুদ্ধে ঘোড়াশাল সার কারখানাসংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা বাতিল।

১৩ : টেংরাটিলার গ্যাস দুর্ঘটনার জন্য নাইকো দায়ী।—তদন্তের প্রতিবেদন।

১৭ : মুন্সিগঞ্জ ছাড়া সব জেলায় পাঁচ শতাধিক বোমা হামলা। নিহত দুই, আহত দুই শতাধিক। বেলা ১১টা থেকে ১১টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ৫০০ টাইম বোমার বিস্ফোরণস্থল ৩৫০। রাজধানীতে ৩৪ স্থানে। জামাআতুল মুজাহিদীনের প্রচারপত্রে সরকারি ও বিরোধী দলকে সংবিধান বাদ দিয়ে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার আহ্বান, না হলে সব প্রশাসন ও বিচারকার্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাজা বোমা উদ্ধার ৫০। আটক ও গ্রেপ্তার ৯০। সারা দেশে রেড অ্যালার্ট। সরকার ও বিরোধী দলের পরস্পরকে দোষারোপ।

১৯ : বায়তুল মোকাররমে ইসলামি দলগুলোর প্রতিবাদ সভা। বোমা হামলার জন্য ১৪ দল, 'র' ও সিআইএ দায়ী বলে অভিমত।

২০ : সারা দেশে ১৪ দল ও সিপিবির ডাকে সকাল-সন্ধ্যার হরতাল।

: আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যর্থতায় প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ। চার সিনিয়র মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দুই উপদেষ্টা ও তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক।

২২ : ডাইরেক্ট অ্যাকশনের হুমকি দিয়েছে জামাআতুল মুজাহিদীন।

: 'ইসলামি দল বোমাবাজি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে না।'—নিজামী।

: 'জামায়াতের ধোঁকাবাজি থেকে ইসলামকে বাঁচান।'—শেখ হাসিনা।

২৫ : সংসদে তিন পরিবার—জিয়া, খালেদা, শেখ হাসিনার ১০ আত্মীয়।

২৬ : সচিবালয়ে নজরদারির নয়টি ক্লোজসার্কিট ক্যামেরার আটটিই অচল।

www.pathagar.com

২৯ : হাইকোর্টের মোশতাক, সায়েম ও জিয়ার ক্ষমতা দখল অবৈধ ঘোষণা।

: ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থান অসাংবিধানিক। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ। বিচারপতির ঘুম ভাঙিয়ে আপিল দায়ের। মন্ত্রিসভায় রায় নিয়ে আলোচনা, সরকার ক্ষুব্ধ।

৩০ : হাইকোর্টের রায় কার্যকর হলে দেশে আবার বাকশাল ও রাষ্ট্রপতির শাসন ফিরে আসবে ও বিসমিল্লাহ উঠে যাবে। সংবিধানের ধারাবাহিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই রায়ের মূল্য নেই।—আইনমন্ত্রী।

: তখন কেন কেউ এই সামরিক আইনকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে গেলেন না?'—বিচারপতি নাঈমুদ্দিন আহমদ।

: '২৬ বছর ধরে এ ধরনের একটি রায়ের অপেক্ষায় ছিলাম।...এ রায় শুধু বাংলাদেশের বিচারের ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের বিচারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'—ড. কামাল হোসেন।

: 'যারা অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে অতি উৎসাহী, শুধু তাঁরাই এ ধরনের রায়ে ভীত হতে পারেন।'—সুপ্রিম কোর্ট সমিতির সভাপতি মাহবুবে আলম।

: 'মধ্যরাতে চেম্বার জজের বাসায় গিয়ে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে ক্ষমতাসীন সরকার যে প্রচলিত সংবিধানে বিশ্বাস করে না তা প্রমাণ করেছে।'—ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম।

: 'অস্বাভাবিক ও অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ এই রায় বহাল থাকলে দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই হবে না।'—জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতা টি এইচ খান।

৩১ : বিচারপতির খাস কামরায় এসবির গানম্যান। প্রয়োজন নেই বলে ফিরিয়ে দিলেন দুই বিচারক।

সেপ্টেম্বর ২০০৫

০৩ : নাইকো চুক্তি অবৈধ, পদে পদে দুর্নীতি, অনিয়ম।—তদন্ত রিপোর্ট।

: নাইকো চুক্তির জন্য আ.লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে সরকার।

০৭ : 'বোমা হামলা বাংলাদেশের মধ্যপন্থী ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।'—মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জুডিথ চামাস।

১০ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের ধৈর্য ও দক্ষতার উল্লেখ মার্কিন সংবাদপত্র ও টিভিতে। ক্যাটরিনা-দুর্গত নিউ অরলিয়ান্সে লুটতরাজ ও ধর্ষণের মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি বাংলাদেশে। দুর্গতদের সাহায্যে সবার আগে এক

www.pathagar.com

মিলিয়ন ডলার প্রদানের ঘোষণায় মিডিয়ায় বাংলাদেশের নাম ।

১৩ : ১৮ জন মার্কিন কংগ্রেসম্যান-সিনেটর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইসকে বলেন, প্রেসিডেন্ট বুশের কাছে তিনি যেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংস জঙ্গিবাদের ব্যাপারটি উত্থাপন করেন।

১৫ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালে ঢাকা হবে বিশ্বের সপ্তম জনবহুল শহর। ১৯৫১ সালে ঢাকার আয়তন ছিল মাত্র ১২ বর্গকিলোমিটার, বর্তমানে ১ হাজার ৫৩০ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা ছিল আড়াই লাখ, বর্তমানে ১ কোটির ওপরে। দ্রুত নগরায়ণ ও জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির ফলে জনস্বাস্থ্য ও আইনশৃঙ্খলার ওপর বিরূপ প্রভাব। এক সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তথ্য।

১৬ : 'সর্বহারা দমনের জন্য আপনারাই আমাদের এনেছিলেন...। এখন কেন ধরে এনে নির্যাতন করছেন।'—পুলিশের কাছে গ্রেপ্তারকৃত তুফান।

১৮ : রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও মন্ত্রীদের ৪৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি।

২০ : দেড় শ ছাত্রদল নেতাকে নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ। 'ছাত্রদল দেশের সর্ববৃহৎ ও মেধাবী ছাত্রদের সংগঠন। তিন শয়ের মধ্যে দেড় শ নিয়োগ পেতেই পারে।'—সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী।

২৩ : '৭১-এ পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংসতায় দুঃখ প্রকাশ করেন কবি ইকবালের পুত্র পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ড. জাভিদ ইকবাল।

৩০ : '১৭ আগস্টের হামলাকারীদের কেউ কেউ ভারত থেকে এসেছিল ও অস্ত্র বিস্ফোরক এনেছিল।'—দিল্লিতে বিডিআর প্রধান মে. জেনারেল জাহাঙ্গীর। 'অভিযোগটি দুঃখজনক।'—ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অক্টোবর ২০০৫

০১ : পাঁচ বছর আগে গোপালগঞ্জে শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক জঙ্গি নেতা মুফতি হান্নান ঢাকায় গ্রেপ্তার।

০২ : 'আমি চার দলের সমর্থক। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাজা মওকুফের আবেদন করেছিলাম।' জঙ্গি নেতা মুফতি হান্নানের বক্তব্যে সরকারের অস্বস্তি।

০৩ : ১৯ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী 'উজিরে খামোখা'।—*ভোরের কাগজ*-এর প্রতিবেদন।

: মুফতি হান্নানের রাজক্ষমার আবেদনে জোটের তিন এমপির সুপারিশ ছিল।

১১ : আদালতের যে আদেশ এখনো সরকার পালন করেনি : নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ৬৭ ধারার সংস্কার সাধন, সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন করা, ফুটপাতে মানুষ চলাচলের প্রতিবন্ধকতা উচ্ছেদ এবং সব সরকারি গাড়ি সিএনজিতে রূপান্তর করা।

www.pathagar.com

১৮ : পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে প্রথম বাংলাদেশ। ১৫৯ দেশের মধ্যে সাদের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষে অবস্থান।

২০ : বিচার বিভাগ আলাদা করার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সরকারের সময় প্রার্থনা নাকচ। এ পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়েছে ২১ বার।

২১ : 'আমাদের প্রতিবেশী সব দেশে ইতিমধ্যে বিচার বিভাগ পৃথক হয়ে গেছে। মাজদার হোসেনের মামলার নির্দেশিত সব সুপারিশ মানলেও সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন না করে বিচার বিভাগের পৃথক্করণ হবে না।'—বিচারপতি নাঈমুদ্দিন আহমদ।

নভেম্বর ২০০৫

০৮ : স্বাধীনতার পর প্রায় ৯০০ আইনের মধ্যে বর্তমান সরকার গত চার বছরে ১৩৭টি আইন প্রণয়ন করে। পাঁচ-ছয়টি ছাড়া আইন কমিশনের মতামত নেওয়া হয়নি।—*প্রথম আলোর* প্রতিবেদন।

: বিশ্বব্যাংক বিতরণ করা ৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা ফেরত চেয়েছে। পৌরসভা সেবা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা এবং জাতীয় পুষ্টি খাতে সরকারি কেনাকাটার দরপত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি।

১২ : জিয়াউর রহমানকে মরণোত্তর প্রথম সার্ক পুরস্কার ২০০৪ দেওয়া হলো।

১৪ : ঝালকাঠিতে বোমা হামলায় বিচারক সোহেল আহমদ চৌধুরী (৩৫) এবং জগন্নাথ পাড়ে (৩২) নিহত।

১৫ : বিচারক হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশে বিক্ষোভ।

১৭ : হজ কেলেঙ্কারিতে প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের পদত্যাগ।

১৮ : ৭২০ কোটি টাকার আটটি মিগ-২৯ কিনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার এবং এর জন্য দুর্নীতির মামলা করা হয়। বলা হয়, বিমানগুলো বেচে দেওয়া হবে। চার বছর পর রাশিয়ার সঙ্গে সরকার সমঝোতা করেছে।

২১ : অশিক্ষিত ও ধর্মান্ধদের অশুভ শক্তি রোধে সর্বশক্তি প্রয়োগের আহ্বান জানান ল কমিশনের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল।

২৩ : সার্ক সম্মেলনের সাজসজ্জার জন্য যে ৮ লাখ ফুল ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে ৭ লাখ ফুল এসেছিল ব্যাংকক থেকে।—*আমার দেশ*-এর প্রতিবেদন।

২৪ : শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে রাজশাহী-৩ থেকে নির্বাচিত বিএনপির সাংসদ আবু হেনাকে দল থেকে বহিষ্কার।

: 'জামায়াতের ইঙ্গিতে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিএনপির শতাধিক সাংসদ আমার সঙ্গে একমত।'—আবু হেনার প্রতিক্রিয়া।

২৫ : বাংলা ভাই একটা সময় মাঠে নেমেছিল, যখন সর্বহারার বিরুদ্ধে জনমত

www.pathagar.com

ছিল প্রবল। আর তাই বাংলা ভাইয়ের তৎপরতাকে সরকার কাজে লাগালেও লাগাতে পারে। তবে জামায়াত জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক, আবু হেনার এ বক্তব্য মতিউর রহমান নিজামী অস্বীকার করেন।

: 'জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের অনেকেই জামায়াত-শিবির সমর্থক বা সমর্থন করত।'—সরকারি দলের হুইপ আশরাফ হোসেন, *প্রথম আলো*।

: 'এখনই জঙ্গি তৎপরতা দমন করা না হলে দেশের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে।'—বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কমিটির সদস্য কর্নেল (অব.) অলি আহমদ।

: 'গোপনে কেউ যদি চেহারা বদল করে থাকে, তাকে কি সহজে ধরা যাবে? জনযুদ্ধ ও সর্বহারাদের বহু নেতা যুগের পর যুগ ধরে আত্মগোপন করে আছেন। সবাই ধরা পড়েননি।' এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মতিউর রহমান নিজামী। তিনি *ডেইলি স্টার*-এর আট কলামের হেডিংয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'অপকর্ম করে কেউ যদি আট কলামের হেডিং পায়, তাহলে শত শত বাংলা ভাই সৃষ্টি হবে।'

২৯ : বাংলাদেশে প্রথম আত্মঘাতী বোমা হামলা। আধা ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বোমা হামলায় আইনজীবী, পুলিশ, বিচারপ্রার্থীসহ নিহত ৯। গাজীপুরে সাত ও চট্টগ্রামে দুজন নিহত। চট্টগ্রামে পুলিশের বাধা পেয়ে গায়ে বাঁধা বোমা ফাটায় জঙ্গি। গাজীপুরের বারে উকিলের গাউন পরে ঢুকে পড়ে জঙ্গি। যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু। জেএমবির লিফলেটে হুমকি।

: 'এসব সন্ত্রাসী ঘটনা বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন।'—জামায়াত নেতা ও মন্ত্রী মাওলানা নিজামী।

৩০ : 'জামায়াতকে আপনারা এত পাগল মনে করছেন কেন যে তারা এসব করে নিজের ক্ষতি করবে?'—সংবাদ সম্মেলনে মাওলানা নিজামী।

: 'আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন।'—চট্টগ্রাম হাসপাতালে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী।

: 'সরকারকে কেন অভিযুক্ত করা হবে না?'—জঙ্গি উত্থানে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার দায়ে হাইকোর্টের রুল।

ডিসেম্বর ২০০৫

০১ : গাজীপুরে ফ্লাস্ক বোমা হামলা। নিহত এক; পুলিশ, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ আহত ৩০। হামলাকারী গ্রেপ্তার।

www.pathagar.com

০২ : সিলেটে গ্রেনেড হামলা, মেয়র কামরান রক্ষা পেয়েছেন।

০৪ : মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তল্লাশি হলে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে।—খতিব উবায়দুল হক।

১০ : 'ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। গণতন্ত্র মদ্যপান অনুমোদন করে। বিসমিল্লাহ বলে খেলেই মদ হালাল হয়ে যায় না।'—সৈয়দ ফজলুল করিম, চরমোনাই পীর, সাংবাদিক সম্মেলনে।

১৩ : আর্চার কেন্ট ব্লাডের নামে আমেরিকান সেন্টার পাঠাগারটির নামকরণ অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রী মার্গারেট, পুত্র পিটার ও কন্যা শিরিনের 'জয় বাংলা' বলে উদ্বোধন।

১৮ : ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে জেএমবির আস্তানা থেকে ৫১০০ ডেটোনেটর, ১১টি গ্রেনেড, ৫০০ বোমার বিস্ফোরক উদ্ধার।

২০ : 'এ গ্রন্থে যতই লেখা হোক না কেন, জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন, তবু দেশের প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকে লেখা হবে তিনি ২৬ মার্চেই তা করেছিলেন। বিএনপি আরেকবার ক্ষমতায় গেলে এ তারিখ ২৫ মার্চও হয়ে যেতে পারে।'—স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

২১ : পল্টনের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার দাবি নাকচ। উসকানি দিলে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলার হুমকি।

২২ : 'জঙ্গিদের দমন নয়, রক্ষা করাই প্রধানমন্ত্রীর কাজ। আপনিই রাষ্ট্রদ্রোহী, চোখ রাঙিয়ে লাভ নেই।'—রাজশাহীতে ১৪ দলের সমাবেশে শেখ হাসিনা।

২৭ : 'আমি শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে ২০০৪ সালে সর্বহারাবিরোধী অভিযানে সহযোগিতা করি। বাংলা ভাইয়ের যারা পৃষ্ঠপোষক, মন্ত্রী-এমপিরা গ্রেপ্তার হচ্ছে না কেন?'—পুলিশের কাছে অধ্যাপক লুৎফর রহমানের প্রশ্ন।

২৮ : আওয়ামী লীগের প্রতি ইঙ্গিত করে মতিউর রহমান নিজামী বলেন : 'তারাই ক্ষমতায় থাকাকালে বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার উল্লেখ করে বই লিখে বিদেশে বিতরণ করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফরকালে জঙ্গি বিষয়ে বই প্রকাশ করে তাঁর কাছে দিয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও তারা সে সময় জঙ্গি দমনে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এখন সরকারের জঙ্গিবিরোধী অভিযানে তারা নাখোশ হচ্ছে। আওয়ামী লীগের এমপি ও যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকের ভগ্নিপতি হচ্ছে জেএমবি-প্রধান শায়খ রহমান। আর নিষিদ্ধঘোষিত হরকাতুল নেতা মুফতি আবদুল হান্নানের আপন ভাই হচ্ছে ছাত্রলীগ নেতা। তাদের নির্মূল কমিটিই এখন নির্মূল হয়ে গেছে। তারা দুবার

www.pathagar.com

ক্ষমতায় ছিল। অথচ কোনো অভিযোগেই জামায়াতের কোনো নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে কোথাও কোনো মামলা দায়ের তো দূরের কথা, একটি জিডিও করেনি।' নিজামী বলেন, 'যে নেত্রী দেশের নিরাপত্তার প্রতীক সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তাদের সরকারকে সহায়তা না করার জন্য আহ্বান জানাতে পারেন, তিনি দেশের কত বড় ক্ষতি করতে পারেন, তা সহজেই বোঝা যায়। এটি কোনো সুস্থ মানুষের কথা হতে পারে না।'

৩০ : টিপাইমুখ বাঁধ হলে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হবে।—আন্তর্জাতিক টিপাইমুখ বাঁধবিরোধী সম্মেলনে বক্তারা।

৩১ : ২০০৫ সালে বোমা ও গ্রেনেড হামলায় ৬২ জন নিহত এবং ৯৮৩ জন আহত। উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর হামলায় ৩০ জন নিহত এবং ৩৪৭ আহত। বোমা হামলায় জড়িত সন্দেহে ৮৮১ জন গ্রেপ্তার।

: সারা দেশে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর হাতে নিহত ৩৯৬—র‍্যাবের হেফাজতে ১১১, পুলিশ হেফাজতে ২৫৮, চিতা ও কোবরার হাতে ৪, অন্যান্য বাহিনীর হাতে ২৪। উল্লিখিত ৩৯৬ জনের মধ্যে ৩৪০ জন ক্রসফায়ারে মারা গেছে।

: নিরাপত্তার জালে নববর্ষের রাত। মানুষের ঢল নামেনি।

২০০৬

জানুয়ারি ২০০৬

০৫ : অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের স্থান ১৪১।—ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ও হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট।

১৮ : 'আ.লীগ এ দেশে থাকে না, ভোটার হওয়ার দরকার নেই।'—তারেক রহমান।

২১ : আওয়ামী লীগ কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, আহত শতাধিক।

: রাজশাহীতে গণনিয়োগ পাওয়া কর্মচারীদের তাণ্ডব, আহত অর্ধশত।

২৩ : চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটে বিদ্যুতের দাবির মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত আট। পুলিশের গাড়িতে আগুন। এমপিসহ আহত দুই শতাধিক।

২৬ : 'বাংলাদেশে একটি প্রকল্প দুর্নীতির জন্য বন্ধ করা হয়েছে।'—বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট।

: 'তাঁরা কী করে ভাবলেন বিনা দাওয়াতে এসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন?'—ইইউ প্রতিনিধি সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর মন্তব্য।

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারি ২০০৬

০৬ : 'বিদেশিদের নয়, জনগণের চাপেই সংসদে যাচ্ছি।'—সাংবাদিকদের বিরোধীদলীয় উপনেতা।

১২ : 'বেতন-ভাতার জন্য আ.লীগ সংসদে গেছে।'—এরশাদ।

১৫ : জিয়াকে এক গালি দেওয়া হলে মুজিবকে তিন গালি দেওয়া হবে।—সংসদে মান্নান ভূঁইয়া।

মার্চ ২০০৬

০১ : শায়খ আবদুর রহমানকে ধরতে সিলেটে রুদ্ধশ্বাস অভিযান। স্ত্রী, কন্যা, পুত্রসহ নয়জনের আত্মসমর্পণ।

: 'জিহাদ করব। শহীদ হব, তবু ধরা দেব না।'—শায়খ রহমান।

০২ : ৩৩ ঘণ্টা পর শায়খ রহমানের আত্মসমর্পণ। রাজনৈতিক দলগুলোর সন্তোষ প্রকাশ। ১৪ দলের কাছে এটা নাটক, অভিনয়।

: 'বিশ্বের ধনী ও শক্তিশালী দেশ যা পারেনি, বাংলাদেশ তা পেরেছে।'—প্রধানমন্ত্রী।

: বোমা-গ্রেনেড-সন্ত্রাসে গত বছর ১৭৫ জন নিহত। ১৭ আগস্টের পর ৯১৫ জঙ্গি গ্রেপ্তার।

৯ : রাজশাহীতে ড. ইউনুস হত্যা, হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও গাজীপুর এবং ব্র্যাক অফিসের সব হামলার দায় স্বীকার করেছেন শায়খ আবদুর রহমান।—র‍্যাব-পুলিশের তথ্য।

১৩ : জাতীয় সংসদের চিপ হুইপ দুই বাসার জন্য চাল-ডাল ও টাকা নেন সংসদ থেকে। 'চিফ হুইপের যেহেতু প্রাপ্যতার সীমা নেই, তাই প্রাপ্যতার বাইরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।—খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন।

১৬ : 'আ.লীগ ক্ষমতায় গেলে র‍্যাব বন্ধ হবে না, স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে।'—শেখ হাসিনা।

১৮ : 'মার্চের শুরুর দিকে আমরা রাজনৈতিক নির্দেশের জন্য তৈরি ছিলাম।'—এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার *প্রথম আলোকে*।

: ব্যাংকসহ জামায়াতের আটটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বছরে মুনাফা ১২ কোটি টাকা।—অধ্যাপক আবুল বারকাত।

১৯ : 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি তৃতীয় রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্দেশ্যে বি চৌধুরী ও ড. কামাল হোসেনের সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর।

২৫ : কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল করে না। আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কোনো তৎপরতা নেই।

www.pathagar.com

: 'আওয়ামী লীগ রূপকথার দৈত্য।'—বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া।

৩০ : শত শত রাউন্ড টিয়ারশেল, সচিবালয় এলাকা রণক্ষেত্র। আহত শতাধিক। সচিবালয়ের ১২৫টি লাল ফোন বিকল, তা নিয়ে তদন্ত।

: রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও সমাজপতিদের ১.৮৮ লাখ একর জমি দখল, মাত্র ৯ হাজার ২৮৮ একর জমি উদ্ধার হয়েছে।—*ডেইলি স্টার*-এর প্রতিবেদন।

এপ্রিল ২০০৬

০১ : 'বাংলাদেশ সীমান্তজুড়ে কাঁটাতারের বেড়া হবে।'—মনমোহন সিং।

০৪ : এমপিদের গাড়ি ব্যবসায়ীদের হাতে, আমদানি করা ২৭৫টি শুল্কমুক্ত গাড়ির মধ্যে রয়েছে বিএমডব্লিউ, পোরশে, ক্যাডিল্যাক, লেক্সাস।

: 'দেশে জঙ্গি আছে ১৭ আগস্টের আগে জানতাম না।'—*সাপ্তাহিক টাইম*-এর অ্যালেক্স পেরিকে প্রধানমন্ত্রী।

: 'সময়ে জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় আসবে এবং [বাংলাদেশ] পুরোপুরি এক তালেবান রাষ্ট্র হবে।'—*সাপ্তাহিক টাইম*-এ অ্যালেক্স পেরি।

০৫ : জঙ্গি অ্যাকাউন্ট : ইসলামী ব্যাংককে ১ লাখ টাকা জরিমানা।

: 'বিগত সরকারের আমলেই বোমাবাজি শুরু, আমরা তা নির্মূল করেছি।'—আমতলীর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী।

০৬ : কানসাটে বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বিএনপির কর্মীদের সংঘাত, নিহত চার, আহত শতাধিক।

০৭ : মিছিলে উত্তাল কানসাট। অনির্দিষ্টকালের হরতাল, রব্বানী আসামি।

১৬ : কানসাটে সরকারের নতিস্বীকার। সব দাবি মেনে চুক্তি স্বাক্ষর। এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন। হতাহতের জন্য ক্ষতিপূরণ।

: সংলাপের জন্য আ.লীগ পাঁচ প্রতিনিধির নাম দিয়েছে: তোফায়েল আহমেদ, আবদুল জলিল, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও কাজী জাফরুল্লাহ।

১৭ : 'জামায়াতের সঙ্গে সংস্কার আলোচনায় বসা মানে শায়খ ও বাংলা ভাইদের সঙ্গে বৈঠক করা।'—মুজিবনগর দিবসে শেখ হাসিনা।

১৮ : 'বর্তমান সাংসদদের মধ্যে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশের জন্য সুশীল সমাজের কাছে অনুরোধ। নিজের এবং তাঁর দলের সাংসদদের সম্পদের হিসাব দিতে রাজি, সরকারি দল অনুরূপ পদক্ষেপ নিক।'—আওয়ামী যুবলীগের মহাসমাবেশে শেখ হাসিনা।

২১ : মার্কিন নাগরিক এহসানুল হক সাদেকিকে এফবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর।

www.pathagar.com

২৭ : জেলা মন্ত্রীর পদ বাতিল করলেন হাইকোর্ট। দুই যুগ আগে এরশাদের সময় শুরু হয় জেলা মন্ত্রীর পদ।

: খেলাপি এমপিদের টেলিফোন বিল ছয় মাসের মধ্যে আদায় করুন।—হাইকোর্টের নির্দেশ।

২৮ : সংলাপের জন্য জোট সরকারের পাঁচ প্রতিনিধি : বিএনপির ড. মোশাররফ হোসেন, খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন, জামায়াতের আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, ইসলামী ঐক্যজোটের ফজলুল হক আমিনী ও বিজেপির একাংশের সাইফুর রহমান। মান্নান ভূঁইয়ার নাম নেই।

৩০ : 'বিস্ফোরক আনা হয় চোরাই পথে, টাকা দেন দুই লন্ডন-প্রবাসী।'—চীন থেকে ফিরে সাংবাদিকদের প্রতিমন্ত্রী বাবর।

মে ২০০৬

০১ : ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকায় বাংলাদেশের দুই ধাপ উন্নতি, এবার ১৯তম।

১৫ : দুর্নীতি দমন কমিশন তামাশায় পরিণত হয়েছে।—বিশ্বব্যাংকের এশিয়া বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফুল্ল প্যাটেল।

১৬ : পুলিশ ইন্সপেক্টর থেকে তদূর্ধ্ব অফিসারদের সম্পত্তির হিসাব দেওয়ার জন্য বিগত আ.লীগ সরকারের আমলে এক সার্কুলার জারি হয়। গত চার বছরে কেউ আর হিসাব দিচ্ছেন না।

২৩ : মার্কিন দূতাবাসের তিন কর্মকর্তা কানসাটে।

২৪ : 'মর্ফোলজি, হাইড্রোলজি ও ওশ্যানোগ্রাফি অনুযায়ী তালপট্টিতে আমাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত না করায় বাংলাদেশ ১ লাখ বর্গমিটার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমুদ্র এলাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের জলসীমায় ভারত ও মিয়ানমার তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করছে।'—পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. মো. আবদুর রব।

২৬ : ৪৮ ঘন্টায় ক্রসফায়ারে মারা গেছে ছয়জন।

২৮ : জিয়াউর রহমানের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামে ১২ হাজার লোককে মেজবান খাওয়ানোর জন্য চাঁদা আদায়।

৩০ : আগামী বাজেটে কালোটাকা সাদা করার কোনো সুযোগ থাকবে না। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৫০০ কোটি ডলার। ভাসমান বিনিময় হার চালু থাকায় রিজার্ভ ডলার না থাকলে মানুষের আস্থা থাকবে না।—অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান।

৩১ : বাতিল খসড়া ভোটার তালিকা করতে ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি টাকা।

জুন ২০০৬

০২ : সংসদে ১২ ভিআইপি—স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা,

www.pathagar.com

বিরোধীদলীয় উপনেতা, সরকারদলীয় চিফ হুইপ ও আরও ছয়জন হুইপ এবং বিরোধীদলীয় চিফ হুইপের জন্য বরাদ্দ ৭২ লাখ টাকা। বাড়তি চাওয়া হয়েছে ৫৩ লাখ টাকা।

০৫ : স্বাধীনতার পর আরও ছয়বার কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়। এবার কালোটাকার মালিকদের আগ্রহ ছিল বেশি। গত ১১ মাসে ১ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা সাদা হয়েছে। সরকার কর পেয়েছে ৯৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা।

১২ : 'শেখ হাসিনা গোলাম আযমের পা ধরে সালাম করেছিলেন।'—বিএনপির সাংসদ মসিউর রহমানের এই বক্তব্য এক্সপাঞ্জের দাবিতে স্পিকারের প্ল্যাটফর্মে বিক্ষোভ। 'খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক, সবাই জানেন।'—শেখ হাসিনার এই বক্তব্য এক্সপাঞ্জের দাবি করেন জোট সরকারের সাংসদেরা।

১৩ : হরতালে সংঘর্ষ, গুলি, লাঠি ও ভাঙচুর। সারা দেশে শতাধিক গ্রেপ্তার।

: নিরাপত্তার মধ্যে নির্বাচন কমিশনার মাহফুজুর রহমানের বাসায় গুলি।

: প্রশাসন থেকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় রকম বিচারব্যবস্থা স্বতন্ত্র অবস্থানে না থাকলে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।—*জনকণ্ঠকে* প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল।

১৫ : ৩৬ ঘণ্টার হরতাল শেষ। মহাখালী ও কামরাঙ্গীরচরে পুলিশ-পিকেটার সংঘর্ষ, গুলি। ১৪ দলের নতুন কর্মসূচি—২০ জুন নির্বাচন কমিশন ঘেরাও, ২ জুলাই রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথ অবরোধ।

: প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বাসায় বোমা নিক্ষেপ।

১৬ : দেশে প্রতিরক্ষানীতি নেই। ৩৫ বছর ধরে সশস্ত্র বাহিনী চলছে ওয়ার বুক দিয়ে।

: 'বর্তমান প্রশাসন দিয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।'—প্রাক্তন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মুজিবুল হক এক সাক্ষাৎকারে।

১৯ : শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সংসদে ফের অশালীন উক্তি, উত্তেজনা। মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপে অবশেষে স্পিকার এক্সপাঞ্জ করলেন। সাংসদ নাসির উদ্দিন আহমদ পিন্টুর কটূক্তির প্রতিবাদে শহরে মিছিল, যানবাহনে আগুন।

২০ : নির্বাচন কমিশন অবরোধকালে সংঘর্ষ। আগারগাঁও ও ধানমন্ডি রণক্ষেত্র। মোহাম্মদ নাসিমের বাসায় পুলিশের হামলা।

২৪ : বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত।

২৫ : নৌপরিবহনমন্ত্রী কর্নেল (অব.) আকবর হোসেনের (৬৫) মৃত্যু।

www.pathagar.com

: ভারতে পাঁচ দিনের সফর এবং সেখানে সরকারি ও বিরোধীদলীয় বিভিন্ন জনের সঙ্গে দেখা করে দেশে প্রত্যাবর্তন।

২৭ : 'প্রধানমন্ত্রী ১০-১২ দিনের মধ্যে নিজেই রাষ্ট্রপতি হবেন।'—আ.লীগের আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা।

: কোরাম সংকটে সংসদের ২ কোটি ৯১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা অপচয় হয়েছে গত পাঁচটি অধিবেশনে। জাতীয় সংসদের বেশির ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী এবং এঁরাই কোরাম সংকটের জন্য দায়ী।—টিআইবির পার্লামেন্ট ওয়াচ।

২৮ : 'আমাকে রাষ্ট্রপতি বানিয়ে উনি মনে হয় দল বদল করে প্রধানমন্ত্রী হতে চান।'—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

: 'বর্তমান রাষ্ট্রপতির ভাগ্যে কী আছে কে জানে?'—শেখ হাসিনা।
'রাষ্ট্রপতির গৃহবন্দিত্বের কথা যাঁরা বলছেন, তাঁরা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করছেন।'—ড. কামাল হোসেন।

: উদীচী অনুষ্ঠানে বোমা হামলার ২৩ জন আসামিই খালাস। উক্ত মামলার বাদী ও আইজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ ।

: অর্থ বিল পাস। ৯ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব-ঘাটতির আশঙ্কা। গত ১১ মাসে রাজস্ব আদায় ২৯ হাজার ৯৪৩ কোটি টাকা।

জুলাই ২০০৬

০১ : ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকনির্দেশনায় আপত্তি করছে ডিজিএফআই এবং ইসলাম-পছন্দ্ দলগুলো?

০২ : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এরশাদ ও রওশনের বৈঠক। এরশাদ চান, ৬৫ আসন ও এক-তৃতীয়াংশ মন্ত্রিত্ব? প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস ৫০টি আসন, এরশাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও রওশনের বাড়ি নিলাম না হওয়ার আশ্বাস।

০৪ : চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে এরশাদের চীন যাত্রা।

০৭ : 'মহালছড়ির এক এলাকায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা এত বেশি ভোটার হয়েছেন যে সেখানে ইউপি নির্বাচন হলে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন এক সেনাসদস্য।'—রাঙামাটির নাগরিক সমাবেশে সন্তু লারমা।

১০ : বাংলাদেশে টাটার ৩০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ-প্রস্তাব স্থগিত।

২১ : 'নিয়মিত কর দিচ্ছি'—এরশাদের এই বক্তব্যের জবাবে *প্রথম আলো* বলছে, '১৬ মার্চের মধ্যে এরশাদকে প্রায় সোয়া ৬ কোটি টাকা কর পরিশোধ করার জন্য এনবিআর নোটিশ দেয়; কিন্তু কোনো কর দেওয়া হয়নি।'

২৮ : 'আমি নিজের জন্য কারও কাছে কিছু চাইতে যাব না। আমি এমনিতেই

www.pathagar.com

লাজুক মানুষ।'—বিএনপির কাছে রাষ্ট্রপতি হওয়ার শর্ত দিয়েছেন কি না সেই প্রশ্নের উত্তরে এরশাদ।

২৯ : 'এম কে আনোয়ার—যিনি এরশাদের সহযোগী হিসেবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কালো তালিকাভুক্ত ছিলেন—একানব্বইয়ের নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের কাছে মনোনয়ন চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ১৫ মিনিটের মধ্যেই বিএনপির নমিনেশন পান।'—*প্রথম আলো*কে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আবদুল জলিল।

৩০ : 'আমি জেলে যাব আর দলের নেতারা সাংসদ হবে, তা হবে না।'—মতবিনিময় সভায় এরশাদ।

আগস্ট ২০০৬

০২ : ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় গহিন জঙ্গলের এক কওমি মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণরত অবস্থায় ২৬ জন ইসলামি জঙ্গি গ্রেপ্তার। গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গি নেতা আবদুর রউফ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেন।

০৩ : 'এরশাদকে দলে নিলে দীর্ঘ মেয়াদে দলের ক্ষতি হতে পারে।'—অর্থমন্ত্রী।

০৪ : 'বাংলাদেশে আল-কায়েদার উপস্থিতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই।'—পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র সিন ম্যাককর ম্যাক।

০৫ : 'টাকা বানাতে ব্যাংক ডাকাতি করতে হয় না, প্রধানমন্ত্রীর ছেলেই প্রমাণ।'—শেখ কামালের জন্মদিনে শেখ হাসিনা।

০৭ : সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান লতিফুর রহমান চার বছর পর সরকারি বাড়ি ছাড়লেন।

১১ : 'এরশাদ জিয়া হত্যাকাণ্ডে জড়িত, তাঁর সঙ্গে বিএনপির সখ্য হতে পারে না।'—কর্নেল অলি।

১৫ : খালেদা জিয়ার ৬২তম জন্মদিন। বিভিন্ন নথিপত্রে তাঁর চারটি জন্মদিনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *আনন্দপত্র* পত্রিকায় ১৯৯১ সালের ১৮ জানুয়ারি প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রীর বাবা মোহাম্মদ ইস্কান্দর মজুমদারের বরাত দিয়ে বলা হয়, ১৯৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ২০০০ সালের ১৭ আগস্ট দৈনিক *মাতৃভূমি* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, শিক্ষাবোর্ড সূত্রে পরীক্ষার রেকর্ড অনুযায়ী তাঁর জন্মদিন ১৯৪৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর সরকারি তথ্য বিবরণী অনুযায়ী তাঁর জন্মদিন ১৯৪৭ সালের ১৯ আগস্ট। পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রীর তথ্যসচিবের *দৈনিক বাংলায়* প্রদত্ত

www.pathagar.com

তথ্যানুযায়ী তাঁর জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিয়ের কাবিননামা অনুযায়ী সর্বশেষ ভোটার তালিকায় দেওয়া তথ্যে তাঁর জন্মতারিখ ১৯৪৬ সালের ১৫ আগস্ট।

১৬ : বাংলাদেশে ১৬ দিনের সফর শেষে সজীব ওয়াজেদ জয় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বললেন, 'এরশাদ চাইলে আ.লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের জোটে আসতে পারেন।'

১৮ : 'আমাদের ১১ দলীয় জোটে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে, এরশাদের সঙ্গে কেউ জোট করলে সেটি হবে দ্বিপক্ষীয় বিষয়। ১৪ দলের জোটবদ্ধ কোনো বিষয় হবে না সেটা।'—দিলীপ বড়ুয়া।

: 'সজীব ওয়াজেদ জয় কী বলেছেন, সেটা তিনিই বলতে পারবেন। এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য নেই। তবে এরশাদের দিকে আমরা নজর রাখছি।'—আবদুল জলিল।

২১ : প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের ঘোষণা।

২২ : 'আগামী নির্বাচনে হেরে গেলে কোনো নীতিতে কাজ হবে না।'—এরশাদকে জোটে নেওয়া প্রসঙ্গে স্থায়ী কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী।

: 'এতই যদি শক্তি তবে জোটে আসতে এত ব্যাকুল কেন?'—এরশাদ সম্পর্কে জামায়াত নেতা আবদুল কাদের মোল্লা।

২৪ : দুটি দুর্নীতি মামলা থেকে এরশাদের অব্যাহতি লাভ।

২৫ : আরও দুটি দুর্নীতি মামলায় অব্যাহতি পেলেন এরশাদ।

২৬ : এশিয়া এনার্জির উন্মুক্ত কয়লাখনির বিরুদ্ধে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে গণবিস্ফোরণ। বিডিআর-পুলিশের গুলিতে নিহত তিন। ১৪৪ ধারা জারি।

৩০ : এশিয়া এনার্জিকে দেশ থেকে বিতাড়নসহ ফুলবাড়ীবাসীর ছয় দফার সব কটি মেনে নেওয়ার সরকারি ঘোষণা।

সেপ্টেম্বর ২০০৬

০১ : 'এরশাদকে ১৪ দলে কেন আনা গেল না?'—সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা : 'এরশাদকে ১৪ দলে কখনোই আনার চেষ্টা করা হয়নি।'

০৩ : অ্যাকশন এইডের নাসরীন হকের গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হওয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন।

০৬ : ১৪ দলের নির্বাচন কমিশন ঘেরাও। ধানমন্ডি রণক্ষেত্র। সাবের হোসেন চৌধুরীসহ অনেকে পুলিশের পিটুনির শিকার।

০৭ : অবিশ্বাস্য হারে ভোটার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ কোটি ৩০ লাখে।

www.pathagar.com

০৯ : আ স ম রব ও কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আরেক চারদলীয় জোট।

১৬ : বাংলাদেশের ২০ ভাগ প্রতিষ্ঠান কাজের উপযুক্ত লোক পায় না।—বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট।

: 'জিয়াকে রাস্তায় ডেকে এনে যুদ্ধে নামিয়েছি, স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করিয়েছি। যেসব মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জুতা-স্যান্ডেল টানে, তারাই কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে আমার কথা বলে। কয়েকজন মন্ত্রী সারা রাত মদ খেয়ে বদমায়েশি করে মুক্তবাজারের কথা বলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়। ১৫-২০ জন মন্ত্রীর একটা সিন্ডিকেট বছরে ২০ হাজার কোটি টাকা ঘুষ খায়।'—কর্নেল (অব.) অলি আহমদ চন্দনাইশের এক জনসভায়।

১৭ : এরশাদ এক মাসে চতুর্থ বার নির্দোষ রায় পেলেন। বিচারক মন্তব্য করেন, প্লট বরাদ্দের মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

১৮ : 'বিচারপতি হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নিলে ঢাকা অচল করে দেওয়া হবে। যার যা আছে তা-ই নিয়ে আপনারা ঢাকায় আসবেন।'—পল্টনের জনসভায় শেখ হাসিনা।

১৯ : 'ক্রসফায়ার' ও 'এনকাউন্টারে' দেশে ২১ ঘণ্টায় ছয়জন নিহত।

২১ : 'দাতাদের বলছি, আগে সুইস ব্যাংকে দুর্নীতিবাজদের টাকা রাখা বন্ধ করো।'—অর্থমন্ত্রী।

২৩ : 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে বিএনপি বসে আঙুল চুষবে না।'—বরুড়ার (কুমিল্লা) জনসভায় প্রধানমন্ত্রী।

: 'প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য কাউকে প্রধান উপদেষ্টা করা যায়।'—বিবিসির সংলাপে কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার।

২৪ : 'আবহাওয়ার ভুল সংকেতের কারণে ব্যাপক প্রাণহানির যখন সংবাদ আসছে, তখন প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টার নিয়ে নির্বাচনী সভায় ব্যস্ত।'—সংসদে শেখ হাসিনা।

২৫ : 'ধর্মমন্ত্রী অথর্ব, ইসলামী ফাউন্ডেশন দুর্নীতির আখড়া।'—মুফতি ফজলুল হক আমিনী।

২৭ : 'কারাবিধিতে রমজান মাসে ফাঁসির বিধান কার্যকর করা যাবে না, এমন বিধান নেই।'—সংসদে আইনমন্ত্রী।

: দেশ ও মানুষের কল্যাণে অপ্রিয় সব কাজ সম্পন্ন করার তাগিদ।—তত্ত্বাবধায়ক ও নির্বাচিত সরকারের করণীয় বিষয়ে নাগরিক সংলাপ।

২৮ : বিদ্যুতের দাবিতে ডেসকো অফিসে ভাঙচুর। ১৫০০ মেগাওয়াট শক্তির ২০টি প্লান্ট বন্ধ।

www.pathagar.com

: সংসদে বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা না হওয়ায় আ.লীগের ওয়াক আউট।

২৯ : 'বিবেকের তাড়নায়' পদত্যাগ করলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আনোয়ারুল কবীর তালুকদার। অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।—প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

অক্টোবর ২০০৬

০১ : 'সংস্কার আন্দোলনে প্রাথমিক বিজয় হয়েছে ১৪ দলের।'—শেখ হাসিনা।

০৩ : ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের ৫৯৬ কোটি টাকা সরিয়ে ফেলেছেন মালিকেরা ও তাঁদের আত্মীয়স্বজন। বাংলাদেশ ব্যাংক আত্মসাতের কথা বলছে।

০৪ : 'সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক হতে পারে, তবে হাসান নয়। জনগণের দাবি মেনে নিন।'—বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা।

: প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী একে অপরের মুখোমুখি হননি। শেখ হাসিনা যখন বক্তৃতা করেন তখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সংসদে আসেননি। প্রধানমন্ত্রী যখন বেলা দুইটা পাঁচ মিনিটে বক্তৃতা শুরু করেন তখন শেখ হাসিনাসহ প্রধান বিরোধী দলের প্রথম সারির কোনো নেতা সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। বিরোধী দল অষ্টম সংসদের ২৩টি অধিবেশনের নয়টি বর্জন করে শেষে চারটি অধিবেশনে একনাগাড়ে যোগ দেয়।

: 'বিরোধী দল সংস্কার প্রস্তাবকে নির্বাচনী ইস্যু করতে পারে। দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি নিয়ে সরকারে এসেছি অন্য কারও ডিকটেশন বা দাবি মেনে নেওয়ার জন্য নয়।'—সংসদে মন্ত্রী নিজামী।

: আ.লীগের সদস্যরা যুদ্ধাপরাধের ইঙ্গিত করলে নিজামী বলেন, '৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন। বিচার করতে পারেননি। এখন এই নিয়ে আপনাদের কথা বলার নৈতিক অধিকার নেই।'—নিজামী।

: 'আতুর ও পঙ্গু হলেও বাংলাদেশের গণতন্ত্র চলছে।...কমিউনিস্টরা গণতন্ত্রী সেজে গণতন্ত্রের ক্ষতি করছে।'—আনোয়ার হোসেন মঞ্জু।

: বেগম রওশন এরশাদ বলেন, 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে আটটি সংসদের মধ্যে পাঁচটি সংসদ মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি।'

: কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে সংলাপ হওয়া উচিত জাতীয় পর্যায়ে। অন্তত সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর সেই সংলাপে থাকা উচিত। শেষ পর্যন্ত দুই মহাসচিব পর্যায়ে আলোচনায় ঐকমত্য হলো। কিন্তু তারা কি চেতনার দিক থেকে এতই দরিদ্র যে বাইরের মাতবরদের মধ্যস্থতা লাগবে?...বিএনপির এই পাঁচ বছরে উন্নয়ন হয়নি বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। দ্রব্যমূল্য,

www.pathagar.com

আইনশৃঙ্খলা, বিদ্যুৎ-পরিস্থিতিতে মানুষ দিশেহারা। মানুষকে খুশি করা আল্লাহর পক্ষেও সম্ভব নয়। উন্নত বিশ্বের দেখাদেখি দেশেও মানুষের চাহিদা বেড়েছে।' তিনি নৈতিকতার তাড়নায় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আনোয়ারুল কবীর তালুকদারের পদত্যাগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, ভারতে রেলমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মতো তিনিও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

: 'এতই যদি উন্নয়ন হয়েছে, তাহলে আপনার আত্মবিশ্বাস এত কম কেন? ভোট চুরি করতে হায় হাসান, হায় হাসান করছেন কেন? সংস্কার মেনে নিন। নির্বাচন নিরপেক্ষ হোক। তারপর দেখা যাবে জনগণ কাকে সমর্থন করে।'—শেখ হাসিনা।

০৫ : 'দেশে একটি নির্বাচিত সরকার ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, তবে কেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের কাছে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। সেদিন তাঁর দেশপ্রেম কোথায় ছিল?'—প্রধানমন্ত্রীকে জয়নাল হাজারীর প্রশ্ন।

০৭ : রেমন্ড ফয়সাল সোলায়মানের সিডনির অফিস থেকে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে অস্ট্রেলিয়ার আদালতে দায়েরকৃত মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি হয়ে গেছে।

০৮ : ২০০১ সালে দুজন বিদেশি কূটনীতিককে সঙ্গে করে নির্বাচন কমিশনে যাওয়া এবং *প্রথম আলো-ডেইলি স্টার*-এর বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্য মার্কিন দূতাবাসে যাওয়া প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা অসত্য বলেছেন।—*প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমানের মন্তব্য প্রতিবেদন।

১০ : 'উচ্চ আদালতে যিনি রং হেডেড হিসেবে অভিহিত, নিজ স্বামীর কাছে যিনি বদরাগী হিসেবে বিবেচিত, দেশ পরিচালনার সময় দুর্নীতিপরায়ণ ও সন্ত্রাসী হিসেবে অভিযুক্ত, তাঁর নেতৃত্বে ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না।'—ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তারেক রহমান।

১২ : প্রধানমন্ত্রী সংসদে তাঁর সমাপনী ভাষণে প্রাক্তন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল হারুন-অর-রশীদ বীর প্রতীককে 'তাঁদের আর্মি চিফ' বলে উল্লেখ করলে তার জবাবে হারুন-অর-রশিদ বলেন: 'প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের এক অংশে উল্লেখ করেছেন যে, আমি 'তাঁদের আর্মি চিফ'। এখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না যে প্রধানমন্ত্রী 'তাঁদের আর্মি চিফ' বলতে আমাকে আওয়ামী লীগের আর্মি চিফ বোঝাতে চেয়েছেন। এ কথা সত্য যে আমি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সেনাপ্রধান নিযুক্ত হয়েছিলাম। আমাকে

www.pathagar.com

'তাঁদের সেনাপ্রধান' আখ্যায়িত করা সম্পূর্ণ মনগড়া ও উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে করি। প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি কি ভবিষ্যতের জন্য একটি বিশ্রী উদাহরণ হয়ে থাকবে না? আওয়ামী লীগ আমলে নিযুক্ত সেনাপ্রধান যদি 'তাঁদের সেনাপ্রধান' হয়, তাহলে বর্তমানে জোট সরকারের আমলে নিয়োজিত সেনাপ্রধানও কি 'তাঁদের সেনাপ্রধান' হয়ে যাবে না? এ ধরনের অশোভনীয় দৃষ্টান্ত সেনাবাহিনীর গৌরব, ঐতিহ্য ও নিরপেক্ষ ভূমিকার প্রতি অবমাননাকর নয় কি?'...প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের আরেক অংশে বলেছেন, 'যে-আর্মি চিফকে তাঁদের দলীয় মিছিলে অংশ নিতে বাধ্য করেছিল, গত নির্বাচনের সময় তিনিও স্বপদে বহাল ছিলেন।'...'আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই যে আমি কোনো সময়েই কোনো রাজনৈতিক দলের মিছিলে অংশগ্রহণ করিনি। এটা সত্যের অপলাপ মাত্র। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে কোনো প্রমাণ জাতির কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, আমি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধাদের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছি। ২০০১ সাল ছিল স্বাধীনতার ৩০ বছর। সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দিয়েছিল দেশের প্রতিটি থানায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেওয়ার এবং তাদের প্রতিনিধিদের ঢাকায় "শিখা চিরন্তন" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত করার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের ওপর অর্পিত অন্য যেকোনো দায়িত্বের মতো এটাকেও একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে নেয়। ওই সমাবেশের সংগঠক হিসেবে এবং উপরন্তু একজন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি ওই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছি।

: বর্তমানে সপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত আবুল ফজল মোহাম্মদ আবদুল হান্নান, শেখ কামালের ব্যাংক ডাকাতি সম্পর্কে সংবাদ সংস্থা এনাকে যা বলেন তা ১২ অক্টোবর *জনকণ্ঠ*-এ প্রকাশিত হয়। জনাব হান্নান বলেন, 'শেখ কামালের ক্ষমতা ছিল। ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারতেন। ক্ষমতাসীনদের অন্য সন্তানের মতো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা সংগ্রহ করা কোনো ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু সেদিকে তাঁর কোনো মনোযোগ আমি দেখিনি। বরং বেক্সিমকো প্রতিষ্ঠায় তিনি সহায়তা করেছিলেন। এর বিনিময়ে বেক্সিমকোর সঙ্গে চুক্তি ছিল যে আবাহনী দলের খরচপত্র চালাতে হবে।' জনাব হান্নান বলেন, 'শেখ কামালের নিজস্ব কোনো গাড়ি দূরের কথা ভ্যানও ছিল না। বেক্সিমকোর বড় একটি ভ্যান ব্যবহার করতেন বন্ধুদের নিয়ে চলাফেরা এবং আড্ডার জন্য। ঠিক তেমনিভাবে সেই রাতেও ঢাকা কলেজের বিপরীতে ২৫ নম্বর ছাত্রলীগ অফিস থেকে

www.pathagar.com

বেক্সিমকোর বড় ভ্যানে ১০ বন্ধু চেপে বসেন। এমন সময় টুকু দেখতে পান যে নিকটেই আল হেলাল হোটেলের সামনে লালরঙের একটি টয়োটা গাড়ি। সে গাড়িটি তাদের লক্ষ্য করছে।' জনাব হান্নান বলেন, 'এ অবস্থায় আমাদের বহনকারী ভ্যানটি ধীরে ধীরে ওই গাড়ির দিকে এগোতে থাকে। এ সময় লাল টয়োটা সামনের দিকে চলতে থাকে। টয়োটা ক্রমশ স্পিড বাড়িয়ে দিল ভ্যানকে আড়ালে রেখে অন্যত্র যাওয়ার মতলবে। টয়োটা এগোচ্ছে কমলাপুর হয়ে কবি জসীমউদ্‌দীন রোড দিয়ে ছোট ব্রিজ পার হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকে।...টয়োটা স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসের দিকে যাচ্ছিল। পরে জানা গেছে, টয়োটায় ছিলেন সার্জেন্ট শামীম কিবরিয়া। তিনি ফাঁড়িতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় এবং সবাইকে পজিশন নিতে নির্দেশ দেন ওয়াকিটকির মাধ্যমে। সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল ব্রাঞ্চের সশস্ত্র লোকজন বাড়িটির ছাদে ও বিভিন্ন অবস্থানে যান এবং টয়োটা একেবারে অফিসের ভেতরে ঢোকে। টয়োটাকে অনুসরণ করে ভ্যানটিও ভেতরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে টয়োটার স্টার্ট বন্ধ করা হয় এবং মুহূর্তে এলাকাটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকজন অবিরতভাবে গুলি চালায়। ছাদের ওপর থেকে থ্রি নট থ্রির গুলি ভ্যানের ছাদ ভেদ করে ভেতরে ঢোকে। এবং কয়েকটি গুলি শেখ কামালের বাঁ পাশের কলারে লাগে। চারটি গুলি কলার বোনের ভেতরে ঢোকে। ভ্যানের আরও পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়। একজনের হাতের চারটি আঙুল উড়ে যায়। কারও পিঠেও গুলি লাগে। আমি, রুহুল, খোকা এবং টুকু গুলি থেকে বেঁচে যাই।'

জনাব হান্নান বলেন, 'মুসলিম লীগ নেতা আবদুল্লাহ আল মামুনের ছেলে টুকু বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণের সময় চিৎকার করে শেখ কামালকে বলেন যে 'এটা স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস।' সঙ্গে সঙ্গে শেখ কামাল আরও জোরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'আমি শেখ কামাল।' এ কথা শুনে সার্জেন্ট গুলি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েই দৌড়ে ভ্যানের কাছে আসেন এবং ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করেন। সার্জেন্ট বলেন, 'আমাদের ভুল হয়েছে। আমি বুঝতে পারিনি, আমাকে মাফ করে দিন।' এমনি অবস্থায় রেজাউল আহত ব্যক্তিদের জিপে তুলে নিয়ে যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শেখ মুজিবের ছেলে গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর মুহূর্তে জানাজানি হওয়ার পর হাসপাতালে গভীর রাতেই সর্বাগ্রে ছুটে আসেন জেনারেল জিয়াউর রহমান (সে সময় সেনাবাহিনীর উপপ্রধান এবং পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি এবং বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান), তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার

www.pathagar.com

মোশতাক, তোফায়েল আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ এবং বঙ্গবন্ধু-পরিবারের সদস্যসহ ঘনিষ্ঠ প্রায় সবাই। সবশেষে গম্ভীর মুখমণ্ডলে পাইপ হাতে দেখতে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেও। সার্জেন্ট কিবরিয়া হাসপাতালে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বলতে থাকেন, 'ভুল-বোঝাবুঝির শিকার হয়েছেন শেখ কামাল। এ জন্য আমি দুঃখিত। আমাকে মাফ করে দিন।' বঙ্গবন্ধু অবশ্য তাঁকে মাফ করে দিয়েছিলেন।

'...সকালে বিজয় দিবসের মহাসমাবেশে জাসদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় যে শেখ কামাল দলবল নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। সারা দেশে খবরটি বাতাসের চেয়েও দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়ে।' জনাব হান্নান বলেন, 'সেই থেকে ঘটনাটি রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। আজ অবধি কেউ সে ঘটনার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো আলামত-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেননি। আমি তা করতে বাধ্য হলাম ঐতিহাসিক একটি মিথ্যাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার জন্য।'

: নির্বাচনী মামলায় বিলম্ব। ৩৫ বছরে ৩৪২টি মামলার মধ্যে নিষ্পত্তি একটির। ১৯৭৯ সালে সুনামগঞ্জের দিরাই শাল্লা আসনে ন্যাপের তৎকালীন প্রার্থী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আইনি লড়াইয়ে সংসদ সদস্যের স্বীকৃতি পান।

১৫ : 'এমন সরকার চাই যাঁরা নোবেলের মর্যাদা রাখবেন।'—চট্টগ্রামে ড. ইউনূস।

১৬ : বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে ৫০ শতাংশ।

: 'প্রধানমন্ত্রীর দেড় লাখ টাকার শাড়ি ও ডায়মন্ডের নেকলেসের উৎস কী?'—দলের ইফতার পার্টিতে বি চৌধুরী।

: প্রধানমন্ত্রীর সৌদি আরবের কাছে ধারে জ্বালানি তেলের অনুরোধ।

১৭ : 'প্রয়োজনে রাজনৈতিক দল করব। উভয় পক্ষ চাইলেও প্রধান উপদেষ্টা হব না। "যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন" চালিয়ে যাব। সংলাপের ব্যাপারে আশাবাদী।'—সাংবাদিকদের ড. ইউনূস।

: বনানীতে লেক ভরাট করে মন্ত্রী নিজামীর জন্য প্লট বরাদ্দ।

: প্রধানমন্ত্রী ভবনে এক দিনও বাস করেননি প্রধানমন্ত্রী।

১৮ : ইউনূসের রাজনৈতিক দলের ঘোষণায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

: 'এখন ইসলামী ব্যাংকে আর মুসলমানদের আমানত রাখা উচিত নয়। ইসলামী ব্যাংকে এখন সুদি ব্যাংকের সমর্থক এবং তার সঙ্গে সুদি ব্যাংকের আর কোনো পার্থক্য নেই। আর এ কারণেই তারা ড. ইউনূসকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ড. ইউনূস তো সেই ব্যক্তি যিনি মাত্র ৮১৬ টাকা থেকে সুদের

www.pathagar.com

মাধ্যমে গরিবদের শোষণ করে বড়লোক হয়েছেন। আর আজ তাঁর হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক সারা দেশে হাজার হাজার একর জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। যেখানে অন্যান্য ব্যাংকের সুদের হার শতকরা ৮ থেকে ১৫ শতাংশ, সেখানে গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার ৪২ শতাংশ।'—মুফতি আমিনী।

২১ : প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতাস্তম্ভের উদ্বোধন।

২৮ : 'দেশ ও জাতির স্বার্থে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'—বিচারপতি কে এম হাসান।

: মতিঝিল এলাকা রণক্ষেত্র। সারা দেশে ১২ নিহত, সহস্রাধিক আহত, সংঘাত জর্জরিত অচল দেশ।

: 'রাষ্ট্রপতি যা সিদ্ধান্ত করেন, গ্রহণ করুন।'—খালেদা জিয়া।

: 'রাষ্ট্রপতির সংবিধান মান্য করা উচিত।'—শেখ হাসিনা।

: শেখ হাসিনার এসএসএফ প্রোটেকশন প্রত্যাহার।

২৯ : রাত আটটায় রাষ্ট্রপতি নিজেই প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ করান।

: 'রাষ্ট্রপতির আচরণ দেখে সিদ্ধান্ত নেব নির্বাচনে যাব কি না।'—শেখ হাসিনা।

: 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি এইট পাস নন। তিনি অধ্যাপনা করেছেন। আশা করি সংবিধান বোঝেন।...তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বর দেখার জন্য। তা না করে তিনি যদি নিজেই বিয়ে করে ফেলেন, তাহলে তাঁকে অভিভাবক মেনে নেওয়া যায় না। অন্যায় করে কেউ পার পায়নি, তিনিও পাবেন না।'—কর্নেল (অব.) অলি আহমদ।

: রাষ্ট্রপতির বয়স ৭২-এর বেশি, তিনি অযোগ্য।—সাংবাদিক সম্মেলনে সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতি।

: শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হতে পারে।—তারেক রহমান।

: 'সংবিধানে ৫৮ (গ) অনুচ্ছেদের ৩, ৪, ৫ উপ-অনুচ্ছেদ ডিঙিয়ে রাষ্ট্রপতি সংবিধান লঙ্ঘন করে প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন।'—ড. কামাল হোসেন।

৩০ : দেশজুড়ে হামলা, ভাঙচুর। আ.লীগ নেতাসহ নিহত ৪, আহত ৭০০।

: 'যে কারণে কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টা হতে পারেননি, সে কারণে বাদ পড়েছেন বিচারপতি আমীন চৌধুরী।'—নয়া পল্টনের জনসভায় আবদুল মান্নান ভূঁইয়া।

নভেম্বর ২০০৬

০২ : দুজন উপদেষ্টা শফি সামি ও সুলতানা কামাল সুধা সদনে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে বলেন, সরকার নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে একমত।

www.pathagar.com

০৩ : 'সুধা সদনে গিয়ে দুই উপদেষ্টা নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন।'—মান্নান ভূঁইয়া।
: 'রাষ্ট্রপতির নির্দেশে গিয়েছি।'—শফি সামি।

০৫ : 'ড. কামাল হোসেন, ড. এম জহির, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রমুখ বুদ্ধিজীবীকে 'কীটপতঙ্গ', 'জ্ঞানপাপী', 'বিবেকহীন', 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে তাঁদের 'ঘাড় ধরে দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত' বলে জামায়াত নেতা নিজামী এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

০৯ : 'আমি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রাষ্ট্রপতির ওপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর বর্তমান সরকারের ধরন হয়েছে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার।...আমার পছন্দ অনুযায়ী আমি রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়েছি এবং তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। আমার ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের নিয়ে মহলবিশেষের মন্তব্য অনভিপ্রেত এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে হস্তক্ষেপের শামিল।'—সচিবদের উদ্দেশ করে রাষ্ট্রপতি।
: ৬০ বছরে এশিয়ার যাঁরা বীর তাঁদের তালিকায় *টাইম* ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে একমাত্র বাংলাদেশি ড. ইউনূস।

১০ : 'রাষ্ট্রপতির সরকারি পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।'—ড. ইউনূস।
: 'রূপক অর্থে সঠিক, সাংবিধানিকভাবে অসম্পূর্ণ।'—রাষ্ট্রপতির শাসন প্রশ্নে উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান।

১২ : প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতি যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন, তার বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেবে না আ.লীগ।

১৬ : 'কে নির্বাচনে এল না এল তা দেখার দরকার নেই। নির্বাচন করার অধিকার যেমন কারও আছে, না করার অধিকারও তেমনি আছে। কাজেই এসব নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নষ্ট করার দরকার নেই।...প্রতিনিয়ত আপনারা কথা বলছেন। কাজের কাজ কিছুই করছেন না। কথা কম বলেন, কাজ বেশি করেন।'—তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে খালেদা জিয়ার উপদেশ।
: বর্তমান নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, স্বরাষ্ট্রসচিবকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনী-সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন জারির বিষয়ে তদন্ত, পুলিশ কমিশনার কোহিনুর মিয়াকে মিছিলের ওপর ট্রাক চালানোর জন্য বরখাস্ত না করে রাঙামাটিতে বদলি করার খলনায়ক কে তা শনাক্ত করার জন্য কয়েকজন বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রপতির কাছে এক খোলা চিঠি লেখেন।

১৭ : নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে বলেছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট।

১৮ : 'দুর্নীতির দায়ে প্রভাবশালী ও আলোচিত কোনো ব্যক্তির বিচার করে শাস্তি

www.pathagar.com

দেওয়া হবে বাংলাদেশের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।'—বিশ্বব্যাংকের বিদায়ী কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন ওয়ালিচ।

১৯ : 'নির্বাচন কমিশন অনেক আগেই আস্থা হারিয়েছে।'—মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

২২ : 'জঙ্গিবাদ উত্থানের জন্য খালেদা জিয়া ও তাঁর পুত্র সরাসরি দায়ী।'—কর্নেল অলি।

: নির্বাচনের সঙ্গে ১১০৭ আমলা জড়িত, তাঁরা নিরপেক্ষ না হলে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধ করা যাবে না। তিনটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে: ভোটার যেন নিজের পছন্দমতো ভোট দিতে পারে, ভোট গণনার কাজ যেন স্বচ্ছ হয়, গণনাকৃত ভোট প্রচারে যেন কোনো কারসাজি না হয়।—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতি।

২৪ : ড্যাবের সমাবেশে খালেদা জিয়া, 'রোগীদের কাছ থেকে ফি না নিয়ে ধানের শীষে ভোট চান।'

২৫ : ফি না নিয়ে রোগীদের কাছে ধানের শীষে ভোট চাওয়াকে জেনেভা ডিক্লারেশনের পরিপন্থী বলে নিন্দা করেছে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ।

২৬ : সংবিধানের সব বিকল্প শেষ না করেই রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ, উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্র পরিচালনার বৈধতা এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে তফসিল ঘোষণা না করার সিদ্ধান্ত চেয়ে তিনটি রিট মামলা দায়ের।

: 'সংবিধানে ভারপ্রাপ্ত সিইসি বলে কোনো পদ নেই। রাষ্ট্রপতির সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত।'—উপদেষ্টা আকবর আলি খান ও হাসান মশহুদ চৌধুরী।

২৭ : 'ডিসেম্বরের ৭ তারিখের দিকে তফসিল ঘোষণা করলেও নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট সময় থাকত।'—প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনা।

: ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে টয়লেট সাবান আমদানি নিষিদ্ধ।

২৯ : ইউনূসের শান্তি ফর্মুলা: সংকট নিরসনে সাতটি প্রস্তাব—অবরোধ তুলে নেওয়ার আহ্বান, দুই জোট শান্তিচুক্তি করে নির্বাচনে অংশ নেবে, অনধিক দুই বছরের জন্য কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হবে, কে রাষ্ট্রপতি হবেন তা আগেই ঠিক করা হবে, কোয়ালিশন সরকার অভিন্ন বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে; এই সরকার নির্বাচনী সরকার হিসেবে কাজ করবে। এরপর একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক বা দুই বছরের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং নির্বাচনের ফলাফল সবাই সানন্দে মেনে নেবে।

৩০ : প্রধান বিচারপতির নজিরবিহীন হস্তক্ষেপ, শুনানির পর আদেশের পর্যায়ে নাটকীয়ভাবে স্থগিত হলো ইয়াজউদ্দিনের বিরুদ্ধে তিনটি রিট।

www.pathagar.com

: 'আমার ২০ বছরের ওকালতি ও ২০ বছরের বিচারজীবনে যে মামলাটির শুনানি হয়ে গেছে এবং কেবল আদেশের অপেক্ষায় আছে, সেখানে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেটার প্রয়োগ না করা আমার জানামতে হয়নি।'—প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল।

: প্রধান বিচারপতির আদেশটি অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'এ ধরনের বার্তাবাহকের কাজ কোনো অ্যাটর্নি জেনারেল করেননি।'

: 'প্রধান বিচারপতি সন্তানের গলা কাটার মতো কাজ করেছেন।'—ড. কামাল হোসেন।

: সুপ্রিম কোর্টে ব্যাপক ভাঙচুর, গাড়িতে আগুন।

: বিএনপির ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য প্রধান বিচারপতি এর আগেও অন্তত ১২ বার বিচার-প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছেন।'—কলামিস্ট মিজানুর রহমান খান।

ডিসেম্বর ২০০৬

০২ : ছবি দেখে সুপ্রিম কোর্টে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে পুলিশ আটজনকে চিহ্নিত করেছে।

: 'আ.লীগ সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি। উল্টো শান্তিচুক্তি দেখিয়ে বড় বড় পুরস্কার পেয়েছে। এখন তারা ভোট পাওয়ার জন্য বলছে, ক্ষমতায় গেলে চুক্তি বাস্তবায়ন করব।'—*প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান শান্তিচুক্তির বর্ষপূর্তির আলোচনা সভায়।

০৩ : রাষ্ট্রপতির কোনো কমিটিতে না থাকার সিদ্ধান্তে অটল দুই উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান ও হাসান মশহুদ। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দুই নেত্রীর সাক্ষাৎকারের সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না।

: ড. মোশাররফ হোসেন ড. খানকে বলেন, 'আপনারা বাড়াবাড়ি করছেন। এখন যদি রাস্তায় আপনাদের গাড়িতে বা বাড়িতে হামলা করা হয় তখন কী করবেন?' রাষ্ট্রপতি নীরব থাকেন। হাসান মশহুদ চৌধুরী উত্তরে বলেন, 'আপনারা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। তা উত্তরণের চেষ্টা করছি। আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই যে কারও হুমকির মুখে আমাদের এখানে থাকতে হবে।'

০৫ : সুপ্রিম কোর্টে ভাঙচুরের অভিযোগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ড. কামাল হোসেন, আমীর-উল ইসলাম, রোকন উদ্দিন মাহমুদ ও তানিয়া আমীরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা।

: 'নির্বাচন কমিশনার হতে কাউকে রাজি করানো যাচ্ছে না।'—উপদেষ্টা ড.

www.pathagar.com

আকবর আলি খান।

০৯ : 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন চার দল, ১৪ দল ও রাষ্ট্রপতি—এই ত্রিভুজের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে।'—প্রাক্তন উপদেষ্টা মইনুল হোসেন চৌধুরী।

১০ : উপদেষ্টাদের পদত্যাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণার প্রতি চ্যালেঞ্জ।—যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও জার্মান দাতাগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া।

১১ : 'রাষ্ট্রপতির ব্যর্থতার দায় আমরা কেন নেব?'—উপদেষ্টা সুলতানা কামাল।

: শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ।

: খালেদা জিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানি হাইকমিশনারের বৈঠক।

১৩ : বিচারপতি কে এম হাসানের সঙ্গে নিজের অবস্থান তুলনা করে নির্বাচন কমিশনার জাকারিয়া: 'বিচারপতি হাসান জাতির প্রতি নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতনতার পরিচয় দেননি। তাই তিনি বাড়িতেই বসে থাকলেন। দায়িত্ব নিলেন না। আমি তো নিজ দায়িত্বের প্রতি সচেতন এবং দায়িত্ব নিয়েই কাজ করে চলেছি।'

১৬ : শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা সিরিঞ্জের মাধ্যমে শরীর থেকে রক্ত বের করে স্মৃতিসৌধের মূল বেদি ধুয়ে পবিত্র করেন। তাঁদের মতে, তাঁরা রাজাকারদের স্পর্শের কলঙ্ক মুছলেন।

: 'বাংলাদেশের ৫১ শতাংশ মানুষ সেনাশাসন চায়।'—নাজিম কামরানের বক্তব্য উল্লেখ করে *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ প্রতিবেদন: 'সেনাবাহিনী এই মুহূর্তে দেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণে আগ্রহী নয়।'

১৮ : গুয়ানতানামো-ফেরত মোবারক হোসেন তিন দিনের পুলিশি রিমান্ডে।

: 'এরশাদকে নিয়ে আসল খেলা হবে নির্বাচনের পরে।'—মান্নান ভূঁইয়া।

২০ : তফসিল বদলাল চারবার।

: *টাইম* ম্যাগাজিনের পার্সন অব দ্য ইয়ার অধ্যাপক ড. ইউনূস।

২৩ : আওয়ামী লীগ ও খেলাফত মজলিসের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা স্মারক:

১. পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ ও শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না।

২. কওমি মাদ্রাসা সনদের সরকারি স্বীকৃতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

৩. নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে:

ক. 'হজরত মুহম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

খ. সনদপ্রাপ্ত হাক্কানি আলেমগণ ফতোয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন। সনদবিহীন কোনো ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করতে পারবে না।

গ. নবী-রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও কুৎসা রটনা করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

www.pathagar.com

২৪ : ফতোয়া চুক্তিকে অস্বীকার করে আবদুল জলিল বলেন, এটা মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং।

: 'খেলাফত মজলিসকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ এমন এক মিত্র লাভ করেছে যে এরপর তার কোনো শত্রুর দরকার হবে না।'—অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।

: 'শাসকশ্রেণীর এ চরিত্র দেখে বিপন্ন বোধ করছি।'—অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

: 'ফতোয়া দেওয়ার অধিকার স্বীকার করা দুর্ভাগ্যজনক।'—অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

২৫ : রাজনৈতিক দলগুলো এখন সাধারণ মানুষকে রাজনীতির গিনিপিগ মনে করে। ৯৬ বছর বয়স্ক বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরী।

৩০ : ইরাকে ঈদের দিনে সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি কার্যকর। বাংলাদেশে সরকার ও দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সাধারণভাবে বাম দল ও ইসলামপন্থীদের ক্ষোভ প্রকাশ।

: ফতোয়া 'চুক্তির ফলে দেশের আলেম সমাজ শঙ্কিত।'—মতিউর রহমান নিজামী এক ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে।

: ফতোয়া চুক্তির বিষয়ে ক্ষোভ জানাতে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এবং সুশীল সমাজের পক্ষে অন্য যাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শেখ হাসিনা তাঁদের বলেন, 'এ সমঝোতা স্মারকে সই করে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি থেকে সরে আসেনি।'

: 'ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের জুড়ি নেই। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার স্বাক্ষর রেখেছে বারবার। নির্বাচনের স্লোগানে পরিবর্তন এনে, বিশেষ পোশাক পরিধান করে, ইসলামের লেবাসধারী দু-চারজনকে নিজেদের সঙ্গে এনে জনগণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে।'—মতিউর রহমান নিজামী।

২০০৭

জানুয়ারি ২০০৭

০৪ : 'অবৈধ ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন হলে নির্বাচনও হবে অবৈধ।'—বিচারপতি নাঈমুদ্দিন আহমদ।

: কৃষক মোহম্মদ সাদেক এ পর্যন্ত ৫০টি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। সব সময়

www.pathagar.com

তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। এবার তিনি জামানত ফিরে পাওয়ার আশা করছেন। তাঁর প্রতীক মোরগ।

০৫ : 'আসুন চোর ধরি, চোর ঠেকাই এবং চোর পেটাই।'—নির্বাচনে সহযোগিতা না করার শেখ হাসিনার আহ্বান।

০৭ : অবরোধের প্রথম দিনে ব্যাপক সংঘর্ষ। শ্যামলী রিংরোড রণক্ষেত্র। সেনা টহল। লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস। আহত ৪০০, গ্রেপ্তার ২০০।

: 'পরিস্থিতি অনুযায়ী মধ্যবর্তী নির্বাচন হতে পারে। তার আগে দাবি-দাওয়ার ব্যাপারটা সরকার বিবেচনা করবে। আবার সরকার গঠন করতে পারলে তাদের প্রধান কাজ হবে একটি বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা ও ভোটার পরিচয়পত্র তৈরি করা।'—মান্নান ভূঁইয়া।

: নির্বাচনে অসংখ্য নামসর্বস্ব দল। বাংলাদেশ দরিদ্র পার্টি, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ইয়াং পার্টি ও খাদেমুল ইসলাম যথাক্রমে থালা, মোটরসাইকেল, ঘণ্টা এবং বালতি মার্কা পেয়েছে। এ ছাড়া হুঁক্কা, ক্রিকেট ব্যাট, ঘোড়া, করাত, তলোয়ার, কলসি, ময়ূর, গাভি, উট, হরিণসহ অসংখ্য অপরিচিত প্রতীক দেখা যাবে ব্যালট পেপারে। পরিচিত প্রতীক থাকবে ধানের শীষ, দাঁড়িপাল্লা, বাইসাইকেল। নৌকার নির্বাচন বর্জন।

: মোসাদ্দেক আলী ফালুর মনোনয়নপত্র কীভাবে গৃহীত হলো সে সম্পর্কে এবং হাইকোর্টে স্থগিতাদেশের বলে যাঁরা মনোনয়নপত্র দাখিল করছেন, তাঁদের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের জরুরি পদক্ষেপ।

: আমদানি নেই, বৈদেশিক রিজার্ভে রেকর্ড ৪০০ কোটি ডলার।

০৮ : 'সব দল যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে সেই ব্যবস্থা করুন।'—প্রধান উপদেষ্টাকে মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস বার্নসের ফোন।

০৯ : বঙ্গভবনের আশপাশে পুলিশের সঙ্গে মহাজোটের কর্মীদের সংঘর্ষ।

: 'ইয়াজউদ্দিনই দায়ী থাকবেন।' *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমানের মন্তব্য প্রতিবেদন, 'আমরা এখন নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তিনি একজন নির্লজ্জ স্বৈরশাসকের ভূমিকা পালন করছেন।'

১০ : 'ইয়াজউদ্দিনের অধীনে নির্বাচন নয়।'—পল্টনের জনসভায় শেখ হাসিনা। মহাজোটের নতুন কর্মসূচি, ১১ জানুয়ারি বিক্ষোভ, ১৪ জানুয়ারি বঙ্গভবন লাগাতার ঘেরাও শুরু, ১৪-১৫ বঙ্গভবনসহ সারা দেশে অবরোধ, ১৭-১৮ সর্বাত্মক হরতাল, ২১-২২ সর্বাত্মক হরতাল।

: জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, 'কিছু কিছু দালাল রাষ্ট্রদূত মহাজোটকে সংবিধান ধ্বংসের জন্য উসকানি দিচ্ছেন। তাঁদের কথাবার্তা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ।'

www.pathagar.com

তিনি মার্কিন ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে স্টুপিড হিসেবে অভিহিত করে বলেন, 'আনোয়ার চৌধুরী এ দেশের মানুষ, কিন্তু ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে বড় ব্রিটিশ হয়েছেন।'

১১ : দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা। রাত ১১টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ। রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশে মৌখিক নিষেধাজ্ঞা।

: বিএনপি ও আ.লীগের সঙ্গে কূটনীতিকদের বৈঠক।

: প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগ। রাত ১১টায় জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণ: 'গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের স্বার্থে পদত্যাগ করছি। আমাদের প্রায় প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ সকল রাজনৈতিক দল কর্তৃক সমাদৃত হয়নি।...৯০ দিন সময়সীমার মধ্যে একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।'

: বাংলাদেশে ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানে দেশটির ভবিষ্যৎ ভূমিকায় প্রভাব ফেলতে পারে।—জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মিজ রেনাটা লক ডেসালিয়েন।

১২ : বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ। অনুষ্ঠানে চারদলীয় জোট অনুপস্থিত।

: 'কিছু কিছু রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা দেখে মনে হয়, তাঁরা এখন বাংলাদেশকে তাঁদের উপনিবেশ মনে করেন।...কিছু কিছু রাষ্ট্রদূতের কিছু কর্মের ফলে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু কূটনীতিক কে এম হাসানের সঙ্গে এমন কথা বলেন যে তিনি বিব্রত হন এবং ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগের প্ররোচনায় সহিংসতা শুরু হয়।'—বিবিসিকে নিজামী।

: জরুরি অবস্থায় চীন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেনের সতর্ক আশাবাদ।

১৩ : 'প্রধান দুই দলে মনোনয়ন-বাণিজ্য। আ.লীগে এক রকম প্রকাশ্যে লেনদেন, বিএনপিতে কেনাবেচা কৌশলে।'—*প্রথম আলোর* প্রতিবেদন।

১৭ : আগেই কারাভোগ করায় এরশাদকে জাপানি বোট দুর্নীতি মামলায় জেলে যেতে হলো না।

২০ : 'রেললাইন থেকে ট্রেন পড়ে গেলে যে অবস্থা হয়, জাতির অনেকটা সে রকম অবস্থা।'—নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন প্রধান মে. জেনারেল গোলাম কাদির।

২১ : জাতির উদ্দেশে প্রথম ভাষণে ড. ফখরুদ্দীন আহমদ: তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ: নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, সুষ্ঠু ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও

www.pathagar.com

ভোটার আইডি কার্ড তৈরি, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ, স্বল্পতম সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ক্ষমতা হস্তান্তর। প্রধান উপদেষ্টার ভাষণকে স্বাগত জানিয়েছে মহাজোট, বিএনপির প্রতিক্রিয়া নেই।

২৪ : 'আমরা এখানে চাকরি করতে আসিনি। যেনতেনভাবে নির্বাচন করতে চাই না।...আমি চাই না যাঁরা সম্মানিত পদে আছেন, তাঁরা অসম্মানিত হন। আমি তাঁদের মান-সম্মান রাখার জন্যই স্বেচ্ছায় পদত্যাগের কথা বলেছিলাম। এতে রাগান্বিত হওয়া দুঃখজনক।'—আইন উপদেষ্টা।

২৫ : 'বছরে ৭ হাজার কোটি টাকা ঘুষ, দেশের প্রত্যেককে দিতে হয় ৪৫৮ টাকা।'—তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরের অনুরোধ করল টিআইবি।

: 'এরশাদের আমলে দেশে শতকরা এক ভাগ লোক ছিল ২৭ ভাগ সম্পদের মালিক। আর এখন এক ভাগ লোক ৪০ ভাগ সম্পদের মালিক। তাহলে দুর্নীতি কমল কোথায়?'—অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ। তাঁর মতে, 'বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের কথা বিবেচনা করলে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় ৫ লাখ টাকা অনেক বেশি। তাই এটাকে ৩ লাখে কমিয়ে আনা উচিত।'

২৬ : ১. মিছিল, সভা-সমাবেশ, হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও, ধর্মঘট, লক আউট ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম নিষিদ্ধ।

২. ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক কার্যক্রম ও পেশাজীবী সংগঠনের তৎপরতা নিষিদ্ধ।

৩. সরকারের হাতে সংবাদপত্র, টেলিভিশনসহ গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

৪. অবৈধ অস্ত্র, বিস্ফোরক ও ধ্বংসাত্মক অপরাধ দমনে বিশেষ বিধান।

৫. দুর্নীতিবিষয়ক অপরাধ দমনের বিধান।

৬. এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ জামিনের অযোগ্য।

৭. প্রয়োজনে বিচার হবে দ্রুত বিচার আদালতে, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে।

৮. শাস্তি দুই থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

: 'আমি আগেই বলেছি, নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত এরা বৈধ। এটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য। এই সরকারের ধরন অনেকটা জাতীয় সরকারের মতো।...একটা জুডিশিয়াল রিফর্মেশন কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে আইনি

www.pathagar.com

সংস্কারগুলো করা দরকার।'—*জনকণ্ঠ*কে ড. কামাল হোসেন।

২৮ : স্বাধীনতার পর থেকে সাংসদদের খেলাপি ফোন বিলের পরিমাণ ৯ কোটি ৭০ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। ষষ্ঠ ও সপ্তম সংসদের ৬৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে সম্প্রতি ৫৫ লাখ টাকা আদায় করেছে বিটিটিবি।

৩১ : রাষ্ট্রপতির কাছে 'ভারপ্রাপ্ত' সিইসি বিচারপতি মাহফুজুর রহমান, কমিশনার জাকারিয়া, হাসান মনসুর, মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী ও সাইফুল আলম পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

: ভারতের নয়াদিল্লিতে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে ড. ইউনূস বলেন, 'আমি রাজনীতিতে স্বস্তিবোধ করি না। তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি বাধ্য করলে রাজনীতিতে যোগ দেব। আমি রাষ্ট্রপতি হতে চাই না। কারণ, এটা হচ্ছে আলংকারিক পদ। আমি কাজের মধ্যে বেঁচে আছি। আমি কেবল চেয়ার দখল করতে চাই না। ...আমার সরকারে যোগদান নিয়ে দেশে দুটি ভিন্ন মত রয়েছে। এক পক্ষের মত হচ্ছে, আমার রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত নয়। আরেক পক্ষ মনে করে, আমার রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত। আমাদের রাজনীতিতে দূরদর্শী কাউকে চাই।...দেশ খারাপ পথের দিকে চলে গিয়েছিল। তবে রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা বলবতের পর এই পথ বন্ধ হয়েছে এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসেছে।...বাংলাদেশের নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যক্তি এলে নির্বাচনও স্বচ্ছ হতে পারে। আমাদের বেশি বেশি স্বচ্ছ লোককে রাজনীতিতে আসতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।'

: সেনাবাহিনীর কী ভূমিকা হবে, সেটা তো লেখাই আছে কনস্টিটিউশনে। আর এটা নিয়ে যে ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে, এর দুটি কারণ। একটি কারণ হলো বিদেশিদের ভূমিকা, হস্তক্ষেপও বলতে পারি। বিদেশি কূটনীতিক, দাতাগোষ্ঠীর ভূমিকা, যেটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমি এ কথাটা বলতে চাই, স্বাধীনতার আগে আমাদের প্রভু ছিল একটা পশ্চিম পাকিস্তান। এখন আমাদের পাঁচ-ছয়টা প্রভু। সেটা খুব ন্যক্কারজনক ব্যাপার আমাদের জন্য, কেননা আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম দেশের জন্য। তখন একটা প্রভুর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। এখন দেখছি প্রভু পাঁচ-ছয়টা, এ জন্য তো আমরা স্বাধীন হইনি। আর আপনি সেনাবাহিনীর ভূমিকার কথা বলছেন, সেনাবাহিনীকে এই জায়গায় নিয়ে আসার জন্য মূলত দায়ী বিদেশিরা এবং রাজনীতিবিদেরা।'--প্রাক্তন উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ *প্রথম আলোর* গোলটেবিল বৈঠকে।

: 'আমি যে যুক্তি দেব সেটা হলো, সংবিধানে লেখা আছে, ৯০ দিনের মধ্যে

www.pathagar.com

নির্বাচন হতে হবে। যেটা ঘটতে যাচ্ছিল সেটা নির্বাচন না, নির্বাচনের নামে প্রহসন কিংবা অপনির্বাচন। কাজেই ৯০ দিনের বাধ্যবাধকতা নেই, কথাটা ঠিক না। যেটা আমরা করতে পারিনি সেটা হলো, আমরা নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারিনি, সেটা একটা অপনির্বাচন ছিল এবং এ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টে যে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেই তিনটি মামলার যদি আগে সিদ্ধান্ত হয়ে যেত, তাহলে আগেই বিষয়টি নিষ্পন্ন হয়ে যেত। তো এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ কত দিন হবে, সে বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কী মনে করে তার ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। এটাকে একটা আইনি কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। এবং সেই আইনি কাঠামোর মধ্যে আনতে হলে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে এর একটা সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।'—প্রাক্তন উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান *প্রথম আলোর* গোলটেবিল বৈঠকে।

ফেব্রুয়ারি ২০০৭

০৪ : ১৫ প্রাক্তন মন্ত্রী-সাংসদ আটক : নাজমুল হুদা, মো. নাসিম, সাকা চৌধুরী, সালমান রহমান, মীর নাসির, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, ইকবাল মাহমুদ, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী, মোসাদ্দেক ফালু, ওয়াদুদ ভূঁইয়া, আমানুল্লাহ আমান, লোটাস কামাল, নাসের রহমান ও পঙ্কজ দেবনাথ।

১১ : বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণ, ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী বিভাগ মুক্ত করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির অর্ডিন্যান্স।

: 'কাঠামো গড়ার এখনই সময়, বিতর্কিত হলেও আমি প্রস্তুত।'—জাতির কাছে ড. ইউনূসের খোলা চিঠি।

১২ : খেলাফত মজলিসের সঙ্গে আ.লীগের সমঝোতা চুক্তি বাতিল। মহাজোটের আসন সমঝোতাও বাতিল। মহাজোট থাকবে।

: সব সন্দেহ, সব প্রশ্ন সত্ত্বেও হৃদয় থেকে বলছি, ড. ইউনূসের যাত্রাপথ সুগম হোক।—প্রাক্তন উপদেষ্টা আকবর আলি খান।

: একজন বিশ্বব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি যে স্থানে অবস্থান করছেন, রাজনৈতিক অঙ্গনে ঢুকলে সেটা হবে তাঁর জন্য বিরাট ত্যাগ ও সাহসের পরিচয়। জাতির এ দুর্যোগের সময় ভূমিকা রাখা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। গ্রামীণ ব্যাংক এবং গ্রামীণফোনের প্রযুক্তি ও নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তিনি স্বল্পতম সময়ে সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারেন। দেশের পেশাদার শ্রেণী, মিডিয়া, সুশীল সমাজ তাঁকে সর্বোচ্চ সমর্থন দেবে আশা

www.pathagar.com

করা যায় এবং সর্বশেষ বিদেশি সমর্থনও তিনি একচেটিয়া লাভ করবেন, সন্দেহ নেই।—ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম।

১৯ : দুর্নীতি দমন কমিশন শীর্ষ দুর্নীতিবাজ হিসেবে দেশের ৫০ জন রাজনীতিবিদ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ব্যবসায়ী ও আমলার নাম প্রকাশ করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব কমিশনে দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে তাঁদের এই সম্পদের উৎস সম্পর্কে তথ্য দিতে বলা হয়েছে। দুদকের তালিকায় রয়েছে প্রাক্তন ১২ মন্ত্রী, ২৩ এমপি, ৩ ব্যবসায়ী ও ২ আমলা।

মার্চ ২০০৭

১৬ : স্বাধীনতার ৩৬ বছরে দেশে নৌপথের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬ হাজার কিলোমিটারে। বিলুপ্ত হয়ে গেছে ১৮ হাজার কিলোমিটার নৌপথ। ২৩০টি নদীর মধ্যে ১৭৫টির অবস্থাই শোচনীয়।

২৭ : 'আমরা আমাদের জাতির পিতাকে এখনো স্বীকৃত দিতে পারিনি। আর আমাদের যে বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় নেতা আছেন, তাঁদেরও আমরা স্বীকৃতি দিতে পারিনি।'—সেনাবাহিনীর প্রধান মইন উ আহমেদ।

: জাতির পিতা বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রধানের বক্তব্যকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদ মঙ্গলবার বিবিসিকে বলেছেন, 'উনি অত্যন্ত সাহস করে কথাটি বলেছেন।...এর আগে জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন? জবাবে জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, আমরা কে কী ভাবি তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, বঙ্গবন্ধুর ইতিহাসে যে স্থান সেখান থেকে কেউ তাঁকে সরাতে পারবে না। তা সত্ত্বেও জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতার স্বীকৃতি দিতে পারেননি। কারণ, তখন দেশের সাধারণ মানুষের চাইতে সামরিক বাহিনী ছিল বেশি বিভক্ত। জেনারেল মইনের বক্তব্যের পর আমরা আশা করব, সামরিক বাহিনী এখন এ প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ আছে। এখন বেসামরিক অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ ব্যাপারে একটি ঐকমত্য হওয়া উচিত।'

২৯ : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরে ১৬০ জন জামায়াতপন্থী শিক্ষক নিয়োগ।

এপ্রিল ২০০৭

০৫ : রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক, আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে হবে, তিনটি আসনের বেশি দাঁড়ানো যাবে না এবং ঋণ ও বিল খেলাপিরা

www.pathagar.com

নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে না—এসব প্রস্তাব নিয়ে ইসি আলোচনায় বসবে।

০৯ : শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় ৩ কোটি টাকার চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেন ওয়েস্টমন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির চেয়ারম্যান কাজী তাজুল ইসলাম ফারুক।

১৩ : মওদুদ আহমদ গ্রেপ্তার। ত্রাণের শাড়ি ও মদ উদ্ধার।

১৯ : 'আমরা স্বাধীন আছি ঠিকই, কিন্তু এটা স্বাভাবিক অবস্থার স্বাধীনতা নয়। কোনো সংবাদ প্রকাশ করার জন্য তথ্য অধিদপ্তর থেকে কেউ ফোন করেনি। যদি কেউ সৎ পরামর্শ দিয়ে থাকে তাতে আমি দোষের কিছু দেখি না।'—তথ্য ও আইন উপদেষ্টা মইনুল হোসেন।

২৩ : 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শরিক প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধা দেওয়া কোনো দূরপ্রসারী চিন্তার পরিচয় বহন করে না। একই সঙ্গে অপর প্রধান রাজনৈতিক দলের নেত্রীকে দেশত্যাগে বাধ্য করার মধ্যে সরকারের ক্ষমতার প্রকাশ যতটা ঘটে, বিচক্ষণতার ততটা নয়।'—কবীর চৌধুরীসহ ১৪ বিশিষ্ট নাগরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তাদের গৃহীত পদক্ষেপের সব দিক পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনায় নেওয়ার আহ্বান জানান।

২৫ : যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন দিন।—তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র।

মে ২০০৭

০৮ : দেশের ৮৯টি উপজেলায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ, বিমানবাহিনীর জন্য রাডার ক্রয়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজউকের প্লট বরাদ্দসহ একাধিক অভিযোগে মামলা দায়ের। রাডার ক্রয়ের মামলাটি হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত ।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ১৪০ কোটি ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার এয়ারবাস ক্রয়সংক্রান্ত একটি দুর্নীতির মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত করেছে হাইকোর্ট। অপর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার বিরুদ্ধে মিগ-২৯ ক্রয়ে সরকারের ৭০০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধন এবং নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেট ক্রয়ের ৫১১ কোটি ১৭ লাখ ৯৮ হাজার টাকার দুর্নীতির মামলাসহ চারটি মামলা নিম্ন আদালতে বিচারাধীন। এর মধ্যে একটি মামলার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। বাকিগুলো খারিজের জন্য উচ্চ আদালতে আবেদন করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে একটি ড্যান্ডি ডাইং লিমিটেডের পরিচালক

www.pathagar.com

হিসেবে ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ১৩ কোটি ১৪ লাখ টাকা, অপরটি ইউনিটেক্স অ্যাপারেলস লিমিটেডের নামে ৬০ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণসংক্রান্ত। এ দুটি মামলায় তারেক রহমান দুই নম্বর আসামি। বর্তমানে মামলা দুটির কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

এ ছাড়া প্রাক্তন মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, কাজী জাফর আহমদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নাজিউর রহমান মঞ্জু, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, মোহাম্মদ নাসিম, আমির হোসেন আমু ও তাঁর স্ত্রী, আবদুল্লাহ আল নোমান, মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসান, লে. জেনারেল (অব.) মীর শওকত আলী, ব্রিগেডিয়ার (অব.) আ স ম হান্নান শাহ, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, কর্নেল (অব.) অলি আহমদ, কাজী ফিরোজ রশীদ, শেখ শহীদুল ইসলাম, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু, জামাল হায়দার, মির্জা আব্বাস, সাদেক হোসেন খোকা, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এম মোরশেদ খান, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ওবায়দুল কাদের, মেজর (অব.) সাইদ এস্কান্দার, তালুকদার আবদুল খালেক, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন হুইপ আশরাফ হোসেন, ডা. মোজাম্মেল হোসেন, লুৎফর রহমান খান আজাদ, এ টি এম গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, রাজশাহীর মেয়র মিজানুর রহমান মিনু, চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, পিএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোস্তফা চৌধুরী, খন্দকার আসাদুজ্জামান, প্রাক্তন সচিব আশরাফউদ্দীন, জগন্নাথ দে, আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী, প্রাক্তন ডিআইজি শহীদুর রহমান ভূঁইয়া, রাজউকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আজিজুল হক, রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মো. নুরুল ইসলাম, এম এইচ খান মঞ্জু, মাহবুবুল আলম তারা, মাহবুবুল হক রুবেল, এম এ মতিন, আশরাফ হোসেন, খালিদ হোসেন, কে এম শহীদুজ্জামান, সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীন, প্রকৌশলী আফছার উদ্দিন আহমেদসহ প্রাক্তন মন্ত্রী, সাংসদ ও আমলাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে দায়ের করা মামলা আদালতে বিচারাধীন।

০৯ : 'সেনাবাহিনী আইনের অধীনে সরকারকে সহায়তা করছে।'—বিবিসিকে প্রধান উপদেষ্টা।

: 'আমি মাইনাস টু বুঝি না। আমাদের রাজনীতি হবে প্লাস ১৪ কোটি।'—*প্রথম আলোর* মতবিনিময় সভায় ড. কামাল হোসেন। তিনি আরও বলেন, 'শহীদ নূর হোসেনকেও মনে রাখব, আবার এরশাদকে পাশে নিয়ে লাফালাফি করব, এটা অসম্ভব।'

www.pathagar.com

১০ : 'বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা বাড়ানো, রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেওয়া এবং ২২ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনের পথে এগোনোর কারণেই দেশে আজ এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।'—চ্যানেল এটিএনকে ঢাকার মেয়র ও মহানগর বিএনপির সভাপতি সাদেক হোসেন খোকা।

১২ : 'বিচারপতি মাহমুদুল আমিনের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টা করা ছিল মারাত্মক ভুল।'—বিএনপির প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান।

: 'ওয়ান-ইলেভেন-পরবর্তী বাংলাদেশ আগের চেয়ে আলাদা, সংস্কার আজ সময়ের দাবি।'—বিএনপির লে. জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান।

: 'দলে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনবেন চেয়ারপারসন, এ নিয়ে অন্য কারও মাথাব্যথা কাম্য নয়।'—ব্রি. জেনারেল (অব.) হান্নান শাহ।

: খালেদা জিয়ার ভাই সাইদ এস্কান্দারকে দলের ভাইস চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা।

: বিদেশি বন্ধু দিয়ে দেশের দুর্নীতির সমাধান হবে না।'—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুদক চেয়ারম্যান।

১৫ : '৩০ বছর এক পদে আছি, আর মজা লাগে না।'—কিশোরগঞ্জে জেলা আ.লীগের সভাপতি প্রাক্তন বিরোধীদলীয় উপনেতা আবদুল হামিদ।

১৬ : চান মিয়ার স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক হিসেবে স্বীকৃতি দাবি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সকাল সাতটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ঢাকার মগবাজার এলাকা থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাসংক্রান্ত বার্তাটি ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চাঁদপুরের ষোলশহর বেতারকেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখান থেকে চান মিয়া বার্তাটি চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রে পাঠান এবং স্থানীয় কলেজ থেকে মাইকযোগে প্রচার করেন। এই দাবিতে তিনি স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক স্বীকৃতি চেয়ে একটি রিট করেছেন।

১৮ : 'রাজনীতিবিদ ছাড়া সবাই রাজনীতি করছে।'—সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।

২০ : 'নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে না থাকলে এত দ্রুত একটি মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠত না।'—অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ।

২১ : খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর তিন বছর কারাদণ্ড। জাতীয় সংসদ ভবনে বিশেষ জজ আদালতের প্রথম রায়।

২২ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট খারিজ।

২৪ : সেনাবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান ও বিমানবাহিনীর প্রধান হলেন যথাক্রমে জেনারেল, ভাইস অ্যাডমিরাল ও এয়ার মার্শাল।

২৫ : 'পরিবারতন্ত্র নয়, রাজপথ থেকে উঠে এসেছি।'—খালেদা জিয়া।

www.pathagar.com

: 'বিএনপিতে খালেদা ও তারেকের দ্বৈত নেতৃত্বে সমস্যা হয়েছিল।'—এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী।

২৯ : রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও তিন বাহিনীর প্রধান জিয়ার মাজারে।

জুন ২০০৭

০৩ : হাসিনার ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে। অপ্রমাণিত স্বীকারোক্তি প্রকাশ করায় পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা করছে আ.লীগ।

০৯ : 'প্রয়োজন হলে দুই নেত্রীকে বাদ দিয়ে সংস্কার।'—বিবিসি সংলাপে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও মাহবুবুর রহমান। ড. কামাল হোসেন বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলোকে রোগমুক্ত করতে হবে।'

: 'এরশাদকে জোটে টানতে বিএনপির চেয়ে বেশি টাকা দিয়েছিল আ.লীগ।'—যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ সেলে ওবায়দুল কাদের।

: মহাজোটে যোগ দেওয়ার জন্যও কোনো টাকা নেননি বলে এরশাদের বক্তব্য।

১০ : যৌথ জিজ্ঞাসাবাদে বাবর, পাকিস্তান, কুয়েত ও সৌদি আরব ৩০০ কোটি টাকা দিয়েছিল বিএনপিকে। র‍্যাব ও পুলিশ অস্ত্র কেনায় হাওয়া ভবন কমিশন নিয়েছে।

: দুই নেত্রীকে সরে দাঁড়াতে হবে।—*প্রথম আলোতে* মতিউর রহমানের মন্তব্য প্রতিবেদন।

: টাস্কফোর্সের জিজ্ঞাসাবাদে ওবায়দুল কাদের, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নামে তোলা কোটি কোটি টাকা কোথায় খরচ হয়েছে তা দলের কেউ জানে না। ট্রাস্টে আ.লীগ সরকারের সময় প্রতি মাসে সরকারের কাছ থেকে ২৫ লাখ টাকা আসত। ট্রাস্টের ১৩ জন সদস্যের সবাই বঙ্গবন্ধু-পরিবারের সদস্য। কেবল শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ট্রাস্টের টাকা তুলতে পারতেন।

১৩ : শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তেজগাঁও ও গুলশান থানায় দুটি চাঁদাবাজির মামলা করেছেন আ.লীগের ঘনিষ্ঠ নূর আলী ও আজম জে চৌধুরী। মামলায় অন্যান্য আসামি শেখ সেলিম, শেখ হেলাল ও হেলালের স্ত্রী।

১৯ : শেখ হাসিনার নতুন কৌশল, ষাটোর্ধ্ব কেউ নেতৃত্ব দিতে পারবেন না।

২১ : দুদকের মামলায় প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমানের ১৩ বছর এবং তাঁর স্ত্রীর তিন বছর জেল। অবৈধ সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

২৫ : মান্নান ভূঁইয়ার ১৫ দফা সংস্কার প্রস্তাব : দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী বা চেয়ারপারসন হওয়া যাবে না, নেতাদের সম্পদের হিসাব দিতে হবে; এককভাবে নিয়োগ, বহিষ্কার বা কমিটি বাতিল করা যাবে না এবং দলের

www.pathagar.com

আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা থাকতে হবে। খালেদা জিয়ার মন্তব্য : কাউন্সিলেই গঠনতন্ত্র সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২৭ : দেশটাকে কেউ দুই দলের কাছে ইজারা দেয়নি।'—ড. কামাল হোসেন।

জুলাই ২০০৭

০৪ : বিএনপি নেতা ও প্রাক্তন বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর নাসির উদ্দিনের ১৩ বছর ও তাঁর ছেলে হেলালুদ্দিনের তিন বছর জেল। অবৈধভাবে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

০৫ : বিএনপির প্রাক্তন সাংসদ আলী আসগর লবীর আট বছর কারাদণ্ড।

: প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবদুল জলিলের চিঠি : 'আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। সভানেত্রীর ইচ্ছা ও নির্দেশে আমাকে চলতে হয়েছে।' তিনি মানবিক কারণে মুক্তি চেয়েছেন।

: 'কেন ৩০ এপ্রিলের তামাশা করা হলো, মৌলবাদীদের সঙ্গে কেন চুক্তি করা হলো, কেন মনোনয়ন-বাণিজ্য করা হলো—সব কথা তাঁকে দায়দায়িত্ব নিয়ে বলতে হবে।'—আবদুল জলিলের চিঠির প্রতিক্রিয়ায় সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।

০৭ : দুই নেত্রীকে মাইনাস করলে জঙ্গিবাদ উৎসাহিত হবে।—মতিয়া চৌধুরী।

: 'দুই নেত্রী এক হলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।'—তোফায়েল আহমেদ।

: 'সরকার একদলকে হাত-পা বেঁধে সাঁতার কাটতে বলবে আর অন্য দলকে লাইফগার্ড দেবে, এটা হতে পারে না।'—মতিয়া চৌধুরী।

০৮ : মাইনাস টু ফর্মুলার ষড়যন্ত্র যারা করছে, তারা গণতন্ত্রের শত্রু।—খালেদা জিয়া।

১১ : গ্লোবাল অর্গানাইজেশন অব পার্লামেন্টারিয়ান অ্যাগেইনস্ট করাপশনের সহায়তায় আয়োজিত এক কর্মশালায় সেনাবাহিনীর প্রধান বলেন, 'রেকর্ডপত্র দেখলে বোঝা যাবে ৩৬ বছরে কোনো সরকার যা করতে পারেনি, গত ছয় মাসে এ সরকার তা-ই করেছে।'

: স্পিকার জমির উদ্দিন সরকার আপত্তি অগ্রাহ্য করে ২৮ লাখ টাকার মেডিকেল বিল আদায় করেছেন।

১২ : বর্তমান সরকার অবৈধ নয়, তবে অনিয়মিত।—স্পিকার। তিনি বলেন, বৈধভাবে ২৮ লাখ নয়, ২৭ লাখ ৮৬ হাজার ৩৬৪ টাকা তিনি উত্তোলন করেছেন।

১৬ : তিন কোটি টাকা চাঁদা আদায়ের মামলায় শেখ হাসিনা গ্রেপ্তারের পর বিশেষ কারাগারে। ১১টি মামলার মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। তাঁর স্বামী ড.

www.pathagar.com

ওয়াজেদ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। গোটা পঞ্চাশেক গাড়ি ও শ চারেক র‍্যাব-পুলিশ ঘিরে রেখেছিল সুধা সদন। শেখ হাসিনা আইন উপদেষ্টা মইনুল হোসেনকে বলেন, 'কাজটা আপনি ভালো করেননি। আমি শিগগির মুক্ত হয়ে ফিরে আসব। তখন কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। আপনাকেও না। অতীতে সাহায্যের জন্য আমার কাছে এসেছিলেন, ভবিষ্যতে আবারও আসবেন।' শেখ হাসিনা আইনশৃঙ্খলা কর্মকর্তাদের চা-বিস্কুট খেতে দেন। 'নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে এই মিথ্যা মামলা।'—আদালতে হাসিনা।

১৭ : শেখ হাসিনার গ্রেপ্তারে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ। খবর শুনে ঝিনাইদহে একজনের মৃত্যু।

২২ : অপকর্মকারীরা বাঁচার জন্য সংস্কারের নামে দল ভাঙার এজেন্সি নিয়েছে।—টেলি কনফারেন্সে খালেদা জিয়া। মান্নান ভূঁইয়াসহ কয়েকজনকে বহিষ্কারের তালিকা তৈরি খালেদার।

: শেখ হাসিনার পক্ষে আইনি লড়াই চালাবেন রফিকুল হক, অনুগ্রহপুষ্ট আইনজীবীরা কেউ পাশে নেই।

২৩ : শেখ হাসিনার মুক্তি চেয়েছেন যুক্তরাজ্যের ছয় রাজনীতিক।

২৪ : তিন কোটি টাকা চাঁদার মামলায় শেখ হাসিনা ও শেখ সেলিমের সঙ্গে শেখ রেহানাও অভিযুক্ত।

২৫ : জামায়াতের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।—উপদেষ্টা মতিন।

: দলীয় স্পিকার নিরপেক্ষভাবে সংসদ চালাতে পারেন না।—স্পিকার। *সমকাল*কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন,' সংসদনেতার প্রভাবের কারণে বিগত পাঁচ বছর তিনি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অনেক বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দিতে পারেননি।'

২৬ : বিভিন্ন মামলায় মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ ১১৬ জনের জেল। জঙ্গি মদদদানের জন্য আমিনুল হকের ৩১ বছর জেল। দুর্নীতির জন্য মহীউদ্দীন খান আলমগীরের ১৩, বাড়ি পোড়ানোর মামলায় দুলুর ৮ এবং অস্ত্র মামলায় ডিপজলের ১৭ বছর জেল।

: আগের কমিশন যেমন বটগাছের তলায় বসে পুরো এলাকার লোককে ভোটার করেছে, সেভাবে করলে তিন মাসে সম্ভব।—প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

: শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০ শিক্ষকের গণছুটি।

৩০ : হাইকোর্টে শেখ হাসিনার জামিন। আরেক মামলায় গ্রেপ্তার প্রদর্শিত। জরুরি আইন মামলা স্থগিত।

www.pathagar.com

৩১ : ৩৩ লাখ টাকা কর দিয়ে খালেদা জিয়া ১ কোটি ২৫ লাখ টাকার সমপরিমাণ অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করলেন। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান ৩১ লাখ টাকা কর দিয়ে কী পরমাণ অর্থ বৈধ করেছেন তা জানা যায়নি।

আগস্ট ২০০৭

০১ : খালেদা জিয়ার আয় বৈধকরণ বিষয়টি গ্রহণ না করে এনবিআরের আয়করের ফাইল তলব।

: খালেদা জিয়ার অভিযোগ—মান্নান ভূঁইয়া একজন বামপন্থী নাস্তিক, যিনি পার্টিকে ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন।

০২ : 'উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা যদি সচেতন হন তাহলে তাঁরা নিজেদের উদ্যোগেই সম্পদের হিসাব দেবেন। জোর করে তাঁদের কাছ থেকে সম্পদের হিসাব চাইতে পারি না, চাইলে তা ধৃষ্টতা হবে। আর এ নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝিও হতে পারে। তবে আমি মনে করি, মনের জোর থাকলে কারও পক্ষেই সম্পদের হিসাব দিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।'—দুদক চেয়ারম্যান হাসান মশহুদ চৌধুরী।

০৪ : আইন উপদেষ্টার সাম্প্রতিক অভিমত, 'এই সরকার ব্যর্থ হলে জনগণ দায়ী হবেন।' কথাটার সমালোচনা করে একাধিক ব্যক্তি মত প্রকাশ করেছেন বিবিসি বাংলাদেশ সংলাপে। তাঁদের কথা, 'জনগণ নয়, ব্যর্থ হলে তার সব দায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। আইন উপদেষ্টার বক্তব্য আরও একটি অনির্বাচিত সরকারের ক্ষমতায় আসার ইঙ্গিত বহন করে।'

১০ : 'আমরা আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর মতো কেবল তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার সরকার নই। আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য রয়েছে। এই লক্ষ্য হলো, দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি এবং সৎ লোকের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।'—আইন উপদেষ্টা মইনুল হোসেন।

১১ : 'আমি আশ্বস্ত করতে চাই, জাতির যেকোনো ক্রান্তিকালে সুপ্রিম কোর্ট এগিয়ে আসবে।'—প্রধান বিচারপতি।

১২ : মানিকগঞ্জে প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক পার্টির আহ্বায়ক ফেরদৌস আহমেদকে নিয়ে অর্ধশতাধিক যুবক মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করেন এবং রাজনৈতিক স্লোগান দেন।

১৫ : বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও তিন বাহিনীর প্রধানের শ্রদ্ধার্ঘ্য। সীমিত কর্মসূচিতে অন্যদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন।

১৭ : অনিয়ম-দুর্নীতি করে উপার্জিত ৭৫২ কোটি টাকা সরকারের কাছে জমা।

www.pathagar.com

বাবর একা জমা দিয়েছেন ৫২ কোটি। বসুন্ধরা গ্রুপ দিয়েছে ১২২ কোটি। বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরে এসেছে ৪২ লাখ ১২ হাজার ডলার।

২২ : ছয় বিভাগীয় শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ। সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ বন্ধ ঘোষণা। শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ।

: শরীয়তপুর সার্কিট হাউসে জেনারেল মইন উ আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য কোটি টাকা ব্যয়িত হয় এবং দুর্বৃত্তদের উসকানি দেওয়া হয়।

: পরিস্থিতি এখন আর ছাত্রদের হাতে নেই, এখানে অন্য ধরনের লোক জড়িত হয়ে গেছে। প্রচুর টাকাপয়সা খরচ করা হচ্ছে।—মইনুল হোসেন।

২৩ : প্রাক্তন ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস দুলুকে নাটোরের বাড়ি পোড়ানোর মামলায় ১২ বছর, সহযোগী ৮২ জনের ১০ বছর করে জেল।

২৬ : চাঁদাবাজির মামলায় মেয়র মিনুসহ ১১ জনের ১৩ বছর করে জেল।

: দুর্নীতির মামলায় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা পঙ্কজ দেবনাথ ও তাঁর স্ত্রীর ছয় বছর জেল।

: ভিডিওচিত্র দেখে বিক্ষোভকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রকৃত আসামি ১০ হাজারের বেশি নয়।—পুলিশ কমিশনার।

২৭ : শেখ হাসিনার জামিন আদেশ স্থগিত। সম্পদের হিসাব দিতে হবে সাত দিনের মধ্যে। তাঁর আশঙ্কা, তিনি ন্যায়বিচার পাবেন না। জিল্লুর রহমান বলেন, মন্দের ভালো।

: ঘুষ নেওয়ার জন্য নাজমুল হুদার সাত বছর ও তাঁর স্ত্রী সিগমা হুদার তিন বছর জেল।

: আয়কর ফাঁকি ও সম্পদের তথ্য গোপনের জন্য শাজাহান সিরাজের স্ত্রী রাবেয়া হায়দারকে চারটি পৃথক মামলায় ৩২ বছর জেল।

: 'এ সরকার সেনাসমর্থিত জাতীয় সরকার। বেশির ভাগ বেসরকারি স্যাটেলাইট-মালিক রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বাইরে উঠতে হবে। আমাদের একজিট প্ল্যানে বাধা সৃষ্টি করা হলে অনেকের সারভাইবাল প্ল্যানও সফল হবে না।'—আইন উপদেষ্টা।

২৮ : 'বর্তমান সরকার একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জাতীয় সরকার নয়। সেনাবাহিনী সব সময় সরকারের সঙ্গে থেকেছে, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে থাকবে।'—গাজীপুরে সেনাপ্রধান।

: বিএনপির প্রাক্তন মন্ত্রী আনোয়ারুল কবীরের ৪০ লাখ টাকা জরিমানা। সাংসদ কোটায় আনীত গাড়ির অপব্যবহার।

www.pathagar.com

৩০ : 'শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এবং ছাত্রদের অভিভাবক হিসেবে আমি ছাত্রদের পক্ষ থেকে এই সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য, একজন সাধারণ সম্মানিত জওয়ান থেকে শুরু করে সেনাপ্রধান পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং আন্তরিকভাবে আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা অবশ্যই করি।'—আদালতে নেওয়ার সময় সাংবাদিকদের কাছে ড. আনোয়ার হোসেন।

৩১ : খালেদা জিয়া, কোকো ও পরিবারের ১১ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ। 'জিয়ার সন্তান দুর্নীতি করতে পারে না।'—নিউ ইয়র্কের নেতা-কর্মীদের টেলিকনফারেন্সে খালেদা জিয়া।

সেপ্টেম্বর ২০০৭

০১ : 'হাসিনাকে কারাগারে রেখে নির্বাচন নয়।'—জিল্লুর রহমান।
'এখন শেখ হাসিনা স্বেচ্ছায় দলের দায়িত্ব দিলে দল তাঁকে আরও বড় কিছু দিতে পারে।'—আমির হোসেন আমু।

০২ : দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়া ও কোকো আটক। মোট ১৩ আসামি ২ কোটি ১৯ লাখ টাকা আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন, সরকারের ক্ষতি প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা।

: মির্জা আব্বাসের স্ত্রী আফরোজা আব্বাসের ১৬ বছর জেল।

: ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা তাঁর আইনজীবীর মারফত সংবাদপত্রের জন্য এক বিজ্ঞপ্তিতে দেশের সেনাপ্রধানকে পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপতি নিয়োগের বিধান সংবিধানে সংযোজনের আহ্বান জানান।

০৩ : বিশেষ কারাগারে খালেদা জিয়া। তাঁর বাসায় তল্লাশি করে বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বাঁধাইকৃত কয়েকটি বই, *দিনকাল*-এর নামে তেজগাঁওয়ে কেনা জমির দলিল, কিছু চুক্তিনামাপত্র এবং গোয়েন্দা সংস্থার নির্বাচনী জরিপসহ গোপনীয় প্রতিবেদন জব্দ।

: খালেদার ঘোষণা, মান্নান ভূঁইয়া বহিষ্কৃত এবং খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন মহাসচিব।

: খালেদার সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক বললেন ১৩০ জন বিএনপি নেতা।

: চট্টগ্রামের বিএনপি নেতা দস্তগীর চৌধুরীর ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

: 'রাজনীতি করলে জেলজুলুম তো হয়ই। মহাত্মা গান্ধী, শেখ সাহেবের মতো নেতারাও জেল খেটেছেন। তবে মা হিসেবে কষ্ট হচ্ছে।'—খালেদা জিয়ার মা তৈয়বা মজুমদার। তিনি আরও বলেন, 'সরকার যা করছে তা মঙ্গলের জন্যই। তবে আমি চাই, আইন নিজ গতিতেই চলুক।'

www.pathagar.com

৮ : 'আমি কোনো দিন বাড়ির কাজ করিনি। আপনি জানেন, আমি আর্থ্রাইটিসে ভুগছি। আমি আমার ব্যক্তিগত চাকরকে দিয়ে আমার কাজ করাতে পারব।'—খালেদা জিয়া, আইজি প্রিজনকে।

০৯ : টাস্কফোর্স এ মাসের পর আর নতুন করে তালিকা করবে না—প্রধান উপদেষ্টা।

১১ : ১১টি বাম দলের সমন্বয়ে নতুন বাম মোর্চার আত্মপ্রকাশ।

: সিরাজুল আলম খানের উদ্যোগে 'সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন'-এর আত্মপ্রকাশ।

১৬ : কাদের সিদ্দিকী নির্বাচন কমিশনকে বলেন, জামায়াত ব্রিটিশদের গোলামি করেছে। এখন বাংলাদেশে বসে পাকিস্তানের গোলামি করছে।

: প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনের অবস্থান জানিয়ে বলেন, 'স্বাধীনতার পর যারা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেনি, নারী ধর্ষণ, হত্যা ও লুণ্ঠনে জড়িত ছিল না, বঙ্গবন্ধু তাদের সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। '৭৫-পরবর্তী সরকার শাহ আজিজের মতো স্বাধীনতাবিরোধীকে প্রধানমন্ত্রী বানায়। সর্বশেষ সরকার তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে তাদের মন্ত্রিত্বও উপহার দেয়। এ ক্ষেত্রে কমিশন তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যবস্থা নেবে? আপনারাই একটি প্রস্তাব তৈরি করুন, যার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারে।...

'এসব লোকের বিচার হওয়া উচিত। অথচ আমাদের পূর্বসূরিরা জামায়াতকে নিবন্ধিত করেছিল।...

১৯ : *প্রথম আলোর* প্রকাশনা বাতিলের দাবিতে হিযবুত তাহ্‌রীরের বিক্ষোভ।

নভেম্বর ২০০৭

০১ : পৃথক্‌করণের পর বিচার বিভাগের ঐতিহাসিক যাত্রায় 'আইন ও ন্যায়বিচারের পথ সুগম হলো'।—প্রধান উপদেষ্টা।

বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণের যৌক্তিকতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।—প্রধান বিচারপতি।

বিচার বিভাগ থেকে পৃথক হওয়া মানে সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়।—আইনমন্ত্রী।

ডিসেম্বর ২০০৭

০৩ : বিদেশি সাহায্য অনেক কমেছে, মানসিক নির্ভরতা রয়ে গেছে।—বিআইডিএসের সুবর্ণজয়ন্তীতে অর্থনীতিবিদেরা।

www.pathagar.com

১০ : 'নির্বাচন আমাদের করতেই হবে।'—মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে।

১১ : সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ আট তথ্য জানাতে হবে। যেমন— ১. প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, যদি থাকে সে ক্ষেত্রে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্র। ২. বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত কি না। ৩. প্রার্থীর বিরুদ্ধে পূর্বে কোনো ফৌজদারি মামলা ছিল কি না, থাকলে তার ফলাফল। ৪. পেশা/জীবিকা। ৫. আয়ের উৎসসমূহ। ৬. পূর্বে সংসদ সদস্য ছিলেন কি না, থাকলে জনগণকে দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অর্জনে কী ভূমিকা পালন করেছেন। ৭. প্রার্থী এবং প্রার্থীর পোষ্যদের সম্পদ ও দায়দেনার বিবরণ। ৮. প্রার্থী নিজে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে পোষ্যদের নামে ব্যাংক কিংবা অর্থলগ্নিকারী কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন কি না, করে থাকলে ঋণের পরিমাণ ও অন্যান্য তথ্য।—আপিল বিভাগের রায়।

১২ : বিচারপতি আজিজের সিইসি পদে নিয়োগ অবৈধ।—হাইকোর্ট।

৩১ : ২২ বছরে জাতীয় পার্টি সাতবার ভেঙেছে।

২০০৮

জানুয়ারি ২০০৮

০১ : মার্কিন ডানপন্থী থিংকট্যাংক হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের জরিপে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১৫৭টি দেশের মধ্যে ১৪৩তম।

: একাত্তরে কেরানীগঞ্জে হত্যার অভিযোগে নিজামী, মুজাহিদ, কাদের মোল্লা, কামারুজ্জামানসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা।

০২ : বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে ও ছয় দফা দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের নয় ঘণ্টা রোকেয়া সরণি অবরোধ।

০৬ : নির্বাচনে ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহৃত হবে।

: বর্তমান সরকারকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণার দাবিতে রিট খারিজ।

: জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা খারিজ।

০৮ : চার উপদেষ্টার পদত্যাগ : মইনুল হোসেন, ড. মতিউর রহমান, তপন চৌধুরী ও গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী।

: যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে জাতিসংঘের সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেন

www.pathagar.com

আইরিন খান।

০৯ : নতুন পাঁচ উপদেষ্টা নিয়োগ। এঁরা হলেন : এ এম এম শওকত আলী, এ এফ হাসান আরিফ, মে. জেনারেল (অব.) গোলাম কাদের, রাশেদা কে চৌধুরী ও হোসেন জিল্লুর রহমান।

১০ : প্রধান উপদেষ্টার তিনজন বিশেষ সহকারী। প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম এম মালেক মোল্লা, বুয়েটের শিক্ষক ড. এম তামিম।

: ছাত্রদল-ছাত্রলীগের সংঘর্ষে জাবি রণক্ষেত্র, প্রভোস্টসহ আহত ১৫।

: প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী সালাহ উদ্দিনের সাত বছরের জেল।

১১ : নির্বাচিতদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি আওয়ামী লীগের।

১৩ : ঢাবিতে ছাত্রদের ক্লাস বর্জনসহ নতুন কর্মসূচি।

: 'মাননীয় আদালত, আমি জানি, আপনার উপায় নেই। কারণ, আপনার ওপর বিশেষ স্থান থেকে ওহি নাজিল হয়। আপনি সেই ওহির বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না।'—শেখ হাসিনা আদালতকে।

: মে. জেনারেল (অব.) আবদুল মতিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

১৬ : চ্যানেল আইকে সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ, 'আমি মনে করি, এরকম কোনো পরিস্থিতি ঘটেনি যে সেনাবাহিনী এসে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এবং এটা ঠিকও না। আজকের বিশ্বে মার্শাল ল বা সামরিক আইন কেউ গ্রহণ করবে না। আমরাও মনে করি, এটা সঠিক না। যার যা দায়িত্ব সেটাই পালন করা উচিত।'

১৮ : সিঙ্গাপুরের অধ্যাপক গুণরত্নার মতে, বাংলাদেশি স্থানীয় জঙ্গিদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোনো আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীর সম্পর্ক নেই। তবে তাদের ওপর আল-কায়েদার প্রভাব রয়েছে।

: সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতীক ধর্মঘটের ডাক।

২১ : কর ফাঁকির মামলায় খালেদা জিয়ার ভাগনে তুহিনের আট বছর জেল।

২২ : অবশেষে ঢাবির শিক্ষক অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ, আনোয়ার হোসেন ও সদরুল আমীন কারামুক্ত। নিমচন্দ্র ভৌমিক বেকসুর খালাস। রায়ের পর তিনজনের দণ্ড মওকুফ। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা : ১০ মামলা প্রত্যাহার।

: নওগাঁয় র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে চরমপন্থী স্বাধীন নিহত। অস্ত্র উদ্ধার, র‍্যাব সদস্য নিহত।

২৩ : '৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন না করে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে । এটা কেবল আমার কথা নয়, কোর্টেরও কথা। ভোটার তালিকা তৈরির ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করা উচিত।'—ড. আকবর আলি খান।

www.pathagar.com

২৬ : রেগুলেটরি কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন না হলে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।—ড. আকবর আলি খান।

: রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য গঠনতন্ত্র পরিবর্তনে জোরালো আপত্তি নেই জামায়াতের।

২৭ : ভিআইপি বন্দীরা জেলকোড লঙ্ঘন করে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

২৮ : তিতাসের ১২৬ কর্মচারীর ৪০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ টাস্কফোর্সের কাছে ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার।

: শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলায় হাইকোর্টে সাতজন অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ।

২৯ : দুর্নীতির দায়ে প্রাক্তন সাংসদ মিল্লাতের আট বছরের জেল।

: শেখ হাসিনার মামলায় ন্যায়বিচার নিয়ে কানাডিয়ান আইনজীবী ড. আকাভান পায়েমের সংশয়।

৩০ : নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ ২০০৮-এ কমিশনের সাত সুপারিশের চারটিই উপেক্ষিত।

: প্রাক্তন বিদ্যুৎ সচিব আখতারের ১০ বছর জেল। স্ত্রীর তিন বছর।

৩১ : ঢাকা সিটি করপোরেশনের দেড় শতাধিক কর্মচারী কোটিপতি, হতবাক টাস্কফোর্স।

: সরকার জরুরি আইনের অপব্যবহার করছে।—হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

: চাঁপাইনবাবগঞ্জে সিরিজ বোমা হামলায় অভিযুক্ত সাত জঙ্গির যাবজ্জীবন।

: 'আমরা খুব বেশি সময় থাকব না।'—সেনাপ্রধান।

ফেব্রুয়ারি ২০০৮

০৪ : শেখ হাসিনার চাঁদাবাজির মামলার শুনানিতে হইচই, এজলাস ছেড়ে গেলেন বিচারক।

: 'দ্রুত জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নির্বাচন দেওয়াই মঙ্গল।'—সাংবাদিকদের মার্কিন মুখ্য উপসহকারী মন্ত্রী ডোলান্ড ক্যামন।

: উচ্চ আদালতে দুদকের ২০০ মামলা আটকে আছে।—দুদক চেয়ারম্যান।

০৬ : জরুরি আইনে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা হাইকোর্টে অবৈধ ঘোষণা।

১০ : ঢাকা পলিটেকনিক্যালে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষ, চার ছাত্রাবাস বন্ধ।

১২ : চাঁদাবাজির মামলায় শেখ হেলালের সাত বছরের জেল।

: বাংলাদেশে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্তদের ক্ষমতাসীন করা ঠিক হবে

www.pathagar.com

না।—নিউ ইয়র্কে ড. ইউনূস।

১৪ : আ.লীগ নেতা মায়ার ১৩ বছর জেল, ৫ কোটি টাকা জরিমানা।

১৫ : ছয় ভিআইপি বন্দীর বিরুদ্ধে মোবাইল ব্যবহারের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। এঁরা হলেন: নাজমুল হুদা, আলতাফ চৌধুরী, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সাকা চৌধুরী, সিগমা হুদা।

১৭ : নেত্রকোনায় উদীচী কার্যালয়ের ওপর বোমা হামলার অপরাধে জেএমবি জঙ্গির মৃত্যুদণ্ড।

১৮ : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা মিসরের ফেরাউন, রাশিয়ার জার ও মোগল বাদশাহদের মতো।—ড. আকবর আলি খান রাজশাহীতে ড. জোহা স্মারক বক্তৃতায়।

২০ : শেখ হাসিনার বিচারকে 'ক্যামেরা ট্রায়াল' বললেন আইনজীবী স্লোন।

২২ : জেনারেল মইনকে ভারত সফরের সময় ভারতের পক্ষ থেকে ছয়টি ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়।

২৪ : শেখ হেলালের বিরুদ্ধে আরেক মামলায় ১৩ বছর জেল, ৫০ লাখ টাকা জরিমানা, তাঁর স্ত্রীর তিন বছর জেল।

২৬ : খালেদা জিয়া, নিজামী, মুজাহিদ, সাইফুর রহমান, মান্নান ভূঁইয়াসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা।

: 'জেল থেকে বলছি।'—খালেদা জিয়ার নামে লিফলেট, শেখ হাসিনার মুক্তিসহ চার দফা দাবি

২৭ : যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে ট্রাইব্যুনালের প্রয়োজন নেই। ইসির সংলাপে জনতা লীগ, এলডিপি ও ইসলামী ঐক্যজোট নেতারা।

২৮ : ঢাবিতে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে প্রভোস্টসহ আহত ১০।

মার্চ ২০০৮

০২ : পাঁচ শর্তে এক মাসের জন্য আবদুল জলিলের প্যারোলে মুক্তি। সিঙ্গাপুরে যাবেন চিকিৎসার জন্য।

: বঙ্গভবনের চিঠি পেয়ে হাইকোর্টের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি বদরুল হকের পদত্যাগ।

০৩ : শতাধিক রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী বিদেশে পালিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: মোরশেদ খান, আবদুল্লাহ আল নোমান, হারিছ চৌধুরী, জিয়াউল হক জিয়া, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, মকবুল হোসেন, শেখ হেলাল উদ্দিন ও আহমেদ আকবর সোবহান।

www.pathagar.com

: অবৈধ সম্পদ অর্জনের দায়ে হাসনাতের ১৩ বছর জেল, ২০ লাখ টাকা জরিমানা।

০৬ : বাংলাদেশের হুজিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ঘোষণা দিল যুক্তরাষ্ট্র।

০৯ : মাইনাস টু ফর্মুলা পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।—নিউ ইয়র্কে উইলিয়াম স্রোলন।

১১ : খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ভিআইপি মর্যাদা প্রদান।

: ডা. ইকবালের ১৩ বছর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের তিন বছর করে জেল। ১৪ কোটি ৫৭ লাখ টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত।

১২ : শেখ হাসিনার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ।

: প্রাক্তন হুইপ সুজার ১৩ বছর জেল।

: বরগুনার সিরিজ বোমা হামলার জন্য নয় জেএমবি সদস্যের যাবজ্জীবন।

১৪ : সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়েছিল, কিন্তু আমন্ত্রণপত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ না থাকায় সরকারের অনুমতি প্রত্যাহার।

: জরুরি অবস্থা থাকা সত্ত্বেও ঢাকায় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ ও চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা মসজিদের সামনে সরকারের নারীনীতির প্রতিবাদে জমায়েত এবং মিছিল করে রাস্তা প্রদক্ষিণ ।

১৭ : শেখ হাসিনা-খালেদা ট্রুথ কমিশনের আওতার বাইরে থাকবেন।—প্রধান উপদেষ্টা লন্ডনে আল-জাজিরাকে।

১৮ : একটি দেশে দুটি আইন চলতে পারে না। একটি পক্ষ ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠান করতে পারবে না, আরেকটি দল লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিল করে বেড়াবে—এটা হতে পারে না।—সংবাদ সম্মেলনে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের লে. জেনারেল হারুন।

: শেখ হাসিনার আপিল খারিজ, মিগ-২৯ দুর্নীতি মামলা চলবে।

১৯ : ইসলামী ঐক্যজোটের প্রাক্তন সাংসদ মুফতি শহিদুল হকের অবৈধ সম্পত্তির দায়ে ১০ বছর জেল।

২০ : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেছেন, সম্প্রতি কিছু বিদেশি কূটনীতিকের মধ্যে জনসমক্ষে বিভিন্ন মন্তব্য করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। আইন উপদেষ্টা বলেন, ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের কথা বলার অধিকার নেই। কেউ ভ্রমণ ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে পারেন না।

২২ : খালেদা-হাসিনার মুক্তি চেয়েছেন বিএনপির ১১৯ প্রাক্তন সাংসদ।

২৩ : ১২ মামলার আসামি তারেক এক বছরেও বিচারের মুখোমুখি হননি।

www.pathagar.com

২৫ : মোবাইল ফোন ব্যবহারের জন্য ছয় ভিআইপি বন্দীর ডিভিশন বাতিল, ঢাকার বাইরে প্রেরণ।

২৬ : স্বাধীনতা দিবসে তিন দাবি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানো।

: জাবিতে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষ। আহত ২০।

২৭ : মামুনের ১০ বছর জেল, ১১১ কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত, স্ত্রী পলাতক, তাঁর তিন বছর জেল।

: নারী উন্নয়ন নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য বায়তুল মোকাররম মসজিদের ভারপ্রাপ্ত খতিব মুফতি মুহাম্মদ নুরুদ্দীনকে সভাপতি করে ২০ জন আলেমের সমন্বয়ে সরকারের কমিটি গঠন।

: চট্টগ্রামের আট খুনের মামলায় ছাত্রশিবিরের চার শীর্ষ সন্ত্রাসীর ফাঁসি, তিনজনের যাবজ্জীবন।

: খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুটি দুর্নীতি মামলা পুনরুজ্জীবনে সরকারের আপিল খারিজ।

২৮ : সংঘর্ষে আহত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাজল দেবনাথ মারা গেছেন।

৩০ : জোর করে হাসপাতাল থেকে সরানো হয়েছে।—আদালতে শেখ হাসিনার অভিযোগ।

৩১ : নাসের রহমানের ১৩ ও পবনের ১৭ বছর জেল।

: দুর্নীতিবাজের বিচারে ট্রুথ কমিশন গঠন করা গেলে যুদ্ধাপরাধীদের জন্য কেন নয়?—ড. আকবর আলি খান।

এপ্রিল ২০০৮

০২ : খাদ্যসংকটের কথা স্বীকার করে সেনাপ্রধান বলেন, 'আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করছেন।'

: 'রাজাকার হিসেবে আমি গর্বিত।'—আদালতে সাকা চৌধুরী।

০৩ : দুর্ভিক্ষ নয়, হিডেন হাঙ্গার।—খাদ্য উপদেষ্টা।

: ১৫৯৭ যুদ্ধাপরাধীর তালিকা।

: নাজমুল হুদার ১২ বছর জেল, তাঁর স্ত্রী খালাস।

০৬ : 'সরকারের সম্মতি নিয়ে যুদ্ধাপরাধের প্রসঙ্গ জাতিসংঘের কাছে তুলেছি।'—পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

: জাতীয় পার্টির নেতা নাজিউর রহমান মঞ্জুর (৬০) মৃত্যু।

১০ : গণতন্ত্রের স্বার্থে খালেদা জিয়া ছাড়াই নির্বাচন হবে।—সাইফুর রহমান।

www.pathagar.com

১২ : জাতীয় মসজিদকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে একটি মহল।—আইজিপি।
: যে দেশে অনির্বাচিত সরকার থাকে সে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়।—ড. আকবর আলি খান।

১৩ : জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীর ১০ ও ফয়সাল মোরশেদ খানের সাত বছরের কারাদণ্ড।

১৪ : ফ্যাক্টরিতে গড়া বিএনপিকে দিয়ে সরকার সংলাপ নাটক করছে।—দেলোয়ার হোসেন।
: 'আপনার ওপর চাপ থাকলে রায় দিয়ে দিন।'—আদালতকে শেখ হাসিনা।

১৫ : গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করতে গেলে জরুরি অবস্থার কারণে পুলিশ তা ভেঙে দেয়।
: ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যজোট নেতারা পুলিশের পাহারায় বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

১৬ : সরকারের গঠিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ পর্যালোচনা কমিটি নীতিমালাটি সংশোধন করে পুনরায় প্রকাশ করার জন্য একটি লিখিত সুপারিশমালা পেশ করেছে। সচিবালয়ে আইন ও ধর্ম উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফের কাছে প্রস্তাবাবলি হস্তান্তর করেন কমিটির সভাপতি ও বায়তুল মোকাররম মসজিদের ভারপ্রাপ্ত খতিব মুফতি মুহাম্মদ নুরুদ্দীন। কমিটি নারী উন্নয়ন নীতির পাঁচটি অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ বিলোপ, ১২টি সংশোধন ও দুটি অনুচ্ছেদ সংযোজনের সুপারিশ করেছে।

১৭ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়ার দাবিতে কালো ব্যাজ ধারণ।

১৮ : কঠোর নিরাপত্তায় জুমার নামাজ। নারীনীতি-বিরোধীরা কোনো সমাবেশ করতে পারেনি।

২০ : ঢাবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ১০।
: তেল কিনতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক থেকে চড়া সুদে ২০ কোটি টাকার ঋণ নিচ্ছে সরকার।

২১ : জরুরি অবস্থায় নির্বাচন করা কঠিন হবে। সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতায় জড়ালে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।—মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি।
: রাঙামাটিতে পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষে ১২০ বাড়ি ভস্মীভূত, আহত ৯।

২২ : ভোটার তালিকার ৭৫ ভাগ কাজ শেষ। নামের ভুল বানান থাকলেও ভোট দেওয়া যাবে।
: দুর্নীতির দায়ে শাজাহান সিরাজের ১৩ ও স্ত্রীর তিন বছরের জেল।
: সাভারে র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে গাঙচিল বাহিনীর তিনজন নিহত।

www.pathagar.com

২৩ : জরুরি বিধির মামলায় হাইকোর্টও জামিন দিতে পারবে না। আপিল বিভাগের রায়।

: খালেদা-পন্থীরা বর্তমান কমিশনের অধীনে নির্বাচনে যাবে না।—সাংবাদিকদের খোন্দকার দেলোয়ার।

২৪ : 'অসুস্থ আমাকে ঘুম থেকে তুলে আদালতে এনেছে।'—শেখ হাসিনা।

: বাংলাদেশে এখন মানবাধিকার আছে কি না তা দেখার বিষয়। আশা করি, সরকার মিয়ানমার জান্তার পথে যাবে না। হাসিনার বিদেশে চিকিৎসা দরকার।—শেখ হাসিনার মামলার পরামর্শক হিসেবে চেরি ব্লেয়ার।

: বাগেরহাটে আ.লীগ নেতা মল্লিক হত্যা মামলায় ১২ জনের ফাঁসি।

: এরশাদ প্লেবয় পলিটিশিয়ান।—মার্কিন সাময়িকী *গ্লোবাল পলিটিশিয়ান*।

২৫ : খালেদা জিয়া মুক্তি না পেলেও সংলাপ ও নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি।—সাইফুর রহমান।

২৭ : নকশা জালিয়াতির মামলায় আতিকুল্লাহ খান মাসুদের আরও সাত বছর জেল।

: হাজি সেলিমের ১৩ ও স্ত্রীর তিন বছর জেল।

২৮ : শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে ২৫ লাখ লোকের স্বাক্ষরসংবলিত স্মারকলিপি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে।

: অবৈধ সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগে বিএনপির প্রাক্তন এমপি হেলালুজ্জামানের ১০ বছর ও তাঁর স্ত্রীর তিন বছর কারাদণ্ড।

মে ২০০৮

০৩ : সংলাপে সেনাবাহিনী থাকলে আ.লীগের আপত্তি নেই।—প্রেসিডিয়ামের বৈঠকে সিদ্ধান্ত।

০৬ : হত্যার অভিযোগ থেকে বসুন্ধরার চেয়ারম্যানের ছেলেকে রক্ষায় ২১ কোটি টাকার ঘুষ গ্রহণের জন্য বাবর ও তারেকের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র।

: সংলাপে সেনাবাহিনী অংশগ্রহণ করবে না।—সেনাসদরের বক্তব্য।

০৭ : লালবাগের সাত খুনের মামলায় দুজনের ফাঁসি, নয়জনের যাবজ্জীবন।

১১ : অবৈধ সম্পদ অর্জন, তথ্য গোপন ও কর ফাঁকির দায়ে মির্জা আব্বাসের আট বছর জেল, ৫৪ লাখ টাকা জরিমানা। ২.২৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

: যেকোনো মূল্যে সংলাপ অর্থবহ করতে হবে।—শেখ হাসিনা।

: বর্তমান সরকারের রিটার্ন টিকিট কাটার সময় হয়ে এসেছে। ৩১ ডিসেম্বরের পর খালি হওয়া জেলে তাদের যেতে হবে।—বিএনপি নেতা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান।

www.pathagar.com

: খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ, ভাঙচুর, বন্ধ ঘোষণা।

১৩ : গ্যাটকো দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র। সাইফুর, মান্নান, নিজামী, শামসুল ইসলাম, এম কে আনোয়ার, আমীর খসরুসহ ১১ জনকে গ্রেপ্তারের আবেদন।

১৮ : এক কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণের দায়ে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সাত বছর এবং তাঁর স্ত্রীর পাঁচ বছর জেল।

২০ : নিজামী দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে দুরবিন দিয়েও দুর্নীতির খোঁজ পাওয়া যাবে না। তাঁর বার্ষিক আয় মাত্র ৩২ হাজার ২০০ টাকা।

: শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে দেশে আ.লীগের গণ-অনশন।

: জোট সরকারের মন্ত্রীদের ২১ জন কারাগারে, পলাতক ১৬, প্রয়াত দুই, দলছুট দুই। বাকিরা স্বেচ্ছায় ঘরবন্দী।

২১ : সোনালী ব্যাংক সিবিএ নেতার অবৈধ সম্পত্তি অর্জনের জন্য ১৩ বছর এবং তাঁর স্ত্রীর তিন বছর জেল।

: পাকিস্তানের পরিস্থিতি বাংলাদেশে দেখতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র।—মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

২৩ : ড. তাহের হত্যা মামলায় রাবি শিক্ষকসহ চারজনের ফাঁসি, শিবির নেতা সালেহী খালাস।

: ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন না করে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে ইসি।—হাইকোর্টের রায়।

: গাজীপুরে পুলিশের অস্ত্র ছিনতাই, দুই কনস্টেবল আহত।

: কোনো সনদ তৈরির অধিকার এ সরকারের নেই।—জিল্লুর রহমান।

২৫ : ট্রুথ কমিশন অনুমোদন, মেয়াদ পাঁচ মাস। সাজাপ্রাপ্তরা পাঁচ বছর নির্বাচন করতে পারবে না।

: মেয়র তৈয়বুরসহ দুজনের সাত বছর জেল।

: ড্যাব নেতা ডা. জাহিদের ১৩ এবং তাঁর স্ত্রীর তিন বছর জেল।

: খালেদা জিয়ার জন্য কাঠগড়ায় আলাদা চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল এবং পাশে সবুজ কার্পেট।

: জ্যেষ্ঠতা অনুসরণ না করে এম এম রুহুল আমিন প্রধান বিচারপতি নিয়ুক্ত।

জুন ২০০৮

০১ : পল্টনের এক হোটেলে দফায় দফায় বিস্ফোরণ, আহত ৫০।

: দেশজুড়ে আরও ৫০০ গ্রেপ্তার।

www.pathagar.com

: কালুরঘাট শিল্প এলাকায় লাঠিচার্জ-কাঁদানে গ্যাস-গুলি, আহত ৩০।

০২ : আরও প্রায় দেড় হাজার গ্রেপ্তার।

: টিন আত্মসাৎ মামলায় ফালুর পাঁচ বছর জেল, ৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা।

০৪ : মতৈক্য হলে সাংবিধানিক পর্যালোচনা কমিশন গঠন করা যেতে পারে।—বাসদের সঙ্গে সংলাপের পর উপদেষ্টা।

: বিচারকের অনুমতি নিয়ে আদালতে খালেদা জিয়ার ২০ মিনিট বক্তৃতা। ছেলে কোকোকে জড়িয়ে ধরে কান্না। মান্নান ভূঁইয়া চেষ্টা করে কথা বলতে পারেননি।

০৫ : বিচারকেরা ওপরওয়ালার ইচ্ছায় কীর্তন গাইছেন।—নাইকো মামলায় জামিন না পেয়ে শেখ হাসিনা।

০৬ : অবিলম্বে গণগ্রেপ্তার বন্ধের দাবি করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

০৮ : চুয়াডাঙ্গায় জঙ্গি সংগঠন 'আল্লাহর দল'-এর ১০ সদস্য গ্রেপ্তার।

: খালেদা জিয়ার অ্যাসাইনমেন্ট কর্মকর্তা ফিরোজের দুর্নীতির দায়ে পাঁচ বছর জেল।

০৯ : ৯৯.৯৬২ কোটি টাকার বাজেট। সরকারি কর্মচারীর জন্য মহার্ঘ্য ভাতা। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ১৩ হাজার কোটি টাকা।

১১ : ১০ মাস ২৫ দিন পর শেখ হাসিনার চিকিৎসার জন্য জামিনে আট সপ্তাহের জন্য মুক্তি।

: চার উপদেষ্টার সঙ্গে আলাপ, সংলাপে অংশ নেবে আ.লীগ। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে শেখ হাসিনার ফোনালাপ

১২ : মতিয়া চৌধুরী, সালমান ও সোহেল এফ রহমানের বিরুদ্ধে ৫০টি অভিযোগের সত্যতা পায়নি দুদক।

: ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে বিআরটিসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান তৈমুর খন্দকারের ১৪ বছর জেল।

১৩ : মাগুরছড়া ক্ষতিপূরণে শুভংকরের ফাঁকি। একটি সম্পূরক চুক্তির দোহাই দিয়ে শেভরণ ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ৪৩ লাখ টাকার মতো। ওই বিস্ফোরণের জন্য বিগত সরকার ইউনিকলের কাছে ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল।

১৭ : খালেদা জিয়া শুধু তাঁর দুই ছেলের মুক্তি চাওয়ায় বিএনপিতে ক্ষোভ।

: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল হাতে লেখা স্বাধীনতার ঘোষণা সরকারের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে।

২৫ : দুর্নীতির দায়ে ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ওবায়দুল করিমের ১৩ বছর

www.pathagar.com

জেল। অবৈধ ৫০ কোটি ৯২ লাখ ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

২৬ : দুর্নীতির দায়ে বিএনপির কমিশনার চৌধুরী আলমের ১৩ বছরের জেল।

২৯ : চাঁদাবাজির আরেক মামলায় চৌধুরী আলমের ১২ বছরের জেল।

৩০ : পঞ্চগড়ে বিস্ফোরক মামলায় জেএমবির তিন জঙ্গির ২০ বছর জেল।

জুলাই ২০০৮

০৩ : খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এতিমদের ২ কোটি ১০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে আরেকটি মামলা।

০৭ : বাংলাদেশের কূটনীতিকেরা বিদেশি নাগরিকদের বিয়ে করতে পারবেন।—নতুন অধ্যাদেশ।

১৩ : ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আ.লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার বিচার শুরু।

১৪ : ধর্মভিত্তিক ২২টিসহ ৬২টি নামসর্বস্ব রাজনৈতিক দল নিবন্ধন পাবে না।

১৯ : নিম্ন আদালতে সাজা হলেই নির্বাচনে অযোগ্য। আগে আপিল করতে পারত।

: বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রের তালিকায়। মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিবেদনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বিচার বিভাগ ও জনপ্রশাসনে বাংলাদেশ দুর্বল বলে বিবেচিত।

আগস্ট ২০০৮

১১ : ১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস ও সরকারি ছুটি।—উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত।

১৬ : ২০০৫ সালের ১৭ আগস্টের দেশব্যাপী বোমা হামলায় ১৬৯টি মামলার ৩৭টির বিচার করা হয়েছে।

২৪ : ৪৬টি পয়েন্টে বিএসএফের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার প্রস্তাবে বাংলাদেশের আপত্তি।

২৫ : বাথরুমে পড়ে তারেকের আঘাত পাওয়ার খবরে ছাত্রদলের বিক্ষোভ, গাড়িতে আগুন, বিস্ফোরণে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু। বগুড়ায় ট্রেনে অগ্নিসংযোগ।

২৭ : মিথ্যা তথ্য দিলে সাত বছরের জেল।

: ট্রুথ কমিশনে ১৮৪ আবেদনকারীর মধ্যে ১৮২ জনই সামরিক কর্মকর্তা।

: যেসব রাজনীতিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা নেই, তাঁরা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ জমা দিয়ে নির্বাচন করতে পারবেন।—ট্যাক্স কমিশনের চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

: নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে ঋণখেলাপিদের ঋণের সব টাকা দিতে হতে পারে।

২৮ : ঢাকার কারাগারে চার নেতা হত্যার মামলায় রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের ফাঁসির আদেশ হাইকোর্টে বহাল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামি দফাদার মারফত আলী শাহ ও দফাদার আবুল হোসেন মৃধা খালাস। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, মো. বজলুল হুদা এবং এ কে এম মহিউদ্দিন আহমদ খালাস। পলাতক আসামিরা আপিল না করায় তাঁদের শাস্তি বহাল। 'সুবিচার হয়নি।'—রায় প্রত্যাখ্যান করেছে শহীদ পরিবারের সদস্যরা।

২৯ : কারাগারে অস্বাভাবিক বৈঠক নিয়ে নানা প্রশ্ন। তাদের আঁতাত প্রমাণিত।—আ.লীগ। কোনো আঁতাত হয়নি।—বিএনপি।

সেপ্টেম্বর ২০০৮

০১ : সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক ছয় মামলায় তারেক রহমানের জামিন স্থগিত করার সরকার ও দুদকের আবেদন নাকচ।

: 'দুদকের আমলার আসামিদের আটক রাখা বা জামিন দেওয়ার বিষয়টিকে আমরা খুব বড় করে দেখি না।'—দুদকের চেয়ারম্যান হাসান মশহুদ চৌধুরী।

০২ : বিচারপতি ফজলুল হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় চার্জশিট দাখিল।

০৬ : 'জামায়াত থাকলেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাব, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে নয়।'—নিজামীর সঙ্গে জিল্লুর রহমানের করমর্দনের পর সৃষ্ট তোলপাড়ের জবাবে আ.লীগ নেতৃবৃন্দ।

: 'একজন ইমাম যুদ্ধাপরাধী হলে কি আমরা তার পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ব না?'—জামায়াত নেতাদের উপস্থিতিতে সৌদি রাষ্ট্রদূতের ইফতার পার্টিতে যোগদানের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম।

: ট্রুথ কমিশন প্রতিষ্ঠার এক মাসে এ পর্যন্ত ১৯৯ জন অনুকম্পার জন্য আবেদন করেন। এর মধ্যে একজনও রাজনীতিক নেই এবং দুজন ব্যবসায়ী রয়েছেন । সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বেশি বেশি করে জামিনের কারণে কমিশন তার কার্যকারিতা হারাতে পারে।

০৭ : ঢাবিতে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ, ৫০ কক্ষে ভাঙচুর, আহত ১০।

: নিজ দপ্তরের শীর্ষ প্রশাসনের কাছে জমা পড়া প্রায় ১২ লাখ সরকারি সম্পত্তির হিসাব দ্রুততম সময়ে কীভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব সে ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ চেয়েছে দুদক।

www.pathagar.com

১১ : এক বছর সাত দিন কারাবাসের পর খালেদা জিয়ার জামিনে মুক্তি।

: সংলাপে যাবে বিএনপি।

: 'আমার দুই ছেলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা ভালো নেই, দেশও ভালো নেই।'—সাংবাদিকদের খালেদা জিয়া।

: তিন বছর রাজনীতি করবেন না তারেক জিয়া। চিকিৎসার জন্য তাঁর লন্ডন যাত্রা নিশ্চিত।

: আবদুল জলিল আ.লীগের সম্পাদক নন। আপাতত ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ করবেন আশরাফুল।

১৩ : স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিএনপির আজীবন চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া। মান্নান ভূঁইয়া ও মেজর (অব.) আশরাফের বহিষ্কার অনুমোদন। 'খালেদা জিয়া আজীবন চেয়ারপারসন নন, আজীবন নেতৃত্বে থাকবেন।'—দেলোয়ার হোসেন।

১৮ : এ পর্যন্ত মোট ২৩০ জন ট্রুথ কমিশনে আবেদন করেছেন। এর মধ্যে ২০৫ জন সরকারি চাকুরে, যাদের মধ্যে ডেসা, তিতাস, সড়ক ও জনপথ, পূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা রয়েছেন। আর রয়েছেন ছয়জন ব্যবসায়ী। বিএনপির প্রাক্তন এক প্রতিমন্ত্রী মেজর (অব.) কামরুল ইসলাম একমাত্র রাজনীতিক।

২১ : সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের প্রায় সব বিধানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে আ.লীগ। বিপক্ষে বিএনপি।

: অবৈধ সম্পদ রাখার দায়ে প্রাক্তন মন্ত্রী সাজেদা চৌধুরীর পুত্র শাহদাব আকবরের ১২ বছর সশ্রম ও সোনালী ব্যাংকের প্রাক্তন এমডি তাহমিলুর রহমানের আট বছর বিনাশ্রম জেল। অভিযুক্তরা পলাতক।

: নির্বাচন সামনে রেখে দুটি ধর্মভিত্তিক সংগঠন ও ১০টি চরমপন্থী দলকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

২২ : বিশেষ মহলের স্বার্থে আঘাত লাগবে বলেই পুলিশ সংস্কার অধ্যাদেশ পাস হচ্ছে না।—আইজিপি নূর মোহাম্মদ।

২৩ : ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় এবার সপ্তম থেকে দশম স্থানে বাংলাদেশ।

: বিশ্বব্যাংক কখনো বাংলাদেশকে এক নম্বর করেনি। কিন্তু টিআইবি করেছে।—ড. আকবর আলি খান।

২৫ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্থায়ী সমাধান নয়, নির্বাচিত সরকারের দেশ চালানো উচিত। বিচার বিভাগ স্বাধীন বলেই অনেকে জামিন পাচ্ছেন।—প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রধান উপদেষ্টা।

www.pathagar.com

২৬ : এক গোলটেবিল বৈঠকে স্পিকার বলেন, আ.লীগ নেতৃত্বাধীন ১০০ দলের মহাজোট হলেও নির্বাচনে চারদলীয় জোটের সঙ্গে টিকতে পারবে না।

২৭ : প্রাক্তন স্পিকার অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ বলেন, 'এক দলে থেকে অন্য দল সম্পর্কে কটাক্ষ করে কথা বলে স্পিকার জমির উদ্দিন সাংবিধানিক পদের অবমূল্যায়ন করেছেন। এই ধরনের বক্তব্য দেওয়ার আগে তাঁর স্পিকারের পদ ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

: নিশ্চিত না হয়েই রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য প্রচার করা হয়েছে আসামে নিহত সাত জঙ্গি বাংলাদেশের হুজি সদস্য।—ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব।

২৮ : বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করায় জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জামায়াতকে বাদ দিয়ে বিএনপি নির্বাচনে যাবে।

২৯ : দুই নেত্রীর বৈঠকে বিএনপি-আওয়ামী লীগের আগ্রহ নেই।

অক্টোবর ২০০৮

০২ : ঈদুল ফিতর। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার দুটি অনুষ্ঠানেই জামায়াত থাকায় আওয়ামী লীগ যায়নি।

০৩ : বরিশালের গৌরনদীতে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৪০।

০৪ : নির্বাচনে পেশিশক্তির ব্যবহার ঠেকাতে জরুরি অবস্থা সাহায্য করবে।—*টাইম*-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা।

: জরুরি অবস্থায় নির্বাচন হলে বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।—*ইকোনমিস্ট* পত্রিকায় ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্ট ইউনিট।

: রাজশাহীতে হিযবুত তাহ্‌রীরের ১০ নেতা-কর্মী জামিনে মুক্ত।

০৫ : বড়পুকুরিয়ার খনি মামলায় খালেদা জিয়াসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট।

: নাইকো-বার্জ মাউন্টেড মামলায় জামিন হয়নি শেখ হাসিনার। ২০ অক্টোবর পর্যন্ত হয়রানি করা যাবে না।

০৬ : নির্বাহী আদেশে শেখ হাসিনার প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার বিষয় সঠিক ছিল।—আইন উপদেষ্টা।

০৮ : গঠনতন্ত্রে ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনকে সহযোগী উল্লেখ করতে চায় আ.লীগ।

: কাজী ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে নতুন দল ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা।

০৯ : জামায়াত নির্ধারিত সময়ে নিবন্ধন ও প্রয়োজনে গঠনতন্ত্র পরিবর্তনে রাজি।—নিজামী।

www.pathagar.com

: জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্যোগ। চেয়ারম্যান ও মহাসচিব পদে একজনকে দুবারের বেশি না রাখার প্রস্তাব।

: 'সেক্টর কমান্ডাররা জামায়াতকে দেশ থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল। আমরা কী কচুরিপানা?'—জামায়াত নেতা মকবুল আহমদ রাজধানীর এক অনুষ্ঠানে।

: নেতা-কর্মীদের জেলে রেখে নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। আদালতকে প্রভাবিত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা চলছে।—ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডসের দ্য মোজেজ রুমে 'বাংলাদেশে নির্বাচন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা।

১০ : যে রাজনৈতিক দল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার অঙ্গীকার করবে না, সেই রাজনৈতিক দলের আর যা-ই থাকুক, এ দেশের মাটিতে থাকার, এ দেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার নেই।—মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

১১ : গঠনতন্ত্রে আট সংশোধনী প্রস্তাব। আ.লীগের ১০ দফা দাবি, সহযোগী সংগঠন, প্রবাসী শাখা বহাল থাকবে। তৃণমূল পর্যায়ে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী বাছাইয়ের সুপারিশ। শেখ হাসিনা অংশ নিতে না পারলে আ.লীগ নির্বাচনে যাবে না।—কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত।

: বিচারপতি শরিফ উদ্দিন চাকলাদারের বাসভবন থেকে দুটি বোতল বোমা উদ্ধার।

: জামায়াতের গঠনতন্ত্রে দলের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, মজলিশে শুরার নারী সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে এবং মুক্তিযুদ্ধের কথা যুক্ত হবে।

১৪ : চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ইসির কাছে হস্তান্তর

: খালেদা জিয়াসহ ভিআইপি ছাড়া আর কাউকে আপাতত ভোটার করা হবে না।

: ঢাকার সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ে ছাড়া পায়, ফিরিয়ে দিতে আগ্রহ নেই কলকাতার।

১৫ : শর্ত পূরণ না করে আ.লীগের নিবন্ধনের আবেদন।

: হংকংয়ের ব্যাংকে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান ও তাঁর ছেলের ১৪ কোটি টাকার সন্ধান।

: মুজাহিদের বাসায় সকালে লাগানো বিজ্ঞপ্তি সন্ধ্যায় নেই।

১৬ : খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া মামলার কার্যক্রম স্থগিত।

www.pathagar.com

১৭ : সব ভাস্কর্য ভেঙে ফেলার হুমকি দিলেন আমিনী। ভাস্কর্য সরানোর প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠন।

১৮ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেবে আ.লীগ।

১৯ : মুজাহিদকে দুই সপ্তাহের মধ্যে বিচারিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ। হাইকোর্ট এ সময়ের মধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার ও হয়রানি না করারও নির্দেশ দেন।

২০ : নিবন্ধন চায় না ১০৭টি দল। প্রথম নিবন্ধিত দল এলডিপি।

: জামায়াতের সংবিধানে পরিবর্তন : আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন বাদ, প্রচ্ছদে আল্লাহু ও আক্বিমুদ্দিন নেই; অমুসলমান সহযোগী সদস্য হতে পারবে। নারীসদস্য থাকবে। দলের নাম বদলে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'।

: বিএনপি নিবন্ধন আবেদনপত্র জমা দিয়েছে সব শর্ত মেনে। 'চারদলীয় জোটকে নির্বাচনের বাইরে রাখার যে ষড়যন্ত্র ছিল, তা বানচাল করে দিতেই আমরা দলের নিবন্ধন করেছি।'—দেলোয়ার হোসেন।

: নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন হরকাতুল জিহাদ নতুন দল 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি' নামে নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে দরখাস্ত করেছে।

২১ : জিয়া বিমানবন্দরের সামনে লালন ভাস্কর্যটি পুনঃস্থাপন এবং চত্বরটিকে লালন-চত্বর হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানিয়ে সরকারের প্রতি আবেদন সচেতন শিল্পী সমাজের।

২২ : খালেদা জিয়ার বাসভবনে পাঁচ উপদেষ্টার অনির্ধারিত বৈঠক।

: সহযোগী সংগঠন রেখে আওয়ামী লীগ নিবন্ধন পাচ্ছে, তবে শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ নিজ নিজ সংগঠনের গঠনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হবে। আ.লীগের মতে, এর ফলে অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের ওপর দলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলেও ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের ওপর দলের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

২৩ : রাতে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধন করেছে জামায়াত। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত নিবন্ধন পাচ্ছে: সিইসি।

: আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সঙ্গে সরকারের সংলাপ। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবে কি না স্পষ্ট করেনি সরকার।

২৪ : পুলিশি বাধার মুখে 'মূর্তি প্রতিরোধ কমিটি'র মিছিল-সমাবেশ পণ্ড।

: অশুভ শক্তির চাপে সরকারের পা পিছলে গেছে। এমন সংলাপ করছে

www.pathagar.com

সরকার, যা অতীতে কেউ কখনো দেখেনি। অশুভ শক্তি নির্বাচন বানচালে এখনো তৎপর। মহাজোট বলে কিছু নেই, কখনো ছিল না।—ড. কামাল হোসেন।

: কালিহাতী উপজেলার সালগ্রামপুরের বংশাই নদীতে সাড়ে তিন বছর ধরে পড়ে আছে ঠিকাদার কাদের সিদ্দিকীর খুঁটিগুলো।—*প্রথম আলো*র প্রতিবেদন।

: 'মুসলমান-অধ্যুষিত এ দেশে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইসলামি চেতনাবিরোধী ভাস্কর্য হবে না। এটিই আমাদের কামনা।'—খুতবার আগে বায়তুল মোকাররমের ভারপ্রাপ্ত খতিব নূরুদ্দীন।

: মূর্তিবিরোধীদের বক্তব্য : 'ঢাকা শহরের বিভিন্ন মোড়ে যেসব মানবভাস্কর্য রয়েছে তা ভেঙে ফেলা হবে।'

২৫ : বাউল ভাস্কর্য অপসারণের প্রতিবাদে প্রধান উপদেষ্টার কাছে ২৫ বিশিষ্ট নাগরিকের খোলা চিঠি।

২৬ : ২০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ অস্বীকার করলেন দুদক চেয়ারম্যান। প্রকৃত ঘটনা জানতে ট্রাস্ট ব্যাংকে যোগাযোগের পরামর্শ।

: বাংলাদেশ ব্যাংককে না জানিয়ে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের অ্যাকাউন্ট চালু করেছে ইসলামী ব্যাংক।

: এসএসএফ নিরাপত্তা পাবেন শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া।

২৭ : 'নিশ্চয়ই নির্বাচনে দাঁড়াতে পারব, ভোটারও হব।'—সাংবাদিকদের খালেদা জিয়া।

: জরুরি অবস্থায় নির্বাচন কমনওয়েলথ মূল্যবোধের পরিপন্থী।—কমনওয়েলথ মহাসচিব কমলেশ শর্মা।

: হাসান মশহুদের বিরুদ্ধে দুদকে মাহমুদুর রহমানের অভিযোগ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত।

২৮ : অতীতে কখনোই নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়নি।—প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

: ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠা দিয়ে শুধু মানুষই নয় দেশের গণতন্ত্রকেও হত্যা করা হয়।—নিজামী।

: দেশের অচল অবস্থার জন্য লগি-বৈঠার হামলাকারীরাই দায়ী।—খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন।

: বিএনপি এ দেশের বড় চোরের দল।—বি চৌধুরী।

২৯ : একাধিক তদন্তের পর ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার মামলায় আবদুস সালাম পিন্টু, মুফতি হান্নানসহ ২২ আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন।

www.pathagar.com

: খালেদা জিয়ার সঙ্গে প্রাক্তন সিইসি এম এ আজিজের সাক্ষাৎ।

৩০ : নূর আলীর চাঁদাবাজির মামলায় আপিল বিভাগ কর্তৃক শেখ হাসিনার জামিন নামঞ্জুর।

৩১ : আ.লীগকে ছাড়া কীভাবে নির্বাচন হয় দেখতে চাই।—আ.লীগের জিল্লুর রহমান।

: প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুই নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ এনে তাঁদের পদত্যাগ দাবি করেছেন খালেদা জিয়া।

: নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচন না হলে দেশ এক অনিশ্চিত অবস্থায় পড়বে। অনির্বাচিত সরকারের পক্ষে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।—প্রাক্তন উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ।

: রাজনীতিবিদেরা কারাগারে যতটা অসুস্থ, মুক্তি পেয়ে ততটাই সুস্থ।—*ভোরের কাগজ*।

: দুর্নীতির অপরাধে নিম্ন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা উচ্চ আদালতে আপিল করলে তাদের নির্বাচন করতে দিতে হবে—এমন দাবি উভয় প্রধান রাজনৈতিক দলের।

নভেম্বর ২০০৮

০১ : জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন ঢাকায় বলেন, টেকসই গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনই এখন বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

: সিইসির পদত্যাগ দাবি খালেদা জিয়ার নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র।—আ.লীগের জিল্লুর রহমান।

০২ : নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা : সংসদের জন্য মনোনয়ন জমা ১৩, বাছাই ১৬ ও ১৭, প্রত্যাহার ২৪ নভেম্বর এবং ভোট গ্রহণ ১৮ ডিসেম্বর। উপজেলার জন্য মনোনয়ন জমা ১৩, বাছাই ১৯ ও ২০ এবং প্রত্যাহার ২৭ নভেম্বর এবং ভোট গ্রহণ ২৮ ডিসেম্বর।

: নির্বাচনের তফসিলকে স্বাগত জানিয়েছে বিএনপির চার জোট ছাড়া সব রাজনৈতিক দল।

: বান কি মুন-মইন বৈঠক। অবাধ নির্বাচনের নিশ্চয়তা।

: বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মিয়ানমারের গ্যাস অনুসন্ধান। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ পাঠিয়েছে, মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কড়া প্রতিবাদ।

০৩ : জরুরি অবস্থা শিথিল। জরুরি বিধিমালার ৫ ও ৬ ধারা বিলুপ্ত। সেনা প্রত্যাহার।

www.pathagar.com

: প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় এসএসএফ।

: 'আমাকে শেষবার সুযোগ দিন, এটাই আমার শেষ নির্বাচন।'—রংপুরে এরশাদ।

: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০।

০৪ : নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষে জামায়াতের মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত।

: গভীর রাতে খালেদা জিয়ার বাসায় হোসেন জিল্লুর রহমান ও মুজাহিদ। সাত দফা মানলে বিএনপি নির্বাচনে যেতে পারে।

: জামায়াতের আট নেতাসহ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ৫০ জনের নাম প্রকাশ করল সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম।

: ২২টি দলের নিবন্ধন চূড়ান্ত, ৭৫টি দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।

: জামায়াতের সংশোধিত গঠনতন্ত্রে যেসব বিষয়ে কমিশনের আপত্তি ছিল তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।—দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য।

: বঙ্গোপসাগরের অমীমাংসিত জলসীমায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের যুদ্ধজাহাজের মুখোমুখি অবস্থান। আশপাশেই রয়েছে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ রাজিয়া সুলতানা।

০৫ : নূর আলীর চাঁদাবাজির মামলায় পুলিশের চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল।

: অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেশকে এক গভীর সংকটে নিয়ে যেতে পারে।—খালেদা জিয়া।

০৬ : প্রায় পাঁচ মাস যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার পর শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তন। তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি নির্বাচনী প্রচারণার রূপ লাভ করায় নির্বাচন কমিশনের আপত্তি। কমিশনের মতে, এতে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। রাস্তায় যানজটে নাকাল নগরবাসী।

: জ্ঞাত আয়বহির্ভূত বা গোপন সম্পদের সন্ধান না পাওয়ায় দুই নেত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা না করার সিদ্ধান্ত।

: বিএনপির প্রাক্তন সংসদ মোসাদ্দেক আলী ফালুর জাল চিকিৎসা সনদ দেখিয়ে হাইকোর্ট থেকে জামিন নেওয়ার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

: ঘোষিত তারিখে নির্বাচন হতে হবে।—শেখ হাসিনা।

: নির্বাচনে যেতে আগ্রহ নেই খালেদা জিয়ার, তিনি জামায়াতের ওপর ক্ষুব্ধ।

০৭ : তিন শতাধিক গাড়ির বহর নিয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছালেন খালেদা জিয়া সড়কে জনদুর্ভোগ।

www.pathagar.com

: 'আমরা ইলেকশন চাই, সিলেকশন মানতে রাজি নই। আমাদের জন্য মাঠ উঁচু-নিচু আর অন্য কারও জন্য সমতল করা হয়েছে। এই মাঠে খেলা যায় না।'—চট্টগ্রামের বিশাল জনসভায় খালেদা জিয়া।

: 'বিগত দিনে দলে অনেকে অনেক কিছু করেছেন, ক্ষমা করলেও ভুলব না।'—শেখ হাসিনা।

০৮ : ২৩ সচিব, আইজিসহ ৪৮০ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনাস্থা। আ.লীগের তালিকায় ১২ সচিব, ১৭ ডিসিসহ ২৭০ এবং বিএনপির তালিকায় ১১ সচিব, আইজিপিসহ ২১০ জনের নাম।

: মিয়ানমার সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় বিডিআর।

০৯ : মনোনয়ন জমা দেওয়ার তারিখ বাড়িয়ে ২০ নভেম্বর।

: চট্টগ্রামের জনসভায় আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে।—নির্বাচন কমিশন।

১০ : মুসলিম দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে খালেদা জিয়া, অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হলে বিএনপি অংশ নেবে।

১১ : ২৭ নভেম্বরের আগে সভা-সমাবেশ-নির্বাচনী মিছিল নিষিদ্ধ।

১৩ : ট্রুথ কমিশন অবৈধ ও অসাংবিধানিক।—হাইকোর্ট।

: দুই নেত্রীর বৈঠক গণমাধ্যমে সরাসরি প্রচার চায় আ.লীগ।

: হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে প্রস্তুত খালেদা, কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার নয়।

: ৪০ থেকে ৫০ হাজার হজযাত্রী ভোট দিতে পারবে না, নির্বাচনের তারিখ পেছাতে চান বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক।

১৪ : কারাবিধি ভঙ্গ করে বিশেষ সুবিধা নেওয়ার জন্য মওদুদ আহমদ, নাজমুল হুদা, মির্জা আব্বাস ও ওয়াদুদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ। ২৮ কারারক্ষী বরখাস্ত।

: বিএনপি সিদ্ধান্ত না নিলেও নেতারা নির্বাচনী মাঠে।

১৬ : দুর্নীতির দায়ে রাষ্ট্রদূত নাজিম উল্লাহ চৌধুরীর পাঁচ বছরের জেল।

: ১৬ বছরের পানির বিল একসঙ্গে পরিশোধ করলেন কাদের সিদ্দিকী।

১৭ : চার দলের ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম: জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, গণপ্রতিনিধি অধ্যাদেশের ৯১(ই) ধারা বাতিল, উপজেলা নির্বাচন সংসদ নির্বাচনের এক মাস পর নির্ধারণ এবং হাজিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে নির্বাচনের নতুন তফসিল।

১৮ : দুই নেত্রীর সঙ্গে পাঁচ উপদেষ্টার বৈঠকে কোনো সমঝোতা হয়নি।

: শেখ হাসিনা ও এরশাদের জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন ও সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত।

: বি চৌধুরী ও ড. কামালের নেতৃত্বে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট, মঞ্চে আসন না

www.pathagar.com

দেওয়ার জন্য কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান ইব্রাহিম ক্ষুব্ধ। কাদের সিদ্দিকী নেই।

: আ.লীগে হাসিনাসহ মনোনয়ন পেলেন ১৭ নারী। সুধা সদনের সামনে বঞ্চিতদের পক্ষে গণ-অনশন ও বিক্ষোভ।

১৯ : সমঝোতা হয়নি, ১৮ ডিসেম্বরই নির্বাচন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় তিন দিন বাড়ছে।

: জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার ও সেনা হস্তক্ষেপ বন্ধের ডাক দেয় যুক্তরাষ্ট্রের এনডিআই।

: সুধা সদনের সামনে মনোনয়ন-বঞ্চিতদের সমর্থকদের কাফন পরে বিক্ষোভ। বিভিন্ন স্থানে আ.লীগ অফিস ভাঙচুর। বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-অনশন-গণপদত্যাগ।

: নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে আ.লীগের প্রার্থী চিত্রনায়িকা কবরীকে তালাক দিলেন তাঁর স্বামী সারোয়ার।

২১ : সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে সেনাকুঞ্জের সমাবেশে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা হাত মেলালেন ও কথা বললেন।

: সেক্টর কমান্ডারদের সশস্ত্রবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠান বর্জন।

: অল্প কিছু মাদ্রাসার ছাত্র এসে এয়ারপোর্টের চত্বরে হইচই করার সঙ্গে সঙ্গে লালন ভাস্কর্যটি অপসারণ করে দেওয়া হলো। সারা দেশে সেটা নিয়ে তুমুল উত্তেজনা, কিন্তু লালন ভাস্কর্যটি আর ফিরে আসেনি।—*প্রথম আলোর* উপসম্পাদকীয়, 'এখন তারুণ্যের সময়': মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

২২ : বার কাউন্সিল নির্বাচনে আ.লীগপন্থী সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের নিরঙ্কুশ বিজয়।

২৩ : সংসদ নির্বাচনের নতুন তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, বাছাই ৩ ও ৪ ডিসেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ১১ ডিসেম্বর।

: উপজেলা নির্বাচন ২২ জানুয়ারি, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩ ডিসেম্বর, বাছাই ১৭, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ৩১ ডিসেম্বর।

২৫ : চট্টগ্রাম আদালতে বিচারককে লক্ষ্য করে বোমা হামলা মামলার রায়ে চার জঙ্গির ২০ বছর করে জেল।

: বিএনপির মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে ২ হাজার ২৬০টি।

২৮ : আওয়ামী লীগ-জাপার দর-কষাকষি, ৩০ আসনে সিদ্ধান্ত। 'রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

হওয়া মুখ্য নয়। মহাজোটকে ক্ষমতায় যেতে হবে।'—এরশাদ।

৩০ : অনেক নাটকীয়তার পর আ.লীগ-জাপা সমঝোতা। জাপা ৫০ আসন পাচ্ছে।

: জরুরি আইনে দুই বছরের বেশি দণ্ডপ্রাপ্তরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।—হাইকোর্টের রায়।

: রাজধানীতে ১৫ আসনে প্রার্থীসংখ্যা ২০৩।

ডিসেম্বর ২০০৮

০৫ : আ.লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের ১৩০ জন ঋণখেলাপি, বিলখেলাপিকে মনোনয়ন দান।

১০ : রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে সারা দেশে ২ হাজার ৪৬০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। ৫৫৭টি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। আপিলে নির্বাচন কমিশন ৯৩ জনের প্রার্থিতা বৈধ বলে রায় দেয়। ছয় শতাধিক প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।

১১ : বিএনপির ইশতেহারে জঙ্গিবাদ দমন বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই।

: জামায়াতের ইশতেহারে বলা হয়, ক্ষমতায় গেলে ব্লাসফেমি আইন করা হবে।

১৩ : বিএনপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা। মূল শ্লোগান 'মানুষ বাঁচাও, দেশ বাঁচাও'।

১৬ : জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার।

১৭ : ২৫ হাজার ভোটকেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ। জাতীয় সমন্বয় কমিটি বিলুপ্ত।

: আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার : 'দিন বদলের সনদ'।

১৮ : কোকোর ১১ কোটি ৬৬ লাখ টাকা জব্দ সিঙ্গাপুরে।—অনুসন্ধানে দুদক।

১৯ : এক দিনের গণতন্ত্র করে যেন পাঁচ বছরের জন্য পস্তাতে না হয়।—অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ।

২২ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নে কিছুটা সফল, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির জন্য দায়ী। দুই নেত্রীকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা ঠিক হয়নি। রাজনীতিবিদদের জামিন-প্রক্রিয়া যথার্থ ছিল না।—*প্রথম আলোর* জনমত জরিপ।

২৪ : নির্বাচন থেকে সরে আসার প্রশ্নই আসে না।—খালেদা জিয়া।

: কেউ কেউ নির্বাচন বানচালের ছুতা খুঁজছেন।—শেখ হাসিনা।

: শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নূর আলীর মামলার বিষয়টি অস্বীকার।

www.pathagar.com

২৬ : শেখ হাসিনার পল্টনের মহাসমাবেশে দ্রব্যমূল্য কমানো ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার। প্রথমবারের মতো বুলেটপ্রুফ মঞ্চ। খালেদা জিয়ার জন্যও একই ব্যবস্থা।

: বিএনপির ৪৯ শতাংশ ও আ.লীগের ২৫ শতাংশ প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা আছে।

২৭ : 'ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা চাইছি, দেশ পরিচালনার সুযোগ দিন।'—পল্টন ময়দানের সমাবেশে খালেদা জিয়া।

: ভোট ক্রেতা ঠেকাতে পাহারা বসান।—শেখ হাসিনা।

২৯ : শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসবের আমেজে ভোট গ্রহণ।

৩০ : আওয়ামী লীগ ও মিত্রদের ২৬২ আসনে জয়। চার দলের ভাগে ৩২টি আসন।

৩১ : চলতি বছর র‍্যাবের হাতে নিহত ৬৮ এবং পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর হাতে ১৪৯ জন। এর মধ্যে ক্রসফায়ারে নিহত ১৩৬ জন। আগের বছরের চেয়ে এ সংখ্যা ১৯ শতাংশ কম।

২০০৯

জানুয়ারি ২০০৯

০১ : নবম সংসদের নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭৬.১৬ শতাংশ।

: আ.লীগ বিএনপির চেয়ে ১ কোটি ৯ লাখ ভোট বেশি পেয়েছে।

: নির্বাচিতদের মধ্যে ব্যবসায়ী ১৬৯, কোটিপতি ১২৮, পেশাদার রাজনীতিক ১০ জন।

: বিভিন্ন স্থানে বিএনপি-সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট।

: প্রায় সব আসনে কারচুপি হয়েছে—বিএনপির এই অভিযোগের ভিত্তি পাননি বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা।

: প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে আদালতের মাধ্যমে মামলা থেকে শেখ হাসিনার মুক্ত হওয়া উচিত।—সেমিনারে অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ।

০৩ : শেখ হাসিনা সংসদনেতা।

০৪ : ৯৩২ প্রার্থীর মধ্যে জামানত খুইয়েছেন বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, কাদের সিদ্দিকী, রওশন এরশাদ, আবদুল মান্নান, আবু হোসেন বাবলা, আ স ম আবদুর রব, রেদোয়ান আহমদ, সরদার আমজাদ হোসেন ও কাজী ফারুক আহমদ।

www.pathagar.com

: চার দল জিতেছে এমন ২৬টি আসনেও এবার উচ্চহারে ভোট পড়েছে।

০৬ : শেখ হাসিনার নতুন মুখের ৩২ সদস্যের মন্ত্রিসভা। রেকর্ড-সংখ্যক (মন্ত্রিসভায় পাঁচজন) নারী মন্ত্রী। আমু, রাজ্জাক, তোফায়েল, সুরঞ্জিত—কেউ নেই। মেনন-ইনুসহ ১৪ দলের অনেক নেতাই হতাশ। মন্ত্রীহীন বরিশাল বিভাগ ও রাজশাহী, নওগাঁ। মুহিত অর্থ, সাহারা স্বরাষ্ট্র, দীপু মনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সাজাপ্রাপ্তদের স্থান না দেওয়া গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক বলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত।

১০ : বায়তুল মোকাররমের ইমামতি নিয়ে সংঘর্ষে জুতা ছোড়াছুড়ি।

: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ছয়, আটক সাত।

১১ : ছাত্রলীগ-শিবিরের সংঘর্ষের পর খুলনা মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা।

: নোয়াখালী আসনে আ.লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে আহত ১১।

১৩ : মাহবুবে আলম নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল।

: রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচের চিন্তা?

১৪ : নাটোর-৪ আসনের আ.লীগ সাংসদ আবদুল কুদ্দুসকে ৮০টি সোনার নৌকা উপহার।

১৬ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ৩০।

১৭ : বেপরোয়া ছাত্রলীগ, চট্টগ্রাম, জগন্নাথ ও জাহাঙ্গীরনগরে সংঘর্ষ।

: অবসরের সাত বছর পরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. রুহুল হক তাঁর পেনশন পাননি।

১৮ : 'প্রধানমন্ত্রী, ছাত্রলীগকে সামলান'—*প্রথম আলোয়* মতিউর রহমানের মন্তব্য প্রতিবেদন।

১৯ : ঢাকা ও চট্টগ্রামে তালা ভেঙে রেলওয়ের শত শত ফাইল, রেজিস্ট্রার, নথি গায়েব।

: ট্রুথ কমিশনে একজন ছাড়া সবাই মিথ্যা বলে পার পেয়ে গেছে।

: বিটিটিবি স্টাফরা ৫২ কোটি টাকা তছরুফ করেছে।—দুদক।

: ছাত্রলীগের নেতৃত্বের কোন্দল। ৮৭টি সংগঠনের সময়সীমা বহু আগে শেষ হয়েছে।

: শতকরা ৭৮ ভাগ উপজেলা প্রার্থীর কর প্রদানের রেকর্ড সন্দেহজনক।

২০ : জাতীয় সংসদের চিপ হুইপ আবদুস শহীদ। খালেদা জিয়া বিরোধীদলীয় নেত্রী ।

: আইন বদলে মন্ত্রীদের জন্য ২৫ থেকে ৭৩ লাখ টাকার গাড়ি কেনার উদ্যোগ। উপজেলা চেয়ারম্যানদের জন্য ৩৮ লাখ টাকা দামের পাজেরো জিপ কেনা হচ্ছে।

www.pathagar.com

: জব্দ করা অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হবে, কিন্তু বিদেশ থেকে আনা টাকা ফেরত দেওয়া হবে না।

২১ : ১৯ বছর পর উপজেলা নির্বাচন। উখিয়া রণক্ষেত্র, পুলিশের গুলিতে নিহত এক, নির্বাচন স্থগিত। উপজেলা পরিষদে ৪৮০ সাংসদের ভূমিকা কী হবে সে নিয়ে কমিশনের সঙ্গে মন্ত্রীর আলোচনা।

২২ : সাজাপ্রাপ্ত পলাতকদের জামিন আইনের সঙ্গে বেমানান।—*প্রথম আলোর* সম্পাদকীয়।

: উপজেলা নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম।...দেড় শতাধিক কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা, ব্যালট পেপার ছিনতাই।

: 'মন্ত্রী-সাংসদেরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন এমনটা আশা করিনি। কিছু কিছু কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা।'—সিইসির অসন্তোষ।

২৩ : নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নড়াইল ও ফরিদপুরে তিনজন খুন, ১৮ জেলায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে আহত দেড় শতাধিক। চেয়ারম্যান পদের অর্ধেক প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত। ভোটার উপস্থিতি হ্রাস পেলেও তা ফলাফলে প্রতিফলিত হয়নি।

: বিতর্কের কেন্দ্রে চার মন্ত্রী-সাংসদ আবদুল লতিফ বিশ্বাস, রাজিউদ্দিন আহমদ রাজু, মেহের আফরোজ চুমকি। কক্সবাজারে সাংসদ আবদুর রহমান বদির বিরুদ্ধে মামলা। দোষী হলে দুই থেকে সাত বছর জেল। আ.লীগে ক্ষোভ, প্রধানমন্ত্রী অসন্তুষ্ট।

২৫ : নবম সংসদের অধিবেশন শুরু। অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ স্পিকার। সংসদনেতার রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘন ও শপথ ভঙ্গের অভিযোগ। বিএনপির ওয়াক আউট।

২৬ : উপজেলা নির্বাচন নিয়ে সরকার-ইসি স্নায়ুযুদ্ধ। 'যাঁরা বড় বড় পদে আসীন আছেন, তাঁরা এ ধরনের ঘটনা না ঘটালেও পারতেন।'—সিইসি।

: 'দ্বিতীয় ডেপুটি স্পিকারের পদ নেবে না বিএনপি। এত অসহায় নই যে ভিজিডির দান নিতে হবে।'—সাকা চৌধুরী।

২৭ : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা।

: রুলস অব বিজনেস সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর উপদেষ্টাদের দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষমতা প্রদান।

২৮ : সংখ্যার বিচারে সংসদে আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে বিরোধী দলের ওয়াক আউট।

: উপজেলা নির্বাচন ৯০ শতাংশ সফল হয়েছে।

২৯ : সংসদে কণ্ঠভোটে প্রস্তাব পাস : বিএনপি ও জামায়াতের অনুপস্থিতিতে

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। প্রতিমন্ত্রী এ বি তাজুল ইসলাম প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করার কথা বললেও প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবটির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে জানানোর পর সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

: সালমান এফ রহমানের খেলাপি ঋণ মওকুফ হলে পাটকলের ঋণ কেন মওকুফ হবে না।—পাট ও পাটশিল্প কমিশনের সংবাদ সম্মেলনে অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ।

: 'সামরিক গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর ডিজিএফআইয়ের কর্মপরিধি নির্দিষ্ট ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমিত করা দরকার। আমাদের সম্পত্তির হিসাব চাওয়া হয়। কিন্তু সাইদ এস্কান্দারের সম্পদের হিসাব চাওয়া হয়নি।'—সংসদে আবদুল জলিল।

৩১ : নির্বাচনী হিসাব : রংপুরে শেখ হাসিনার ব্যয় পাঁচ লাখ, এরশাদের সাড়ে নয় লাখ টাকা।

ফেব্রুয়ারি ২০০৯

০১ : বিএনপির সংসদ বয়কট, বিরোধী দলের ২১টি নোটিশই নাকচ। চতুর্থ কর্মদিবসে সংসদে অনুপস্থিত ছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় সারির অধিকাংশ সাংসদ ও মন্ত্রী।

: সংসদে মহীউদ্দীন খান আলমগীর বলেছেন, ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থাকার সময় সবচেয়ে বেশি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেওয়ায় তাঁর ও তাঁর পরিবারের ওপর নানা নির্যাতন হয়েছে। দুদক চেয়ারম্যানসহ সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের বিবরণ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

: বাগেরহাটে শেখ হাসিনার নির্বাচনী ব্যয় ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা। বগুড়ায় খালেদা জিয়ার ব্যয় ৮ লাখ টাকা।

০২ : ভেঙে গেল হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেননের অর্ধশতকের রাজনৈতিক জুটি। চরম সুবিধাবাদী নেতৃত্ব ও বুর্জোয়া মন্ত্রিসভায় যোগদানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রনো ও ওয়ার্কার্স পার্টির পাঁচজন নেতার 'বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি (পুনর্গঠিত)' নামে নতুন সংগঠনের ঘোষণা।

০৩ : কোরাম সংকটে সংসদ অধিবেশন ২০ মিনিট বিলম্বিত।

০৫ : মন্ত্রী লতিফ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের মামলা। মন্ত্রীর কন্যা সোমা বিশ্বাস একান্ত সচিবসহ ছয়জন আসামি।

: পণ্য পরিবহনে ভারত বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে পারবে। মন্ত্রিসভায় চুক্তি নবায়নের বিষয় অনুমোদন।

www.pathagar.com

: ডকট্রিন অব নেসেসিটি বিবেচনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বৈধতা পাবে।—আইনমন্ত্রী।

০৭ : হবিগঞ্জে আ.লীগ ও লক্ষ্মীপুরে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, যুবলীগ কর্মীর পা বিচ্ছিন্ন, পৃথক মামলায় আসামি ২১।

০৮ : 'এই মুহূর্তে টিফা চুক্তি করতে আগ্রহী নয় যুক্তরাষ্ট্র। বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রসীমায় যেসব খনিজ সম্পদ আছে তার নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের জলসীমায় টহল দেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা দিতে চায়।'—রিচার্ড এ ভাউচার।

০৯ : ঢাকায় ১১ ঘন্টার ঝটিকা সফরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি। বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি নবায়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর।

১১ : জোট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অপকর্মের শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচার হবে।—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

: বাংলাদেশি নারীও বিদেশিকে বিয়ে করলে তাদের সন্তান হবে বাংলাদেশি।

: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিল্লুর রহমান (৭৯) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। *সমকাল*কে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে, 'স্বপ্নেও দেখিনি রাষ্ট্রপতি হব। আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক থেকে রাষ্ট্রপতি হয়েছি।' এটিএন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনাকে মহান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করে নতুন রাষ্ট্রপতি বলেন, 'তিনি কোনো ভুল করতে পারেন না।'

১২ : একাত্তরের ভূমিকার জন্য ক্ষমা চাওয়ার কথা ভাবছে জামায়াত।—জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আবদুর রাজ্জাক।

: অপরাধ প্রমাণিত হলে ক্ষমা চেয়ে কোনো লাভ হবে না।—আইনমন্ত্রী।

১৩ : 'এশিয়ার যেকোনো দেশের চেয়ে আমাদের অর্থনীতি সুরক্ষিত অবস্থায় আছে।'—অর্থমন্ত্রী।

: 'স্বাধীনতা-পরবর্তী সব সরকারের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন।'—এম কে আনোয়ার।

১৫ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১২২টি অধ্যাদেশের ৫৪টি সংসদে পাস হচ্ছে। সাংসদদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধা থাকছে।

১৬ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলি, পাঁচজন গুলিবিদ্ধসহ আহত ২০। শিক্ষকদের বাসভবনে ভাঙচুর।

: যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি উত্থাপনের সময় এখন নয়। কেননা, অনেক বিষয়ই রয়েছে যেসব ব্যাপারে পাকিস্তান বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে চায়।—ঢাকায় পাকিস্তানের বিশেষ দূত বিজয় ইস্পাহানি।

www.pathagar.com

: ভুয়া ভোটার তালিকার বিষয়টি এবং তা তিনবার হালনাগাদ করা বাবদ ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ের তদন্ত হবে।—মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত।

: খালেদা জিয়া মূল্যবান কিছু সৌদি আরবে নিয়ে গেছেন কি না তদন্ত করা হবে।—সংসদে অর্থমন্ত্রী।

: নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে সাক্ষরতা অর্জন করতে হলে ৭ লাখ নতুন শিক্ষক ও ৩০ হাজার স্কুল লাগবে।

১৭ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭ বছরে ৭৪টি হত্যাকাণ্ড, মাত্র একটির সাজা। রাষ্ট্রপতি জিয়ার ক্ষমার সুযোগে ১০ টাকা জরিমানা দিয়ে প্রধান আসামি ছাড়া পেয়ে যায়।

: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ বছরে ৪০টি সংঘর্ষ। ১১টি হত্যাকাণ্ডের একটিরও বিচার হয়নি।

: বিপুল অর্থে দুদকের আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে। অন্যের দুর্নীতি দূর করতে গিয়ে আগামী দিনে কেউ যেন দুর্নীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে না পড়ে।—প্রধানমন্ত্রী।

১৮ : ছাত্ররাজনীতির নামে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি চলবে না।—ছাত্রলীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শেখ হাসিনা। জায়গা দখলের লড়াইয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের চেয়ার-ছোড়াছুড়ি, আহত ৩০।

১৯ : ৫২ জন জ্যেষ্ঠকে বাদ দিয়ে ৮৬ জনকে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার।

২০ : গাজীপুরের এসপি অফিসে জেএমবি জঙ্গিদের 'ইয়া আলী' বলে গ্রেনেড নিক্ষেপ। আঞ্চলিক কমান্ডারসহ কয়েকজন গ্রেপ্তার।

২১ : একজন মহিলাসহ আরও ১২ জঙ্গি গ্রেপ্তার, গ্রেনেড উদ্ধার। গাজীপুর, জামালপুর ও নীলফামারীতে অভিযান।

২৩ : ২৬ দিন পরও সংসদে বিএনপি কিংবা খালেদা জিয়া যাননি।

: ১৩ জেলায় জেএমবি নেটওয়ার্ক, সুইসাইড স্কোয়াডে অর্ধশত নারী।

: পলাতকদের জামিন বিষয়ে হাইকোর্টের বিভক্ত অভিমত।

: *বাগানে ফুটে আছে অসংখ্য গোলাপ* শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের প্রতি কটাক্ষ করে কবিতা লেখার জন্য তথ্যসচিব (আ ত ম) ফজলুল করিমকে (আবু করিম) বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। কবির নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ প্রকাশ।

: 'সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা করলে আমাদের এত কষ্ট করে নির্বাচিত হওয়ার কী প্রয়োজন ছিল।'—গৌরীপুর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান তানভির সিদ্দিকী।

www.pathagar.com

২৪ : নির্বাচনী আইন ভঙ্গের জন্য বিনা ওয়ারেন্টে সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেলের গ্রেপ্তারির বিধান, না-ভোট দেওয়ার বিধান রহিত। স্থানীয় সরকার কমিশন আইন পাস হয়নি।

: রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা না হলে দেশে জরুরি অবস্থা হতো না।—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

২৫ : বিডিআর জওয়ানদের বিদ্রোহ, রক্তাক্ত পিলখানা পাঁচটি লাশ উদ্ধার, আহত অর্ধশতাধিক। প্রধানমন্ত্রীর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

২৬ : ৩৩ ঘণ্টা শ্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষার পর অবশেষে বিডিআর বিদ্রোহের অবসান।

: ডিজি শাকিল সস্ত্রীক নিহত। নর্দমায় মিলল ছয় বিডিআর কর্মকর্তার লাশ। সেনাবাহিনী থেকে আসা বিডিআরের ১৩৭ কর্মকর্তার হদিস নেই। মুক্ত হলেন ২২ সেনা কর্মকর্তা।

: মোবাইল নেটওয়ার্ক পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ। 'ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না খুঁজে দেখুন, সহযোগিতা করব।'—খালেদা জিয়া।

২৭ : প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানকে সেন্য-কর্মকর্তাদের ১১ দফা দাবি। গণকবরে ৩৮ সেনা কর্মকর্তার লাশ। অর্ধশত এখনো নিখোঁজ।

: বিদ্রোহীদের ক্ষমা ঘোষণা কৌশলগত ভুল।—খালেদা জিয়া।

: 'দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে।'—লে. জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান।

মার্চ ২০০৯

০১ : সেনাকুঞ্জে প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর কথা শুনলেন এবং দোষী ব্যক্তিদের সমুচিত শাস্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সংসদে উত্তপ্ত বিতর্ক।

০২ : ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থী কিছু সংগঠন বলেছে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বিডিআর বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছে। অনুরূপ বক্তব্যসংবলিত লিফলেটসহ হিযবুত তাহ্‌রীরের ১৩ সদস্য গ্রেপ্তার।

০৩ : সংসদে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার বন্ধ করার কথা বললেন জাতীয় পার্টি প্রধান এরশাদ।

০৪ : লোপাটের জন্যই চট্টগ্রাম বন্দরে ওভারটাইম খাতে ১৬ কোটি টাকা।

০৫ : প্রায় সাত বছর পর 'জনতার মঞ্চ' মামলা প্রত্যাহার, সব আসামি খালাস।

০৭ : পিলখানা হত্যাযজ্ঞের তথ্য-প্রমাণ থাকলে তদন্ত কমিটিকে দিন।—৭ মার্চের আলোচনা সভায় খালেদা জিয়ার প্রতি শেখ হাসিনা।

www.pathagar.com

: 'আমার কাছে আলামত নাই। সরকারের এক প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আলামত পাওয়া যাবে।'—খালেদা জিয়া।

: খালেদা জিয়াকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করে দিতে হবে, তা না হলে ১৫ আগস্টের মতো ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।—যুবলীগের সমাবেশে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।

০৯ : খালেদা জিয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে ছাত্রদলের ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম।

: ঢাকার মেয়র নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন পেতে খালেদা জিয়ার সঙ্গে ইরাদ সিদ্দিকী দেখা করলে বিএনপি নেত্রী নাকি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর যথেষ্ট টাকা আছে কি না। সিদ্দিকী বলেন, 'উনি আমার কাছে ৫ কোটি টাকা চেয়েছেন।' ওই বক্তব্যকে বিএনপি নেত্রীর সচিব বলেন, মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইরাদ সিদ্দিকীর পিতা তানভীর আহমদ সিদ্দিকী, যিনি একবার খালেদা জিয়াকে পার্টির আজীবন চেয়ারম্যান হওয়ার পক্ষে বলেছিলেন, সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'ওর এ কথা বলা ঠিক হয়নি।'

১১ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ, ছাত্রলীগের সভাপতিসহ আহত ২০।

: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, ভাঙচুর।

১২ : নিরাপত্তার কারণে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বাতিল।

১৩ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষে শিবির সম্পাদক নোমানী নিহত, আহত শতাধিক। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও রাজশাহী কলেজ বন্ধ ঘোষণা।

১৪ : রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত কঠোরতর করা হলো। ছাত্র, শ্রমিক বা পেশাজীবীরা অঙ্গ-সহযোগী থাকছে না। ২১ জেলায় ও ১০০ উপজেলায় কার্যালয় থাকতে হবে। প্রতি উপজেলায় ২০০ ভোটার সদস্য থাকতে হবে।

১৫ : প্রধানমন্ত্রীর কাছে এফবিসিসিআই প্রতিনিধিদের ৬ হাজার কোটি টাকার জরুরি তহবিল গঠনের সুপারিশ। বিশ্বমন্দা মোকাবিলায় ১৭ দফা।

: এফবিআই ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মতো বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে তথ্যের ঝুড়ি উজাড় করা দেশের নিরাপত্তার জন্য কি বিপজ্জনক নয়?—বদরুদ্দীন উমরের 'তদন্তের জন্য এফবিআই কেন?' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়।

www.pathagar.com

১৬ : বিডিআর বিদ্রোহে জঙ্গিদের পাশাপাশি আরও কিছু লোক জড়িত ছিল। এরা ঘটনায় জড়িতদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে।—তদন্ত কমিটির সমন্বয়কারী ও বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান।

: গঠনের পর থেকে র‍্যাবের ক্রসফায়ারে ৩৭৩ জন মারা যায়। গুলি-পাল্টা গুলিতে একজন র‍্যাব সদস্য মারা যান এবং ১৭৫ জন আহত হন।—সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

১৭ : ১৯ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে আরাফাত রহমান কোকোর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা।

: তানভীর সিদ্দিকী বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত।

১৮ : চিকিৎসার নামে মুচলেকা দিয়ে ২৮ লাখ টাকা নেন জমির উদ্দিন সরকার। নথিতে খালেদা জিয়ার অনুমোদন ছিল না।

১৯ : এনজিওর নামে আসা বিপুল অর্থ জঙ্গিদের হাতে। জোট সরকারের পাঁচ বছরে এসেছে ৯০ হাজার কোটি টাকা!

২০ : মেয়াদ শেষের তিন বছরেও কাউন্সিল হয়নি আ.লীগে।

: পুত্রের অপরাধে পিতার শাস্তি হলে বিএনপির অনেক নেতাই অপরাধী।—তানভীর সিদ্দিকী।

২১ : 'মন্ত্রীদের কম কথা বলাটা আমিও পছন্দ করি। সরকারি দলের কাছে মানুষ কম কথা চায়, কাজ বেশি চায়। কথা বলার জন্য তো বিরোধী দলই আছে।'—মতিয়া চৌধুরী, বিবিসির সংলাপে।

২২ : মুক্তিযুদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টের ৩২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৮টিই বন্ধ।

: 'অঙ্গসংগঠনের নেতার নির্দেশ আমাকে পালন করতে হবে, আমি কখনো তা মেনে নেব না।'—খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদত্যাগী উপাচার্য ড. নজরুল ইসলাম।

: পুলিশের সামনে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে দরবাক্স থেকে দুটি দরপত্র ছিঁড়ে ফেলাসহ অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

২৪ : বাংলাদেশ-ভারত নৌ-ট্রানজিট চুক্তির নবায়ন।

: জোট আমলে বাদ পড়া ১০ বিচারপতির স্থায়ী নিয়োগ।

২৫ : যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের জন্য পৌনে এক কোটি টাকার মিতসুবিশি পাজেরো এবং ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে সচিবালয়ে তাঁর দপ্তর সুসজ্জিত করে দিচ্ছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)। মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরনের সুযোগ নেওয়া বেআইনি ও অনৈতিক বলেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

www.pathagar.com

২৭ : বায়তুল মোকাররমের হিযবুত তাহ্‌রীরের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ। গ্রেপ্তার ১০, আহত ৫০।

২৯ : শপথ নিলেন ৪৫ নারী সাংসদ। স্পিকার ৭১ বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত নোটিশের বাইরে বিএনপির চার নারী সাংসদের দেওয়া সব বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করার প্রতিবাদে বিএনপির ওয়াক আউট।

৩০ : অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজে বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙানোর সিদ্ধান্ত।

: ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর হাসানুল হক ইনু এরশাদের বিরুদ্ধে অবৈধ ক্ষমতা দখলের অভিযোগে যে মামলা করেছিলেন, তার চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে এরশাদকে আদালতের অব্যাহতি দান।

৩১ : ছাত্রলীগের দুই অংশের সংঘর্ষে নিহত এক, আহত ৩০। ঢাকা মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা, সংঘর্ষের নেপথ্যে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ।

এপ্রিল ২০০৯

০১ : 'ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি ছাড়ুন, সেখানে পিলখানার নিহতদের পরিবারের জন্য ফ্ল্যাট হবে।'—সংসদে প্রশ্নোত্তরে প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীদলীয় নেত্রী সে সময় উপস্থিত ছিলেন না।

০২ : আগের নাম ফিরে পাচ্ছে অর্ধশত প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা। পুলিশের মনোগ্রামে নৌকা যুক্ত হচ্ছে।

০৪ : ছাত্রলীগের কোন্দলে ৬১ দিনে চার ছাত্রনেতা নিহত; দেশের ৬১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতা থাকবেন না শেখ হাসিনা।

০৫ : মাদ্রাসা থেকে পাস করা কেউ বঙ্গবন্ধু বা জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেনি।—চরমোনাই পীর।

০৬ : সংসদ নির্বাচনে ৮৭ শতাংশ প্রার্থী ১৫ লাখ টাকার সীমা লঙ্ঘন করেছেন। দল অনুযায়ী বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা গড়ে ৫০ লাখ টাকা খরচ করেছেন। সবচেয়ে বেশি গড় ব্যয় জামায়াত প্রার্থীদের, সর্বোচ্চ একক ব্যয় এক বিএনপি প্রার্থীর এবং সর্বনিম্ন ব্যয় এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর।—৪০ আসনের ওপর টিআইবির এক প্রতিবেদন।

: প্রার্থীদের দেওয়া নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখা হবে না। যাঁরা হিসাব দেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের।

: শেখ হাসিনাকে নেতৃত্বে ফেরানোর দাবিতে দেওয়া কর্মসূচি নিয়ে বিভক্তি। ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের মানববন্ধন: 'আমাদের অভিভাবকহীন করবেন না। দেশরত্ন, আমাদের ক্ষমা করুন।'

www.pathagar.com

: ছাত্রলীগে এই সাংগঠনিক নেত্রীর পদ আগে ছিল না। শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের দায়িত্ব গ্রহণের পর এই পদ সৃষ্টি করা হয়। এখনো তা ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে আছে।—অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ।

১০ : স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূল কপির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

১২ : নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উচিত ছিল অনেক আগেই নিজে থেকে সেনানিবাসের বাড়িটা ছেড়ে দেওয়া।...সেনানিবাস একটি স্পর্শকাতর স্থান, সেখানে তাঁর মতো শীর্ষ রাজনৈতিক নেতার অবস্থান না করাই ছিল শ্রেয়। তিনি সেখানে বসে রাজনীতি করেছেন, এমনকি তাঁর ছেলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা হিসেবেও এই বাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে।'—*প্রথম আলোর* সম্পাদকীয়।

: মেরিল্যান্ড স্টেট গভর্নর মার্টিন ও. ম্যালি কর্তৃক পয়লা বৈশাখকে 'বাংলাদেশ ডে' ঘোষণা। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাঙালিদের প্রতি নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

১৬ : আট বছর পর রমনা বটমূলের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলার বিচারকাজ শুরু।

: ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে সেনাবাহিনীতে মাদ্রাসার ছাত্র ছিল ৫ শতাংশ। ২০০৬ সালে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ কওমি মাদ্রাসার ছাত্র।

২০ : কাদের সিদ্দিকীর ৪৭ লাখ টাকা জরিমানা, ছয় সেতু নির্মাণের কার্যাদেশ বাতিলের সুপারিশ।

২৪ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১২ জঙ্গি প্রতিষ্ঠানের কালো তালিকা : হরকাতুল জিহাদ, জামাআতুল মুজাহিদীন, জাগ্রত মুসলিম জনতা, শাহাদাত-ই-আল হিকমা, হিজবুত তাওহিদ, ইসলামী সমাজ, উলামা আঞ্জুমান আল বাইয়্যিনাত, হিযবুত তাহ্‌রীর, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি, তৌহিদি ট্রাস্ট, আমির উদ-দ্বীন ও আল্লাহর দল।

২৬ : শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে রাষ্ট্রপক্ষ।

২৮ : ২১ আগস্ট ২০০৪ গ্রেনেড হামলায় ৩০ জন গরিব আহতের মধ্যে ২৭ জনকে সরকার থেকে সাহায্য করা হলেও বাকি তিনজন হিন্দু কোনো সাহায্য পায়নি। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলেন, আইনে দুস্থ মুসলমান বা নওমুসলিমকে সাহায্যের বিধান রয়েছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের দেওয়ার অনুমোদন নেই।

: খালেদা জিয়া ও তাঁর দুই ছেলের ২০ মামলা প্রত্যাহারের আবেদন। শেখ হাসিনার চারটিসহ ৯৪টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ।

www.pathagar.com

মে ২০০৯

০৩ : মে দিবসে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে জঙ্গি হামলার হুমকি রয়েছে। পরের দিন বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, হুমকি নেই।

: সংরক্ষিত ৪৫ নারী সাংসদের নির্দিষ্ট এলাকা নেই, কাজ নেই, টেস্ট রিলিফের বরাদ্দ নেই।

০৪ : সংখ্যালঘুদের অধিকার লঙ্ঘনের ইউএস ওয়াচ তালিকা থেকে বাংলাদেশের নাম বাদ।

০৫ : সংসদীয় কমিটিতে দুর্নীতির জন্য জমির উদ্দিন সরকারের সদস্যপদ বাতিল এবং আখতার হামিদ ও খোন্দকার দেলোয়ারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার সুপারিশ।

০৭ : খালেদা জিয়াকে বরাদ্দকৃত সেনানিবাসের বাড়িটি এ-১ শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় বাড়ি ছাড়ার আরেক নোটিশ।

: পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ হলেও সংবিধানে বিসমিল্লাহ থাকবে।—সংবাদ সম্মেলনে আইনমন্ত্রী।

: আড়াই বছর পর আবার হরতাল। আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মুক্তির দাবিতে বরিশালের ভান্ডারিয়ায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল।

১৩ : ২০০৪ সালের ২৩ আগস্ট শেখ হাসিনাকে ই-মেইলে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন যে মুরসালিন ও মুত্তাকিন, তাঁরা নয়াদিল্লির তিহার জেলে রয়েছেন।

: সাংসদেরা পৌরসভাতেও উপদেষ্টা হতে চান।

২১ : সেনা তদন্ত প্রতিবেদন সেনাবাহিনীর নিজস্ব বিষয়, নিজস্ব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দেওয়া হয়েছে।—সাংবাদিকদের সেনাপ্রধান।

: অবশেষে এশিয়ান হাইওয়েতে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ।

: প্রথমবারের মতো রাজস্ব, এডিপি ও প্রাইভেট পার্টনারশিপ ভিত্তিতে বাজেট হচ্ছে।

: কক্সবাজারে সরকারি দলের সাংসদ আবদুর রহমান বদি গত চার মাসে পিটিয়েছেন ছয়জনকে, সর্বশেষ শিকার মানবাধিকারকর্মী ও আইনজীবী রাখাল মিত্র।

জুন ২০০৯

০১ : পদত্যাগের পর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম সোহেল তাজ ছুটিতে।

: চ্যানেল আই ও *দ্য ডেইলি স্টার*-এর উদ্যোগে 'প্রধানমন্ত্রী সমীপে নদী বাঁচাও, ঢাকা বাঁচাও' কর্মসূচিতে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন,

www.pathagar.com

'হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বিজেএমই ভবন। যিনি (আনিসুল হক) এইমাত্র বক্তৃতা দিয়ে গেলেন, তিনি ওই সংগঠনের অন্যতম ব্যক্তি। আমাদের আচরণের এ বৈপরীত্য দূর করতে হবে।'

০৪ : আন্তর্জাতিক মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমের বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়!

০৫ : দেশের সব নদনদী আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার তদারকি কমিটির নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী।

০৯ : বাজেটের তথ্য আগাম প্রকাশ সংসদকে অবহেলা ও সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল।—ড. আকবর আলি খান।

১০ : প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ১২টি মামলাসহ ৬২টি মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত। দুর্নীতির অভিযোগে ২০টি ও দণ্ডবিধির ধারায় ৩৬টি মামলায় ৩ হাজার আসামি অব্যাহতি পাবেন।

১১ : বিশাল বাজেট : আদায় ১ লাখ ১৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা। আয় ৮৪ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা, ঘাটতি ৩৪ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা, বিনিয়োগ-ঘাটতি পূরণে পিপিপি বরাদ্দ আড়াই হাজার কোটি টাকা। তিন বছরের জন্য কালোটাকা সাদা করার সুযোগ।

১২ : যাঁরা দুর্নীতি থেকে বের হয়ে যেতে চান, তাঁদের সুযোগ দেওয়া উচিত। কারও কারও চরিত্রে পরিবর্তন হতেও পারে।—অর্থমন্ত্রী,

১৬ : বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশকে একটা দীর্ঘমেয়াদি সামরিক শাসনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।—সংসদে অর্থমন্ত্রী মুহিত।

১৭ : বিডিআর বিদ্রোহ সম্পর্কে আগাম তথ্য দিতে পারেনি গোয়েন্দারা।—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

: যুক্তরাষ্ট্রের সন্দেহের তালিকায় আবারও বাংলাদেশ।

২৫ : 'সরকার সেনাবাহিনীকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।...কয়েক দিন আগে তাদের যমুনা সেতুর টোল আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা আন্তর্জাতিক খোলা দরপত্রের মাধ্যমে হওয়া উচিত ছিল।...তাদেরকে আমরা ব্যাংক দিচ্ছি। সেনাবাহিনী কি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান? এর ফলে তারা মূল দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। বর্তমান প্রশাসনকে দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ করা উপদেষ্টারা যদি সরকার পরিচালনা করেন তাহলে সরকারের এ বাজেট বাস্তবায়িত হবে না।'—সংসদে আবদুল জলিল।

২৬ : জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে বিএনপির স্মারকলিপিতে নেতা-কর্মীদের নির্যাতনের প্রতিকার দাবি।

www.pathagar.com

: 'আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে সংসদীয় কমিটিকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।'—প্রাক্তন উপদেষ্টা মইনুল হোসেন।

: 'উপদেষ্টাদের সম্পর্কে আবদুল জলিলের মন্তব্য অশোভন। মন্ত্রিত্ব না পাওয়ার ক্ষোভ থাকলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'—রাজনৈতিক উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমদ।

২৭ : দুই দফা ১ কোটি করে ২ কোটি এবং ব্যাংকের চেকের মাধ্যমে ২০ লাখ টাকা দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনি নির্যাতন থেকে রেহাই পান।—*দৈনিক সমকাল*কে এফবিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু।

২৮ : সন্ত্রাস দমনে যৌথ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মতৈক্য।

৩০ : পুরো বাজেট অধিবেশনে বিএনপি অনুপস্থিত থাকায় উত্থাপিত ছাঁটাই প্রস্তাব নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। অর্থমন্ত্রীর ২০০৯-১০ অর্থবছরের জন্য ১ লাখ ৮৯ হাজার ৯৫৯ কোটি ৯৬ লাখ ৬৯ হাজার টাকার বরাদ্দ চেয়ে নির্দিষ্টকরণ বিল ২০০৯ কণ্ঠভোটে গৃহীত।

জুলাই ২০০৯

০১ : 'টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ভারতীয় হাইকমিশনারের মন্তব্য হয়তো কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত।'—পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

: স্বাধীনতার ঘোষকসংক্রান্ত রায়ের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্যের জন্য নাজমুল হুদা ও কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা।

০২ : পিনাক চক্রবর্তীকে প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বিমত।

০৪ : দুই নেত্রীর খাবারে বিষ মেশানোর প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করুন।—বিএনপি মহাসচিব।

: সংসদের প্রথম অধিবেশনে কোরাম সংকটে অপচয় সাড়ে ৫ কোটি টাকা।—টিআইবির প্রতিবেদন।

: নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময় ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক দলই কাউন্সিল অধিবেশন করতে পারছে না।

০৭ : ছাত্রদলের কমিটি করে নিবন্ধনের শর্ত লঙ্ঘন করেছে বিএনপি। প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেবে ইসি।

: নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা না দেওয়ার জন্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া ২৩ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে ইসি মামলা করেছে।

www.pathagar.com

০৯ : মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান সংরক্ষণে হাইকোর্টের নির্দেশ। স্বাধীনতা পদক দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

: জাতির পিতার পরিবারের সদস্য হিসেবে ও দেশের মানুষের কল্যাণে শেখ হাসিনা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাতে রাষ্ট্র তাঁর জীবনের নিরাপত্তা দিতেই পারে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা-ঝুঁকিতে থাকা ১০ জনের মধ্যে আছেন শেখ হাসিনা।—সাংবাদিকদের মতিয়া চৌধুরী।

১০ : সংসদীয় দুর্নীতি কমিটির রিপোর্ট নাকচ করলেন জমির উদ্দিন সরকার ও আখতার হামিদ সিদ্দিকী।

১২ : জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন না করার জন্য চিহ্নিত মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে সরকারি স্থায়ী কমিটির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ।

: ২৭৫ একর সরকারি জমি নেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জেনারেল মতিনসহ তাঁর আত্মীয়স্বজন!

১৩ : দুদকের মামলায় মহীউদ্দীন খান আলমগীরের ১৩ বছরের সাজা হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিল।

১৪ : হাইকোর্টের রায় : রোগীদের কাছ থেকে ভ্যাট আদায় সংবিধানপরিপন্থী।

১৫ : মিসরে ন্যাম শীর্ষ সম্মেলন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস টিপাইমুখ বাঁধসহ বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কোনো পদক্ষেপ ভারত নেবে না।

১৬ : শেখ হাসিনা ন্যাম এশিয়া অঞ্চলের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

: স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শক্ত।—আংকটাডের রিপোর্ট।

১৯ : 'আমি ৩১ মে পদত্যাগ করি।'—প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমদ সোহেল।

২০ : 'জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ করেননি। এমএনএ হিসেবে আমি নিজে তাঁর ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি। কিন্তু আমি তাঁকে ফাইটিং মুডে দেখতে পাইনি। ওই সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল মর্যাদার হওয়ায় জিয়াউর রহমান আমাকে স্যালুট করেন। তিনি কোন ফ্রন্টে কোথায় যুদ্ধ করেন তা আমরা জানতে চাই।'—তাহের দিবসের আলোচনায় সাজেদা চৌধুরী।

২১ : আবদুল জলিলের আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ।

২৩ : আইএমএফ বাংলাদেশ থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে চায়।

: মাইনাস টু বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মইন উ আহমেদ বিপদে পড়েছিলেন।—প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

www.pathagar.com

২৪ : ষাট বছরের পুরোনো রাজনৈতিক দল আ.লীগের ২০তম কাউন্সিল। শেখ হাসিনা পুনরায় সভানেত্রী নির্বাচিত। সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক।

: জাতীয় পার্টিতে এরশাদ চেয়ারম্যান ও রুহুল আমিন হাওলাদার মহাসচিব। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এরশাদ চেয়ারম্যান থাকতে চান।

২৫ : ৩৯টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে আ.লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ১৫টি দলের সংশোধিত গঠনতন্ত্র জমা।

২৬ : আওয়ামী লীগের ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ বা প্রবাসী শাখা থাকছে না। তৃণমূলের পাঠানো প্রার্থীতালিকা থেকে একজনকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে দলের সংসদীয় বোর্ডকে।

২৯ : চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বরখাস্ত করার ক্ষমতা চেয়েছেন ডিসি। ইউএনওদের জন্য বিচারিক ক্ষমতার দাবি।

৩০ : আ.লীগের কমিটিতে নতুনদের প্রাধান্য। কথিত সংস্কারপন্থী আমু, রাজ্জাক, তোফায়েল, সুরঞ্জিত ও জলিল উপদেষ্টা। হানিফ ও দীপু মনি যুগ্ম সম্পাদক।

আগস্ট ২০০৯

০১ : আবহাওয়ার কারণে টিপাইমুখ সরেজমিনে না দেখে সংসদীয় দল ফিরে আসছে।

০২ : আদেশে পদ্ধতিগত ভুল থাকার জন্য দুই বিচারকের অবসর আদেশ প্রত্যাহার।

০৩ : টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য হুমকি হবে না।—ঢাকায় ফিরে সংসদীয় দল।

০৪ : দুদকের জিয়া অরফ্যানেজ ট্রাস্টের দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়া ও তারেকের বিরুদ্ধে চার্জশিট।

: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আদালত ও দুদক স্বাধীন ছিল না।—আইন প্রতিমন্ত্রী।

: সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবার্ষিকী পালনের নির্দেশ।

: পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে রোডম্যাপ চাইলেন সন্তু লারমা।

: ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তনে কূটনীতিকদের কোনো হাত ছিল না বলে প্রাক্তন ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বক্তব্য।

১১ : আ.লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের ২৬টি সদস্যপদেও স্থান পেলেন না মধ্যম সারির কথিত সংস্কারপন্থীরা।

www.pathagar.com

১৩ : যদি ২০০৭ সালে এক-এগারো ছাড়া উপায় না থাকে, তাহলে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টও অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।—জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে সাকা চৌধুরী।

১৫ : বান্দরবানে অলি আহমদ, প্রাক্তন উপদেষ্টা মতিনসহ বিভিন্ন ব্যক্তিকে বরাদ্দকৃত ৫২৫ প্লটের মধ্যে ১২৫ প্লটের ইজারা বাতিল।

: প্রথমবারের মতো সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শোক দিবস পালিত।

: ১৯৯ সাংসদের কাছে টেলিফোন বিল বকেয়া আড়াই কোটি টাকা।

২২ : তৎকালীন সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ, উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান, চিফ অব জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশাররফ ও ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলসহ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত নিষ্ক্রিয় সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মুজিব হত্যার ব্যাপারে তদন্তের দাবি করলেন শেখ সেলিম এমপি।

২৫ : সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা খুশি, বাঙালিদের নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা।

২৭ : রাজবাড়ীতে চরমপন্থীদের গুলিতে আ.লীগ নেতাসহ নিহত তিন। কুষ্টিয়ায় বন্দুকযুদ্ধে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সোহেল ও সুমন নিহত।

: দুই বিচারককে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমামকে সংসদীয় কমিটিতে তলব।

২৮ : দিনে-রাতে ছিনতাই, পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলছে পুলিশ।

২৯ : রাজনীতিকদের সঙ্গে আলাদাভাবে একই দিনে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া ইফতার করলেন। দুই নেত্রী পরস্পরকে আমন্ত্রণ জানালেও কেউ কারও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না।

সেপ্টেম্বর ২০০৯

০১ : উপজেলায় চেয়ারম্যান, নির্বাহী অফিসার এবং সাংসদদের দ্বন্দ্ব।

০২ : একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ছিল দুঃখজনক ভুল।—যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টি।

০৫ : সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের চারবারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের (৭০) মৃত্যু।

: 'নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি থেকে সরে এলে আমাকে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর পদ দেবেন—তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক উপদেষ্টা আমাকে বলেছিলেন।'—অল ইউরোপিয়ান লিগের এক সংবর্ধনা সভায় শেখ হাসিনা।

০৭ : প্রশাসনের কাঠামোয় বিশৃঙ্খলা, ৪৯৪ জনের পদোন্নতি, বঞ্চিত ৫২৬।

০৯ : 'জুজুর ভয়ে আমরা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না।'—এশিয়ান হাইওয়ে প্রসঙ্গে সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

www.pathagar.com

: বিজিএমইয়ের আর্থিক সুবিধা চাওয়াটাকে দুরভিসন্ধিমূলক বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

: সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হয়—মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম তাঁর এই বক্তব্যের জন্য সংসদে তোপের মুখে পড়েন, পরে নিজেকে সংশোধন করে নেন। মুক্তিযুদ্ধের বেসামরিক সংগঠকদের খেতাব দেওয়ার প্রস্তাব করা হবে।

১১ : বন্দী প্রত্যর্পণ নয়, ভারতের সঙ্গে সাজাপ্রাপ্ত বন্দী হস্তান্তর করবে বাংলাদেশ।—সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

১২ : বাংলাদেশ গভীর ও অগভীর সমুদ্র অঞ্চলকে ২৮টি ব্লকে ভাগ করেছে। যে তিনটি ব্লকে উৎপাদন বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেসব ব্লকের ব্যাপারেও মিয়ানমার ও ভারত আপত্তি জানিয়েছে।

১৩ : বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে।—সংসদে যোগাযোগমন্ত্রী।

: বাজেটের তথ্য প্রকাশের দিক দিয়ে বাংলাদেশ ৪২তম।

১৯ : সংসদীয় কমিটির আড়াই শ সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে বন্দী।

২৬ : বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান।

অক্টোবর ২০০৯

০৬ : টিপাইমুখ নিয়ে সংসদীয় দলের প্রতিবেদন সংসদে পেশ।

১৪ : দুদক দন্তহীন বাঘ, এখন নখও কেটে ফেলা হচ্ছে।—দুদকের চেয়ারম্যান।

নভেম্বর ২০০৯

০৪ : '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

০৫ : অকার্যকর ছাত্রসংসদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির বিকাশ ঘটছে না।—অর্থমন্ত্রী মুহিত।

৭ : উপদেষ্টা হিসেবে উপজেলা পরিষদে সাংসদদের অন্তর্ভুক্তি অবৈধ নয়।—হাইকোর্টের রায়।

১১ : নতুন বেতনকাঠামো ঘোষণা, সর্বোচ্চ ৪০ হাজার, সর্বনিম্ন ৪ হাজার ১০০ টাকা।

: সরকারের প্রতি আস্থাশীল মানুষের সংখ্যা কমেছে।—এশিয়া ফাউন্ডেশনের জরিপ।

১২ : চারটি দুর্নীতি মামলায় ১৮ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত শাহদাব আকবরের সাজা

www.pathagar.com

মওকুফ করেছেন রাষ্ট্রপতি।

২৪ : বিডিআর বিদ্রোহের বিচার শুরু।

ডিসেম্বর ২০০৯

০৭ : কলকাতা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।—শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে উলফার নাশকতা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

১৩ : মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসরের বয়স ৫৭ থেকে ৫৯ বছরে বৃদ্ধি।

২০ : হত্যাকারীদের পুনর্বাসন করেন জিয়া।—বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়ে আদালত।

: ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে বগুড়া আযীযুল হক কলেজ রণক্ষেত্র, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।

২৩ : দুই বিভাগে ভাগ হলো আইন মন্ত্রণালয়।

: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আদায় করা টাকা ফেরত দেওয়া হবে না।—অর্থমন্ত্রী।

২৬ : সাধারণ স্কুল প্রতিবন্ধীদের ভর্তি না করলে শাস্তি।—প্রধানমন্ত্রী।

২৭ : নদী রক্ষা করতে না পারলে আমরা বাঁচতে পারব না। ৫৪ নদীর পানি বণ্টনে ভারতের সঙ্গে আলোচনা হবে।—প্রধানমন্ত্রী।

: পুলিশের মনোগ্রামে চার বছর পর আবার নৌকা। পাল্টাবে পোশাক।

২৯ : ওয়ান-ইলেভেনের জন্য জোট সরকারই দায়ী। তারা ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার তৈরি করে নির্বাচনে জয়ী হতে চেয়েছিল।—বুড়িগঙ্গা সেতু উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী।

: মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ১ হাজার ৪২১ জন নিহত, ৪ হাজার ৫৮ জন আহত হয়।

৩১ : ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে আগের সময় বহাল।

২০১০

জানুয়ারি ২০১০

০১ : সবকিছু বিদেশিদের দিয়ে সরকার খালি হাতে ফিরে এলে তাদের পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতে হবে।—প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর প্রসঙ্গে খালেদা জিয়া।

www.pathagar.com

: ২০০৯ সালে ১৫৪টি বিচারবহির্ভূত হত্যা।—'অধিকারে'র প্রতিবেদন।

০২ : 'বিএনপির বিছানো কাঁটাই পরিষ্কার করছি।'—প্রধানমন্ত্রী।

০৪ : নবম জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন রাষ্ট্রপতি, দিন বদলাতে হলে সাংঘর্ষিক রাজনীতির অবসান ঘটাতে হবে।

: অধিবেশনকক্ষের সামনের আসন বাড়ানোর ইস্যু বাদ দিয়ে বিএনপির সংসদে ফিরতে ১০ দফা শর্ত। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য খালেদা জিয়ার বাড়ির লিজ বাতিলের চিঠি প্রত্যাহার, খালেদা জিয়া, তারেক রহমান, আরাফাত রহমান কোকোসহ বিএনপির নেতাদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার, বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের দেওয়া মুলতবি প্রস্তাব গ্রহণ করে আলোচনার সুযোগ দান ইত্যাদি।

০৭ : গত নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ করেছে বিএনপি।—নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া ব্যয়ের তথ্য।

: 'নারীর নেতৃত্ব কোরআন-হাদিস সমর্থন করে না। কিন্তু প্রয়োজনের কারণে আমরা একজনের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি।'—ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির আমির মুফতি আমিনী।

০৯ : আয়কর না দেওয়া ১৪ জন সাংসদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে এনবিআর।

১০ : 'বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের বাংলাদেশ সফরকালে অনুপ চেটিয়ার সঙ্গে দেড় ঘণ্টার এক বৈঠকের তথ্য-প্রমাণ আমাদের কাছে আছে।'—স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ

: শুধু বললে হবে না, প্রমাণ দেখান।—বিএনপির সেক্রেটারি খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন।

: বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরীর শততম জন্মবার্ষিকী পালন।

১১ : হাসিনা-মনমোহন শীর্ষ বৈঠকে তিন চুক্তি ও দুই সমঝোতা স্মারক সই। 'বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু করব না।'—মনমোহন।

১২ : সমুদ্র-রেল-সড়কপথ ব্যবহারে মতৈক্য। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করতে পারবে ভারত।

: ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করলেন শেখ হাসিনা।

১৭ : প্রধানমন্ত্রী ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে এসেছেন।—সংবাদ সম্মেলনে বেগম খালেদা জিয়া।

১৮ : বঙ্গবন্ধুর তিন খুনি মহিউদ্দিন আহম্মদ (ল্যান্সার), মুহিউদ্দিন আহমদ (আর্টিলারি) এবং বজলুল হুদার প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতির নামঞ্জুর।

: ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির বাতিল হয়ে যাওয়া জাতীয় নির্বাচনে সব

www.pathagar.com

মিলিয়ে ব্যয় হয় ১৯ কোটি ৩৫ লাখ ৩৪ হাজার ৫৬৮ টাকা। ইসির সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।—সংসদে তথ্যমন্ত্রী।

: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন প্রথমবারের মতো জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন।

২০ : প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে, তাদের মুখোশ খুলতে হবে।—প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের জাতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী।

: এরশাদের বিরুদ্ধে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচারের মামলায় ১৬২ বার তাগাদার পরও মেলেনি তদন্ত রিপোর্ট।

: মার্চ মাস থেকে যুদ্ধাহত, মৃত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সর্বোচ্চ চারজন সদস্যকে রেশন দেওয়া হবে।

: বারবার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা না করাই ভালো। মুক্তিযোদ্ধাদের নয়, রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা করা উচিত ছিল।—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

: 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিলম্বিত বিচার অবশেষে সাধারণ আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সুসম্পন্ন হয়েছে। দেশের মানুষ আশ্বস্ত হোক, অপরাধীর মনে ভয়ের সঞ্চার হোক, এটাই আমরা চাই।'—বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

২১ : বিএনপির নির্বাহী কমিটির ক্ষমতা কমেছে, বেড়েছে চেয়ারপারসনের। দণ্ডিতরা সদস্য হতে পারবেন। কাউন্সিল হবে তিন বছর পর। ছাত্রদল ও শ্রমিকদল চলবে নিজেদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী।

২৩ : সমুদ্রসীমা নির্ধারণে প্রস্তাবিত ন্যায্যতা (ইকুইটি) নীতি মেনে নিতে রাজি হয়েছে মিয়ানমার।

২৪ : চার বছরেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হবে, তখন মাথাপিছু আয় হবে ৯৭৬ ডলার। ২০০৮-৯ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৯০ ডলার।—কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন।

২৬ : গোয়েন্দা কাজে বছরে ২১ কোটি টাকা নিরীক্ষাধীন। অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগ। সংবিধানের সঙ্গে জেনারেল ফিনানশিয়াল রুলের সংঘর্ষ।

২৮ : বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসি কার্যকর করেছেন ১২ জন জল্লাদ। পাঁজাকোলা করে নেওয়া হয় ল্যান্সার মহিউদ্দিনকে। পাঁচ ঘাতকের দাফন, গলাচিপায় বাধা, বিভিন্ন স্থানে জুতো নিক্ষেপ। *কালের কণ্ঠ* প্রতিবেদন, তওবা পড়েনি ঘাতকেরা। ছিল না শেষ ইচ্ছা, পছন্দের খাবার। শেষ গোসলও

www.pathagar.com

করেনি ফারুক। 'হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আরও এমন অনেকে জড়িত, যা আমরা জানি। শেষ ইচ্ছা ছিল এগুলো বলার।'—ল্যান্সার মহিউদ্দিন ও আর্টিলারি মহিউদ্দিন। সংসদে মোনাজাত। বিএনপি নেতাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে মানা, জামায়াতও চুপ।

২৯ : ১০ বছরে শেয়ারবাজার থেকে বিদেশে গেছে ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা।

৩০ : 'আমরা ক্ষমতায় আছি—এই ভাব যত কম দেখানো যায় ততই মঙ্গল।'—প্রধানমন্ত্রী।

: বেসামরিক প্রশাসনে ১২২ সামরিক কর্মকর্তা। বিএনপি জোটের সময় নিয়োগ পান ৮২ জন।

৩১ : জঙ্গি-সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব-পুলিশকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

ফেব্রুয়ারি ২০১০

০২ : হাইকোর্টের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন কিছু পরিমার্জন, পর্যবেক্ষণসহ খারিজ। খন্দকার মোশতাক, এ এস এম সায়েম ও জিয়াউর রহমানের শাসন অসাংবিধানিক।

: ঢাকা কলেজে ভর্তি পরীক্ষা। ছাত্রলীগের একদল নেতার ভর্তি-বাণিজ্যের কারণে তৃতীয়বারের মতো ভর্তি-প্রক্রিয়া বন্ধ।

০৪ : 'এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোনো ব্যাপার না। এমনটি ঘটতেই পারে। তবে আমরা কী পদক্ষেপ নিচ্ছি সেটাই বড় বিষয়।'—ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের কারণে আবু বকর সিদ্দিকীর মৃত্যু সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য।

০৫ : মৃত আবু বকর সিদ্দিকীর ভাই মুদিদোকানদার আব্বাস আলী *প্রথম আলো*কে : আজ যদি প্রধানমন্ত্রীর ছেলে মারা যেত, তাহলে কী মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন কথা বলতেন?

: বিশ্বে ভাষার দাবিতে স্বীকৃত শহীদের সংখ্যা ২২ জন। এর মধ্যে ১৯ মে ১৯৬১ আসামের শিলচরে নিহত ১১ জন বাঙালি।

০৮ : 'সংসদে যাব, রাজপথেও থাকব।'—সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে খালেদা জিয়া।

: শেখ সাবাহ-হাসিনা বৈঠক, চার চুক্তি সই।

১০ : ভোলা-৩ আসন শূন্য ঘোষণা করলেন স্পিকার।

১১ : ১০ মাস পর ফিরে চার ঘণ্টা থেকে সংসদে বিএনপির ওয়াক আউট।

১২ : দুদিনের সফরে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুল ঢাকায়।

১৪ : ছাত্ররাজনীতির নেতৃত্বে অছাত্র। ছাত্রদলের ৮০ জেলা কমিটির নেতারা ঘরসংসার করছেন, ছাত্রলীগের ৮২ জেলা কমিটির নেতারা চাকরি ও

www.pathagar.com

ব্যবসায় নিয়োজিত।—*প্রথম আলো*।

: সাজেদা চৌধুরীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় দুদকের আপিলের অনুমতির আবেদন আপিল বিভাগ থেকে খারিজ।

১৫ : জিয়ার পরিবর্তে ঢাকা বিমানবন্দরের নামকরণ হজরত শাহজালালের নামে। হাইকোর্টের রায়ে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে বিধায় সরকারি সব স্থাপনা থেকে তাঁর নাম সরিয়ে ফেলা হবে।—প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব।

১৬ : ২৬৩টি এনজিও নিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের অন্তর্ভুক্ত ৭৫টির মতো এনজিওর শিশুদের নিয়ে কোনো কার্যক্রম নেই।

১৭ : বেকারত্বের হার বর্তমান ৪০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

: ন্যাশনাল সার্ভিসে 'এক পরিবার এক চাকরি' কার্যক্রম টাকার খেলায় ব্যাহত।

২০ : 'নাম পরিবর্তনের রাজনীতি তারাই করছিল। মাত্র দুই-একটি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করেছি। তাতেই এত সমালোচনা, এত জ্বালা।'—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

: বাঘাইছড়িতে পাহাড়ি-বাঙালি-সেনা সংঘর্ষ, শতাধিক ঘরে আগুন, চার আদিবাসী নিহত হওয়ার দাবি। ১৪৪ ধারা জারি।

২১ : পাহাড় থেকে সেনা প্রত্যাহার করে সরকার ভুল করেছে।—বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল।

: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী: যারা মাতৃভাষার মর্যাদা দেয় না, তারা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না।

: খাজনা দেয় না ৩৬ মন্ত্রণালয়, বকেয়া ৮০০ কোটি টাকা।—*কালের কণ্ঠ*র প্রতিবেদন।

২৪ : জোট আমলে ২১ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে।—প্রধানমন্ত্রী গাজীপুর-ঢাকা বাইপাস উদ্বোধনকালে।

: গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কবে আইএসআই মডেলমুক্ত হবে?—*প্রথম আলো*র সম্পাদক মতিউর রহমান তাঁর মন্তব্য প্রতিবেদনে।

: বিডিআর হেফাজতে মোট ৬৯ জওয়ানের মৃত্যু।

২৮ : চাকরিজীবী মুক্তিযোদ্ধাদের অবসর গ্রহণের মেয়াদ ৫৭ থেকে ৫৯ বছরে উন্নীত।

: 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দের অপপ্রয়োগ রোধে আইন তৈরির সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটিতে।

www.pathagar.com

মার্চ ২০১০

০১ : *তারেক রহমান : অপেক্ষায় বাংলাদেশ* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন প্রধান অতিথি বিচারপতি আবদুর রউফ। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বলেন, 'তারেক রহমানকে খলনায়ক হিসেবে পরিচয় করার চেষ্টা হয়।' সাংবাদিক শওকত মাহমুদ বলেন, 'জয় রাজনীতিতে এলেও তাঁকে তারেক রহমানের কাছেই রাজনীতি শিখতে হবে।'

০৪ : সংসদের চারজন নেতৃস্থানীয় সদস্য কর্তৃক জাতীয় নেতাদের সম্পর্কে কটূক্তি, গালাগাল, খিস্তিখেউড়, মারামারির উপক্রম।

: শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নভো থিয়েটার প্রকল্প নিয়ে তিনটি মামলা বাতিল।

০৫ : জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ শীর্ষে। বাংলাদেশের সেনাসংখ্যা ১০ হাজার ৫৭৪ জন।

০৬ : পাহাড়ি-বাঙালি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ১০ দিন পর সংসদীয় দলের সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

: তিন বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ১৫টি টেন্ডার আহ্বানে অনিয়ম।

০৭ : শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুর্নীতির আখড়া।—শিক্ষামন্ত্রী।

০৮ : ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতি অনুমোদন। বৈষম্যমূলক আইন বাতিল হবে বলে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।

: রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির বেতন বাড়িয়ে যথাক্রমে ৬১ হাজার ২০০, ৫৮ হাজার ৩০০, ৫৭ হাজার ২০০ এবং ৫৬ হাজার টাকা করা হচ্ছে। অন্যদেরও বেতন বেড়েছে ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত।

: জাতিসংঘ মিশনে যাচ্ছে পূর্ণাঙ্গ নারী পুলিশ ইউনিট।

০৯ : শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আটটি মিগ-২৯ কেনায় রাষ্ট্রের ১২ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার ক্ষতি হওয়ার মামলায় হাইকোর্টের রিট আদালত কর্তৃক বাতিল।

১১ : রাজনৈতিক প্ররোচনায় সহিংসতার হার বেড়েছে ৩.৩, সন্ত্রাস দমনে সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন কমেছে।—যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০৯।

: 'তত্ত্বাবধায়ক আমলে আমাকে স্লো পয়জনিং করা হয়।'—শেখ হাসিনা।

: সজীব জয় ভিওআইপি ব্যবসায় জড়িত।—বিএনপি চিফ হুইফ জয়নাল আবদিন ফারুক।

১৫ : সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৪২ সন্ত্রাসীর নাম করলেন, ভয়ংকর সন্ত্রাসীদের নাম নেই। মুঠোফোন-সন্ত্রাসের জন্য পাঁচ বছর ও ৫ কোটি টাকা জরিমানার

www.pathagar.com

সুপারিশ। দেড় বছরে ৬ হাজার সিম বন্ধ।

১৭ : পাঁচ দিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী বেইজিংয়ে।

: সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের তালিকায় ছাত্রলীগের ২৬০ নেতা-কর্মী।

১৮ : চীনের সঙ্গে তিন চুক্তি এবং এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর। উল্লেখযোগ্য মঞ্জুরিসহ অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি, শাহজালাল সার কারখানা নির্মাণসংক্রান্ত রূপরেখা চুক্তি ও সপ্তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ চুক্তি।

২১ : ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন হয় না।

: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি পরিচালিত আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি।

২২ : এক-এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১২৩২ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে।—সংসদে অর্থমন্ত্রী।

: বৈদ্যুতিক খাম্বা কেনা ও পোঁতা বন্ধের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর।

: স্বাধীনতার পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে দেওয়া সব ঋণ মওকুফ করার চীনের সিদ্ধান্ত।

: দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতির দিকে কোনো দৃকপাত না করে সরকার রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে অধিক মনোযোগী।—সংসদে বিরোধী দল।

২৩ : মার্কিন তেল-গ্যাস কোম্পানি শেভরনকে অবৈধ কর সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।—*সমকাল*।

২৫ : ৩৯তম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে যুদ্ধাপরাধের বিচার-প্রক্রিয়া শুরু। ট্রাইব্যুনাল, আইনজীবী প্যানেল ও তদন্ত সংস্থা গঠন। আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের ৬ ধারা মোতাবেক সরকার বিচারপতি মো. নিজামুল হককে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের এক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে।

: দুই দেশের জন্য কল্যাণকর মুজিব-ইন্দিরার এমন অনেক স্বপ্নই পূরণ হয়নি। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ছিলেন সেই পরিকল্পনার স্রষ্টা।—ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক ট্যালি।

২৯ : 'ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে আমাকে বিমানে তোলার হুমকি দিয়েছিল।'—তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার অভিযোগ।

এপ্রিল ২০১০

০২ : ২৯৩১টি এনজিওর নিবন্ধন বাতিল, কোনো কোনো সংস্থার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

জঙ্গিবাদ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ।

০৩ : ছাত্রলীগের কারণে সব অর্জন বিসর্জন দেওয়া যাবে না।—ফেঞ্চুগঞ্জে বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী।

০৪ : সংসদ সদস্যদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, 'দেশ আজ অচল, কোনো সরকার আছে বলে মনে হয় না। ...বর্তমান সরকার মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের আঁতাতের ফসল। কারাগারে প্রধানমন্ত্রীকে স্লো পয়জনিং করা হলে মামলা করা হচ্ছে না কেন?' প্রধানমন্ত্রী উত্তরে বলেন, 'হামলা-মামলা করতে আপনারা পারদর্শী। আপনি মইনউদ্দিন-ফখরুদ্দীন-ইয়াজউদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা করেন, সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। স্টান্টবাজি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন না।'

০৬ : শ্রমবাজার সংকুচিত করিয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য যুদ্ধাপরাধীরা সৌদি আরবে দেনদরবার করছে বলে অভিযোগ।

০৮ : নারীদের মুখাবরণ পরতে বাধ্য করা যাবে না।—হাইকোর্টের রায়।

১৩ : পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ অবৈধ। পরিবর্তে বিধিবদ্ধ সংস্থা করা যাবে। অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কমিশন করা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনই শান্তি-প্রক্রিয়ার প্রাণপ্রবাহ।—হাইকোর্টের রায়।

: শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ভাসমান বিদ্যুৎকেন্দ্রের মামলা হাইকোর্টে বাতিল।

১৭ : জিজ্ঞাসাবাদে হুজি নেতা বলেন, জামিন পেতে ৪ লাখ টাকা নিয়ে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাহায্য করেন।

১৯ : ফোনে আড়িপাতা নিয়ন্ত্রণ করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডিজিএফআইয়ের হাতে থাকছে না।

২০ : ১০ বছরে ৩৪৮ পুলিশ নিহত, খুন শতাধিক।

২২ : শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মেঘনাঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুর্নীতির মামলা হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষণা।

২৬ : দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ করলেই জেল। দুদকের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য আইন সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদন।

: ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে ঢাকার অভিজাত মার্কেট ও বাণিজ্য মেলায় স্টল নিয়ে অবৈধভাবে ব্যবসা করছে পাঁচ শতাধিক পাকিস্তানি। জঙ্গি অর্থায়নে জড়িত থাকার অভিযোগ।

২৭ : দুদকের আইনের প্রস্তাবিত সংশোধন প্রতিষ্ঠানটিকে অকার্যকর করবে, দুর্নীতি বাড়বে।—টিআইবি।

২৮ : 'হিমালয় পরিষদ গঠন করুন।'—থিম্পুতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী।

www.pathagar.com

মে ২০১০

০২ : ১৯৯৬ সালের শেয়ার কেলেঙ্কারির একটি মামলারও নিষ্পত্তি হয়নি ১৪ বছরে।

০৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ১৫।

: বরিশালে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ১০।

০৯ : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় হিযবুত তাহ্‌রীর। রাজধানীতে গ্রেপ্তার ১০ সদস্য।

: হালাল বলে বিবেচিত নয় এমন বিপুল পরিমাণ অর্থ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কীভাবে ব্যয় হয় তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানে না।

: ভারতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নথিপত্র ধ্বংস করা হয়েছে।—*টাইমস অব ইন্ডিয়ার* তথ্য।

১২ : 'টাকা বৈধ হলে আবার সাদা করতে হবে কেন? দুর্নীতিবাজ বলেই খালেদা জিয়া কালোটাকা সাদা করেছেন।'—ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী।

: 'জানাজা পড়া ও বিয়েবাড়িতে অতিথি হওয়া ছাড়া আমাদের কোনো কাজ নেই।'—উপজেলা চেয়ারম্যানদের অভিযোগ।

১৩ : খালেদা জিয়ার আয়করসংক্রান্ত তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে বিএনপি।

১৫ : গত ৩৬ বছরে ভিআইপিদের বিলাসিতায় সংসদের গচ্ছা ৫ কোটি ২১ লাখ টাকা।

১৭ : শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ফ্রিগেট কেনার দুর্নীতি মামলা বাতিল।

১৮ : জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্রের জন্য সরকারকে ৪ শতাংশ চার্জ দেওয়ার কথা থাকলেও তা অস্বীকার করে শেভরন ২০০৬ সালের এপ্রিলে আন্তর্জাতিক আদালতে যে মামলা করে সে মামলায় পেট্রো বাংলার পক্ষে রায় দিয়েছে আদালত। মামলার খরচ হয়েছে ৫ কোটি টাকা।

১৯ : বিএনপির প্রথম হরতাল কর্মসূচি: দেশব্যাপী ২৭ জুন সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। সরকারের প্রতি সতর্ক সংকেত।—খালেদা জিয়া।

২১ : ১০ বছর ধরে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ভ্যাট দেয়নি তিন তেল কোম্পানি।

২৬ : এমপিদের প্রকল্প বাস্তবায়নে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

জুন ২০১০

০৭ : দলীয় গঠনতন্ত্র সংশোধনে রাজি জামায়াত।

১৬ : সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা : বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে একদল

www.pathagar.com

গবেষকের পাটের জীবন-রহস্য উন্মোচন। পাটের নতুন জাত উদ্ভাবিত হলে পাঁচ বছর পর পানিতে জাগ দেওয়ার সময় কম লাগবে, আঁশ দিয়ে জৈব জ্বালানি ও ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হবে।

১৮ : চট্টগ্রাম মহানগর করপোরেশনের নির্বাচনে মনজুর আলম ৯৫ হাজার ৫২৮ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত। ৪১ কাউন্সিলরের মধ্যে আ.লীগ-সমর্থিত ২০ এবং বিএনপি-সমর্থিত ১৭। নতুন মেয়রকে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন।

১৯ : স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির লন্ডন যাত্রা।

: বিশ্বকাপের সময় ক্লাস করা নিয়ে মারামারি, বুয়েট বন্ধ ঘোষণা।

২৬ : পিলখানা বিদ্রোহের বিচারে প্রথম অভিযোগ গঠন। ৬৬৭ আসামির মধ্যে মাত্র ২৯ জনের দোষ স্বীকার।

২৭ : ছাত্রলীগ হামলা করলে দায় আওয়ামী লীগের নয়।—সৈয়দ আশরাফ।

জুলাই ২০১০

০৪ : 'মন্ত্রিত্ব ছেড়ে শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি করুন।'—মন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী।

০৫ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্বে সংঘর্ষ-গুলি। আহত কয়েকজন কর্মীকে হলের তৃতীয় ও চতুর্থ তলা থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। ১৭ জন ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার।

০৬ : 'সন্ত্রাসের সঙ্গে যারাই জড়িত তাদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর কিছু ঘটলে কী করার আছে?' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যের নানা সমালোচনা।

০৭ : ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর নাইজেরিয়া যাত্রা।

০৮ : ফতোয়ার নামে শাস্তি দেওয়া অবৈধ, সাজা ঘোষণাকারীকে অপরাধী গণ্য করে শাস্তি দিতে বলেছেন হাইকোর্ট।

১৩ : সাংসদদের ছোটখাটো ভুলত্রুটির বিষয়ে মামলা করার আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে।

১৭ : রমিজা খাতুনের প্রয়াত স্বামী ভ্যানচালক হাসমত আলী স্নেহবশত শেখ হাসিনার নামে যে জমি কিনেছিলেন, তা রমিজাকে ফেরত দিলেন শেখ হাসিনা।

: রাজধানীতে হিযবুত তাহ্‌রীরের ঝটিকা মিছিল। গ্রেপ্তার তিন।

১৮ : আরাফাত রহমান কোকোর পাচার করা ২০ কোটি ৮৫ লাখ টাকা ফিরিয়ে আনার আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের।

২১ : পোশাকশ্রমিকদের মজুরি অমানবিক।—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

www.pathagar.com

২৪ : 'ওয়ান-ইলেভেনের জন্য বিএনপির মওদুদ আহমদ, আমিনুল হক, নাজমুল হুদা ও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী দায়ী।—*যুগান্তর* পত্রিকার এক গোলটেবিলে আইনজীবী রফিকুল হক।

২৫ : রফিকুল হকের অভিযোগ বিএনপির চার নেতার অস্বীকার।

২৮ : পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রেখে আপিল বিভাগের রায় প্রকাশ।

আগস্ট ২০১০

০১ : ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দায়িত্ব সরকার ও নির্বাচন কমিশনের পরস্পরের ওপর অর্পণ।

০৭ : বাংলাদেশকে ট্রানজিট দিতে রাজি ভারত। বাংলাবান্দা দিয়ে নেপালি পণ্যবাহী ট্রাক ঢুকবে। ১৪ প্রকল্পের অর্থায়নে ঋণ-সহায়তা চুক্তি সই।

১০ : এই উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যত মেয়ে পুলিশের হাতে মার খেয়েছে, গত এক মাসে বাংলাদেশে সম্ভবত তার চেয়ে বেশি নারী পুলিশি বর্বরতার শিকার হয়েছে। সেই নির্যাতিত নারীর মধ্যে রয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ও পোশাকশিল্পের নারীশ্রমিকেরা।—কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ।

১২ : নৌপরিবহনমন্ত্রীর পিএস সোহরাব হোসেনের বন্দরের কাছ থেকে পাজেরো গাড়ি নেওয়া প্রসঙ্গে: 'শুধু আমি যে একা এত দামি গাড়ি ব্যবহার করছি তা নয়। সবাই দামি গাড়ি ব্যবহার করছেন।'

১৩ : ছাত্রলীগের চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে গত ছয় মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫২ জন শিক্ষার্থী হল ছেড়েছে।

১৪ : ভোলা-৩ আসনের আ.লীগ এমপি নুরুন্নবী চৌধুরীর পিস্তলের গুলিতে আ.লীগ নেতা ইব্রাহিম খুন।

১৬ : 'প্রতিদিন গড়ে ১৮ থেকে ১৯ ঘণ্টা কাজ করি। কিন্তু এর সিংহভাগ সময় ও শ্রম চলে যায় তদবির ও চাপ মোকাবিলায়।—শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ।

২২ : বোরকা না পরার জন্য কোনো মহিলা বা বালিকাকে হয়রানি না করার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ।

২৫ : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বোরকা পরতে বাধ্য করা যাবে না।—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র।

: শহীদ মিনারের মূল বেদিতে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাড়া অন্য সময় সব ধরনের রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের রায়, তবে পাদদেশে সভা-সমাবেশ করা যাবে।

www.pathagar.com

২৬ : সপ্তম সংশোধনী ও এরশাদের সামরিক শাসন অবৈধ। এরশাদ রায়কে স্বাগত জানান।

: দেশের নষ্ট রাজনীতির সাথে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মফঃস্বলের সাংবাদিকতা। যেখানে সাংসদেরা সাংবাদিক পোষেন, সেই সাংবাদিক থানায় গেলে ওসি চেয়ার ছেড়ে দেন।—ওবায়দুল কাদের সংসদীয় কমিটির সভা শেষে।

: ছাত্রলীগের ২২ জন নেতা-কর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার।

: বিজিএমইএ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বেগম খালেদা জিয়া এবং উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা। ভবনটি রাখা হলে উন্নয়ন প্রকল্পে বাড়তি ব্যয় হবে প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

২৯ : আটকে পড়া পাকিস্তানিদের নাগরিকত্ব দিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ। —পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

৩০ : 'আমার বিচার কেউ করতে পারবে না।'—এরশাদ।

সেপ্টেম্বর ২০১০

০১ : সাংসদদের পছন্দ ল্যান্ড ক্রুজার ও প্রাডো। ৩ কোটি টাকার গাড়ি ৫০ লাখ টাকায়।

: সংসদীয় কমিটি গঠনে কার্যপ্রণালি বিধি লঙ্ঘন। অন্তত ২০ জন এমপির স্বার্থসংশ্লিষ্টতার অভিযোগ।

০৪ : গত ১১টি আদমশুমারিতে দেখা যায়, হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমেছে প্রায় ২৪ শতাংশ।

০৫ : অর্থমন্ত্রী অনলাইনে তাঁর সম্পত্তির হিসাব দিলেন। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটি ২৭ লাখ ২৫ হাজার ৬৪৬ টাকা এবং করযোগ্য আয় ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৪৯৬ টাকা। তিনি আয়কর দিয়েছেন ১৯ হাজার ১৩০ টাকা।

০৬ : মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ২০ জনকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা।

০৭ : গত পাঁচ মাসে ৪৬৫টি এনজিওর নিবন্ধন বাতিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এনজিওর নিবন্ধন বাতিল হয়েছে ১৯ বছরে ৫৬টি।

১২ : আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফের কাছ থেকে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে ১১ টন স্বর্ণ কিনেছে।

: কর ন্যায়পাল আইন বাতিল।

১৮ : নিউ ইয়র্কের পথে প্রধানমন্ত্রী

১৯ : আইনপ্রণেতাদের আইন প্রণয়নে আগ্রহ কম, হ্যাঁ বা না বলে দায়িত্ব শেষ। বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় দুই নেত্রীই সংসদে যান কম।

www.pathagar.com

২০ : নিউ ইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুমৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনার জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতিসংঘ পদক গ্রহণ করলেন।

২১ : সংবাদপত্রের সমালোচনায় সংসদ মুখর। সাংসদদের মন্তব্য মিডিয়া দেশে তথ্যসন্ত্রাস চালাচ্ছে। তলব করে সাংবাদিকদের কৈফিয়ত চাওয়া উচিত। সংসদ ঠুঁটো জগন্নাথ হতে পারে না।

: অবিলম্বে জলবায়ু তহবিল গঠন করতে হবে।—দক্ষিণ এশিয়া নেতাদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী।

২৩ : সৌদি আরবের জাতীয় দিবস অনুষ্ঠানে গোলাম আযমের মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ অন্যদের সঙ্গে মতবিনিময়।

২৬ : বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতসংক্রান্ত রোম ঘোষণার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।—জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী।

: মহীউদ্দীন খান আলমগীরের সংসদ সদস্য পদ বাতিল, গেজেটের কার্যকারিতা ছয় মাসের জন্য স্থগিত।

: সরকারি দলের প্রভাবশালীদের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপে ১৮ মাসে ৯ হাজার পদে নিয়োগ স্থগিত।

৩০ : মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলো প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে।—প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক।

অক্টোবর ২০১০

০২ : আদালত নয়, সংবিধান সংশোধনের কর্তৃত্ব সংসদের।—আ.লীগ ও বিএনপির এক সুর।

০৩ : বিদ্যুৎ বা জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ সংসদে কণ্ঠভোটে পাস।

০৪ : বাংলাদেশ এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ধর্মীয় পোশাক পরতে কাউকে বাধ্য করা যায় না।—হাইকোর্টের রায়।

০৯ : আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আতাউর রহমান কায়সারের (৭১) মৃত্যু।

১০ : নাটোরে শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপির হরতাল, ৪৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা।

: সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর (৬৮) মৃত্যু।

: কুমিল্লার যুবলীগের অন্তর্দ্বন্দ্বে আহত ৩০, আটক ১৫।

: রংপুরে ছাত্রলীগের দুই দলে সংঘর্ষ, রংপুর মেডিকেল কলেজ বন্ধ।

: পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি আগে, পরে জরিপ।

www.pathagar.com

: জনযুদ্ধের চার সদস্য গণপিটুনিতে নিহত।

১১ : সিরাজগঞ্জে বিএনপির সমাবেশের কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ছয়। নিহতদের পরিবারের কেউ খোঁজ নেয়নি। ট্রেনে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, যাত্রীদের মারধর, গণপিটুনিতে নিহত দুই। পুলিশ-র‍্যাবের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষ। 'এই ঘটনা বিরোধী দল ঘটিয়েছে,' বললেন যোগাযোগমন্ত্রী। 'এই ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত'—খালেদা জিয়া।

১২ : 'যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্টে মানি লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া দুর্নীতিবাজ ছেলে ও প্রাক্তন মন্ত্রীদের বাঁচানোর জন্য বিরোধীদলীয় নেত্রীর এখন লাশ প্রয়োজন। একজন মা কী করে তিন বছরের বেশি সময় তাঁর ছেলেদের না দেখে থাকতে পারেন? নিজ সন্তানের প্রতি যে মায়ের দরদ নেই, তাঁর কাছে জনগণ কী আশা করতে পারে? নাটোরের ঘটনা বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ঘটেনি, তার কী প্রমাণ!'—গণভবনে জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী।

: সিরাজগঞ্জ ট্রেনে হামলা-আগুন, মামলা, গ্রেপ্তার ২০; বিএনপির ৩৮ নেতাসহ আসামি ৩-৪ হাজার।

: শ্রমিকদের মধ্যে অস্থিরতা, ১২টি জেটি চালু হয়নি চট্টগ্রাম বন্দরে।

১৬ : রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর দুর্নীতির বড় কারণ রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও ব্যাংকারদের যোগসাজশ। খেলাপি ঋণের জন্য বেশি দায়ী সরকার।—ইন্টান্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারের বক্তব্য।

১৭ : নারীনেত্রী মির্জা আজিজা ইদরিসের (৮৫) মৃত্যু।

১৮ : আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রশিদের পদত্যাগ।

২০ : র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে দুই কথিত চরমপন্থী নিহত।

২১ : বিএনপিকে দায়ী করে রেলওয়ের তদন্ত প্রতিবেদন।

২৩ : আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর এ পর্যন্ত মোট ৬ হাজার ৫২৮টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মামলা মাত্র দুটি।—*প্রথম আলোর* সম্পাদকীয়।

: 'দুই নেত্রীকে এক টেবিলে বসানোর দায়িত্ব আপনাকে কে দিয়েছে? সরকার আমার বাড়ি কেড়ে নিচ্ছে, দুই ছেলেকে মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানোর চেষ্টা করছে, সেখানে কীভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার বৈঠকের উদ্যোগ নেন?'—নাজমুল হুদাকে খালেদা জিয়া।

www.pathagar.com

: জমি অধিগ্রহণ নিয়ে রূপগঞ্জ রণক্ষেত্র, সেনাক্যাম্প ও গাড়িতে আগুন। সেনা, পুলিশ সদস্যসহ আহত ৫০। হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ। ১০ বিক্ষোভকারী গুলিবিদ্ধ।

: আর্মি হাউজিং স্কিম এলাকায় স্থানীয় জমিমালিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হওয়ার কথা, একটি স্বার্থসন্ধানী মহল বাধা সৃষ্টি করছিল।—সেনাসদরের বক্তব্য।

: জাতিসংঘের ৬৫তম সাধারণ অধিবেশনের চতুর্থ কমিটির এক বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হবে।

২৪ : 'শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও ভৈরবকে জেলা করব।'—রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান।

২৬ : দুর্নীতি ধারণাসূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বাদশ। ২০০১ থেকে ২০০৫ সালে ছিল প্রথম, ২০০৬ সালে তৃতীয়, ২০০৭ সালে সপ্তম, ২০০৮ সালে দশম এবং ২০০৯ সালে ত্রয়োদশ।

: তল্লাশি আইন মানে না র‍্যাব ও পুলিশ। সুযোগ নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা।—*প্রথম আলোর* প্রতিবেদন।

৩০ : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সিবিএর নেতাদের দাপটে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অসহায়।

: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ছেড়ে দেওয়ায় দেশে সন্ত্রাস বেড়েছে।—বিএনপি মহাসচিব।

৩১ : কোকোর প্যারোল বাতিল, ঘুষের অর্থ বিদেশে লেনদেনের অভিযোগে দুদকের মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

: কল্যাণপুর খালের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে পারেনি পুলিশ। সরকারি দলের সাংসদের বাধার মুখে ফিরে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশ।

নভেম্বর ২০১০

০১ : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যবিধি ১০ সংশোধন করে ট্রাইব্যুনাল অতঃপর অভিযুক্ত অন্য মামলায় হেফাজতে থাকলে তাকে আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারবে।

০২ : 'মাসুল না দিলে ট্রানজিটে বাংলাদেশের লাভ নেই। ট্রানজিটের ওপর শুল্ক হতে পারে না এবং মাসুল-জাতীয় একটা অঙ্ক নেওয়া হয় এবং ভারতের কাছ থেকে তাই নেওয়া হবে।'—অর্থমন্ত্রী।

: ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীকে ফিরিয়ে এনে বিচার সম্পর্কে হাইকোর্টের বিভক্ত আদেশ।

www.pathagar.com

০৩ : 'নানা রকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মধ্যরাতে যখন সব মানুষ ঘুমায়, যখন বিদ্যুৎ ব্যবহার কম হয়, তখন লোডশেডিং হয়। আমি একটা উদাহরণ দিলাম। এমন আরও ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তারা ক্ষমতা হারানোর প্রতিশোধ নিতে চায় মানুষকে কষ্ট দিয়ে।'—'জেলহত্যার পুনর্বিচার ও খুনিদের ফাঁসি চাই' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

: স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো ফি না দিয়ে পরীক্ষা দিতে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও র‍্যাবের সংঘর্ষে আহত ৬০, আটক ১৭।

০৪ : চার বিচারপতির শপথ। দুই বিচারপতি মো. রুহুল কুদ্দুস ও মো. খসরুজ্জামানের শপথ গ্রহণ নিয়ে বিক্ষোভ করেন বিএনপি-সমর্থিত আইনজীবীরা। প্রধান বিচারপতির বক্তব্য সংবিধান রক্ষা করার জন্য তাঁদের শপথ দেওয়া হয়েছে।

: আ.লীগের সাংসদ শেখ ফজলে নূর তাপসকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে পাঁচ সেনা কর্মকর্তার সামরিক আইনে সাজা এবং সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুতি। এঁরা হলেন: মেজর হেলাল, ক্যাপ্টেন রেজাউল করিম, ক্যাপ্টেন রাজিব, ক্যাপ্টেন ফুয়াদ ও ক্যাপ্টেন সুবায়েল।

: সমীক্ষায় লাভজনক হলে ট্রানজিট মেনে নেবে বিএনপি।

০৫ : 'আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকারের সময় "ষড়যন্ত্র" নিয়ে এত অভিযোগ তোলা হয়েছে যে ষড়যন্ত্রের মতো গুরুতর একটা বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্ব হারিয়েছে।...আমরা আশা করব, সরকার দ্রুত এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়ে প্রমাণ করবে যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের যথার্থতা রয়েছে।' মধ্যরাতে লোডশেডিংয়ের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের ওপর *প্রথম আলোর* সম্পাদকীয়।

: নেতৃস্থানীয় রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৩২ বোর পিস্তল জনপ্রিয়, মূল্য ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা।

০৭ : বিচার বিভাগের শতাধিক কর্মকর্তা এখনো সম্পদের তথ্য জানাননি।

০৮ : আন্দামান কারাগারে এখনো বন্দী ৩০০ বাংলাদেশি।

: কক্সবাজারে, অস্ত্র তৈরির কারখানা জব্দ।

০৯ : সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজে তাণ্ডবের ঘটনায় ৩৪ শিবির ক্যাডার গ্রেপ্তার।

১০ : বান্দরবানে বিডিআর বিদ্রোহের মামলায় ১০ রাইফেলসের ৩৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা।

: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন বিমানবাহিনীর প্যাসিফিক কমান্ডার জেনারেল

www.pathagar.com

নর্থের সাক্ষাৎ। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবে যুক্তরাষ্ট্র।

১১ : নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখায় যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী *গ্ল্যামার*-এর বিচারে বর্ষসেরা নারী শেখ হাসিনা।

১৩ : খালেদা জিয়া বলেন, 'আমাকে এক কাপড়ে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত, লজ্জিতবোধ করছি।' তারেক রহমান বলেন, 'সরকারপ্রধান ব্যক্তিগত জেদের বশবর্তী হয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ, ১৬ গাড়িতে আগুন, ৩০ গাড়ি ভাঙচুর, পুলিশের লাঠিপেটা, ২১ জন আটক। সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক।

: স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে হরতাল ডাকা রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব।—আ.লীগ।

১৪ : খালেদা জিয়াকে যদি টেনে-হিঁচড়ে ও জোর করে বের করে দেওয়া হতো তাহলে সংবাদ সম্মেলনে তাঁর বেশভূষায় তা ফুটে উঠত।—স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

১৫ : বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সর্বোচ্চসংখ্যক শান্তিকর্তা পাঠিয়েছে, ১০ হাজার ৭৪৮ জনের মধ্যে ১৬৭ জন মহিলা।

১৬ : গোপন অবস্থান থেকে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে গ্রেপ্তার। আদালতে বিএনপি নেতা দুবার 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি উচ্চারণ করে বলেন, তিনি থাকলে কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারত না।

ডিসেম্বর ২০১০

০২ : রাশিয়া, বেলজিয়াম ও জাপান থেকে ১২ দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন।

: 'এই সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'—পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে সন্তু লারমা।

০৫ : গরিব মানুষের রক্ত চুষে খেলে ধরা খেতে হয়, তদন্ত হওয়া উচিত।— ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

: জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের অর্থের মূল উৎস সৌদি আরব।—উইকিলিকসের বক্তব্য।

০৯ : 'এত সম্পদ কোথায় পেলেন, জবাব দিতে হবে।' খালেদা জিয়ার আয়কর ফাইল খতিয়ে দেখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর।

: দেশে দুর্নীতির শীর্ষে পুলিশ। পরে জনপ্রশাসন।—টিআইবির সমীক্ষায় জনগণের অভিমত।

১০ : 'খালেদা জিয়ার সেনানিবাসের বাড়ির মালামাল নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর

www.pathagar.com

দেওয়া বক্তব্য অসংসদীয় ও শিষ্টাচারবহির্ভূত।'—বিএনপি মহাসচিব তিনি শেখ হাসিনার পরিবারের সম্পত্তির উৎস নিয়ে প্রশ্ন করেন। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা ১৫টি মামলা এবং তাঁর স্বামী ও তাঁর বোনের লন্ডনে বাড়ি নির্মাণের আয়ের উৎস পরবর্তী সরকার খতিয়ে দেখবে।

১৩ : যুদ্ধাপরাধের বিচার দ্রুত নিশ্চিত করতে যে ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা এখনো অনেকটাই অনুপস্থিত।—ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ডা. এম এ হাসান।

: *দি ইকোনমিস্ট* পত্রিকার বিশেষ বিভাগ ইকোনমিক ইনটেলিজেন্স ইউনিটের ২০১০ সালের গণতন্ত্র সূচকের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সংকর শাসনব্যবস্থা চলছে, যদিও আট ধাপ এগিয়ে এবার সে ৮৩তম স্থানে।

২২ : র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছে ৬৯ জন। গত বছরে এই সংখ্যা ছিল ৬৯৩।

২৩ : থানা জরিপে বিচার বিভাগ সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত।

: দেশের সার্বিক অর্থনীতির ৫০ ভাগ দুর্নীতিগ্রস্ত।—দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান।

২৭ : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শেখ মুজিব সিটি নির্মাণের পক্ষে-বিপক্ষে শ্রীনগর, দোহার ও নবাবগঞ্জে অবরোধ, বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মানববন্ধন ।

: দেশে আইনের শাসন নেই। কাউকে ধরলেই রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশে অঘোষিত ফ্যাসিজম চলছে।—এক গোলটেবিল বৈঠকে সুজন সহসভাপতি হাফিজুদ্দিন।

২৮ : মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ১৮টি প্রতিষ্ঠানের ১৫টিই বন্ধ। মাসে আয় ১৯ লাখ, ব্যয় ৯০ লাখ। ঋণ ১৩০ কোটি টাকা।

: ঢাবিতে মুক্তিযোদ্ধা অজিত রায়ের আমরণ অনশন। যুদ্ধাহত ভাতার জন্য ২০০৯ সালে আবেদন করে তা পাননি।

২৯ : এরশাদের বিচার হওয়া উচিত।—সপ্তম সংশোধনী বাতিলের পূর্ণাঙ্গ রায়।

: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ১৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। বাস্তবায়নে মোট ব্যয়ের ৯৬ দশমিক ৬ শতাংশ আসবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে।

: বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘের শান্তি প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করে বছরে প্রায় ৪০০ কোটি আয় করেছে।

৩০ : সম্পদের হিসাব দিলেন প্রধান বিচারপতি।

www.pathagar.com

২০১১

জানুয়ারি ২০১১

০১ : সচিবালয়ে গত দুই বছরের মধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির পরিবর্তে ফাইল চালাচালি হচ্ছে অ্যানালগ পদ্ধতিতেই।

০২ : দুস্থদের পুনর্বাসন করে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করা হবে।—প্রধানমন্ত্রী।

০৪ : যুক্তরাষ্ট্রের চাপে বোয়িং কেনার চুক্তি করে বাংলাদেশ।—*নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর প্রতিবেদন।

: পাঁচ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ২০ শতাংশ।

০৫ : পাবনায় জেলা প্রশাসনের নিয়োগ পরীক্ষা ভণ্ডুলের ঘটনায় ছাত্রলীগ-যুবলীগের ৩১ নেতা-কর্মী খালাস।

০৬ : এমপি-মন্ত্রীদের সম্পদের হিসাব দেওয়া হলো না।

: ২০১০ সালে মাসে গড়ে ৩২৫ খুন, ৬২ ডাকাতি, ৮২ দস্যুতা এবং ১ হাজার ২০০ নির্যাতনের মামলা দায়ের। ৭৬ শতাংশ মামলা টেকেনি।

০৭ : ১ বছরে বিএসএফের গুলিতে নিহত ৩৬, আহত শতাধিক।

০৮ : 'শাসক নয়, সেবক হিসেবে এসেছি। আমরা নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করেছি। আওয়ামী লীগ থাকলে মঙ্গা থাকে না। রংপুরের সব দায়িত্ব আমার। বউ হিসেবে একটা দায়িত্ব তো আছে।'—রংপুরের সমাবেশে এরশাদকে পাশে রেখে প্রধানমন্ত্রী।

: সম্পদের হিসাব দিলেন দুই বিচারপতি। অর্থমন্ত্রী ছাড়া সম্পদের হিসাব দেননি মন্ত্রী-এমপিরা।

১২ : ৭২ পৌরসভায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। দক্ষিণ-পশ্চিমে আ.লীগ এবং উত্তরে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ। আ.লীগের জনপ্রিয়তা কমেছে, বিএনপির বাড়েনি।

২০ : শেয়ারবাজারে পাঁচ মিনিটে ৬০০ পয়েন্ট পতন। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, শেয়ারবাজার বন্ধ।

২১ : ২৪২টি পৌরসভা নির্বাচনে মেয়রপদে নির্বাচিত একমাত্র নারী রাজশাহীর চারঘাটের নার্গিস খাতুন।

: 'শেয়ারবাজার অস্থিরতার জন্য এসইসি ও আমার ভুল ছিল।'—অর্থমন্ত্রী।

২৪ : এখনকার ছাত্রনেতারা এসি বাড়িতে থাকে, ভাবলে অবাক লাগে।—তোফায়েল আহমেদ গণ-অভ্যুত্থান দিবসে।

২৬ : প্রধানমন্ত্রীকে যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমনসের স্পিকার জন বারকাফ 'গ্লোবাল ডাইভারসিটি অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেন।

www.pathagar.com

৩০ : প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে স্বাধীনতাস্তম্ভ প্রকল্প নির্মাণ কমিটির ছয়জন বিশেষজ্ঞের পদত্যাগ।

ফেব্রুয়ারি ২০১১

০৬ : হরতাল নিয়ে উত্তেজনা। ঢাকায় বাসে আগুন, কয়েকটি জেলায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ। ১৯ ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা।

১৪ : সংসদে উত্থাপিত ২৬টি প্রশ্নের মধ্যে উপস্থিত থেকে পাঁচজন সাংসদ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বাকি ২১ জন অনুপস্থিত ছিলেন।

: দেশের চারটি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং বাকি ১৯টি জেলা কারাগারে ১৯৭১ সালের রাজাকার, আলবদর, আলশামসসহ প্রায় ৩৭ হাজার যুদ্ধাপরাধীকে বন্দী করা হয়। এ পর্যন্ত ৭৭৫ জনের নাম-ঠিকানা জোগাড় করা হয়েছে।

১৭ : বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১-এর দুই ঘণ্টার বেশি দীর্ঘ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অধিনায়কেরা মাঠে ঢুকলেন আলোর মালা পরা রিকশায় চড়ে। বিএনপির নেত্রীসহ কোনো সংসদ সদস্য অনুষ্ঠানে যাননি। বিরোধীদলীয় নেত্রীকে একটা টিকিট দেওয়া ঠিক হয়নি।—সাবের হোসেন চৌধুরী।

২০ : সরকারি ও আধা সরকারি কার্যালয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতির পরিবর্তে কেবল শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি স্থাপনের বিধানসংবলিত বিল চূড়ান্ত।

২১ : টাঙ্গাইলের গোপালপুর, বরিশালের হিজলা, আশকারি, রাজাপুর ও কুমিল্লা জেলার তিতাসে শহীদ মিনার ভাঙার ঘটনা।

২৩ : কলকাতা বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষমূর্তি উন্মোচন।

: ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধের মূর্তির উদ্বোধন।

: সর্বোচ্চ আদালতে প্রথম নারী বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা।

: রাজশাহী প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনারের বেদিতে পা রাখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অগ্রণী স্কুলের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় এলাকাবাসীর ত্রিমুখী সংঘর্ষে আহত ২০। রুয়েট বন্ধ ঘোষণা।

২৪ : ঢাকার পরমাণু শক্তি কমিশনে পারমাণবিক চুল্লি স্থাপনে রাশিয়ার সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

২৫. : উচ্চ আদালতে বন্ধ হচ্ছে না জালিয়াতি, নকল কাগজ দিয়ে জামিন।

: গত বছরের তুলনায় খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ২২৭ কোটি টাকা।

www.pathagar.com

২৬ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের ডিভিশন অব ওশন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ল অব দ্য সি বিভাগে বঙ্গোপসাগরে ৪০০-৪৬০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্রসীমার দাবি পেশ করেন।

: 'পিলখানা হত্যাকাণ্ডে কারা জড়িত, তা খালেদা জিয়াই ভালো করে বলতে পারবেন। নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলাকালে তিনি কোথায় ছিলেন, তা তদন্ত করলেই পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের মুখোশ খুলে পড়বে।—এলজিআরডি মন্ত্রী।

২৮ : ইসলামী ব্যাংক তার লাভের ৮ ভাগ জঙ্গিবাদের পেছনে ব্যয় করছে।—স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

মার্চ ২০১১

০১ : গত তিন মাসে শুধু কাশিমপুর কারাগারে আটক সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে ১৮টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে কারা কর্তৃপক্ষ।

০২ : অধ্যাপক ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে অপসারিত। মার্কিন দূতাবাস ও ফ্রেন্ডস অব গ্রামীণের উদ্বেগ।

০৩ : ইউনূসকে অন্যায়ভাবে অপসারণ করা হয়নি। বেআইনিভাবে তিনি তিনটি শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতে সরকারের কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ বা রাজনৈতিক কোনো কারণ ছিল না।—অর্থমন্ত্রী।

০৪ : ইউনূসের অপসারণে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরবে না।—প্রধানমন্ত্রী।

: বিএনপি জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক। তারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি। এ দল যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে কাজ করছে। এ দল করা ভুল ছিল।... জিয়াউর রহমান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেউই স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি।—*সমকাল*কে শাজাহান সিরাজ।

০৭ : এক-এগারোর সময় ড. ইউনূস ও একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে চেয়েছিলেন। ড. ইউনূস সেই সময় বিদেশে যাওয়ার আগে ৮০ জনের নামের একটা তালিকা ওই সম্পাদকের হাতে তুলে দিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। যোগাযোগ করলে ৮০ জনের মধ্যে ৭৯ জনই দল গঠন করতে রাজি হননি। এ কারণে ড. ইউনূস দল করবেন না বলে ঘোষণা দিতে বাধ্য হন। ওই সম্পাদকের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার কথা ছিল।—সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম।

০৮ : শেখ হাসিনা ও সন্তু লারমার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত

www.pathagar.com

ছিল।—সাংবাদিকদের অ্যাটর্নি জেনারেল।

০৯ : 'মহাজোট সরকার আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করতে চায়। আমরা বলে দিতে চাই, এটা আমরা মানব না। আদালত যেন বুঝেশুনে রায় দেন।'—খালেদা জিয়া।

১২ : 'উপজেলায় থাকতে অসুবিধা হলে চাকরি ছেড়ে দিন।'—ডাক্তারদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী।

১৪ : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সংঘর্ষে গুলি, ভাঙচুর, আহত ২০।

১৫ : একটানা ৭৪ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকার পর সংসদে যোগ দিয়েই বিএনপির ওয়াক আউট।

: বিরোধীদলীয় নেত্রীর মুখে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের কথা মানায় না।—সংসদে মতিয়া চৌধুরী।

: কক্সবাজার কলেজে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ, অধ্যক্ষসহ আহত ৩০।

১৬ : এক সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী সব মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী ও ছয় সিটি করপোরেশনের মেয়রদের এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পদের হিসাব দেওয়ার কথা বলেছেন। প্রধান বিচারপতিকেও লিখিতভাবে অনুরোধ করা হবে বলে তিনি জানান।

১৮ : প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির সঙ্গে দেখা করে কী কী বিষয়ে চুক্তি হতে যাচ্ছে, কোন পক্ষ কী পেতে যাচ্ছে, কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে ইত্যাদি সম্পর্কে জানান। রিজভী জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান প্রলম্বিত করার পরিকল্পনা তিনি ভণ্ডুল করে দিয়েছেন। ১৬ মার্চ এসব তথ্য উইকিলিকস এক তারবার্তায় প্রকাশ করে।—*প্রথম আলোর* প্রতিবেদন।

১৯ : জঙ্গি কার্যক্রম ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য ৫৫২টির এনজিওর রেজিস্ট্রেশন বাতিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তে ১ হাজার ২০৪টি এনজিওর নাম এসেছে, যারা তাদের অবৈধ কাজকর্ম চালিয়ে আসছে।

২২ : অনুমোদিত ৫৩ এনজিওর মধ্যে ৪০টি অনভিজ্ঞ।

: কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন করা হবে না।—প্রধানমন্ত্রী।

২৩ : সংসদে জিয়াকে খুনি বলা যাবে না।—স্পিকার।

২৫ : রাষ্ট্রধর্ম ও বিসমিল্লাহ সংবিধানের মূল নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।—রাশেদ খান মেনন।

২৮ : ঢাকায় রিকশাচালকদের তাণ্ডব, পুলিশ নির্বিকার। ৫ শতাধিক গাড়ি ভাঙচুর।

www.pathagar.com

: একাত্তরে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের প্রতিবেদন ওয়াশিংটন বিশ্বাস করেনি।—হেনরি প্রেখটের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন থেকে।

৩০ : ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২১ হাজার কোটি টাকার কর ফাঁকি।—টিআইবি।

এপ্রিল ২০১১

০৩ : যশোরে হরতাল-সমর্থক ও পুলিশের সংঘর্ষে মাদ্রাসাছাত্র নিহত।

০৪ : নারীনীতির বিরুদ্ধে হরতালে হাটহাজারী, ফরিদপুর ও নারায়ণগঞ্জে তাণ্ডব।

০৭ : ৩২ বছরেও পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র দিতে পারেনি ছাত্রদল।

: উপপরিচালক সহিদার রহমানকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সিবিএর সম্পাদকসহ ১০ নেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

০৮ : ট্রানজিট বিধিমালা চূড়ান্ত। ফি নয়, নেওয়া হবে পথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়। প্রতি ১০০ কিলোমিটারে ট্রাকপ্রতি ১১.৬ ডলার, বড় বাসের জন্য পাঁচ ডলার। জাহাজ চলাচলের জন্য কোনো ফি লাগবে না।

: যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বিচারের আগে দীর্ঘ আটক, কারাগারে বন্দীদের দুর্দশা, নাগরিকের গোপনীয়তার ওপর হস্তক্ষেপ, বিচার বিভাগকে রাজনীতিকরণ, বাক্স্বাধীনতার সংকোচন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। তবে সেই সহিংসতার বেশির ভাগ ঘটনাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে ঘটছে এবং ধর্মীয় কারণ তেমন নেই।

০৯ : শেয়ার কেলেঙ্কারির ক্ষমতাবানদের নাম প্রকাশে রহস্যময়তা। পিলে চমকানো তথ্য আছে।—তদন্ত কমিশন চেয়ারম্যান ইব্রাহিম খালেদ।

১১ : রাজবাড়ির স্থানীয় মাদ্রাসার কারি ও মুফতিদের ফতোয়ার কারণে রাজবাড়ির ২৮ জন বাউলকে দাড়ি ও চুল কেটে ফেলতে বাধ্য করা হয়। ৯০ বছর বয়সী বাউল আজগর আলী বলেন, 'যে অপমান ওরা করেছে, এর চেয়ে ক্রসফায়ারও ভালো।'

১২ : ম্যাজিস্ট্রেটকে মারধর করার জন্য কক্সবাজার-৪ আসনের সাংসদ বদির বিরুদ্ধে মামলা।

২০ : দুই রাজনৈতিক দলে সাংগঠনিক শৈথিল্য। আ.লীগের ছয় মহানগর কমিটির মেয়াদ নেই। ঢাকা ও রংপুর মহানগরে বিএনপির কোনো কমিটি নেই।

www.pathagar.com

: প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গাকে শরণার্থীর মর্যাদা দিতে দাতাদের চাপ।

: ভোটার তালিকায় ১০ উলফা সদস্যের নাম থাকার অভিযোগ সত্য।—নির্বাচন কমিশনের তদন্ত

২২ : জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের আদিবাসীবিষয়ক স্থায়ী ফোরামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় এখন সেখানে চুক্তির আগের সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সেখানকার আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়নি।

২৩ : ট্রানজিট এখনই নয়। সরকারের বিশেষ কমিটির প্রতিবেদন: প্রয়োজন ৫০ হাজার কোটি টাকা। সড়কপথে সাতটি রুটে ১১ হাজার ৯৪১ কোটি, রেলপথে সাতটি রুটে ৩২ হাজার ২৩ কোটি এবং নৌপথে তিনটি রুটে ১ হাজার ১৬১ কোটি টাকা। ভারত ট্রানজিট মাসুল দিতে প্রস্তুত।

: ১৯৭০ সালে ৫১ ভাগ সাংসদ আইনজীবী ছিলেন। এবারের সংসদে এ সংখ্যা ১১ শতাংশ। ভবিষ্যতে অবসরপ্রাপ্ত সেনা, বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশের কর্মকর্তারা রাজনীতিতে আসতে শুরু করবেন। সংসদে তখন হয়তো সাংসদ হিসেবে আইনজীবীকে পাওয়া যাবে না। আইনজীবীদের একটি প্যানেল নিয়োগ দিতে হবে।—*প্রথম আলোর* কার্যালয়ে স্পিকার আবদুল হামিদ।

২৪ : মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধ্বংস করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।—২০০১ নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা নিয়ে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট।

২৫ : গ্রামীণ ব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদন। তহবিল স্থানান্তরে অনিয়ম হয়নি।—অর্থমন্ত্রী।

২৬ : ঢাবিতে ছাত্রলীগের দুই দলের সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি গুলি, আহত ৭৫। নেপথ্যে টেন্ডারবাজি ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

: সংসদের সংবিধানবিষয়ক বিশেষ কমিটির বৈঠকে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেন, সংবিধানে মুজিবের পাশাপাশি জিয়ার নামও রাখা উচিত, আদালতে প্রধানমন্ত্রীর অধীন রাখার বিধান সংশোধন করতে হবে, সংবিধানে ইজম আনা যাবে না এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ তিন মাসে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

২৮ : পদ্মা সেতু নির্মাণে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে ১২০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি।

মে ২০১১

০২ : ছাত্রলীগের কোন্দল, সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি মামলায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি

www.pathagar.com

এড়াতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল বিএম কলেজ বন্ধ ঘোষণা।

: রংপুরে যুবদল নেতা মোশাররফ হোসেন পদ্মকে (৩০) হত্যা করে তাঁর দুই হাতের কবজি কেটে উল্লাস করে হত্যাকারীরা।

: লাদেন মারা গেছে। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে সে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের সন্ত্রাসী বানানোর অপচেষ্টা করেছে।—মন্ত্রিসভার বৈঠকে শেখ হাসিনা

: আমেরিকা যা চায় তা করতে পারে।—ওবামা

০৩ : যুদ্ধাপরাধবিষয়ক মার্কিন দূত স্টিফেন র‍্যাপ বলেন, ১৯৭৩ সালের ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল আইনে মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া নেই। সাক্ষীদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে তিনি জরুরি মনে করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের বিষয়টি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার বিধান থাকা উচিত।

০৪ : প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্থায়ী ভবন নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন।

০৭ : স্বল্পোন্নত দেশবিষয়ক চতুর্থ জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর তুরস্ক যাত্রা।

: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্বল অবস্থানে বাংলাদেশ। আইন প্রণয়নে যতটা ভালো, আইন প্রয়োগে ততটাই খারাপ।—গ্লোবাল ইন্টিগ্রিটির প্রতিবেদন।

: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জোর করে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করা ২৩২ কোটি টাকা কবে ফেরত দেওয়া হবে, কেউ জানে না।—*সমকাল*-এর প্রতিবেদন

০৯ : গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করছে ১৬ থেকে ১৭ হাজার পাসপোর্টধারী বিদেশি। প্রতি মাসে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ ১৮টি দেশে হাজার কোটি টাকার ওপর অর্থ চলে যাচ্ছে।

১০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবৈধ। তবে দুটি সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে। প্রধান বিচারপতিকে না জড়ানোর পরামর্শ।—আপিল বিভাগের রায়

: এই রায়ের আলোকে সংবিধান সংশোধনী আনতে হবে, অন্যথায় দেশে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হবে।—ড. আকবর আলি খান

: '২০০৪ সালের ২৬ মার্চ থেকে র‍্যাব গঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ৬২২ জনকে হত্যা করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময় এই হত্যার সংখ্যা প্রায় ২০০। ক্রসফায়ার বন্ধ না হলে র‍্যাব বিলুপ্ত করুন। র‍্যাবের কর্মকর্তা বেসামরিক হতে হবে।'—হিউম্যান রাইট ওয়াচের প্রতিবেদন।

: 'প্রতিবেদনে উল্লেখিত সংখ্যা সত্য নয়।—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

www.pathagar.com

১২ : ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পদত্যাগ। বয়সসীমা অতিক্রম করার পরও ১২ বছর ধরে প্রধান নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকার কখনোই তাঁর ওপর কোনো নিয়মকানুন আরোপ করেনি। বিদেশ ভ্রমণ করতে তিনি কোনো দিন অনুমোদন নেননি। সর্বোচ্চ আদালত তাঁর আবেদন নাকচ করলেও তিনি অফিস করলে সরকার কিছু বলেনি।

: ফতোয়া নিষিদ্ধ নয়, তবে মানতে বাধ্য করা যাবে না।—আপিল বিভাগ

: আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি শাহ আবু নাঈমের পদত্যাগ।

১৪ : ২ লাখ বিদেশি বেসরকারি কোম্পানিতে অনুমোদন ব্যতিরেকে কাজ করছে।

: রাজধানীর কাকরাইলে বিচারপতিদের জন্য বহুতল ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আইনমন্ত্রী: 'বিচার বিভাগ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু ৬৪ জেলায় বিচারকেরা সময়মতো এজলাসে বসছেন কি না, কী পরিমাণ মামলা তাঁরা নিষ্পত্তি করছেন, তা কে তদারক করছেন?' প্রধান বিচারপতি বলেন, বিচার বিভাগ হাত-পা বেঁধে সাঁতার কাটার মতো স্বাধীনতা পেয়েছে।

১৫ : এরশাদের সামরিক শাসন অবৈধ। হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগে বহাল।

: সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সপ্তম সংশোধনী আনা হয়।—এরশাদ

১৬ : ট্রুথ কমিশন অবৈধ। হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগে বহাল।

: পূর্বাচল উপশহরকে কেন্দ্র করে অর্ধশত হাউজিং কোম্পানি তৎপর। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনোটিরই রাজউকের অনুমোদন নেই।

১৭ : 'ইংল্যান্ডে বিচারপতিরা প্রধানমন্ত্রীর দ্বিগুণ বেতন পান। অনেক দেশেই বিচারপতিদের বেতন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউ বলতে পারে না, আমিও পারছি না।'—বিদায়ী প্রধান বিচারপতি।

১৮ : প্রধান বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয়ের কথা বললেন।

: প্রাক্তন বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের কুশপুত্তলিকা দাহ করে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি। সমিতির সভাপতির মতে তিনি দেশকে সাংবিধানিক সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

: সংখ্যালঘু উর্দুভাষীরা পূর্ণ অধিকার চায়। 'উর্দু সাহিত্যের যে বিশাল ভান্ডার আছে, তা না জেনে নতুন প্রজন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু বিভাগের নাম পরিবর্তনের দাবি তুলেছে।'—অধ্যাপক আকমল হোসেন।

১৯ : সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য

www.pathagar.com

সরকারের ওপর জাতিসংঘের চাপ। দুই প্রতিমন্ত্রী ও তিন এমপি আদিবাসী নামকরণের পক্ষে।

২০ : *নিউজ উইক* পত্রিকায় একটি নিবন্ধে ড. আবদুল কাদির খান বলেন, ১৯৭১ সালে যদি পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা থাকত, তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারত না।

২৩ : শেয়ারবাজার কারসাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় সংসদে বিক্ষোভ। দু-একজন মানুষের অপকর্মের দায় পুরো সরকার নিতে পারে না।'—শেখ সেলিম।

২৬ : শেয়ারবাজারে ২৬ মাসের সর্বনিম্ন লেনদেন। অবস্থান ধর্মঘট।

: ক্ষুদ্রঋণের ধারণার অপব্যবহার করেছে অনেক প্রতিষ্ঠান।—বিবিসিকে ড. ইউনূস।

: পাঁচ বছরে ৪৭০ কোটি ডলার সহায়তা দেবে এডিবি।

৩১ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা রাখার আর সুযোগ নেই। ওয়েস্টমিনস্টার-ব্যবস্থায় যেভাবে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ শেষ হয়, সেভাবেই দেশ চলবে।—প্রধানমন্ত্রী।

জুন ২০১১

০২ : তারেকের বিরুদ্ধে মুদ্রা পাচারের মামলা চলবে।—সুপ্রিম কোর্ট।

: আগামী নির্বাচন কার অধীনে হবে রাষ্ট্রপতি সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত নিতে পারেন। অ্যাটর্নি জেনারেলও তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করতে পারেন।—ড. আকবর আলি খান।

০৪ : 'আদালতের রায় মানা সাংসদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হলে টানা আন্দোলন। খায়রুল হক নিরপেক্ষ নন। আমি ও ড. ইউনূস এই বিচারপতির কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাইনি।'—সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া।

০৫ : বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ছাড়া শান্তিপূর্ণ হরতাল। ঢাকায় বিএনপিকে নামতে দেয়নি পুলিশ।

০৬ : পদ্মা সেতু নির্মাণে সরকার বিশ্বব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ও জাপানের পর এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে ৬১ কোটি ৫০ লাখ ডলারের চুক্তি করেছে।

: মুজিবনগর সরকারের কর্মচারীর ভুয়া সনদে চাকরি নেওয়া ১৩ জন সাবরেজিস্ট্রার বরখাস্ত।

www.pathagar.com

: হিযবুত তাহ্‌রীরের ২৭ সদস্য গ্রেপ্তার। এরা রাজধানীর বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

০৭ : গত সাত বছরে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে অর্থ নিয়েছেন ২৪ জন বিচারপতি।

০৮ : 'অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, উন্নয়ন ও উৎপাদনের বাজেট চাই।'—বিরোধী দলের বাজেট প্রস্তাবে খালেদা জিয়া।

: 'বাজেট-ভাবনা নিয়ে তিনি সংসদে বললে কিছু গ্রহণ করা যেত।'—প্রধানমন্ত্রী

: ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়া কেন অসাংবিধানিক নয়?—হাইকোর্টের রুল।

: মন্ত্রী-এমপিদের গাড়িবিলাস। এ পর্যন্ত ১৬৫টি গাড়ি এসেছে, যার প্রতিটির মূল্য দেড় থেকে ৫ কোটি টাকা।

১১ : বিএনপি-জামায়াতের টানা ৩৬ ঘণ্টার হরতাল। ১১ গাড়িতে আগুন, ৫২ জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের সরাসরি বিচারে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড। ৩৭ নেতা-কর্মী আটক।

১২ : তাৎক্ষণিক বিচারে সারা দেশে আরও ৫৮ জনের সাজা। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান নিয়ে নানা প্রশ্ন। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন ও পানিসম্পদমন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন গ্রেপ্তার। সারা দেশে ব্যাপক সংঘর্ষ, আহত ১২০, আটক ১৩০।

: যে ২৬টি মন্ত্রণালয় গত অর্থবছরে বরাদ্দকৃত টাকা ব্যয় করতে পারেনি, অর্থমন্ত্রীর তাদের নাম বলা উচিত ছিল।—সংসদে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।

: দেশের সিংহভাগ অর্থের মালিক কয়েক হাজার পরিবার। সম্পদশালী কয়েকটি পরিবার সরকারের পরিকল্পনায় সহায়তা করে। তারা অত্যন্ত মেধাবী এবং চৌর্যবৃত্তিতে পরিপক্ব।—বাজেট বিশ্লেষণে ইব্রাহিম খালেদ।

১৩ : কারাগারে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা ল্যাপটপ ব্যবহার করে তাদের অপরাধকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ডান্ডাবেড়ি পরানোর কথা থাকলেও তা করা হয়নি।—*ইত্তেফাক*।

: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন সংসদের একমাত্র স্বতন্ত্র সদস্য ফজলুল আজিমকে বনদস্যু বললে তিনি ওয়াক আউট করে তিন মিনিট পর ফিরে এসে বলেন, 'আমি যদি বনদস্যু হই তাহলে এই ৩০০ সংসদ সদস্য কী?' স্পিকার বলেন, মন্ত্রীর বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করা হয়েছে।

১৪ : মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি নিতে ভুয়া সনদ ব্যবহার। শিক্ষক পদে ১৫২

www.pathagar.com

প্রার্থীর মুক্তিযোদ্ধা সনদ ভুয়া।

১৮ : মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধনিষ্পত্তি আগামী বছরে, ভারতের সঙ্গে সময় লাগবে।—*ভোরের কাগজ*।

: 'আমার প্রশ্ন হলো, কে বেশি দেশপ্রেমিক এবং দেশের স্বার্থের বিষয়টি আমার চেয়ে কে বেশি ভাবে?'—আগারগাঁওয়ে বিনিয়োগ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে তেল-গ্যাস, খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সমালোচনা করে শেখ হাসিনা।

২০ : বাবর, মুফতি হান্নানসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে কিবরিয়া হত্যা মামলায় চার্জশিট। আসল অপরাধীদের আড়াল করা হয়েছে।—আসমা কিবরিয়া।

: রাষ্ট্রধর্মের বিরোধিতা করে এ কে খন্দকার ও আবুল মাল আবদুল মুহিত মত প্রকাশ করলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা তো এরশাদ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। যখন এই ধারা সংবিধানে সংযোজিত হয়, তখন বিরোধিতা করেননি কেন? আসেননি বঙ্গবন্ধুর জানাজায়, কেউ গেছেন জিয়ার খাল কাটায়।'

: যেখানে প্রধানমন্ত্রী ঘন্টার পর ঘন্টা সংসদে বসে থাকতে পারেন, সেখানে মন্ত্রীরা এমন কী কাজ করেন যে সংসদে এলে তাঁদের সময় নষ্ট হয়। বাজেটের ওপর আলোচনা হচ্ছে অথচ অর্থমন্ত্রী নেই, পরিকল্পনামন্ত্রী নেই।—পয়েন্ট অব অর্ডারে সংসদে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।

২৩ : কোকোর ছয় বছর জেল। ৩৮ কোটি ৮৩ লাখ টাকা জরিমানা। সহ-আসামি সায়মনের একই সাজা।

: উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সাজানো রায়।—বিএনপি।

: পুঁজিবাজারে অস্থিরতার দায় সরকার এড়াতে পারে না।—সংসদে মতিয়া চৌধুরী।

: ভেবেচিন্তে না দিলে ট্রানজিট আত্মঘাতী হতে পারে।—সেমিনারে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য।

: সংশোধিত সংবিধানে বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি—বাক্যটি পরিবর্তন করতে হবে। কারণ, আদিবাসীরা নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি, কিন্তু জাতি হিসেবে বাঙালি নয়।'—সন্তু লারমা।

২৫ : প্রাক্তন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীকে ঘুষ দেওয়ার অপরাধে কানাডার এক আদালত সে দেশের নাইকো কোম্পানিকে ৭১ কোটি টাকা জরিমানা করে।

২৭ : পিলখানা বিডিআরে বিদ্রোহের দায়ে ২৪ ব্যাটালিয়নের ৬৫৭ জনের সাজা, সর্বোচ্চ দণ্ড ১০৮ জনের। নয়জন খালাস।

২৮ : 'শেয়ারবাজার বিপর্যয়ে দায়ীদের বিচার হবে। সংবিধান নিয়ে ন্যায্য কথা

www.pathagar.com

বললে বিবেচনা করব।'—সংসদে প্রধানমন্ত্রী।

: প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া হত্যাকাণ্ডের সম্পূরক চার্জশিটের বিরুদ্ধে স্ত্রী আসমা কিবরিয়ার নারাজি আবেদন।

: আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে সংসদে আলোচনা না হওয়া নেতিবাচক।

৩০ : দুপুর দুইটা ৫০ মিনিটে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১ জাতীয় সংসদে ২৯-০১ ভোটে পাস। বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম বহাল, যা দুই সামরিক শাসকের আমলে যুক্ত করা হয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা বাতিল।

: ভারতে নিযুক্ত বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত টিমোথি রোমার বলেন, বাংলাদেশ বিষয়ে তাঁরা (যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত) ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন।

: হিযবুত তাহ্‌রীরের দাওয়াত অনুষ্ঠানে ঢাবির চার ছাত্রসহ ২২ কর্মী গ্রেপ্তার।

: 'সংবিধান সংশোধন করে জনগণের ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছি।'—প্রধানমন্ত্রী।

: 'সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনে আমরা শতভাগ সন্তুষ্ট নই। যদি আবারও ক্ষমতায় যেতে পারি, তাহলে আমাদের লক্ষ্য হবে হুবহু ১৯৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া।'—সংবাদ সম্মেলনে আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফ।

: 'গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার প্রত্যাশায় হ্যাঁ ভোট দিয়েছি।'—ইনু ও মেনন।

: সংবিধান সংশোধনের পরও ধর্মীয় বৈষম্য বহাল থাকার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের অনশন।

জুলাই ২০১১

০৩ : ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে বাংলাদেশের বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই।—পররাষ্ট্রসচিব।

০৪ : মন্ত্রীদের সম্পদের হিসাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দিতে হবে। হিসাবে গরমিল পাওয়া গেলে অপসারণ।—প্রধানমন্ত্রী।

০৫ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা বাতিলসহ একতরফাভাবে সংবিধান সংশোধনের প্রতিবাদে ৪৮ ঘণ্টা হরতাল। ১২টি গাড়িতে আগুন। ছাত্রদল সভাপতি টুকু গ্রেপ্তার।

০৬ : হরতালে পুলিশি অ্যাকশন। লাঠিপেটায় বিরোধীদলীয় চিফ হুইফ জয়নাল আবদিন ফারুক আহত। স্পিকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দুঃখপ্রকাশ।

: বগুড়ায় মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের ভুয়া সনদে ১৯৩ পুলিশ।

www.pathagar.com

: নয়াদিল্লির মানসিকতা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। ভারতকে কেবল তার নিজের স্বার্থ ভাবলেই চলবে না, তাকে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে হবে। এ জন্য ভারতকেই উদ্যোগী হতে হবে।—*ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এ প্রকাশিত মিহির এম শর্মার প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ।—*সমকাল* ৬ জুন ২০১১।

০৯ : মানেকশর আদেশ অগ্রাহ্য করে ঢাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে হয়েছিল।—লে. জেনারেল জ্যাকব *ফোর্বস ইন্ডিয়া*কে।

: ভারতে জিয়া, সাত্তার, এরশাদ কারও বাড়ি এনিমি প্রপার্টি না হলেও বাংলাদেশে জ্যোতিবসু, সূর্য সেন, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও গোবিন্দ দেবের বাড়িঘর এনিমি প্রপার্টি হয়েছে।—রানা দাশগুপ্ত *প্রথম আলো*কে।

১০ : ছাত্রলীগের কারও বিরুদ্ধে অপকর্মের অভিযোগ এলে ছাড় দেওয়া হবে না।—ছাত্রলীগের ২৭তম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী।

: 'সংবিধানে যে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম রয়েছে, সেখানে আপনারা আল্লাহর নাম খুঁজে পেলেন না?'—হরতালকারীদের সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী।

১২ : পাঁচ বছরের বেশি সময় পর ছাত্রলীগের নতুন কমিটি।

১৯ : লক্ষ্মীপুরের বিএনপি নেতা ও পিপি অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলামের হত্যাকারী এইচ এম বিপ্লবের ফাঁসির হুকুম মওকুফ।

: জাতীয় নির্বাচনের সময় চার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ চায় ইসি।

২০ : 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আইভি রহমানের ঘাতকদের কি ক্ষমা করা যায়?'—লক্ষ্মীপুরের নিহত বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলামের স্ত্রী রাশেদা ইসলাম। তিনি বলেন, 'এখন আমরা কার কাছে যাব?'

: সংবিধান নিয়ে কটূক্তি করায় আমিনীকে হাইকোর্টে তলব।

২৩ : নিষিদ্ধ আল হিকমার প্রধান কাওসার রাজশাহীতে একটি বিভারেজ কোম্পানিতে ৩১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন।

২৪ : সংবিধানের বিরুদ্ধে কটূক্তির জন্য ফজলুল হক আমিনীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা।

: 'আমাদের হাওয়া ভবন নেই, তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারি।'—প্রকৌশলীদের এক প্রতিনিধিদলকে প্রধানমন্ত্রী।

২৭ : ডেপুটেশনে আনা সেনা কর্মকর্তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি ডিসিদের।

২৮ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাদেরকে হাইকোর্টে উপস্থাপন। হয়রানিমূলক গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের জন্য পুলিশকে হাইকোর্টের তিরস্কার। থানার দারোগাসহ তিন পুলিশ সাসপেন্ড। কাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি।

www.pathagar.com

৩০ : অধিকার ক্ষুণ্ণের অভিযোগ করে সাড়া পান না এমপিরা। পাঁচ শতাধিক আবেদন, কোনোটির নিষ্পত্তি হয়নি।

: রাজধানীতে ইন্দিরা-বন্দনা, সীমান্তে ভারতের সংহারমূর্তি।—কলাম লেখক সাদেক খান।

আগস্ট ২০১১

০১ : 'দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা বা মমতা নেই। তিনি এ দেশে জন্মাননি।'—রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধনকালে খালেদা জিয়া সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী।

০২ : হাইকোর্টের মন্তব্য : সংবিধান ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার মতো ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য সহ্য করা হবে না। আদেশে খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গ এলে আইনজীবীদের মধ্যে হাতাহাতি। আদালতের দিকে ভাঙা প্লাস্টিক টুকরো নিক্ষেপ। আমিনী ৫০ মিনিট কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুর্ব্যবহারে প্রক্টরসহ চারজনের পদত্যাগ।

০৩ : সুপ্রিম কোর্টে হাতাহাতির ঘটনায় ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা। ১৩ আইনজীবীকে পেশা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ।

০৪ : সংসদ সদস্য আসিফা পাপিয়াসহ তিন আইনজীবী গ্রেপ্তার। সুপ্রিম কোর্টে ডিবি পুলিশকে মারধর। গ্রেপ্তার এড়াতে সমিতিকক্ষে আইনজীবীদের অবস্থান।

: 'আ.লীগ ব্যাগভর্তি ভারতীয় টাকা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে।' *ইকোনমিস্ট*-এ প্রকাশিত এই রিপোর্ট ভিত্তিহীন।—পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

০৮ : জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টে আর্থিক অনিয়ম, অবৈধ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ ও তা দাতব্য কাজে ব্যবহার না করার অভিযোগে খালেদা জিয়াসহ চারজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা।

০৯ : বাজারে মানসম্মত পাট নেই, চলে যাচ্ছে সীমান্তের ওপারে।

: যেসব আইনে 'আদিবাসী' শব্দ রয়েছে, তা সংশোধন করে 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী' প্রতিস্থাপন করার উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার।

১০ : 'প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, আমরা বিদেশি আর বাঙালিরা আদিবাসী। সংবিধান সংশোধন করে বলা হয়েছে, আদিবাসীরাও বাঙালি। আমি যদি বলি, তিনি জাতি হিসেবে চাকমা, তাতে কি তিনি রাজি হবেন। আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলাম কায়েম করার জন্য এসব বলা হচ্ছে।'—সন্তু লারমা।

www.pathagar.com

: 'প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ট্রাস্টের মামলা প্রত্যাহার হয় কীভাবে?'—মির্জা ফখরুলের প্রশ্ন।

: কেরু কোম্পানির সাড়ে ৩ হাজার বিঘা জমি ইজারা নিয়েছেন সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা।—*প্রথম আলো*।

১১ : বাংলাদেশের অর্থনীতি সবল, রাজনীতি উল্টো পথে।—*দ্য ইকোনমিস্ট*।

১৫ : টিভি এটিএন নিউজকে মওদুদ আহমদ : বঙ্গবন্ধুর অবস্থান জিয়ার অনেক ওপরে। তাঁর সঙ্গে জিয়ার তুলনা মানায় না। যার যা অবস্থান, স্বীকার করতে হবে।

২০ : ৬৪ বছর পর বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত মানচিত্রে উভয় দেশের দুই রাষ্ট্রদূতের সই শুরু।

২৪ : দুই-একটা ব্যর্থতার জন্য শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার অর্থ হয় না।—সংসদে মহাজোটের সমালোচকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী।

২৭ : ভারতকে ট্রানজিট-সুবিধা দেওয়ার জন্য কোনো চুক্তির প্রয়োজন নেই।—পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী।

: ড. আবুল বারকাত ছাত্রলীগের এক আলোচনা সভায় বলেন, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের নয়টি প্রধান খাতসহ ১১টি খাতে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা বিনিয়োগ করেছে এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকাতে ১০ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে লবিস্ট নিয়োগ করেছে।

সেপ্টেম্বর ২০১১

০৫ : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তিস্তা নদীর ২৫ ভাগের বেশি পানি বাংলাদেশকে দিতে চান না। ফলে তিস্তা চুক্তি হচ্ছে না।

: বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বিতর্কিত ছিটমহলগুলো বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আসামে হরতাল পালিত।

০৬ : তিস্তা ও ফেনী নদীর পানিবণ্টন চুক্তি হয়নি। ট্রানজিট নিয়ে সম্মতিপত্রও সই হয়নি। শেষ মুহূর্তে চুক্তি সইয়ের সিদ্ধান্ত বাতিলে বাংলাদেশ সন্তুষ্ট হয়নি বলে পররাষ্ট্রসচিবের মন্তব্য। অবশ্য একটি চুক্তি, একটি প্রটোকল ও আটটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

: সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধের বিচার হবে প্রতীকী। দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের লঘু দণ্ড দেওয়া হতে পারে। মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম।—উইকিলিকসের ফাঁস করা তারবার্তা।

: ২৮ বিচারপতি চিকিৎসার জন্য ২ কোটি টাকার বেশি অনুদান

www.pathagar.com

নিয়েছেন।—সংসদীয় কমিটিতে দেওয়া তালিকার তথ্য।

: রাজনৈতিক দল গঠনে হুজিকে সহায়তা দান করে ডিজিএফআই।—উইকিলিকসের ফাঁস করা তথ্য।

০৭ : তিস্তা চুক্তি না হওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক।—মনমোহন সিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায়।

০৮ : গঙ্গা, তিস্তা, মুহুরী ও ফেনী নদী ছাড়াও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আরও প্রায় ৫০টি নদী আছে। এই নদীগুলোর পানিবণ্টনের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।—পানি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাত।

: 'ট্রানজিটকে তিস্তায় ডোবাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বাহাদুরি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর সরকারের এই হুঁশ বহু বিলম্বিত। তবু বলব, শাবাশ জননেত্রী শেখ হাসিনা।'—মিজানুর রহমান খানের 'তিস্তা নিয়ে প্রহসন', *প্রথম আলোর* উপসম্পাদকীয়।

১৫ : যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধি অভিযান। রেলসচিবসহ ২১ কর্মকর্তা ওএসডি। পদ্মা সেতু নিয়ে দুর্নীতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ। যোগাযোগমন্ত্রী দুদকের সাহায্য চেয়েছেন। পদ্মা সেতুতে ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে ১ হাজার ২১ কোটি টাকা।

: রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়ার পক্ষে নয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল।

২৪ : জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর শান্তির মডেল উপস্থাপন।

২৫ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়াই নির্বাচন হবে।—প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীদলীয় নেত্রী সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এখন উনি পাগল ও শিশু খুঁজে পেয়েছেন কি?'

২৬ : ভৌগোলিক কারণে আঞ্চলিক কেন্দ্রস্থল হওয়ায় ট্রানজিট ও কানেক্টিভিটি বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রয়োজন।—চীনা রাষ্ট্রদূত জং শিয়ানই।

২৯ : মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যানকে সিলেট কারাগারে ঢুকতে দেওয়া হলো না।

অক্টোবর ২০১১

০১ : 'তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াই নির্বাচন হবে, হবে, হবে। জনগণ নির্বাচন করবেই, করবেই, করবেই। উনি এত কথা বলছেন, উনিও নির্বাচনে আসবেন। ওনাকে নির্বাচনে আসতেই হবে। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে নির্বাচনে আসতেই হবে।'—গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা।

: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচন হবে না, হবে না, হবে না।—বিএনপি।

www.pathagar.com

০২ : দেশের প্রতি তিনজন শিক্ষার্থীর একজন মাদ্রাসায় পড়ে। উত্তীর্ণদের মধ্যে ২ শতাংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। মাদ্রাসার শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ৯২ শতাংশ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

০৪ : জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে ২০টি অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের চার্জ গঠিত। ২৫ খণ্ডে ৪ হাজার ৭৪ পৃষ্ঠার অভিযোগ। আসামির বক্তব্য, 'অবিচার হলে আল্লাহর আরশ কাঁপবে।'

০৫ : 'নির্বাচন কমিশন নিয়ে সূক্ষ্ম কারচুপির নির্বাচন ঠেকানো যেতে পারে, তবে মূল কারচুপি রোধ করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা রাখতে হবে। আদালত আরও দুটো তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থা রাখার কথা বলেছে, কিন্তু তার আগেই কেন এটা তুলে দেওয়া হচ্ছে।...রাজনীতিকেরা আমলাদের এমন রাজনীতিকরণ করেছে যে এদের দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না।'—ড. আকবর আলি খান 'সুজন' আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে।

০৭ : পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির ধরন জানতে বিশ্বব্যাংককে দুদকের চিঠি।

১১ : প্রধানমন্ত্রীর দোয়েল ল্যাপটপ বাজারজাতকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন।

১৬ : এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ১১.৯৭ শতাংশ।

: 'তত্ত্বাবধায়ক এলে ক্ষমতায় যাবেন, নিশ্চয়তা কী? আবার আপনাকে জেলে যেতে হবে না, তা কীভাবে মনে করেন? রোড শোতে ২ হাজার দামি গাড়ি প্রদর্শন করলেন। কোথা থেকে এসব গাড়ি এসেছে? গাড়ি কেনার টাকার উৎস কোথায়, তার হিসাব দিতে হবে।'—খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীপুরের এক জনসভায়।

১৯ : নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টের রুল।

: 'আমার দোষেই এটা হয়েছে: এত ব্যস্ত ছিলাম এবং এত উদ্বিগ্ন ছিলাম যে না দেখেই কাগজটিতে সই করে দিয়েছি।' পুঁজিবাজার বিষয়ে গঠিত উপদেষ্টা কমিটির প্রধান হিসেবে নিজের নাম থাকার দোষ স্বীকার করলেন অর্থমন্ত্রী।

২০ : শেখ হাসিনার অভিযোগ, 'পদ্মা সেতুর কাজ যাতে না হয় সে জন্য একজন নোবেল লরিয়েট লবিং করেছেন, যিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চান।'

২২ : 'ট্রানজিটে ভারতের যে লাভ তার অর্ধেক আমাদের চাই।'—পরিবহন বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ।

২৩ : 'ইউনূস প্রতিষ্ঠিত ৫৪টি প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের আওতায় আসবে। বিদেশি সহায়তা বন্ধে ইউনূস কিছু করেননি।'—অর্থমন্ত্রী।

www.pathagar.com

: 'কেউ টাকা দিলে তা গ্রহণ করবেন, কারণ এ টাকা আপনাদেরই, কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় আপনারা বিবেক খাটিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকেই ভোট দেবেন। টাকা নিলে দোষের কিছু নেই।'—প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

২৭ : 'আজকাল উপদেষ্টারা পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় বসেন। এতগুলো মন্ত্রীর মধ্যে আজ মাত্র ছয়জন সংসদে উপস্থিত।'—সংসদে তোফায়েল আহমেদ।

: 'গতকাল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, মন্ত্রীরাও ছিলেন। আজ প্রধানমন্ত্রী নেই, মন্ত্রীরাও নিজেদের ব্যক্তিগত কারণে বাইরে চলে গেছেন।'—সংসদে শেখ ফজলুল করিম সেলিম।

: অন্য কোথাও গিয়ে জবাবদিহি করলে যদি মন্ত্রীদের চাকরি পাকাপোক্ত হয়, তাহলে সংসদে কেউ জবাবদিহি করতে আসবে না।—সংসদে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।

নভেম্বর ২০১১

০২ : নরসিংদীতে আ.লীগ অফিসে মুখোশধারী সন্ত্রাসীদের গুলি। সাধারণ সম্পাদক ও মেয়র লোকমান হোসেন নিহত।

০৩ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপপরিচালক সাহিদার রহমানকে মারধর করার জন্য আ.লীগ-সমর্থিত ১০ জন সিবিএ নেতার শাস্তি মওকুফ করে দিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

০৪ : সরকার বেসরকারি সংস্থাগুলো সংস্কার করতে চায়। গত ১০ বছরে ৪ হাজার ৫৩০ এনজিওর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

১১ : সার্ক সম্মেলন শেষ। ২০ দফা 'আদ্দু' ঘোষণা। অবাধ চলাচলের সিদ্ধান্ত বা জলবায়ু নিয়ে অভিন্ন অবস্থান নেই।

: বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৬৫০ এনজিও চলছে অবৈধভাবে।

১৪ : পঞ্চদশ সংশোধনী অনুমোদনের চার মাস পরও সংবিধানের মুদ্রিত অনুলিপি না পেয়ে হাইকোর্টের অসন্তোষ।

১৭ : যেকোনো জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ও সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তার অতীত কালো অধ্যায়গুলোর সমাধান প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির জন্য যুদ্ধাপরাধের বিচার জরুরি।—জাতিসংঘ মহাসচি বান কি মুন।

: বেতনের ওপর কর দিতে হবে মন্ত্রীদের।

: আগামী দিনে রাষ্ট্রনায়ক হবেন তারেক রহমান।—তারেক রহমানের ৪৭তম জন্মবার্ষিকীতে মওদুদ আহমদ।

২০ : মন্ত্রণালয়গুলোর বকেয়া ফোন-বিল ৫০ কোটি টাকা।—*প্রথম আলো*।

www.pathagar.com

: অর্থের বিনিময়ে মনোনয়ন একমাত্র বাংলাদেশে সম্ভব।
২৮ : অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ (সংশোধনী) আইন পাস।
২৯ : উপজেলা পরিষদে নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের, ইউএনও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

ডিসেম্বর ২০১১

০১ : দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ। ধারণাসূচক এক ধাপ এগিয়ে ১৩তম স্থানে।
০২ : বর্তমান সরকার উগ্র জাতীয়তাবাদী। পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হয়ে উঠবে।—শহীদ মিনারের সমাবেশে সন্তু লারমা।
০৩ : যোগাযোগমন্ত্রী ও তাঁর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সাকোর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে পদ্মা সেতুর ঋণ বন্ধ করে দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। অর্থমন্ত্রীকে বলা হয়েছে, দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের নেওয়া ব্যবস্থা জানাতে হবে।
০৪ : প্রধানমন্ত্রীর ১৪টি সুপারিশের একটিও বাস্তবায়ন করেননি মন্ত্রী আবুল হোসেন।
: ঢাকা উত্তর-দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের দুজন প্রশাসক নিয়োগ।
০৫ : মন্ত্রিসভায় রদবদল : সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত রেল, ওবায়দুল কাদের যোগাযোগ, আবুল হোসেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, ফারুক খান বিমান ও পর্যটন, জি এম কাদের বাণিজ্য এবং ইয়াফেস ওসমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
০৭ : যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু। সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ।
০৮ : আইন প্রণয়নে সংবিধানিক প্রক্রিয়া কোনো সংসদই পুরো মান্য করেনি।—*ইত্তেফাক*-এর প্রতিবেদন।
১৫ : তিন পার্বত্য জেলা বাদে দেশের ৬১টি জেলায় জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে সরকার-দলীয় ব্যক্তিদের।
: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসুন্ধরার মালিকের ছেলেকে রক্ষা করতে ২১ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন এবং সেই টাকা থেকে ২০ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়।
: পাঁচ মাসে এডিপির বাস্তবায়ন মাত্র ২০ শতাংশ।
: দুই লাখ সনদ পাওয়া মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে কমপক্ষে ৪০ হাজার ভুয়া।
: বঙ্গবন্ধু সেতুর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে। এ ছাড়া ওভার লোডিংয়েরও অভিযোগ রয়েছে।—যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।
২০ : ২০০৭ সালে ঢাবিতে ছাত্র-শিক্ষক নির্যাতনের জন্য ফখরুদ্দীন-মইনের

www.pathagar.com

শাস্তির সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি।

২১ : দুর্নীতির অভিযোগে প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর কার্যক্রম বন্ধ।

২৩ : 'যে রাষ্ট্রপতির একজন পিয়ন বদলি করার ক্ষমতা নেই, তিনি কীভাবে সংলাপ ফলপ্রসূ করবেন।'—বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।

: দলীয় রাষ্ট্রপতির কাছে কিছু আশা করা যায় না।—ড. মোজাফ্‌ফর আহমদ।

: দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টির মধ্যে ঘুষ গ্রহণে বাংলাদেশ শীর্ষে, প্রথমে পুলিশ পরে বিচার বিভাগ।

২৫ : নির্বাচন কমিশন গঠনে ৪০ বছরেও আইন করা হয়নি। সংবিধানে আইন করার কথা থাকলেও পছন্দের লোক বসাতে রাজনৈতিক দলগুলো তা করেনি।—*প্রথম আলোর* প্রতিবেদন।

২৭ : প্রশাসকদের জন্য ৪০০ কোটি টাকার জিপ। জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করা হচ্ছে।

২৮ : তিন বছরে শান্তি চুক্তির একটি অংশও বাস্তবায়ন করেনি সরকার।—হেডম্যান সম্মেলনে সন্তু লারমা।

www.pathagar.com

১৯৭১-এ বাংলাদেশের অভ্যুদয় থেকে শুরু করে পরবর্তী চার দশকের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি সংকলিত হয়েছে এ বইয়ে। যাঁরা সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী বা তা নিয়ে চর্চা করেন এবং যাঁরা ইতিহাসের গতিপথ অনুসরণ করতে চান, সবারই প্রয়োজন মেটাবে এ বই।